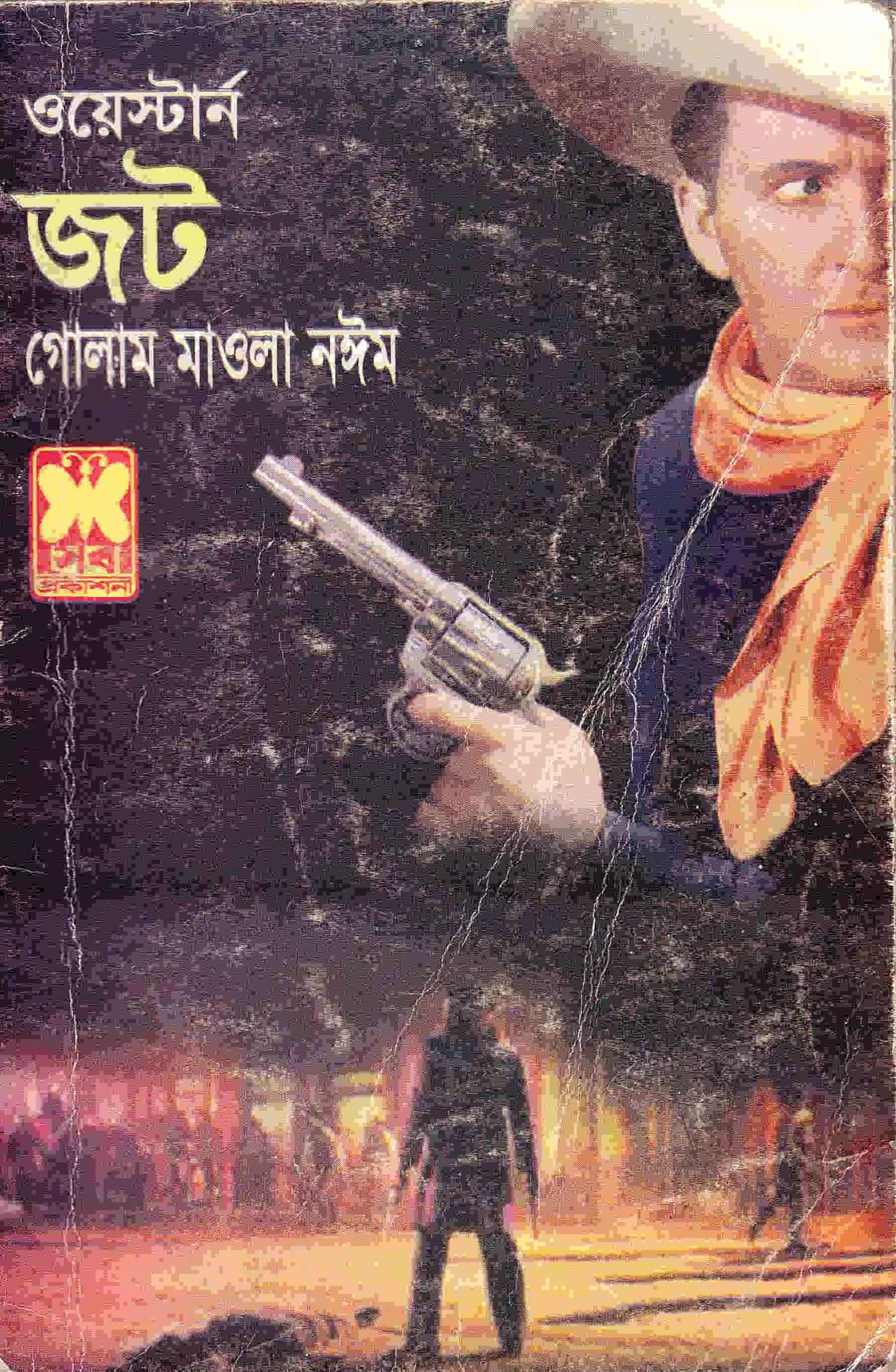
ওয়েস্টার্ন

জট

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী



এক

কাক-ডাকা ভোরে ভূতুড়ে চেহারা পেয়েছে উইল সিটি। জনশূন্য ধূলিধূসর রাস্তার দু'পাশে সরু বোর্ডওঅক, হিচিং রেইল আর খুদে ওঅটর ট্রাফের সারি। বেশিরভাগ বাড়ি করুণ চেহারার; ফল্‌স-ফ্রন্টের বাড়ি কম, সিংহভাগ ইট বা পাথরে তৈরি। কোন কোনটার জানালায় সার বেঁধে কাঠ রাখা–বিক্রির জন্য, তবে বেশিরভাগই ফাঁকা।

কোথাও দরজা খোলার আওয়াজ হলো, তারপর চাপকলের শব্দ–মরচে ধরায় তীক্ষ্ণ প্রতিবাদে সোচ্চার, ভোরের বাতাস কাঁপিয়ে ডেকে উঠল একটা মোরগ...শহরের অন্য প্রান্ত থেকে জবাব দিল আরেকটা।

রাস্তার শেষ প্রান্তে ধীর চালে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে এগিয়ে আসছে মলিন পোশাকের এক কাউবয়। *বন-টন* রেস্তোরাঁর সাইনবোর্ড দেখে সেদিকে এগোল। কয়েক পা এগোনোর পর হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল ঘোড়াটা, পিছিয়ে আসার প্রয়াস পেল, কিছু দেখে ভড়কে গেছে। চোখ কুঁচকে তাকাল কাউবয়, সাইডওঅকের পাশে এক লোককে পড়ে থাকতে দেখতে পেল।

ঝাড়া মিনিট খানেক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে, প্রাণের চিহ্ন খুঁজল লোকটার মধ্যে, কিন্তু দেখতে পেল না। শেষে, স্যাডল ছেড়ে ঘোড়ার লাগাম রেইলের সঙ্গে বেঁধে রেস্তোরাঁর পোর্চে উঠে এল সে। দরজায় ধাক্কা দিল। বন্ধ।

ঘুরে চলে আসবে, এ-সময় ভিতরে হালকা পদশব্দ হলো।

দরজা খুলে যাওয়ার পর মৃদু স্বরে কেউ আহ্বান করল: 'ভিতরে এসো। কফি আছে, আর নাস্তা কয়েক মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে।'

'তাড়া নেই আমার,' ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে স্বস্তির সুরে বলল কাউবয়, চেয়ার টেনে নিয়ে বসে হাঁপ ছাড়ল।

কফি পরিবেশন করল রেস্তোরাঁ মালিক।

মগে ঢেলে কফিতে চুমুক দিল কাউবয়, তারপর প্রায় নিস্পৃহ স্বরে বলল, 'রাস্তায় একটা লাশ দেখলাম।'

'আরও একটা? এ সপ্তাহে তিনটা হলো। শনিবারে না জানি কী হয়! পে-ডের দিন হুইস্কিখেকো কাউবয়রা পাগলা হয়ে ওঠে, যেন নেকড়ের দল! অতদিন থাকলে আরও লাশ দেখতে পাবে।'

'উঁহুঁ, শনিবার পর্যন্ত থাকার ইচ্ছে নেই, ভাবছি তার আগেই চলে যাব। কার্সন সিটিতে গিয়ে ট্রেনে চড়ব।' মাথা ঝাঁকিয়ে রাস্তার দিকে ইশারা করল কাউবয়। 'লাশটা দেখেছ নাকি?'

'নাহ্...দেখার ইচ্ছেও নেই। লাশ আমার কাছে নতুন কিছু নয়। এই জীবনে কম তো দেখিনি। সবই একরকম! দেখলে বরং মন খারাপ হয়ে যায়। মাতাল হয়ে পিস্তল বের করতে গিয়েছিল, কিংবা ছুরি খেয়েছে। এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে।'

রাস্তা ধরে এগিয়ে এল এক মহিলা, বোর্ডওঅকে শব্দ করছে হিলের জুতো। লাশ পেরিয়ে গেল সে, ফিরে তাকাল একবার, তারপর পোস্ট অফিসের দিকে চলে গেল।

রাস্তা পেরিয়ে যাওয়ার সময় লাশটা দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল এক লোক। লাশের পাশে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল সে, চুল খামচে ধরে মুখ ফেরাল নিজের দিকে। 'আচ্ছা, সেই লোকটা! জানতাম এমন কিছুই ঘটবে।'

ঘুরে নিজের পথে চলে গেল লোকটা।

ফের দরজা আটকানোর শব্দ হলো। হেঁড়ে গলায় *স্ট্রীটস অভ দ্য লারেডো*-র সুর ধরল একজন। পানির কল চাপার শব্দ হলো,

'মাথা খারাপ নাকি? আরে, উজবুক, ওয়ার্নারদের পাশে মেরি প্রাইনের র‍্যাঞ্চ। তোমাদের বিয়ে হয়ে গেলে দুই বাথান মিলে ত্রিশ সেকশন বিস্তীর্ণ তৃণভূমির মালিক বনে যাবে তুমি।'

বেকন আর ডিম নিজেই পরিবেশন করল ব্যাট গ্র্যান্ডি, দুই বন্ধুর কফির কাপ ভরে দিল। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল সে। 'ঘোড়া চোরটাকে ধরেছ নাকি, ডীন?'

'হ্যাঁ। যা খাটিয়েছে ব্যাটা, তবে পার পায়নি। শেষপর্যন্ত ধরা পড়েছে। জেফ ক্রেমারের মেয়ার দুটো নিয়ে সটকে পড়েছিল। অন্য কোন ঘোড়া হলে হয়তো এত মরিয়া হত না ক্রেমার। ব্যাটা শিকার বাছতে ভুল করেছিল। যেনতেন ঘোড়া নয় ওগুলো, সারা টেরিটরি খুঁজলে অমন তেজী ঘোড়া আর দেখা যাবে না। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার ছিল ঘোড়া দুটোকে এলাকার প্রতিটি লোক চেনে। যে হারে ওগুলোর গল্প করেছে জেফ ক্রেমার, প্রদর্শনীও তো কম করেনি। অমন ঘোড়া চুরির খায়েশ যার হবে সে হয় মহা বোকা নয়তো নিজের কাজে একেবারে কাঁচা।'

'এই ব্যাটা কোন্‌টা?'

'কাঁচা। দেখে বা কথাবার্তায় বোকা মনে হয়নি।' মন্তব্য করল ডীন। 'ভোর নাগাদ ওর ক্যাম্পে গিয়ে দেখি অঘোরে ঘুমাচ্ছে। সুযোগ বুঝে ওর গানবেল্ট আর রাইফেল সরিয়ে ফেললাম। ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুতে ঝর্নায় গেল সে, ক্যাম্পে ফিরে দেখল বেডরোলের পাশে অপেক্ষায় বসে আছি। আমাকে দেখে এমন বেজার হয়েছিল মুখটা!'

'আচ্ছা, ডীন, সব ক্ষেত্রেই কি তুমি সফল হয়েছ? কাউকে ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হওনি?' রেস্তোরাঁ মালিকের কৌতূহলী প্রশ্ন।

'চাকুরি তো বেশিদিনের নয়...সব মিলিয়ে চার-পাঁচজন হবে। ভাগ্য ভাল যে কারও ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইনি। কেউ চুরি করলে তাকে ধরতে বেরোই। আর কেউ খুন করে পালিয়ে গেলে তাকে তাড়া করে, ধরার পর বিচারের জন্য নিয়ে আসি। কিন্তু গুলি করেছে বা

ছুরি চালিয়েছে এমন লোকের পিছনে লাগলে যাজক ছাড়া কেউ বাকি থাকবে না, ঠগ বাছতে গিয়ে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে...'

'আমাদের মহামান্য যাজক সম্পর্কে তা হলে কিছুই জানো না তুমি,' হেসে ডীনকে থামিয়ে দিল ব্যাট গ্র্যান্ডি। 'ওর শরীরে ছুরির পোঁচের একাধিক দাগ আমি নিজে দেখেছি।'

'হতে পারে। তবে আগে কী ঘটেছে, এ-নিয়ে মাথা ব্যথা নেই আমার। কেউ কেয়ারও করে না। জুরিরা অভিযোগ নাকচ করে দেবে এমন কাউকে ধরে এনে জজের সামনে উপস্থিত করতে চাই না। ফেয়ার ফাইটে কাউকে খুন করা তো অন্যায্য নয়।'

'আমার র‍্যাঞ্চে যাবে নাকি, ডীন? টার্কি শিকার করতে পারবে।'

'উঁহুঁ, লাশের গতি করতে হবে। পরিচয় জানতে হবে, শেষে আত্মীয়-স্বজন না-থাকলে গোর দিতে হবে।'

'এসব ক্ষেত্রে আত্মীয়রা খবর পেলে আসে?'

'খুব কম। দশজনে একজনের বেলায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আত্মীয়রা চায় লাশ গোর দিয়ে মৃতের সম্পত্তি বা ব্যবহার্য জিনিস তাদের কাছে পাঠিয়ে দিক কর্তৃপক্ষ...তবে সাধারণত মামুলি সব জিনিস পাওয়া যায়। লেন্স আর্থারের সেলুনে দু'এক সন্ধ্যা কাটালে কারও কাছেই বেশি কিছু থাকে না।'

'ফালতু কাজ! আমাদের ট্যাকের টাকা খরচা করে বেওয়ারিশ লাশ গোর দিয়ে মৃতকে হয়তো সম্মান দেখানো হয়, কিন্তু আখেরে কী লাভ হবে? বিনিময়ে নিশ্চয়ই মৃতের আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে একটা ধন্যবাদও আসে না!'

'অত খরচা হয় না, অ্যাশ। কয়েক ডলার। মৃতের নিজস্ব কম্বল না-থাকলে কিনতে হয়, আর কবর খুঁড়তে একজন লোক লাগে। কখনও কখনও তাও লাগে না। আমি নিজে চারটা কবর খুঁড়েছি।'

নীরবে খাওয়া শুরু করল ওরা।

কিছুক্ষণ পর অ্যাশলি হ্যাগার্ড জানতে চাইল: 'আচ্ছা, ডীন, ক্রেমারের কাছে গেলে কেমন হয়? সে জানে র‍্যাঞ্চার হিসাবে তুমি কেমন। হয়তো ঋণ দিতে রাজি হবে। নগদ টাকা পেলে আবার নতুন ভাবে শুরু করতে পারবে।'

'হাসালে! একটা কথা বোধহয় জানো না, ক্রেমারের ব্যাঙ্ক থেকে কখনও টাকা বেরোয় না, শুধু ঢোকে। যাক্‌গে, যখন পারব আবার শুরু করব। কারও কাছে ঋণী থাকতে চাই না আমি কিংবা কোন ব্যাঙ্কারের দেনা শোধ করার জন্য বাকি জীবন বেগার খেটে মরতেও চাই না।'

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল গাট্টাগোট্টা এক লোক। ক্ষৌরিহীন মুখ, চুল উস্কখুস্ক। সরু ব্রিমের হ্যাট মাথায়। দাড়িতে লেগে থাকা খড়কুটো প্রমাণ করছে রাতে বার্নে ঘুমিয়েছে এবং ঘুম ভাঙার পর সরাসরি এখানে চলে এসেছে।

দূরের এক টেবিলে বসল সে। বসল না বলে বরং বলা উচিত ধপ করে চেয়ারে পড়ল। তারপর টেবিলের উপর দু'হাত রেখে তার উপর ভারী মাথা চাপিয়ে দিল।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে তাকে কফি পরিবেশন করল গ্র্যান্ডি। 'আরে, ফিন যে! বিধ্বস্ত অবস্থা তোমার! হয়েছে কী? জলদি কফি গিলে ফেলো, চাঙা হয়ে যাবে।'

মুখ তুলে শেফের দিকে তাকাল ফিন। 'ধন্যবাদ, ব্যাট। স্ল্যাশ সেভেনে দিনগুলি চমৎকার ছিল, তাই না? আহা রে, কত আনন্দই না করেছি!'

'নিশ্চয়ই! ফ্ল্যাপজ্যাক দেব নাকি, ফিন?'

মাথা নাড়ল মাতাল। 'পেটে সইবে না এখন। পরে খাব। ধন্যবাদ, ব্যাট।' কফিতে চুমুক দিয়ে সিধে হলো সে, তারপর টলতে টলতে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

দুই বন্ধুর দিকে ফিরল শেফ। 'তোমাদের অবশ্য জানার কথা নয়। ফিন একসময় এলাকার সবচেয়ে চৌকস পাঞ্চার ছিল। ছয়

বছর আগের কথা এটা। শরীরে লোম আছে এমন যে-কোন জন্তুর পিঠে চড়তে ওস্তাদ ছিল, দড়ি হাতে পাকা, পিস্তলেও চালু। শুধু একটা জায়গায় দুর্বলতা। হুইস্কি। এই জিনিসটা সামাল দিতে পারত না। বোঝা যাচ্ছে এখনও পারে না। একসময় ওর মত টপহ্যান্ডকে পেলে বর্তে যেত যে-কোন আউটফিট, অথচ এখন কেউ ওকে নিতেই চায় না।'

'কখনও তোমার এখানে খাবারের দাম দেয় সে, নাকি বিনে পয়সায় খেয়ে যাচ্ছে?' জানতে চাইল অ্যাশলি হ্যাগার্ড। 'এ-পর্যন্ত ওকে টাকা বের করতে দেখিনি।'

'আমার এখানে খেতে টাকা লাগবে না ওর, কখনোই লাগবে না। প্রথম যখন এসেছিলাম, মাঝে মধ্যে আমাকে সাহায্য করেছে ও, অথচ কখনও ফেরত চায়নি, যেন স্রেফ ভুলে গেছে।

'প্রথমদিনের কথা বলি। ও তখন কম্বল বিছিয়ে কয়েকজন পাঞ্চার মিলে পোকার খেলছে। আমি কাছাকাছি দাঁড়িয়ে, পকেটে ফুটো পয়সাও নেই। পেটে রাক্ষুসে খিদে। এবং বেকার।

'জিজ্ঞেস করলাম কোথায় গেলে কাজ পাব। ওরা জানাল কাজ নেই। মনটা এত খারাপ হলো! অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে উবে গেছে তখন, মন এত দমে গেছে। বেরিয়ে আসব, এ-সময় থলে থেকে এক তাড়া নোট বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ফিন, বলল কাজ খুঁজে না-পাওয়া পর্যন্ত পেটের চাহিদা মেটাতে এই টাকা যথেষ্ট হবে। ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য ওর দিকে এগোতে হাত নেড়ে বাতিল করে দিল।

'তিনদিন পর রাস্তায় দেখা হলো ওর সঙ্গে। প্রায় জোর করে আমার পকেটে কয়েকটা নোট ঢুকিয়ে দিল ফিন। কাজ পাওয়ার পর অবশ্য পাওনা শোধ করেছিলাম।

'ফিনের ব্যাপারে আমি জানি,' বলল ডীন ফস্টার। 'তল্লাটের সেরা কাউহ্যান্ড ছিল ও।'

চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল অ্যাশলি হ্যাগার্ড। 'মত

বদলালে আমার ওখানে চলে এসো, ডীন, দু'জনে মিলে টার্কি শিকার করা যাবে।'

'যাওয়া হবে না, অ্যাশ। গতরাতে দেরি করে ফিরেছি বলে বাসায় যাইনি, অফিসে কাটিয়ে দিয়েছি। শেষ রাতে ওদেরকে ঘুম থেকে জাগাতে ইচ্ছে করল না। ক্লারার সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

অ্যাশলি হ্যাগার্ড চলে যাওয়ার পর এক কাপ কফি নিয়ে টেবিলে বসল ব্যাট গ্র্যান্ডি। 'লাশটা কার কোন ধারণা পেয়েছ?'

'না। মাতাল কাউবয় হতে পারে। সচরাচর এটাই হয়, পেটে হুইস্কি পড়লে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে ওরা, মাইনারদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়, পরিণতিতে···। মেক্সিকানরা বেশ কঠিন টাইপের, আর ইদানীং বিস্তর ভবঘুরে যাতায়াত করছে এই পথে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর খুব বেশি মানুষ ঠিকানাহীন হয়ে পড়ল বোধহয়, কোথাও থিতু হতে পারছে না এরা।

'যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল করছে ওরা,' বলে গেল মার্শাল। 'ততক্ষণ কারও মাথাব্যথা নেই, যদি সেটা ফেয়ার ফাইট হয়। নির্জলা খুন বা পিঠে গুলি করলে অবশ্য ভিন্ন কথা, কিন্তু গত কয়েক বছরের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেনি বললেই চলে।'

'ঠিকই বলেছ। যদ্দূর মনে পড়ে মার্শাল হুইটসেটের আমলে একটা খুনের ঘটনা ঘটেছিল। খানিকটা সন্দেহ থাকলেও আমার কাছে ওটাকে খুনই মনে হয়েছে। আর খোদ মার্শালও খুন হয়েছে বলে মনে করে ওর বউ ইভলিন।'

'ঘটনার সময় এখানে ছিলাম না আমি। খুলে বলো তো।'

'পাথরচাপা পড়েছিল। পাথুরে এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল মার্শাল, কাছে একটা ক্লিফ ছিল। তিনদিন পর পাথরস্তূপের নীচ থেকে ওর লাশ বের করা হয়।'

'মৃত লোকটাকে দেখেছ নাকি?' প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল ডীন। 'তোমার এখানে এসেছিল?'

'সুবেশী লোকটা তো? সাপারের সময় এসেছিল। পুরোদস্তুর

নিপাট ভদ্রলোক। সাধারণ কেউ নয়।' ক্ষণিকের জন্য থামল রেস্তোরাঁ মালিক। 'ডীন, লোকটাকে দেখে মোটেও ঝামেলাবাজ মনে হয়নি। একা একা খাবার খেয়েছে, অন্য কোন দিকে নজর দেয়নি। খেয়েই চলে গেছে।'

'বিল দিয়েছিল?'

'নিশ্চয়ই! সোনার ঈগলে বিল মিটিয়েছে। খুচরা টাকা দিয়েছি ওকে।' চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল ব্যাট গ্র্যান্ডি। 'উঠি, বাসন-কোসন ধুতে হবে। বেন আবার আসবে না আজ। মাথা ব্যথা না কী যেন হয়েছে। ওকে নিয়ে হয়েছে এক জ্বালা! যখন-তখন ছুটি চেয়ে বসে। বাদ দিতেও পারছি না। বিকল্প লোক কোথায়? রান্নাবান্না বা সাফসুতরোর কাজে পুরুষ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আর মেয়েরা আরও খারাপ, সারা বছরই অসুস্থ থাকে।'

রাস্তায় বেরিয়ে বিক্ষিপ্ত মনে হাঁটতে শুরু করল ডীন ফস্টার। বাড়ি যাওয়া উচিত। ওর ফিরে আসার খবর এখনও জানে না ক্লারা। আউটলদের ধাওয়া বা অনুসরণ করে যখনই শহর থেকে বেরিয়ে যায় ডীন, সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় থাকে ক্লারা, যদিও আদপে দেখা গেছে ব্যাপারটা বুনো ঘোড়া বা লংহর্ন সামলানোর চেয়ে কম বিপজ্জনক।

বাড়ি যাওয়ার আগে বার্নে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে লাশটা। মার্শালের চাকুরি যে খুব উপভোগ করে ডীন, তা নয়, কিন্তু এখন এটাই ওর জীবিকা। ভাল না-লাগলেও দায়িত্ব পালন করতে হবে। দায়িত্বে কখনও অবহেলা করেনি ডীন, না মার্শাল হিসাবে, না একজন স্বামী, বাবা বা র‍্যাঞ্চার হিসাবে।

তবে নিজেকে লম্যান মনে করে না ও। এমন কিছু হওয়ার খায়েশও ছিল না, স্রেফ ঘটনাচক্রে দায়িত্ব পেয়ে গেছে। র‍্যাঞ্চের সব খুইয়ে বসায় কাজটা নিতে রাজি হয়েছে। উপভোগ না করলেও নেহাত পেটের তাগিদে চালিয়ে যেতে হবে।

বার্নের ভিতরে ভাপসা পরিবেশ, আলোও কম। মান্ধাতার

আমলের জীর্ণ ওঅর্কটেবিলের উপর রাখা হয়েছে লাশটা। পুরো ঘরে খড়ের গন্ধ। ছাদ আর দেয়ালের ছোট ছোট ফাঁক গলে আলো উঁকি দিচ্ছে ঘরে।

একপাশে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসে আছে বিগ ইনজুন। মুখ দেখে বয়স বোঝা মুশকিল। ষাট বা সত্তর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু শরীরটা মজবুত এখনও। পেশিবহুল দেহে কোথাও এতটুকু মেদ নেই, চামড়া টানটান। জীর্ণ হ্যাট তার মাথায়, একপাশে পালক লাগানো। কালো শার্ট আর জীর্ণ নীল ট্রাউজার পরনে, শরীরের তুলনায় খাটো সাইজের পোশাক বলে উদ্ভট লাগছে।

খড় বিছানো ধূলিময় মেঝে পেরিয়ে লাশের কাছে চলে এল ডীন ফস্টার, লাশের দিকে তাকাল।

খুবই সুদর্শন। ত্রিশের কাছাকাছি হবে বয়স, কম-বেশিও হতে পারে। মেদহীন ছিপছিপে দেহ। রোদপোড়া মুখ এখনও টানটান, সতেজ; মনে হয় না সত্যি মারা গেছে যুবক। ঘরকুনো লোক নয়, বরং বাইরে থাকতে অভ্যস্ত—রাইডিং-এ দক্ষ। তবে মারকুটে বা লড়িয়ে নয়। নিখাদ কৌতূহলের সঙ্গে স্পারজোড়া জরিপ করল ডীন। রুপোর তৈরি, ছোট্ট ঘণ্টা রয়েছে সঙ্গে।

এমন স্পার এদিকের কেউ ব্যবহার করে না, দেখে মনে হচ্ছে দক্ষিণের...মেক্সিকো বা ক্যালিফোর্নিয়ায় তৈরি। এ তল্লাটের বেশিরভাগ কাউহ্যান্ড ওয়াইওমিং, মন্টানা বা ক্যান্সাসের।

সন্তর্পণে পকেট হাতড়াল ডীন, সতর্ক যাতে লাশের অবস্থানে রদবদল না হয়। তিনটা সোনার ঈগল...খুচরো পয়সা, লাল রঙা ব্যান্ডানা, রুমাল...কিন্তু কোন কাগজ নেই।

পিস্তলের হ্যামার থেকে দড়ি সরিয়ে আলগোছে সিক্সশ্যূটারটা হোলস্টার-মুক্ত করল ডীন, ব্যারেলে গন্ধ শুঁকল। শুধু তেলের ঘ্রাণ, গানপাউডারের গন্ধ নেই। সিলিন্ডার পরখ করল...পাঁচটা কার্তুজ। পুরো লোডেড। পশ্চিমের বেশিরভাগ মানুষ সিক্সশ্যূটারে পাঁচটা গুলি রাখে। শূন্য চেম্বার বরাবর রাখে হ্যামার, যাতে রাইড

করার সময় দুর্ঘটনাক্রমে গুলি না-ফোটে। এটাই নিরাপদ উপায়। ডীন নিজেও চেম্বারে পাঁচটা গুলি রাখে।

ডীন নিশ্চিত গানফাইটে মারা যায়নি যুবক। সিক্সশ্যূটার থেকে গুলি করা হয়নি, এবং কোনরকম ঝামেলা বা বিপদ আশা করেনি সে, যেহেতু হ্যামারের ফিতা যথাস্থানে রয়েছে। বিপদ দেখামাত্র সবাই প্রথমে হ্যামারের ফিতা সরিয়ে দেয়, যাতে মুহূর্তের মধ্যে ড্র করতে পারে।

ঠিক হৃৎপিণ্ডের কাছে শার্টে একটা বুলেটের ফুটো। গর্তের চারধারে কোন রক্ত নেই।

ভুরু কুঁচকে পুরো লাশ আবার জরিপ করল ডীন। কী যেন ঠিক মিলছে না। মনে খুঁতখুঁতে ভাব থেকে যাচ্ছে। কোথাও একটা অসঙ্গতি আছে! জিনিসটা কী?

শার্ট!

হ্যাঁ, ওটাই। কাঁধের উপর ঢলঢল করছে শার্টের গলা। বোঝা যায় সাইজের তুলনায় বেশ বড়। চাইলেই যে সঠিক মাপের শার্ট পাওয়া যায় তা নয়, বরং ঠেকায় পড়ে বেঢপ পোশাকও পরে লোকে। কিন্তু যুবকের ক্ষেত্রে তা বলা যাবে না। শার্ট ছাড়া প্রতিটি কাপড় নিপুণ ফিট করেছে গায়ে, মানিয়ে গেছে; সুদৃশ্য বুট, পালিশ করা রুপোর স্পার, দর্জির হাতে তৈরি নিখুঁত ট্রাউজার, ঝালরের বাকস্কিন জ্যাকেট—একনজরে বলে দেওয়া যায় সুবেশী স্মার্ট এক যুবক। নিজের বাহ্যিক আবেদন সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন মানুষ এমন ঢলঢলে শার্ট পরবে কেন?

নানা কারণ বা সম্ভাবনা হতে পারে...এ নিয়ে পরে ভাবলেও চলবে। আগে বাড়ি যাওয়া দরকার, ভাবল ডীন। সিক্সশ্যূটার হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেল ও।

বহুল ব্যবহৃত পিস্তল এটা...হোলস্টারও তাই। পালিশ করা, দেখে বোঝা যায় নিয়মিত যত্ন করত মালিক। তবে পুরানো হয়ে গেছে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার: লোকটা পিস্তলের ব্যবহার খুব

ভাল জানত।

'বিগ ইনজুন, কী মনে হয় তোমার?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল ডীন।

উঠে দাঁড়াল বুড়ো ইন্ডিয়ান। 'ভালমানুষ। খুবই শক্তিশালী। কর্মঠ। অনেক দূর থেকে এসেছে এখানে। ড্রিঙ্ক করেনি। মুখে বা গায়ে গন্ধ নেই, বোতলও পাইনি।'

চিন্তিত মনে থুতনি চুলকাল ডীন, ফের জরিপ করছে লাশটা। ওর মত বিগ ইনজুনও সন্দিহান। ঘটনা খাপে খাপে মেলেনি। তার মানে কোথাও একটা ভজকট আছে।

'এটা খুন,' ঘোষণা করল বিগ ইনজুন। 'এই লোককে সহজে গুলি করা প্রায় অসম্ভব ছিল, যদি না পিছন থেকে করে থাকে। কোন সুযোগ না-দিয়ে কাজ সারা হয়েছে।'

অস্বস্তি ভরে ধূলিময় মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল ডীন। আর সময় পেল না? ওর অনুমান অনুযায়ী মৃত লোকটা মাতাল হলে কী এমন অসুবিধা হত? এখন দুনিয়া উদ্ধার করতে হবে! মন থেকে টের পাচ্ছে ডীন। শান্তি বরবাদ হয়ে যাবে ওর।

বিগ ইনজুনের সন্দেহ অ্যাম্বুশ করা হয়েছে একে, নিদেনপক্ষে অপ্রস্তুত অবস্থায় গুলি করা হয়েছে, যখন বিপদের আশা করেনি মানুষটা। যদি বিশ্বাসী কেউ কাজটা করে থাকে? সেক্ষেত্রে বিপদ আশা করবে না সে, এবং পিস্তলে চালু এমন কাউকে বিনা বাধায় সরিয়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু খোলা রাস্তায় এই দুঃসাহস কে করবে, যেখানে অন্যদের চোখে পড়ে যেতে পারে ঘটনাটা?

লোকটা এই শহরে নতুন ছিল। কেউ তাকে চেনে বলে মনে হয় না। কেউ অনুসরণ করে পিছু পিছু আসেনি তো? শহরে এসে সুযোগ পেয়ে খুন করেছে তাকে?

হতে পারে।

উইল সিটিতে মূল রাস্তা একটাই। ছোটখাট গলি আছে, তবে এর সবই আবাসিক এলাকায়।

মূল রাস্তা ধরে দক্ষিণের গলি ধরে একশো ফুট দূরে ছোট্ট সাদা বাড়িটা ডীনের। জেফ ক্রেমারের কাছ থেকে ভাড়া করা। চার কামরার বাড়ির সামনে সাদা পিকেট ফেন্সের বেড়া। কয়েক ফুট চওড়া লনে নানা জাতের ফুলের গাছ শোভা পাচ্ছে। বাড়ির পিছনে বার্ন আর করাল।

আরও পিছনে ছোট্ট তৃণভূমি। গত বছরও ওখানে গুটিকয়েক গরু ও ঘোড়া চরিয়েছে ডীন। সেরা জাতের অন্তত ছয়টা রাইডিং ঘোড়া করালে রাখে ও।

পাশের গলি হয়ে তৃণভূমিতে ঢুকল ডীন, তারপর পিছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকল। রান্নাঘর থেকে বাসনকোসন ধোওয়ার হালকা শব্দ ভেসে আসছে। ছোট্ট পোর্চ হয়ে ভিতরে ঢুকল ও।

'ওহ্, ডীন! ফিরে এসেছ তুমি!' ডীনকে দেখে ছুটে এল ক্লারা, পলকের চাহনিতে ওর মুখ জরিপ করে নিল। 'সবকিছু ঠিক আছে তো, ডীন? ট্রিপটা খুব খারাপ গেছে?'

'চোরটা জেলে আছে। ঘোড়া দুটোও উদ্ধার করেছি।'

'তোমার কোন অসুবিধা হয়নি তো?' ডীনের বুকের সঙ্গে চিবুক ঠেকিয়ে ওর মুখ দেখল ক্লারা।

'আরে না!'

'বসে পড়ো। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই? কফি তৈরি হয়ে গেছে। ডিম ভাজতে দেরি হবে না।'

'কফি খাব। আর নাস্তা নিয়ে চিন্তা কোরো না। অ্যাশের সঙ্গে নাস্তা করেছি। রাতে বোধহয় গোলাগুলি হয়েছিল? ভোরে এক লোককে রাস্তায় মৃত পাওয়া গেছে।'

'আরেকজন? ওহ্, ডীন! এখানে আর একটুও ভাল লাগছে না আমার। পুবে থাকলেই ভাল হত। কিংবা অন্য কোথাও, যেখানে এত ঝামেলা বা গোলাগুলি নেই। আমি চাই না এমন পরিবেশে বড় হোক আমাদের ছেলে। চারপাশে সংঘাত ছাড়া আর কিছু নেই এখানে।'

পুরানো কাসুন্দি। এবারও তেমন সাড়া দিল না ডীন, শ্রাগ করে এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস পেল। 'ক্লারা, একজন র‍্যাঞ্চারকে বিয়ে করেছ তুমি। অবস্থা ফিরে গেলে আবার র‍্যাঞ্চিং করব। এটা আমার দেশ, এখানে জন্মেছি, বড় হয়েছি এবং এখানেই থাকব। আর মার্শালের কাজ...দায়িত্বটা কারও না কারও তো নিতেই হবে।'

'তুমি ছাড়া কি আর কোন লোক নেই?' প্রতিবাদ করল ক্লারা।

'সবাই জানে পিস্তলে আমার হাত ভাল। কিন্তু তারচেয়েও বড় কথা আমি জানি কখন ওটার ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হয়। এ-তথ্যটাও সবার জানা।'

কফিতে চুমুক দিয়ে শরীর জুড়িয়ে গেল ডীনের। নিজের বাড়ি বলে কথা, স্বস্তি ঘিরে রেখেছে ওকে। ভুলে গেছে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এক ঘোড়াচোরকে ধরে এনেছে, কিংবা রহস্যময় এক খুনের কিনারা করার দায়িত্ব রয়েছে ওর ঘাড়ে। সবকিছু বিস্মৃত হয়েছে ও। তবে ক্লান্তি দূর হয়নি। কঠিন রাইড করতে হয়েছে।

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল ডীন। সন্তুষ্ট দৃষ্টিতে দেখল নাস্তার আয়োজনে ব্যস্ত ওর স্ত্রী।

ভালই ভুগিয়েছে ওকে টিম চেকো। দুটো ঘোড়ায় পালাক্রমে রাইড করেছে সে, অযথা সময় নষ্ট করেনি। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি কয়েক ঘণ্টা পরে পিছু নিয়েও তাকে ধরে ফেলতে পারবে কেউ। অথচ আদপে তাই ঘটেছে। সত্যি কথা বলতে কী, চেকোকে ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল ডীন। এত দ্রুত চলতে পারার মূলে ছিল ওর নিজস্ব ভাল জাতের একাধিক ঘোড়া। স্রেফ ঘোড়া বদল করতে যতটা সময় লাগে, শুধু অতটুকুই ব্যয় করেছে, নইলে প্রায় পুরোটা সময় ছুটেছে। চেকোকে পেরিয়ে গেলেও ভুল বুঝতে বেশি দেরি হয়নি। এতে বরং উপকারই হয়েছে। নিজের অজান্তে ওর সামনে উপস্থিত হয়েছে চেকো। কেউ পিছু নেবে, এমন কিছু আশা করেনি সে। অথচ অস্বাভাবিক কম সময়ে তাকে ধরে

ফেলতে সক্ষম হয়েছিল ডীন।

'সাধারণ খুনের ঘটনা নয় এটা, ক্লারা,' আলাপী সুরে বলল ও। 'সবকিছু দেখে অন্তত তাই মনে হচ্ছে আমার। সুবেশী এক যুবক, বয়স আমার মতই, কিংবা দু'এক বছর বেশি হতে পারে। চমৎকার পোশাক। কেউ আচমকা গুলি করেছে তাকে, অথচ তৈরি ছিল না সে, বিপদ আশাও করেনি। সম্ভবত নিজের অজান্তে ফাঁদে পা দিয়েছিল।'

'তুমি কি সারাদিনের জন্য চলে যাবে?'

'বিকালের আগে ফিরতে পারব না।' কফি শেষ করে শার্ট বদলাতে বেডরুমে ঢুকল ডীন। ঘুরে-ফিরে কেবলই মৃত যুবকের কথা মনে পড়ছে। চাইলে লাশ কবর দিয়ে ব্যাপারটা সাধারণ খুনের ঘটনা বলে চালিয়ে দিতে পারে, কিন্তু দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া হবে। ভুলেও এমন কিছু করার ইচ্ছে পোষণ করে না ডীন। দায়িত্ব দায়িত্বই। যত বাধা বা বিপদ আসুক, আসল ঘটনা জানতে হবে। শহরের শান্তিপ্রিয় মানুষ আস্থা রেখেছে ওর উপর। এখানকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ওর পরম কর্তব্য।

খুনি বা দোষী ব্যক্তির শাস্তির ব্যবস্থা ওকেই করতে হবে।

ভুরু কোঁচকাল ডীন। *বন-টনে* খাবার খেয়েছিল মৃত যুবক, বিল মিটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। গ্র্যান্ডিকে জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল সেটা রাতের খাবার না সকালের নাস্তা। এমনকী দুপুরের খাবারও হতে পারে। যাই হোক, এটা পরিষ্কার যে অন্তত কয়েক ঘণ্টা শহরে ছিল সে।

মূল্যবান কিছু ছিল সঙ্গে? *বন-টন* থেকে চলে যাওয়ার পরদিন সকালে মৃত পাওয়া গেছে তাকে। রাতটা কোথায় কাটিয়েছিল? এই শহরে থাকার মত জায়গা খুব কমই আছে। অমন পরিপাটি পোশাক পরা কেউ নিশ্চয়ই খড়ের গাদায় রাত কাটাবে না?

ট্রাউজারে শার্ট গুঁজতে গুঁজতে বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল ডীন ফস্টার।

চুলোর উপর থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল ক্লারা। 'ডীন? লোকটা কোত্থেকে এসেছে জানো নাকি?'

'এখনও জানি না। জানতে হবে।'

'এখানে কীভাবে এল?'

উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো ডীনের মুখ। 'দামী একটা প্রশ্ন করেছ, ক্লারা! কথাটা আগে মনে আসেনি কেন? নাহ্, সব মার্শালের বোধহয় এমন বুদ্ধিমতী বউ থাকা উচিত!'

'সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার এটা, এজন্য অতি বুদ্ধিমতী হওয়া লাগে না। স্টেজে এসে না-থাকলে অবশ্যই ঘোড়ায় চড়ে এসেছে সে।'

হ্যাট তুলে নিল ডীন। 'তা হলে এবার ওর ঘোড়াটা খুঁজে বের করতে হবে। নাহ্, পিন লাগানোর জায়গা থাকলে সত্যি আমার ব্যাজটা তোমার বুকে লাগিয়ে দিতাম।'

ঠেলে ডীনকে সরিয়ে দিল ক্লারা। 'তুমি বরং খোঁজ নিয়ে বের করো লোকটা কীভাবে শহরে এসেছে। তাতে হয়তো বহু দুর্ভোগ বেঁচে যাবে।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ও। চিন্তিত মনে পিছনে দরজা লাগিয়ে দিল। প্রতিদিন শহরে একটা স্টেজ আসে, একটা ছেড়েও যায়। আগন্তুক যদি স্টেজে এসে থাকে, তা হলে দুপুর নাগাদ শহরে পৌঁছেছিল...তারমানে শহরে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়েছে সে। অন্তত কয়েক ঘণ্টা। ছয়শো লোকের সমাবেশ এখানে। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ দেখেছে তাকে।

ধূলিময় রাস্তা ধরে বোর্ডওঅকে উঠে এল ডীন, কাঠের সঙ্গে বুট ঠুকে বালি ঝরাল। খেয়াল করল উল্টোদিক থেকে এক যুবতী এগিয়ে আসছে। সাজসজ্জা একটু কড়া। সুশ্রী মুখ, বড় বড় নীল চোখ।

'অ্যানি মার্টিন?'

শঙ্কিত মনে থমকে দাঁড়াল মেয়েটা। সম্ভবত দুটো কারণে,

ডীনের সুখী দাম্পত্য জীবন এবং বুকের ব্যাজ। বিবাহিত পুরুষরা সাধারণত অ্যানি মার্টিনের মত মেয়েদের প্রতি আগ্রহ দেখায় না।

'লিলি কেমন আছে?'

'ভাল নয়। দিন দিন খারাপ হচ্ছে ওর অবস্থা। আমার মনে হয় ওর অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত। বিশ্রামও দরকার।'

'ওর খোঁজ নিয়েছিলাম বোলো ওকে।'

লিলি উশার শহরের পিছনের অংশে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে। সঙ্গে অ্যানি সহ আরও কয়েকটা মেয়ে আছে। হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার কারণ বোধহয় জটিল কোন রোগ। এ-ধরনের মেয়েদের প্রধান সমস্যা এটাই।

বার্নে ঢুকে ফের লাশটা দেখল ডীন। দ্রুতই কবর দিতে হবে, তবে ঠাণ্ডা আবহাওয়া বলে কিছুটা হলেও দেরি করা যাবে। উঁহুঁ, মন সায় দিচ্ছে না...এমন পরিপাটি একজন মানুষের একটা বাড়ি বা আত্মীয়-স্বজন থাকতে বাধ্য! বেওয়ারিশ লাশের মত তার কবর হওয়া উচিত নয়। সাধারণ ভবঘুরে নয় সে।

দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল ডাক্তার লুথার রীভস।

'এটাই?' জানতে চাইল সে।

'খুঁটিয়ে দেখো, ডক। একটা সমস্যা আছে কোথাও। দামী ও নিখুঁত পোশাক পরনে। দর্জির হাতে তৈরি। বহুল ব্যবহৃত পিস্তল হোলস্টারে। স্পার দেখে মনে হলো মেক্সিকো বা ক্যালিফোর্নিয়ায় তৈরি। কিন্তু এখানকার সিংহভাগ কাউবয় মিসৌরি বা ক্যান্সাসের। তবে সুদূর টেক্সাস থেকে আসা পাঞ্চারও আছে। রোদপোড়া ত্বক সাক্ষ্য দেয় ঘরকুনো নয় সে।

'ইদানীং কোন গুলি করা হয়নি পিস্তল থেকে, তবে নিয়মিত যত্ন নিত সে। সব মিলিয়ে অসঙ্গতি শুধু একটাই: ওর শার্ট। এমন পরিপাটি পোশাক, অথচ দুই সাইজ বড় শার্ট। বড্ড বেখাপ্পা!'

পঁয়তাল্লিশ চলছে ডাক্তার রীভসের। জীবনের বিশটা বছর

সেনাবাহিনীর চাকুরিতে কেটেছে। সমৃদ্ধ তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার।

'ভাবছি শক্ত হয়ে যেতে থাকা লাশের গা থেকে কীভাবে শার্ট খুলবে,' স্বগতোক্তির সুরে বলল ডীন।

'প্রথমে কোট খুলব। আর তুমি যতটা ভাবছ আদপে ততটা শক্ত হয়নি লাশটা। ধরো তো।'

দু'জনে মিলে লাশটা টেবিল থেকে সামান্য উঁচু করল প্রথমে, কষ্টেসৃষ্টে বাহু থেকে আস্তিন ছাড়াল, শেষে কোট খুলল। খুঁটিয়ে বাকস্কিনের কোটটা দেখল ডাক্তার, তারপর নীরবে ডীনের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

কোট চোখের সামনে তুলে ধরল ডীন। পিছন দিকে সামান্য রক্ত লেগে আছে, বুকের ক্ষতের তুলনায় খুবই সামান্য। তা ছাড়া, বুলেটের তৈরি গর্ত নেই।

'আরে!' সবিস্ময়ে বলল ডীন। 'আশ্চর্য! বুলেটটা দেখছি পিছন দিয়ে বেরিয়ে যায়নি।'

'উঁহুঁ, বেরিয়েছে। এই যে, দেখো,' গম্ভীর স্বরে বলল ডাক্তার। সার্জিক্যাল কাঁচি দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত খাড়াভাবে শার্ট কেটে ফেলল সে, সহজে লাশের গা থেকে ছাড়িয়ে ফেলা হলো। ঠেলে এক দিকে কাত করা হলো যুবকের মৃতদেহ, পিঠের দিকে তীক্ষ্ণ নজর চালাল দু'জন। থমথমে হয়ে গেল ডাক্তারের মুখ।

'দু'বার গুলি করা হয়েছে,' ঘোষণা করল লুথার রীভস। 'প্রথমবার পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে। গানপাউডারের পোড়া দেখেছ? পাউডারের মিহি গুঁড়ো চামড়া ভেদ করে ঢুকে গেছে।

'এত কাছ থেকে গুলি খাওয়ার পর মরে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মরেনি সে। এই যে, দ্বিতীয় গুলিটা এখানে বিঁধেছে,' বুকের ক্ষতটা দেখাল ডাক্তার। 'একটু তেরছাভাবে চামড়া ভেদ করেছে। এ থেকে মনে হচ্ছে খুনি শুয়ে থেকে উপরের দিকে গুলি করেছে, নয়তো প্রথম গুলি খাওয়ার পর উঠে দাঁড়ানোর সময় দ্বিতীয় গুলি খেয়েছে লোকটা। আমার ধারণা দ্বিতীয়টাই ঘটেছে।'

'শার্টে একটা বুলেটের গর্ত দেখতে পাচ্ছি,' চিন্তিত স্বরে বলল ডীন। 'আসল ঘটনা অনুমান করতে পারছ? সম্ভবত খুনি চায়নি কেউ জেনে যাক পিছন থেকে একে গুলি করা হয়েছে। সেজন্য প্রথম গুলি করার পর মৃত ধরে নিয়ে লোকটার শার্ট বদলানো হয়েছে, পরে বোধহয় সামনে থেকে আবার গুলি করার ইচ্ছে ছিল যাতে ঘটনাটা ফেয়ার ফাইটের রূপ দেওয়া যায়। তখনই উঠে দাঁড়াতে গিয়েছিল লোকটা এবং দ্বিতীয় গুলিতে খুন হয়েছে, যদিও প্রথম গুলিতেই তার মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

'তারপর লাশের গায়ে কোট চাপিয়ে দিয়ে রাস্তায় এমন জায়গায় ফেলে রাখা হয়েছিল যাতে মাতাল ভবঘুরের গানফাইটের করুণ পরিণতি বলে মনে হয়।'

নড করল ডাক্তার। 'যুক্তি আছে তোমার কথায়, ডীন। আমার কাছে এটা ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিত খুন মনে হচ্ছে।'

'আমিও তাই ভাবছি।'

'এখন কী করবে?'

শ্রাগ করল ডীন, তবে মুখে বা কণ্ঠে এতটুকু দ্বিধা প্রকাশ পেল না। 'দু'জন সশস্ত্র মানুষের ডুয়েল হলে কথা ছিল না, কিন্তু এটা পরিকল্পিত খুন, সমান সুযোগ দেওয়া হয়নি লোকটাকে। খুনিকে জেলে ঢোকানো পর্যন্ত থামব না আমি।'

'কাজটা খুবই কঠিন হবে। শহরে দুই-তিনশো লোক থাকে। আশপাশে মাইনার আর প্রসপেক্টরও কম নয়। তা ছাড়া, পঞ্চাশ-ষাটজন কাউবয় এবং ভবঘুরেও আছে। আমার তো মনে হয় খুনি অনেক আগেই শহর ছেড়ে কেটে পড়েছে।'

'আমার তা মনে হয় না, ডক,' গম্ভীর, দৃঢ় স্বরে বলল ডীন। 'খুনি সাধারণ কোন কাউবয় বা ভবঘুরে হলে খুনটাকে এভাবে আড়াল করার চেষ্টা করত না, স্রেফ জরুরি কয়েকটা জিনিস নিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে চম্পট দিত। কিন্তু এটা ঠাণ্ডা মাথায় খুন, এবং এর হোতা এখনও এই শহরে বা আশপাশে আছে!'

'সেক্ষেত্রে খুবই সাবধান, বাছা! খুনী যখন জানবে স্থানীয় কাউকে সন্দেহ করছ, তোমার নামে হুলিয়া জারি হয়ে যাবে। তখন ভয় পেয়ে যাবে সে, আর এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় একটাই–তোমাকে খুন করতে হবে!'

দুই

আটাশ চলছে ডীন ফস্টারের। এগারো বছর বয়স থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের সমান কাজ করতে অভ্যস্ত। হাতের কাজ ফেলে রাখা বা দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া ওর নীতিবিরুদ্ধ; ওর জীবনযাত্রায় এ-ধরনের বিলাসিতা নেই। কারণ বুনো এই দেশে মানুষের বিচার বা পরিচয় তার কাজে, অতীতে কী ছিল কিংবা কোথেকে এসেছে তা নয়। এগারো বছর বয়সে পঞ্চাশটা গরুর পাল নিয়ে একা ড্রাইভে টেক্সাস গেছে ডীন, পারিশ্রমিক হিসাবে ছয়টা বাছুর পেয়েছিল।

ষোলোয় যখন পড়েছে, ততদিনে নিজস্ব বত্রিশটা গরুর মালিক বনে গেছে ডীন, এবং সমান সংখ্যক গরু বিক্রিও করেছে। সে-বছরই গরুর পাল টেক্সাস থেকে কলোরাডোয় আনার দায়িত্ব পেয়েছে।

পেকোসের হর্স হেড ক্রসিঙে কোমাঞ্চিদের সঙ্গে মরণপণ লড়েছে। সতেরো বছর বয়সে কিওয়াদের অনুসরণ করে চলে গিয়েছিল প্রায় একশো মাইল, চুরি করা ঘোড়া পাল্টা চুরি করে নিয়ে এসেছিল। শুধু তাই নয়, সঙ্গে কিওয়াদের পনিগুলোও ছিল, হাঁটতে বাধ্য করেছিল তিন কিওয়াকে।

বেশিরভাগ সময় অমানুষিক ও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে, তবে এসবকে জীবনের অংশ হিসাবে ভেবেছে ডীন, আলসেমি বা অনীহাকে কখনও পাত্তা দেয়নি। কাজ কাজই। যেটা করতেই হবে সেটা ফেলে রাখা বা গড়িমসি কেন! এগারো থেকে তেইশ বছর পর্যন্ত, ডীনের মনে পড়ে না কখনও সূর্যোদয়ের পর ঘুম ভেঙেছিল কি-না, বরং কাজে বেরিয়ে স্যাডলের উপর বসে থাকা অবস্থায় প্রতিদিন সূর্যোদয় দেখেছে। আদপে, সূর্যাস্তও দেখেছে স্যাডলে বসে।

দীর্ঘ ছিপছিপে দেহ ওর। অ্যাপাচিদের মত ট্র্যাক পড়তে দক্ষ, পিস্তলে চালু হাত। চৌহদ্দিতে সেরা কাউহ্যান্ডদের একজন বলে গণ্য করা হত ওকে।

টাউন কাউন্সিল যখন ওকে মার্শাল হওয়ার প্রস্তাব দেয়, ডীন তখন প্রায় সর্বস্ব খুইয়েছে। আর্থিক দৈন্যদশায় আক্রান্ত। কয়েক একর জমির মালিক, কিন্তু জমিতে চরানোর মত কোন গরু নেই। প্রচণ্ড শীতে পটল তুলেছে ওর সাধের সব গরু। কয়েকটা ঘোড়াও নিস্তার পায়নি। তদ্দিনে বিয়ে করেছে ও, একটা বাচ্চারও বাবা। পরিবারকে রক্ষার স্বার্থে ওকে শহরে এসে ভাড়া বাড়িতে উঠতে হলো।

অন্য কাজের চেয়ে বরং লম্যানগিরি হাজার গুণে শ্রেয়, অন্তত তাই মনে করে ডীন। আইনের প্রয়োগ মার্শালের প্রধান কাজ, আর ওর কাছে আইন হচ্ছে সভ্যতা বিকাশের কিছু নিয়ম মাত্র। ওসব না থাকলে বিশৃঙ্খল হয়ে যায় পরিস্থিতি। ব্যক্তি বা সামগ্রিক স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করে না আইন, বরং সামগ্রিক স্বাধীনতার পথে উন্মুক্ত দরজা খুলে দেয়; কারণ সবাই বিশেষ কিছু নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যার ব্যতিক্রম কেউ করে না। এভাবেই গড়ে ওঠে সুশীল সমাজ। সাম্যতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা তৈরি হয়। সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

বর্তমান সময়টা স্পর্শকাতর। এখানে পিস্তলের মাধ্যমে দ্বন্দ্বের

মীমাংসা হয়। স্বভাবতই নেহাত মাতাল ছাড়া অন্য সবাই নিখাদ সতর্কতার সঙ্গে কথা বলে, অন্যের প্রতি সমীহ বোধ করে।

খুন কমই হয়, তবে একেবারে যে হয় না তাও নয়। এ মুহূর্তে একটা কেসের কিনারা করতে হবে। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, এ-ধরনের কেসের সহজ মীমাংসা করার মত দক্ষতা নেই ওর। নেহাত সাধারণ এক লোক ডীন ফস্টার, যে-কোন কাজে যা করে ও তাই করতে হবে এখন–যে-কোন সূত্র ধরে এগোতে হবে। একবারে একটাই।

মৃত যুবক আসলে কে? তার পরিচয় জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু এর সঙ্গে মোটিভ জড়িত। পরিচয় জানলে তার মৃত্যুর কারণও জানা যেতে পারে, জানা যাবে কে বা কারা তাকে সরিয়ে দিয়েছে। এই শহরে কেন এসেছিল সে? কোত্থেকে এসেছে?

কীভাবে শহরে এসেছে লোকটা?–তদন্তের কাজ শুরু করার মত একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছে ক্লারা।

স্টেজ অফিসে খোঁজ নেওয়া যাক, ভাবল ডীন।

অফিস খোলা পেল ও। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। মামুলি আসবাব। কামরার আড়াআড়ি এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে দীর্ঘ কাউন্টার, পিছনে ডেস্ক, স্যুইভেল চেয়ার এবং কয়েকটা ফাইলিং কেবিনেট। সবগুলোই বহুল ব্যবহারে জীর্ণ ও মলিন। চেয়ার বাদে সবকিছু কাগজপত্রে বোঝাই।

সবুজ আইশেড আর স্লীভ গার্টার পরা স্থানীয় এজেন্ট ফ্রেড কালভার ডেস্কের পিছনে আছে। 'হাউডি, ডীন! শুনলাম তুমি নাকি একটা কেস পেয়ে গেছ?'

'ঠিকই শুনেছ। খুন করা হয়েছে লোকটাকে।'

'খুন করা হয়েছে?' বিমূঢ় দেখাল কালভারকে। 'ঠিক জেনে বলছ তো?'

'নিশ্চয়ই। ফ্রেড, মনে করে দেখো তো পরিপাটি পোশাকের কেউ কি দু'একদিনের মধ্যে স্টেজে করে এসেছিল? লম্বা, কালো

চুল। খুবই সুদর্শন। ইন্ডিয়ান হস্তশিল্পের বুটিদার কাজ আর ঝালর দেওয়া বাকস্কিন কোট। কালো ব্রডক্লথের ট্রাউজার।'

'উঁহুঁ, ওরকম কেউ আসেনি। কিছুদিন ধরে স্টেজে যাত্রী কম। ক্রেমার ডেনভার গিয়েছিল, ফিরেও এসেছে তিন-চারদিন আগে। ডীন, আমি নিশ্চিত ওরকম কেউ আসেনি স্টেজে।'

'অমন কাউকে শহরে দেখেছ?'

'হ্যাঁ! তিন-চারবার দেখেছি বোধহয়। প্রথম দেখেছি *করাল* সেলুনের সামনে, ড্রিঙ্ক করছিল সে। আগ্রহ নিয়ে রাস্তার লোকজন দেখছিল, বিশেষ করে মেয়েদের।'

'এটাই স্বাভাবিক। কারও সঙ্গে কথা বলেছিল? পরেও কারও সঙ্গে দেখেছিলে ওকে?'

'নাহ্। উঁহুঁ, প্রতিবার একা দেখেছি। একবার সেলুনে, আর রাস্তা পেরোতে বা ফুটপাত ধরে হেঁটে যেতে দেখেছি কয়েকবার।'

'রাইড করতে দেখোনি?'

'না। গতকাল শেষবার দেখেছিলাম। জানোই তো, মালামাল লোড বা আনলোড করার সময় বাইরে যেতে হয়, মেইল বক্সও আনা লাগে, কিংবা কখনও কখনও হাঁপিয়ে উঠলে হাওয়া খেতে বেরোই। তখনই দেখলাম লোকটাকে।'

স্টেজ অফিস থেকে বেরিয়ে পোর্চের খিলানের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ডীন ফস্টার। শহরে আসা নিরীহ একজন আগন্তুক কোন মাতালের আগ্রাসী হামলার শিকার হতে পারে, তবে ওরকম সম্ভাবনা নেহাত কম। কিন্তু কেউ যখন ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার পর খুনটা ঢাকা দেওয়ার প্রয়াস চালায়...নির্ঘাত সুনির্দিষ্ট কারণে!

এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরির ফাঁকে আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করল ডীন। বেশ কয়েকজনই মনে রেখেছে হতভাগ্য যুবককে, তবে বিশেষ কোন ঘটনা বা কথাবার্তা মনে করতে পারেনি কেউ।

স্টেজে করে আসেনি যখন, অবশ্যই ঘোড়ায় চড়ে এসেছে। সেক্ষেত্রে ঘোড়াটা কোথাও রেখেছে সে।

হেঁটে লিভারি স্টেবলে চলে এল ডীন। দু'পাশে বিশাল দরজা, ভিতরে আবছা, ছায়াময় পরিবেশ। তাজা খড়, সদ্য ত্যাগ করা মল আর হার্নেসের চামড়ার মিশ্র গন্ধ বাতাসে। দু'সারি স্টলের মাঝখানে সুপরিসর আইলে গিয়ে স্টলে রাখা ঘোড়াগুলোর উপর নজর চালাল ও।

অ্যাশলি হ্যাগার্ডের বিশাল কালো ঘোড়াটা রয়েছে। ডীনকে দেখতে পেয়ে বড়বড় চোখ ঘুরাল ওটা। ক্রেমারের বাকবোর্ডের সবগুলো বেও আছে। মাঝে মধ্যে রাইড করে ক্রেমার, তবে মূলত বাকবোর্ড চালাতে অভ্যস্ত।

অচেনা কোন ঘোড়া নেই বার্নে।

দরজার কাছে পৌঁছতে ট্যাক-রুম থেকে বেরিয়ে এল হসল্যার অ্যাবেল নোলান। ট্যাক-রুমকে স্লিপিং কোয়ার্টার হিসাবেও ব্যবহার করে সে।

'কিছু লাগবে তোমার, মার্শাল?' জানতে চাইল সে।

'ঘোড়াগুলো দেখে গেলাম। ঝালরঅলা বাকস্কিন পরা লম্বা এক লোক এসেছিল তোমার এখানে, খুবই সুদর্শন?'

'উঁহুঁ...ক্যান্সাস সিটির ওই ড্রামার ব্যাটা ছাড়া অচেনা কেউ আসেনি এই হপ্তায়। চুলের তেল আর হাবিজাবি জিনিস বেচে ও। চাপাবাজ! মেয়েলি টুকিটাকি জিনিসও বেচে। ডাঁহা মিথ্যুক!'

ছোট্ট শহরে আগন্তুক মানেই সবার আগ্রহের বিষয়। একই কথা প্রযোজ্য ঘোড়ার ক্ষেত্রে। অথচ খুব কম মানুষই সুদর্শন ওই যুবককে দেখেছে, তাকে ঘোড়ায় চড়তে কেউই দেখেনি। অন্তত দেখেছে এমন কাউকে এখন পর্যন্ত পায়নি ডীন।

মনে হয় না ভোরে বা সন্ধ্যা নামার পর এসেছে সে...বরং সম্ভবত সাপারের সময় এসেছে। স্বভাবতই লোকজন কম ছিল রাস্তায়। রাতটা নিশ্চয়ই কাটিয়েছে কোন জায়গায়। হোটেল হওয়াই স্বাভাবিক।

রাস্তা পেরিয়ে হোটেলে ঢুকে পড়ল ডীন।

ছোট্ট লবির এক প্রান্তে ডেস্ক, জীর্ণ চামড়ার সীটি, প্রকাণ্ড দুটো চেয়ার ছাড়াও লংহর্নের তৈরি বিশেষ একটা চেয়ার রয়েছে, শুধু গদিটা ব্যতিক্রম, নইলে পুরোটা লংহর্ন থেকে তৈরি। দেয়ালে ঝুলছে অ্যান্টিলোপ, হরিণ আর মোষের মাথা। ডেস্কের পিছনে প্রকাণ্ড এক লংহর্নের মাথা ঝুলছে, নয় ফুট লম্বা ওটার একেক শিং।

সচরাচর ডেস্কে থাকে জেনি ডলিভার। আজও তাই।

'হ্যাঁ, এসেছিল লোকটা,' ডীনের প্রশ্নের উত্তরে জানাল জেনি। 'জানতে চাইল রাতে থাকার মত রুম আছে কি-না। আছে জেনে বলল রাতে ফিরে আসবে সে।'

'নাম জানিয়েছে?'

'উঁহুঁ। ভেবেছি রাতে ফিরে এলে রেজিস্ট্রারে এন্ট্রি করব। খুব সুদর্শন, ওকে দেখে নিপাট ভদ্রলোক মনে হয়েছে...চেনা চেনা লাগছিল আমার কাছে।'

'চেনা চেনা? স্থানীয় কারও মত দেখতে?'

'না। মনে হচ্ছিল ওরকম কাউকে দেখেছি। লোকটা চলে যাওয়ার পর থেকে মন খুঁতখুঁত করছিল। খুব চেনা মনে হচ্ছিল, অথচ মাথায় আসছিল না, মানে চিনতে পারছিলাম না...অস্বস্তি আর কী!'

'জেনি, বাচ্চা বয়স থেকে এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তুমি। শহরে মানুষ হয়েছ। মানুষজন সম্পর্কে তোমার ধারণা রয়েছে। ওর ব্যাপারে কিছু বলতে পারবে? যা কিছু! আমি আসলে এগিয়ে যাওয়ার মত কোন সূত্র পাচ্ছি না, একটা কিছু হলে...'

আপনমনে কপালে এসে পড়া এক গাছি চুল সরিয়ে দিল জেনি ডলিভার, ঝুঁকে চর্বিবহুল হাত রাখল কাউন্টারে। 'একটা কথা বলতে পারি, মার্শাল। যেনতেন লোক নয় ও। বিশেষ বা কেউকেটা গোছের হবে। ওর চলাফেরা বা কথাবার্তার ধরনে সেটা বোঝা যায়। আরও একটা ব্যাপার: পিস্তল সম্পর্কে জানত সে,

খুবই দক্ষ হলে একটুও অবাক হব না। এ-ধরনের লোক কেমন হয় জানো তো, তুমি নিজেও পিস্তলে চালু। অযথা নিজেকে জাহির করে না, পিস্তল দেখিয়েও বেড়ায় না...অথচ খুবই আত্মবিশ্বাসী, প্রত্যয়ী...গুছিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু ব্যাপারটা ওরকমই।'

'কী মনে হয়, কারও পক্ষে পিস্তল ভাড়া খাটছিল লোকটা?'

'উঁহুঁ। কাউকে খুঁজছিল সে, তবে খুন করার জন্য নয়। কেউ ভিতরে ঢুকলে সেটা যেভাবে দেখেছে সে কিংবা রাস্তায় চলন্ত লোক যেভাবে দেখেছিল, এতেই তার বিশেষত্ব বোঝা যায়। র-হাইডের ফিতা দিয়ে হ্যামার বাঁধা ছিল, কখনোই ওটা খোলেনি সে। এখানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করেছি। তোমার ধারণা ও নিজেই আইনের লোক?'

'জানি না, জেনি। সত্যি জানি না।'

রাস্তায় বেরিয়ে এল ডীন ফস্টার। 'অকম্মার ধাড়ি মার্শাল হয়েছ তুমি!' তিক্ত মনে নিজের উদ্দেশে বিষোদ্গার করল ও। 'একটা লোক শহরে এসে খুন হয়ে গেল, অথচ তার ঘোড়াটাও খুঁজে পাওনি!'

ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো, নিজেকে শুধাল ডীন। কেন শহরে এসেছিল লোকটা? জমি কিনতে? গরু কিনতে? গরু কেনার সময় নয় এটা, আর জমি লাভজনক কোন ব্যবসা নয় এখন।

তিক্ত মনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল ডীন। সব ঝামেলা বাদ দিয়ে লোকটাকে গোর দিয়ে দিলেই হয়, কারণ হিসাবে কোন পাঁড় মাতালের নিরীহ শিকার বা ছিনতাইয়ের ঘটনা বলে চালিয়ে দিলে কেউ প্রশ্ন করবে না।

নিজেকে অভিসম্পাত দিল ও। অন্যরা মানবে কি মানবে না সেটা পরের ব্যাপার, ওর বিবেকই মেনে নেবে না। নিজের সঙ্গে এমন বেঈমানি করতে পারবে না। প্রশ্নই আসে না। যেভাবে হোক এই জট খুলতে হবে। আসল সত্য বের করবেই।

কিন্তু করুণ দশা হয়েছে ওর। প্রায় দুপুর হয়ে গেছে, অথচ সমস্ত প্রশ্ন আর সন্দেহ কোন কিছু নির্দেশ করছে না! জানতে পারেনি কিছু, এমনকী অনুমানও করতে সক্ষম হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা, হতভাগ্য মানুষটার পরিচয় এখনও জানে না, জানে না কোত্থেকে এসেছে সে কিংবা কেন এসেছে এই শহরে।

রাস্তা ধরে এগোল ডীন। হঠাৎ পাশের গলি থেকে বেরিয়ে এল দশ-এগারো বছরের একটা ছেলে। উজ্জ্বল হয়ে গেছে মুখ। হাসছে। 'হাই, মার্শাল!' সম্ভাষণ জানাল সে।

বার্ট জেপসন। অতি উৎসাহী বালক। শহরের সব জায়গায় সব কিছুতে তার বিচরণ।

'হাই, বার্ট!'

উল্টো দৌড় দিয়েও একটু পর ফিরে এল সে, মুখ দেখে মনে হলো কী যেন মনে পড়ে গেছে। 'মার্শাল, তুমি কি চাও তোমার হয়ে ঘোড়াচোরটাকে ধরে আনি আমি?'

'ওই কাজটা আগামী কয়েক বছরের জন্য আমার উপর ছেড়ে দাও। পারলে একটা উপকার করো। মৃত লোকটাকে দেখেছ শহরে? কী জানো...'

'দেখেছি মানে?' ডীনের মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিল ছেলেটা। 'লুকিয়ে বার্নে গিয়ে লাশটা দেখে এসেছি! মৃত একজন লোককে এই প্রথম কাছ থেকে দেখলাম!'

'বার্নে আর যেয়ো না, বার্ট। ওটা দেখার মত কোন দৃশ্য নয়। আমি জানতে চেয়েছিলাম লোকটাকে জীবিত অবস্থায় দেখেছ কি-না।'

'দেখেছি তো। প্রথম যখন শহরে এসেছিল সে...তখনও ভোর হয়নি। বাবা এসে জাগিয়ে দিয়েছিল আমাকে, সবসময়ই জাগায়। বাইরে কল থেকে পানি আনতে গিয়ে লোকটাকে দেখেছি।

'দারুণ একটা সোরেলে চড়ে শহরে ঢুকেছিল সে। ঘোড়াটার তিন পা সাদা। লম্বা। এত দারুণ ঘোড়া এ-বছর আর দেখিনি!

কী যে বলব, এমন তেজী যে সাধারণ ঘোড়া দৌড়াতে থাকলেও ওটা হেঁটে অনায়াসে পেরিয়ে যাবে!'

'কোথায় গিয়েছিল সে? ঘোড়াটাকে কোথায় রেখেছিল?'

'কীভাবে জানব? পানি এনে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মূল রাস্তা দিয়ে যেতে দেখেছি ওকে। পরে আরও দু'তিনবার দেখেছি, কিন্তু ঘোড়া ছিল না সঙ্গে। দিনে দু'বার রাস্তায়, আর রাতে মাতাল অবস্থায় দেখেছি।'

'মাতাল অবস্থায়?'

'হয়তো মাতাল ছিল না, তবে ওরকমই মনে হচ্ছিল। গলি থেকে বেরিয়ে আসার পর দেখলাম হোঁচট খেয়ে পড়ল দালানের দেয়ালে। কয়েকবার মাথা ঝাঁকিয়ে রাস্তা ধরে এগোল। হেলেদুলে এগোচ্ছিল...দেখে মনে হলো মাতাল...তবে অসুস্থও হতে পারে, মার্শাল। হ্যাঁ, অসুস্থও হতে পারে।'

'ধন্যবাদ, বার্ট,' আন্তরিক স্বরে বলল ডীন, রাস্তা ধরে বার্নের দিকে এগোল।

বিগ ইনজুন ছিল ওর অপেক্ষায়। 'টাকা দিলে কবর খুঁড়ে দেব,' বলল সে।

'বেশ, তাই করো। কবরটা যেন গভীর হয়। এখনই কাজ শুরু করো।' ঘুরে বেরিয়ে আসতে উদ্যত হয়েছিল ডীন, তখনই একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়। 'বিগ ইনজুন, তিন পা সাদাঅলা বড়সড় সোরেলে চড়ে শহরে এসেছিল এই লোকটা। দেখেছ নাকি?'

বার্নের কোণ থেকে বেলচা বের করে ততক্ষণে দরজার উদ্দেশে পা বাড়িয়েছে ইন্ডিয়ান। 'লম্বা ঘোড়া? সতেরো হাত?'

'হতে পারে।'

'দেখেছি। উত্তরে যাচ্ছিল।'

উত্তরে? থমকে গেল ডীন। দাঁড়িয়ে থেকে ভাবল কিছুক্ষণ। দারুণ একটা ঘোড়ায় চড়ে শহরে এসেছিল সে...ঘোড়াটা কোথায়

এখন? মানুষটা খুন হয়েছে। সোরেলটা নিশ্চয়ই আশপাশে কোথাও আছে।

বেরিয়ে এসে রাস্তার দু'ধারে তাকাল ডীন। কয়েকশো গজ দূরে বার্টের বাবা শন জেপসনকে দেখতে পেল, করালের লাগোয়া বোর্ডওঅকের প্রান্তে বসে আছে।

হঠাৎ ডীনের উপলব্ধি হলো খুনের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় স্থান বাদ দিয়েছে ও, যেখানে খোঁজই করেনি—লেন্স আর্থারের *করাল* সেলুন; অথচ এখান থেকে তদন্ত শুরু করা উচিত ছিল। হতভাগ্য সুবেশী লোকটার মাতাল হওয়ার খবর রয়েছে ওর কাছে।

লেন্স আর্থার ছোটখাট মানুষ। পরিপাটি থাকতে পছন্দ করে। নিখুঁতভাবে আঁচড়ানো চুল, ক্ষৌরি-করা মুখ, সুবিন্যস্ত দাড়ি।

সতর্ক চোখে বারের পিছন থেকে মার্শালের দিকে তাকাল সে। 'কেমন কাটছে দিন, মার্শাল?' শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর জানতে চাইল। 'কী মনে করে এলে?'

'একটা খুন হয়েছে। দীর্ঘদেহী যুবক, সুদর্শন। গায়ে বাকস্কিন কোট ছিল। দেখেছ ওকে?'

'গতরাতে এখানে এসেছিল। একটা ড্রিঙ্ক খেয়েই চলে গিয়েছিল।'

'শুনলাম ও নাকি মাতাল হয়ে গিয়েছিল।'

'ওই লোকটা মাতাল হয়েছিল? অসম্ভব!' পরপরই সন্দিহান দেখাল *করাল* মালিককে, সামান্য দ্বিধার পর বলল: 'হতেও পারে, যদিও আমার তা মনে হয় না। তবে এখানে আর ফিরে আসেনি।'

'লোকটার মাতাল হওয়া অসম্ভব বললে কেন?'

কাউন্টারের ভিতর থেকে সিগার বক্স বের করে একটা ধরাল আর্থার। 'দেখো, মার্শাল, এই লাইনে বহুদিন আছি, তাই দেখলে বুঝতে পারি কে মাতাল হয় আর কে হয় না। ওর ধাত আলাদা। একটা বা বড়জোর দুটো ড্রিঙ্ক করতে পারে, কিন্তু মাতাল হয় না এরা। খুব সাবধানী মানুষ।'

'চিনতে নাকি ওকে?'

সামান্য ইতস্তত করল সেলুন মালিক। 'না, চিনি না ওকে। কিন্তু ওর ব্যাপারে দুটো কথা বলতে পারি, মার্শাল।' ক্ষীণ হাসল সে, তবে হাসিটা চোখ স্পর্শ করল না। 'তুমি তো জানোই আমি সবসময় আইনকে সহযোগিতা করতে চাই। দুটো জিনিস শুনে নাও আমার কাছে। সে যেই হোক, কেউ ওকে তাড়া করছে না কিংবা সেও কাউকে তাড়া করছে না। পিস্তলে দারুণ। অ্যাকশনে দেখিনি, কিন্তু বাজি ধরতে বললে ওর পক্ষে ধরব আমি। আর ওর সঙ্গে টাকা ছিল।'

'টাকা?'

'খুবই সাবধান ছিল সে, আমি খেয়াল করেছি। ওয়েস্টব্যান্ডের বাম দিকে ছোট্ট থলে ঝুলিয়ে রেখেছিল। সোনার থলে।'

'মাত্র একটা ড্রিঙ্কই নিয়েছিল সে?'

'হ্যাঁ। সিকি ডলার দিয়ে দাম শোধ করেছে। তুমি জানো বোধহয়, আমার এখানে সিকিতে দুটো ড্রিঙ্ক পাওয়া যায়। ও চলে যেতে পিছন থেকে বললাম আরও একটা ড্রিঙ্ক পাবে। উত্তরে আমাকে বলল লাগবে না, অন্য কাউকে দিয়ে দিতে।'

'একটু আগে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওকে চেনো কি-না,' গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করল ডীন। 'তুমি ইতস্তত করেছ। কারণটা জানতে পারি?'

'তাই নাকি? কী জানি, হবেও বা! যাক্গে, একটা স্পষ্ট কথা বলি। ওই *লোককে* কালকের আগে আর দেখিনি, তবে দেখতে প্রায় একইরকম একজনকে একসময় চিনতাম। দু'জনে যদি কোন সম্পর্ক থেকে থাকে, তা হলে বলব যত জলদি সম্ভব ওর খুনিকে খুঁজে বের করো।'

'মানে!?'

'বলতে চাইছি লোকটা *যদি* সেই পরিবারের কেউ হয়ে থাকে, তা হলে ওরা এখানে আসার আগেই খুনিকে খুঁজে জেলে ঢোকাতে

হবে তোমার। যদি না-পারো, তা হলে এই শহর টুকরো-টুকরো করে ফেলবে ওরা, খুনিকে ধরার জন্য প্রতিটি ইট খুলে ফেলবে, প্রতিটি তক্তা আলাদা করে ফেলবে।'

'বললেই তো করা সম্ভব হবে না, এখানকার লোকজন বসে থাকবে না,' মৃদু হেসে বলল ডীন। 'তা ছাড়া, শহরে সেয়ানা গোছের লোকের অভাব নেই। বাইরে থেকে কেউ এসে ভাঙচুর করবে তা তো হয় না।'

'হ্যাঁ, সেয়ানা লোক আছে,' সিগারের ছাই ঝাড়ল আর্থার। 'লোকে আমার নামে অনেক বদনামই করে, তাই না, মার্শাল? কিন্তু কেউ কি কখনও বলেছে আমার সাহস কম বা নার্ভ নেই?'

'বলেনি,' সত্যি কথা বলল ডীন। 'অন্তত এই একটা ব্যাপারে তোমার প্রশংসা করে সবাই।'

'তা হলে এবার বোঝার চেষ্টা করো। এখানে বেশ ভাল চলছে আমার ব্যবসা। কিন্তু ওই পরিবারের ছেলেরা যদি এখানে আসে, তা হলে সবচেয়ে কাছে যে গর্তটা পাব ব্যবসা-ট্যাবসা ফেলে ওতে ঢুকে পড়ব আমি, তারপর মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করে প্রার্থনা করব ওরা যেন আমাকে খুঁজে না-পায়।'

'কারা ওরা?' গম্ভীর হয়ে গেছে ডীন।

'অনেক বলে ফেলেছি, আর নয়! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, আমার আশঙ্কা যেন ভুল প্রমাণিত হয়। খোদার দোহাই, মার্শাল, যত দ্রুত সম্ভব খুনিকে ধরো!'

স্থির দৃষ্টিতে সেলুন মালিককে দেখল ডীন। খানিকটা হলেও দুর্বোধ্য বা হেঁয়ালির মত মনে হচ্ছে লেন্স আর্থারের কথা। কিঞ্চিৎ শঙ্কিত দেখাচ্ছে তাকে, অথচ তার সঙ্গে বেমানান। বাগাড়ম্বর নয় তো? হতে পারে। আদৌ অমন হিংস্র, মারকুটে ও উচ্ছৃঙ্খল পরিবার আছে কি?

ডীনের অন্তত মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া, চাইলেই কেউ একটা শহরে চড়াও হতে পারে না। হয়ও না। ব্যতিক্রম আউটল বা

রেনিগেডরা।

আর্থারকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল ও।

উঁহুঁ, অযথা মাথা গরম করে লাভ নেই। বরং ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা দরকার। তবে আর্থার কিছুটা হলেও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে ওকে। সত্যি যদি বেপরোয়া রাইডারদের একটা দল শহরে এসে পড়ে? যে-কোন জায়গায় নাক গলাবে ওরা। শেষে পাইকারি হারে গোলাগুলি শুরু হবে। এমন ঘটনার কথা শুনেছে ও, ঘটতেও দেখেছে। সাধারণত শহরবাসী জয়লাভ করে। কিন্তু মানুষ মরবে, সম্পত্তি নষ্ট হবে।

এমন কিছু চায় না ডীন ফস্টার। চায় নিজ থেকে খুনিকে ধরতে সক্ষম হবে ও।

বন-টনে এসে এক পাত্র কফি আর কাপ নিয়ে জানালার কাছে বসল ও। কাপে কফি ঢেলে চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল।

হাতে সবেধন নীলমণি একটাই সূত্র: তিন পা সাদা রঙের তেজী সোরেলে চেপে শহরে এসেছিল মৃত লোকটা।

প্রত্যয়ী, পিস্তলে চালু একজন লোক, যাকে হয়তো মারকুটে লোকও ঘাঁটাতে যাবে না...ড্রিঙ্ক করে না তেমন, অথচ গত রাতে মাতাল ছিল সে, পরিস্থিতি অন্তত তাই বলছে...

আসলে শুরু করার মত তেমন তথ্য নেই ডীনের হাতে। যদি ঘোড়াটা খুঁজে পেত!

চল্লিশ বছর আগে এটা ছিল কিওয়াদের সাম্রাজ্য, তারপর মোষ শিকারীরা এসে একটু একটু করে দখল করে নেয়। শহরের কাছে পানির উৎস থাকায় ক্যাম্প করে চামড়া-শিকারীরা। পরে সাপ্লায়াররা এসে ট্রেডিং পোস্ট খুলে বসেছে। তারপর শহর গড়ে ওঠে।

স্টেজ চলা শুরু হওয়ার পর শহরটা বদলে গেল। সাধারণ ট্রেডিং পোস্ট, সেলুন আর গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা ডাগ-আউট বা তাঁবু ছিল তখন। এক মোষ শিকারী কয়েকটা বাছুর এনে কয়েক

মাইল দক্ষিণে র‍্যাঞ্চ গড়ল। তাকে অনুসরণ করল অন্যরা। এদিকে শহরের উত্তরে তামার আকরিক আবিষ্কার হওয়ার পর পুরোদমে মাইনিং শুরু হলো।

প্রাণের সঞ্চার হলো উইল সিটিতে।

জেফ ক্রেমারের বাবা আদি মোষ-শিকারীদের একজন ছিল। সাবেক মার্শাল জ্যাক হুইটসেট ছিল আরেকজন।

দরজা ঠেলে রেস্তোরাঁয় ঢুকল অ্যাশলি হ্যাগার্ড। ডীনকে দেখে এগিয়ে এল সে। 'কী খবর? তদন্ত কেমন চলছে?'

'যাচ্ছেতাই, এগোচ্ছে না,' ত্যক্ত স্বরে বলল ডীন। 'কফি চলবে?'

'তুমি একটু বেশি গুরুত্ব দিচ্ছ, কিংবা বেশি দুশ্চিন্তা করছ,' নিজের জন্য কাপ ভরে নিল অ্যাশলি। 'যত যাই হোক, এটা একটা চাকুরিই তো, জীবন-মরণ সমস্যা নয়।'

'হয়তো,' সংক্ষিপ্ত জবাব ডীনের। 'তবে এটা হয়তো আমার ঘাড় বা এই শহরের প্রাণ আস্ত রাখবে।'

তীক্ষ্ণ হয়ে গেল অ্যাশলির চাহনি। 'শহর আস্ত রাখবে মানে?'

আর্থারের আশঙ্কার কথা জানাল ডীন, পরে বন্ধুর এক প্রশ্নের জবাবে বলল, 'আর্থার একেবারে মিথ্যেও বলেনি, তুমিও জানো যে আশপাশে এমন কয়েকটা পরিবার আছে যারা একে অন্যের বিপদে চলে আসে, রক্তের ডাকে সাড়া দেয়। বিশেষ করে স্কটিশ কয়েকটা পরিবার। ওদের একজনের পা মাড়িয়েছ তো সবাই হামলে পড়বে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ঠিক তাই ঘটেছে এখানে।'

'আরে দূর! অযথাই তোমাকে ঘাবড়ে দিয়েছে আর্থার। আমার মনে হয় না কেউ লোকটার মৃত্যু সম্পর্কে জানে, সম্ভবত কেউ কেয়ারও করে না।'

'কিন্তু আমি করি, কারণ ঘটনাটা আমার শহরে ঘটেছে।'

'অতি উৎসাহী হয়ে পড়েছ তুমি,' মন্তব্য করল অ্যাশলি। 'অত

সিরিয়াস না হলেও চলে। দেখো, যে গেছে তো গেছে। অত ছাইপাঁশ হিসাব করে কী হবে! তারচেয়েও বড় কথা হয়তো এমন মৃত্যুই পাওনা ছিল লোকটার। জানি তোমার মনের অবস্থা, কিন্তু এত অধীর হয়ে কী লাভ হবে? বেতনের চেয়ে বাড়তি এক ডলার পাবে? পাবে না। কেউ যদি লোকটার খোঁজে আসেও, স্রেফ বলে দিয়ো এ-ব্যাপারে তুমি কিছু জানতে পারোনি।

'লোকটা এই শহরের কেউ নয়, বাইরে থেকে এসেছে। খুব সম্ভব ওর পিছু নিয়ে এসেছিল কেউ, আর ঘটনাটা শহরে ঘটেছে। ট্রেইলেও ঘটতে পারত। কাজ সেরে এতক্ষণে বোধহয় বহু দূরে চলে গেছে খুনি।'

'হয়তো,' সন্দিহান দেখাল ডীনকে। 'আবার অমন কিছু নাও হতে পারে। কিন্তু একটা ব্যাপার জানি, অ্যাশ। খুনি যদি ধারে-কাছে থেকে থাকে, ঠিকই ওকে খুঁজে বের করব আমি। আর ওকে খুঁজে পাওয়ার পর হয় সে জেলে ঢুকবে…নয়তো ফাঁসিতে ঝুলবে।'

তিন

ফাঁপরে পড়ে গেছে ডীন ফস্টার। দক্ষতার সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করতে চায় ও, কিন্তু এ-ধরনের জট পাকানো পরিস্থিতি ওর জন্য নতুন…তদন্ত তো নয়, রীতিমত গোয়েন্দাগিরি করতে হবে। পশ্চিমের যে-কোন লম্যানের জন্য এটা কঠিন। ডীনের কাছে প্রায় অসম্ভব এবং অবাস্তব মনে হচ্ছে।

ধাঁধার সমাধান করার ভার পড়েছে ওর কাঁধে। ধাঁধা! তাজ্জব

ব্যাপার, এটাই ডীনের কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে অপছন্দের জিনিস। ট্রেইল খুঁজতে হলে সমস্যা ছিল না। কয়েকদিনের পুরানো, অস্পষ্ট চিহ্ন খুঁজে বের করতে পারবে ও, যেটা হয়তো অনেকেই পারবে না।

আচ্ছা, একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে দোষ কোথায়? নিজের মনে ভাবল ডীন। ধারণাটা মাথায় আসতে কিছুটা হলেও উদ্বেগ কমল, আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল।

লেন্স আর্থারের দাবি মৃত আগন্তুকের কোমরে একটা সোনা-ভরা থলে ছিল। এখন কার হাতে আছে ওটা? আর্থার যেহেতু দেখেছে, সেক্ষেত্রে অন্য কেউও দেখে থাকতে পারে; বরং সেটাই স্বাভাবিক। সহসা ডীনের মনে পড়ল আর্থারের দুই চেলা ফিন চ্যাকন আর ডানকান হার্কলেকে আজ চোখে পড়েনি।

দু'জনেই সন্দেহজনক চরিত্র। কোন শহরে বড়সড় অপরাধ ঘটলে প্রথমে দাগী মানুষগুলোকে সন্দেহ করা হয়। উইল সিটির ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়েছে বলে মনে করে না ডীন। মার্শাল থাকার সময় বেশ কয়েকবার ওদের জেলে ঢুকিয়েছিল জ্যাক হুইটসেট, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে প্রতিবার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। রাতের বেলায় কোন মাতালের যদি ছিনতাই হয়, নির্ঘাত হার্কলে বা চ্যাকনের অন্তত একজন জড়িত। চেয়ানির ওদিকে স্টেজ লুটের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায়নি বটে, কিন্তু জোরাল অভিযোগ রয়েছে দু'জনের বিরুদ্ধে।

সকাল থেকে এ-পর্যন্ত রাস্তায় দেখা যায়নি দু'জনকে, তবে সময়ও পেরিয়ে যায়নি। হার্কলে বা চ্যাকনের যা স্বভাব, রাত জাগে আর দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে।

হাতে কাজ নেই, অগত্যা বার্নে চলে এল ডীন। ফের খুঁটিয়ে দেখল লাশটা। প্রথমবার চোখে পড়লেও খেয়াল করেনি এমন একটা ব্যাপার ওর দৃষ্টি কেড়ে নিল–যুবকের হাতের আঙুলের গাঁট কিছুটা ছড়ে আছে। সরে যাওয়া চামড়া দেখে ডীনের মনে হলো

কাউকে ঘুসি মেরেছিল লোকটা। শক্তিশালী, সুঠাম হাত।

মুখে সামান্য দাগ বা চিহ্নও নেই। মৃত্যুর আগে লোকটা যদি লড়াই করেও থাকে, লড়াইটা একতরফা ছিল, কারণ তার শরীরে কোথাও কোনরকম চিহ্ন নেই, কেবল ছড়ে যাওয়া গাঁট ছাড়া।

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে দেখল ডীন, প্রতিটা পকেট তালাশ করল...কিছুই পেল না।

বাকস্কিন জ্যাকেটের দিকে নজর দিল এবার। চেয়ানি স্টাইলে তৈরি, নিখুঁত বুনন। চেয়ানিরা সাধারণত পাহাড়ী এলাকায় থাকে, তবে কোন কোন গোত্র টেক্সাস বা কলোরাডোর রকি পর্বতমালার ধারে-কাছেও ঠাঁই গেড়েছে। জ্যাকেটটা আনকোরা নয়, তবে খুব পরিচ্ছন্ন ও নিপাট; বোঝা যায় এই লোক চেয়ানি এলাকায় থেকে অভ্যস্ত এবং চেয়ানিদের সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। নইলে এমন দারুণ জ্যাকেটের জন্য বিনিময়ে চেয়ানিদের অন্তত ভাল জাতের একটা ঘোড়া বা রাইফেল দিতে হত।

চেয়ানি জ্যাকেট আর স্পার সূত্র হতে পারে। লোকটা হয়তো কলোরাডো বা দক্ষিণ নিউ মেক্সিকোর রকি মাউন্টেন এলাকার বাসিন্দা...কিংবা দু'জায়গারই হতে পারে। এখান থেকে খুব দূরে নয়–দু'তিনদিনের পথ...বেশিও লাগতে পারে, নির্ভর করে ঘোড়া আর সওয়ারীর ইচ্ছার উপর।

'বিগ ইনজুন,' ইন্ডিয়ানকে নির্দেশ দিল ডীন। 'একটা কফিন বানিয়ে ফেলো।'

'কী দরকার! কম্বলেই তো চলে যাবে। শুধু শুধু খরচা!' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল সে। 'কম্বল বা কফিনে যেখানেই শোক, পোকায় তো ওকে খাবেই!'

'একটা কফিন লাগবে, ব্যস! তুমি ওটা তৈরি করবে নাকি অন্য কাউকে বলব?'

'এক ডলার।'

'বেশ।' মৃদু হাসল ডীন। বিগ ইনজুন যাই করুক তার মজুরি

এক ডলার। পঁচিশ বা পঞ্চাশ সেন্ট কী জিনিস ব্যাটা জানে না বা শিখবে না? নাকি অতি সেয়ানা বলে ইচ্ছে করে শেখেনি?

লেন্স আর্থার বলেছে মৃত লোকটা মাত্র একটা ড্রিঙ্ক পান করে সেলুন থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তারমানে জুয়াও খেলেনি।

শহরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত তালাশ করল ডীন। প্রতিটি স্টেবল আর করাল পরখ করল। তিন পা সাদা সোরেল দূরে থাক, ওরকম কোন ঘোড়াই চোখে পড়েনি কারও। শেষ স্টেবলটা শন জেপসনের।

আঙিনায় এক প্রস্থ ল্যাসো হাতে অনুশীলন করছে বার্ট, দড়ির চক্কর তৈরি করে ওটায় লাফ দিয়ে পড়ছে আবার বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু সফল হতে পারছে না।

'হাউডি, মার্শাল!' ডীনকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে গেল ছেলেটার মুখ। 'এখনও মৃত লোকটার ঘোড়া খুঁজছ?'

'হ্যাঁ। আচ্ছা, ঘোড়ার ব্র্যান্ডটা তোমার মনে আছে?'

ল্যাসো ঘুরাচ্ছিল বার্ট, প্রশ্নটা শুনে হাত থেমে গেল, ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবল। 'না, স্যার, মনে নেই। আসলে ব্র্যান্ডটা দেখিইনি।'

তীক্ষ্ণ চোখে বার্টকে দেখল ডীন। পশ্চিমে মানুষ মাত্রই—ছেলে আর বয়স্ক হোক—ঘোড়ার ব্র্যান্ডের দিকে তাকায়। কারও কোমরে বা উরুতে পিস্তল আছে কি-না, পলকে যেমন দেখে নেয়, তেমনি রাইডার দেখা মাত্র ব্র্যান্ড দেখে নিতে অভ্যস্ত সবাই। বার্ট মিথ্যে বলছে না তো? যদি তাই হয়ে থাকে, কেন?

'তোমাদের বার্নটা দেখতে পারি? শহরের সবক'টায় তালাশ করেছি।'

'নিশ্চয়ই। বার্নে তো কোন ঘোড়া নেই। আমাদের সব ঘোড়া করালে চরছে।'

ছোট্ট বার্নটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। ঘোড়া নেই একটাও, তবে ভাঙা বা পুরানো হার্নেসের মামুলি জিনিসপত্র পড়ে আছে, সঙ্গে রয়েছে

কয়েক প্রস্থ দড়ি, জীর্ণ বুট এবং সাধারণ ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি।

এক স্টলে মল রয়েছে। থেমে ফের জিনিসটার দিকে তাকাল ডীন।

বাপ-বেটা যেই হোক, জেপসনরা সবসময়ই বার্ন পরিচ্ছন্ন রাখে, সচরাচর তাই দেখেছে ডীন। প্রতি সপ্তাহে ঝাঁট দেওয়ার পর ধূলিময় মেঝেয় নতুন খড় বিছিয়ে দেওয়া হয়। একটা স্টলে মল রয়েছে, তবে ডীনের সন্দিগ্ধ হওয়ার বা দ্বিতীয়বার ফিরে তাকানোর কারণ ওটার অবস্থান। স্টলের বাইরে পড়েছে। হয় বড়সড় কোন ঘোড়া মলত্যাগ করেছে, নয়তো অন্য কোন কারণে ঘোড়াটা স্টলের কোণার দিকে সরে গিয়েছিল।

মাথা থেকে হ্যাট খুলে সোয়েটব্যান্ড মুছল ডীন। চিন্তা করার সময় এই বদভ্যাসটার চর্চা করে ও...এখন যা করছে সেটা আদৌ যদি চিন্তা করা হয়ে থাকে, বিরক্ত মনে ভাবল।

চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল, প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখল। সবকিছু স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। অসঙ্গতি বা সন্দেহজনক কিছু নেই। কিন্তু মন থেকে খুঁতখুঁতে ভাব যাচ্ছে না। মলের অবস্থানটা প্রশ্নসাপেক্ষ। মলের এমন অস্বাভাবিক অবস্থানের স্বাভাবিক বহু কারণ থাকতে পারে, তবে অস্বাভাবিক কারণ একটাই—বিশাল, লম্বা কোন ঘোড়া, যেমন সতেরো হাত লম্বা, যদি মলত্যাগ করে থাকে।

দরজার কাছে এসে কবাট আরও মেলে দিল ডীন, আলো বাড়বে ভিতরে। স্টলের কাছে ফিরে এসে খুঁটিয়ে দেখল। বোর্ডের অমসৃণ এক অংশে সোরেল ঘোড়ার কয়েকটা পশম দেখতে পেয়ে রীতিমত উল্লসিত হলো ও। তবে এর ভিন্ন অর্থও হতে পারে। এই স্টলে হয়তো গত কয়েকদিনে একাধিক সোরেল ঘোড়া আশ্রয় নিয়েছে।

দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এ-সময় চোখের কোণে কী যেন ধরা পড়ল। দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা পেরেকে ভাঁজ করা ল্যাসো বা

দাড় ঝুলছে...এক পেরেকে একসঙ্গে তিন প্রস্থ দড়ি...। উপর থেকে একটা সরাতে আড়ালে পড়ে থাকা রহাইডের তৈরি রায়াটা চোখে পড়ল। বেশ দীর্ঘ ওটা।

ক্ষীণ শব্দ পেয়ে ফিরে তাকাল ডীন। স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে বার্ট জেপসন। 'বার্ট?' কোমল স্বরে জানতে চাইল ও। 'এই দড়িটা কোত্থেকে এল?'

'ঠিক জানি না। বাবার তো অনেক আছে, তার একটা হতে পারে।'

'বার্ট, তুমি ভাল করে জানো তোমার বাবা জীবনেও রহাইডের দড়ি ব্যবহার করেনি। শনের মত আমিও কাউবয় ছিলাম, এক সঙ্গে কাজ করেছি...কিন্তু ওকে কখনও রহাইড ব্যবহার করতে দেখিনি। তা ছাড়া, ভাল কোন কাউবয় হাঁটতেও অপছন্দ করে।'

'ইয়ে...আমি খুঁজে পেয়েছি ওটা।'

'কোথায় পেলে?'

'ওই যে, ওখানে,' কয়েক হাত দূরের একটা ঝোপ ইশারা করল বার্ট। 'ভেবেছি...কেউ ওটার খোঁজ না-করলে আমি রেখে দিতে পারব। এতে তো দোষের কিছু নেই, তাই না?'

'ঠিকই করেছ, বার্ট। জিনিসটা খুব ভাল। আসল মালিক নিশ্চয়ই এটার অভাব বোধ করছে। তুমি বরং আমার কাছে দাও দড়িটা, কেউ যদি খোঁজ না-করে তা হলে তোমার হয়ে যাবে। পরে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ো।'

'সত্যি দেবে তো?' লোভী দৃষ্টিতে রায়াটার দিকে তাকাল বার্ট। 'এত লম্বা দড়ি আর কখনও দেখিনি।'

'মেক্সিকান দড়ি, অবশ্য ক্যালিফোর্নিয়ার লোকেরাও এমন ল্যাসো ব্যবহার করে–কাঁচা চামড়া দিয়ে দড়ি তৈরি করে ওরা। কীভাবে তৈরি করে দেখেছি আমি। আমার বাড়িতে এলে একদিন শিখিয়ে দেব তোমাকে।'

গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে পড়ল ডীন। 'বার্ট, আমার

ধারণা এই রায়াটার মালিক মৃত লোকটা। তোমার কী ধারণা?'

'জানি না, স্যার।'

'ওই সোরেলটা এখানে ছিল না, বার্ট?'

'না, স্যার। অন্তত আমার জানা নেই।' সহসা ভয় ফুটে উঠল বার্টের চোখের গভীরে। 'তুমি...তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না বাবা এই কাজটা করেছে?'

'না, বার্ট, তা ভাবছি না। আসলে কাজটা কার, এ-সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই আমার। তোমার বাবা তো ভালমানুষ। আর সবার মত তারও সমস্যা আছে, কিন্তু খুনি নয়। বহুদিন ধরেই চিনি ওকে। প্রয়োজন হলে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কাউকে খুন করবে ও, কিন্তু পিঠে গুলি করবে না।'

উঠে দাঁড়াল ডীন ফস্টার। 'বার্ট, যেভাবে হোক ঘোড়াটা খুঁজে বের করতে হবে। প্রথমে ঘোড়া খুঁজে বের করব, তারপর ব্র্যান্ডটা কী জানতে হবে। খবর পেয়েছি খুবই বেপরোয়া ও একাট্টা একটা পরিবারের লোক সে। লোকটা খুন হয়েছে জানতে পারলে ওর পরিবারের লোকেরা দল বেঁধে ছুটে আসবে এখানে, পাইকারি হারে খুনোখুনি শুরু করবে। সেক্ষেত্রে এই শহরের বহু নিরীহ মানুষ হতাহত হবে। সেটা ঠেকাতে হলে যেভাবে হোক খুনিকে ধরতে হবে। খুব দ্রুত!'

'বুঝেছি, স্যার। তোমার ধারণা ঘোড়াটা আমাদের বার্নে ছিল?'

'উঁহুঁ, আমি নিশ্চিত নই। যাক্‌গে, বার্ট, শেষ কখন তুমি বার্নে এসেছ?'

'ঠিক মনে নেই...' চিন্তিত স্বরে বলল বার্ট। 'পরশু বোধহয়। 'কাজ ছিল না তেমন, তাই বার্নে আসা লাগেনি ক'দিন, বরং প্রায় সারাক্ষণ মি. ক্রেমারের ঘোড়াগুলো নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। প্রতিদিন বাকবোর্ড সাজিয়ে ওগুলোকে নিয়ে সকাল-বিকাল বেরোনোর নির্দেশ দিয়েছে আমাকে মি. ক্রেমার, ওগুলো যাতে রাইডিঙে

অভ্যস্ত থাকে।'

'সেক্ষেত্রে তোমার অজান্তে এখানে একটা ঘোড়া রাখা সম্ভব?'

'সম্ভব। কিন্তু রাখতে হলে আমাদের না-জানিয়ে উপায় নেই। এমন তো কেউ করে না। যে-ই ঘোড়া রাখতে আসে, আমাদের সঙ্গে আগে কথা বলে নেয়।'

'তোমার বাবা কোথায়, বার্ট?'

'ভিতরে আছে। ঘুমাচ্ছে।'

'ঘুম ভাঙলে ওকে বোলো কষ্ট করে যেন একবার আমার অফিসে যায়। জরুরি কথা আছে ওর সঙ্গে।'

গলি ধরে ধীর পায়ে বোর্ডওঅকে উঠে এল ডীন, তারপর মূল রাস্তা ধরে এগোল। পুরো শহরের রাস্তায় বাহন বা ঘোড়া নেই তেমন। সব মিলিয়ে কয়েকটা রিগ আর আধ-ডজন ঘোড়া চোখে পড়ছে। এত ছোট্ট শহরে একজন লোক এল, খুন হয়ে গেল এবং তার ঘোড়াটা গায়েব হয়ে গেল! কীভাবে সম্ভব হলো?

অ্যাশলি বোধহয় ঠিকই বলেছে। অযথা পণ্ডশ্রম হচ্ছে। এখানে সময় নষ্ট না-করে বরং অ্যাশলির র‍্যাঞ্চে গিয়ে টার্কি শিকার করলে কাজে লাগত। অন্তত একটা কিছু তো পেত।

বাড়ি গিয়ে অ্যাপালুসার পিঠে স্যাডল চাপাল ও। ছয়টা ঘোড়া আছে ওর, পালাক্রমে ওগুলোর পিঠে চাপে যাতে কোনটাই বিগড়ে না-যায় বা অনভ্যস্ত হয়ে না-পড়ে। এবার অ্যাপালুসার পালা, যদিও ডীনের ধারণা বেশিক্ষণ রাইড করতে হবে না।

প্রথমে জেপসনদের বার্নের লাগোয়া ঝোপ থেকে শুরু করল। বার্টের দেখিয়ে দেওয়া জায়গায় যেতেই কয়েক সেট ছাপ খুঁজে পেল...সবই প্রকাণ্ড এক ঘোড়ার। দুই পায়ের দূরত্ব দেখে অনুমান করা সম্ভব অন্তত সতেরো-আঠারো হাত হবে ঘোড়াটা।

টানা এক ঘণ্টা ট্র্যাকিং করল ডীন। ঝোপঝাড়ের ফাঁক গলে এগোতে থাকল। আঁকাবাঁকা পথ। শহর থেকে দূরে সরে যায়নি, বরং দৃষ্টিসীমায় রেখেছে। ট্রেইল অনুসরণ করে আচমকা এক

লেনে পৌঁছে গেল।

খিস্তি করল ডীন।

ট্রেইল উধাও! অসংখ্য গরুর খুরের ছাপের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে।

রাশ টেনে ঘোড়া থামাল ও। হ্যাটের ব্রিম পিছনে ঠেলে দিয়ে নিবিষ্ট মনে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল। আরও একটা প্রমাণ মিলল যে খুনি স্থানীয় এবং এখানকার সবকিছু জানে। মৃত আগন্তুককে খুন করার পর তার ঘোড়ায় চেপে বুড়ো প্যাটার্সনের ডেয়ারির দিকে এসেছে, বিশেষ একটা জায়গা নির্বাচন করেছে সোরেলের ট্র্যাক ঢাকার জন্য, কার্যত সোরেলকে গায়েব করে দেওয়ার জন্য। সে জানত লেনে গেলে প্যাটার্সনের গবাদি পশুর ছাপের আড়ালে পড়ে যাবে সোরেলের চিহ্ন।

প্রায় ত্রিশটা গাভী আছে বুড়োর। পুরো শহরে দুধ আর মাখন সরবরাহ করে সে। লেন ধরে এগোলে প্রায় আধ-মাইল দূরে ডেয়ারির অবস্থান। দিনে দু'বার—সকাল-বিকাল—লেন ধরে তৃণভূমিতে যায় পশুগুলো। স্বভাবতই, সোরেলের সমস্ত ট্র্যাক ঢাকা পড়ে গেছে।

ধাঁধায় পড়ে গেছে ডীন। খুনির চিন্তাধারা অনুসরণ করার প্রয়াস পেল। জুয়া খেলেছে লোকটা। ধরে নিয়েছে কেউ শহর থেকে এতদূর পর্যন্ত অনুসরণ করে এসে, লেনে সোরেলের ট্র্যাক নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখে হাল ছেড়ে দেবে। কিংবা সে জানেই না দক্ষ ট্র্যাকারের পক্ষে এই লেন থেকেও সোরেলের চিহ্ন আবিষ্কার করা সম্ভব।

এমন ভুল শন জেপসন করবে না।

লেনের কিনারা ধরে, ঝোপঝাড়ের গা ঘেঁষে এগিয়ে চলল ডীন। ট্রেইলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। নতুন কোন চিহ্ন নেই, সবই গবাদি পশুর। সোরেলের সওয়ারী যদি প্যাটার্সনের করালে না গিয়ে থাকে, নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও ট্রেইল থেকে সরে

গেছে। রাস্তার ওপাশে শহরের পিছনের অংশ—করাল, ব্যাকইয়ার্ড, বার্ন বা স্টোররুম।

ধীর গতিতে, সময় নিয়ে এগোচ্ছে ডীন; খুঁটিয়ে দেখছে ট্র্যাক, অবহেলা বা অনীহার কারণে চিহ্ন হারিয়ে ফেলতে চায় না। সময় লাগলেও এগিয়ে যাচ্ছে। তাড়া নেই ওর। বরং এক ধরনের জেদ অনুভব করছে। জানে কয়েক গজের মধ্যে, কোন এক জায়গায় ট্রেইল ছেড়ে সরে পড়েছে সোরেল-সওয়ারী, যত এগোচ্ছে ততই উদ্দিষ্ট জায়গার কাছে চলে যাচ্ছে—ব্যাপারটা উৎসাহী করে তুলছে ওকে।

যেমন আশা করেছিল, কয়েক গজ এগিয়ে জায়গাটা খুঁজে পেল। ঘন ঝোপের ভিতর দিয়ে চলে গেছে খুনি। অস্পষ্ট ট্র্যাক পড়ে আছে। ঝোপের শাখায় সোরেলের কয়েকটা পশমও আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো ডীন।

এমন স্পষ্ট ও বিলক্ষণ চিহ্ন কেউ ফেলে যায়! ব্যাপারটা ধন্দে ফেলে দিল ওকে, একঘেয়েমিও বোধ করল। দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ঝোপ ছাড়িয়ে শুকনো ওঅংশে নেমে এল, তারপর ওপাড়ে প্রায় একশো গজের মত এগিয়ে এক টুকরো বনে ঢুকে পড়ল। জুনিপার ঝোপের পাশ দিয়ে বন্ধুর পথ পাড়ি দিচ্ছে। চিহ্ন দেখে বোঝা যাচ্ছে যতটা সম্ভব পাথুরে জমি ব্যবহার করেছে সোরেলের আরোহী।

দৃশ্যত, পিছনে চিহ্ন রেখে না-যাওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু সফল হয়নি; অনুসরণ করতে সমস্যা হচ্ছে না ডীনের। পাথুরে জমিতে লোহার নালের সাদা দাগ পড়ে আছে।

কিছুক্ষণ পর, আচমকা ট্রেইল হারিয়ে ফেলল। ঘাবড়ে না গিয়ে জায়গাটাকে ঘিরে বড়সড় চক্কর কাটল ও, খুঁজেও পেল। দেখতে প্রায় একইরকম অন্য এক ট্রেইলের সঙ্গে মিশে গেছে। একটু পর আলাদা হয়ে গেছে…প্রথমটা বেশ পুরানো, শেষবার বৃষ্টি হওয়ার পর তৈরি হয়েছে বটে, তবে ডীনের উদ্দিষ্ট ট্রেইলের

চেয়ে ঢের পুরানো।

তারপর, যেন জাদুর কার্পেটে চড়েছে, আচমকা উধাও হয়ে গেল সমস্ত ট্রেইল!

কোথাও কোন চিহ্ন বা ট্র্যাক নেই…কিচ্ছু নেই।

প্রথমে বাম দিক দিয়ে চক্কর কাটল ডীন, তারপর ডান দিকে, কিন্তু পণ্ডশ্রম হলো। ট্রেইল খুঁজে পায়নি। যেখান থেকে ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে, পিছিয়ে সেখানে চলে এল ডীন। খুঁটিয়ে দেখতে আবিষ্কার করল এক জায়গায় থেমেছিল সোরেল, কিছুক্ষণ আগু-পিছু করেছে, তারপর আক্ষরিক অর্থে উধাও হয়ে গেছে।

স্যাডল ত্যাগ করে ঘোড়ার পাশে বসে জমি নিরীখ করল ও। ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস মুখে কোমল পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। কপাল থেকে চুল সরিয়ে বিলি কাটল ডীন, পিছন ফিরে শহরের দিকে তাকাল। মাত্র কয়েক মাইল দূরে, কিন্তু চোখে পড়ছে না।

ধুলো আর ভাঙা সিডারের লতাপাতার ক্ষীণ গন্ধ লাগছে। কীভাবে নিজেকে এমন ফাঁপরে ফেলল, সন্দিগ্ধ মনে ভাবল ও।

বিপজ্জনক একটা ব্যাপার মাথায় উঁকি দিচ্ছে। শুরুতেই খুব বেশি এগিয়ে গেলে বিপদের সম্ভাবনা ষোলোআনা। ধড়টা আস্ত না-ও থাকতে পারে। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে শত্রু কে জানা নেই ওর, জানে না কার পিস্তল থেকে গুলিটা ছুটে আসবে।

হঠাৎ টিম চেকোর কথা মনে পড়ল। ঘোড়াচোরটাকে ধরতে পিছু ধাওয়া করেছিল। গোয়েন্দা হিসাবে সফল না-হলেও অন্তত ঘোড়াচোরদের ব্যাপারে ওকে সফল বলতেই হবে, তিক্ত মনে ভাবল ডীন। তখুনি ভিন্ন একটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়…। এ তল্লাটে কী করছিল চেকো? নেহাত কাকতালীয় হতে পারে না। আগে স্বাভাবিক মনে হলেও এখন আর ডীন ততটা নিশ্চিত নয়, বরং ওর কাছে কেবলই মনে হচ্ছে সুদর্শন যুবক, সোরেল এবং তল্লাটে চেকোর উপস্থিতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

শহরে গিয়ে আরেক প্রস্থ জেরা করতে হবে চেকোকে, হয়তো

স্রেফ কৌতূহল নিবৃত্ত হবে, কিংবা নতুন কোন তথ্য বা সূত্রও মিলে যেতে পারে। অন্তত আউটলদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা তো পাবে!

ফের পাথুরে জমি নিরীখ করল ডীন। ব্যাপারটা কী? এভাবে ভোজবাজির মত ট্র্যাক মিলিয়ে যেতে পারে না, ঘোড়াও আকাশে উড়তে পারে না। কিংবা বর্তমান সময়ে কলোরাডোর এ-এলাকায় জাদুর গালিচাও পাওয়া যায় না।

কিন্তু সত্যি সত্যি বাতাসে গায়েব হয়ে গেছে ঘোড়াটা...মানে সব ট্র্যাক উধাও হয়ে গেছে। কীভাবে হলো কাজটা? সোরেলটা নিশ্চয়ই হেঁটে গেছে। উড়ে যায়নি, কিংবা কোন কিছুতে চড়ে বা ভর করেও যায়নি। সেক্ষেত্রে ট্রেইলে আঁচড়, ঘসটানো দাগ, নুয়ে পড়া ঘাস, সরে যাওয়া ঝোপের শাখা বা নুড়িপাথর খসে পড়ার চিহ্ন থাকতে বাধ্য। কিন্তু তেমন কিছুই নেই। একেবারে স্বাভাবিক সব।

অযথা ছোটাছুটি বা খোঁজাখুঁজি করে লাভ নেই। কখনও কখনও দৌড়-ঝাঁপ না-দিয়ে বরং কোথাও বসে ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি ভাবতে হয়। তাই করল ডীন, এবং তাতেই সুফল পেল। সরু সুতোটা হঠাৎ চোখে পড়ল। বড়জোর দেড়-দুই ইঞ্চি লম্বা হবে, প্রিকলি পিয়ারের এক শাখা থেকে ঝুলছে। বারল্যাপ থলের সুতো। একটা গুলির গর্তের মতই স্পষ্ট!

সোরেলে যে-ই চড়ে থাকুক, খুবই ধুরন্ধর লোক। স্যাডল ত্যাগ করে ঘোড়ার খুরের সঙ্গে বারল্যাপ জড়িয়ে নিয়েছে, ফলে ট্রেইলে চিহ্ন পড়েনি বললেই চলে।

সেক্ষেত্রে, নিশ্চিতভাবে বলা যায় বেশি দূরে যাবে না ঘোড়াটা, এবং বাস্তবেও তাই ঘটেছে—দেখতে পেল ডীন।

সিকি মাইল দূরে এক জায়গায় নিচু হয়ে গেছে অ্যারোয়োর তীর, নিচু জমির কিনারে অ্যাপালুসাকে থামাতে হুট করে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা কয়োটি, এক দৌড়ে ছুটে চলে

গেল ক্যানিয়নের দিকে।

ডান পাশে অ্যারোয়ার ঢালে কিনারা থেকে দশ ফুট নীচে এক জায়গা গর্ত করা হয়েছে কিংবা খননের পর ভরাট করা হয়েছে। কয়েকটা নুড়িপাথর আর মাটির কণা গাদাগাদি করে রাখা।

অ্যারোয়োর তীরে অ্যাপালুসা থামাল ডীন। ঢালে গোড়ালি রেখে স্লাইড করল, হড়হড় করে ঢালু পথে নেমে গেল ওর শরীর। বড়সড় একটা পাথর জাপটে ধরে থামল ও, তারপর মাটিতে দুই পায়ের ভর চাপিয়ে জুত হয়ে দাঁড়ানোর পর হ্যাঁচকা টান দিল পাথর ধরে। কয়েকবারের চেষ্টায় সরে গেল পাথর। ছোট ছোট নুড়িপাথর আর মাটির ঢেলা পড়ে আছে। কিন্তু তারই ফাঁক দিয়ে যে-জিনিসটা উঁকি দিচ্ছে দেখে বিমূঢ় বোধ করল ডীন ফস্টার।

দ্রুত হাত চালাল ও, মাটি আর নুড়িপাথর সরিয়ে দিচ্ছে। গর্তে কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে অনুমান করতে পারছে, সোরেলের সঙ্গে সম্পর্কিত। সেটা যাই হোক, অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে হবে, তাই খুব সতর্কতার সঙ্গে মাটি সরাচ্ছে।

একটু একটু করে কাজ এগোচ্ছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল, কিন্তু শেষপর্যন্ত সফল হলো ডীন। আস্ত একটা ঘোড়াকে পুঁতে রাখা হয়েছে!

নতুনভাবে মাটি খুঁড়তে শুরু করল ও, চাইছে ঘোড়ার পাছার কাছে পৌঁছতে যাতে ব্র্যান্ডটা দেখতে পারে। কিন্তু কাজ শেষ হতে প্রচণ্ড নিরাশ হতে হলো। ব্র্যান্ড নেই!

বৃত্তের আকারে চামড়া কেটে ব্র্যান্ড তুলে নেওয়া হয়েছে, যার ব্যাসার্ধ প্রায় আট-নয় ইঞ্চি।

সেয়ানা লোক! ব্র্যান্ড না-থাকায়, স্বভাবতই ঘোড়া বা তার মালিককে শনাক্ত করার কোন উপায় থাকল না।

তিক্ত মনে খিস্তি করল ডীন ফস্টার। ক্লান্ত দেহে উঠে দাঁড়াতে গেল, অনেকক্ষণ একই অবস্থানে থাকায় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে, এক পায়ের পেশিতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হতে টলে উঠল ডীন।

শাপেবর হলো সেটা ওর জন্য, এজন্যই বেঁচে গেল।

কুৎসিত শব্দ তুলে কানের পাশ দিয়ে চলে গেল তপ্ত সীসা!

চার

ডীন ফস্টার মৃদুভাষী, চুপচাপ স্বভাবের মানুষ। নিজেকে জ্ঞানী বা খুব বিচক্ষণ মনে করে না, কিন্তু ওর সবচেয়ে বড় গুণ যে-কোন বিষয়ে সিরিয়াস হতে পারে এবং প্রায় সারাটা জীবন কঠোর শ্রম করে এসেছে। ডীন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে ভাগ্য ফেরানোর সহজ কোন উপায় নেই।

পিস্তল বা রাইফেলে ক্ষিপ্র কিংবা নিপুণ লক্ষ্যভেদী হলেও দক্ষতার প্রমাণ দিতে অনিচ্ছুক ও। প্রয়োজনও পড়েনি। ব্যক্তিগত বিবাদের নিষ্পত্তি করতে হয়েছিল কয়েকবার, সবই হাতাহাতিতে। এমনিতে কৌতুকপ্রিয় ও হাসি-খুশি মানুষ, কিন্তু এ-মুহূর্তে ডীন ফস্টারকে দেখে কথাটা কেউ বলবে না।

অল্পের জন্য বেঁচে গেছে! কানে আযরাইলের ইশারা দিয়ে চলে গেছে বুলেট। গুলিটা যে ছুঁড়েছে বুঝে-শুনে ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে করেছে—খুন করতে চেয়েছে ওকে।

ডীনের প্রতিক্রিয়া হলো তৎক্ষণাৎ ও নির্ভুল। ঢালের উপর ডাইভ দিল, শরীর গড়িয়ে দিয়ে শুকনো অ্যারোয়োর তলা হয়ে অপর ঢালে চলে এল। কার্যত, এবার আততায়ীর রাইফেলের নল থেকে নিজেকে আড়ালে নিয়ে এসেছে।

অ্যাপালুসাটা অ্যারোয়োর অন্য প্রান্তে, ত্রিশ গজ দূরে রয়ে গেছে। ওটার কাছে যাওয়ার খায়েশ নেই ডীনের, যেখানে

আড়ালে ঘাপটি মেরে রয়েছে অব্যর্থ রাইফেলধারী। ডীন এমন কিছু করুক, তাই চাইছে লোকটা।

দ্রুত সক্রিয় হলো ডীন—ঢাল ধরে সরে গেল ডান দিকে। চট করে এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেল যেখানে অ্যারোয়োর কিনারা আচমকা পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে। একই দিক থেকে এসেছে গুলিটা, ডীনের অনুমান।

বাঁক ঘুরল ও, হাতে রাইফেল তৈরি, কোমরের কাছ থেকে গুলি করবে। বিশ গজ সামনে শুকনো ওঅংশে পৌঁছল, কিন্তু কেউ নেই এখানে। প্রমাদ গুনল ও। আশপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল। এক পাশে খানিকটা উঁচু জায়গায় ঢালু খাঁজের তৈরি হয়েছে, অতিরিক্ত পানি জমা হয় এখানে। ক্রল করে সামনে এগোল ডীন, খাঁজে উঠে অপেক্ষায় থাকল।

কান পেতেও কিছু শুনতে পেল না।

র‍্যাঞ্চার থাকার সময় রাউন্ড-আপে কয়েকবার এই এলাকায় ঘুরেছে ডীন, তাই জানে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজ দূরে বোল্ডার আর ঝোপের সারি রয়েছে; উঁচু বলে ওখান থেকে চারপাশে পুরো লে-আউট চোখে পড়ে, চারদিক নিরীখ করার জন্য আদর্শ জায়গা, কিন্তু এ-মুহূর্তে খুবই বিপজ্জনক জায়গা, কারণ হয়তো সেখানেই আশ্রয় নিয়েছে আততায়ী।

পরিস্থিতি বিবেচনা করল ডীন ফস্টার। এমনিতে সাবধানী লোক ও, তবে খেপে যাওয়ায় আগ্রাসী হয়ে পড়েছে; এখানে পড়ে থাকতে একটুও ভাল লাগছে না, কারণ জানে আরও একটা গুলি ছুটে আসতে পারে। আবার সরে পড়তে গেলেও ঝুঁকি নিতে হবে।

কিন্তু সরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। এখানে থাকলে যে-কোন সময় গুলি খেতে পারে, গুলিটা কখন বা কোন্ দিক থেকে ছুটে আসবে হয়তো জানতেই পারবে না। তারচেয়ে...শিকার না হয়ে বরং শিকারী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

মানসিক প্রস্তুতি নিল ডীন, তারপর লম্বা দম নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল খাঁজ থেকে, তীর বেগে ছুটল বোল্ডারসারির দিকে। বাম দিকে কোথাও গর্জে উঠল একটা রাইফেল, যদিও শব্দের আগে গুলির অস্তিত্ব টের পেল ডীন, ওর বেশ পিছনে পাথুরে টিবিতে বিঁধেছে গুলিটা। ওই এক সেকেন্ডের জন্য অরক্ষিত ছিল, পরমুহূর্তে বোল্ডারের আড়ালে পৌঁছে গেল, এবং তৎক্ষণাৎ গুলি করার জন্য প্রস্তুত হলো।

ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এল মিনিট খানেক পর। পেশিতে ঢিল পড়ল ডীনের। অদৃশ্য ঘাতক চলে যাচ্ছে। বেশ, যাক। অপেক্ষায় থাকল ও। মিনিট খানেক পর উঁচু এক জায়গায় উঠে এল যেখান থেকে চারপাশ এবং ঘোড়ার উপর নজর রাখতে পারে।

প্রায় আধ-ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর উঠে দাঁড়াল ডীন, হেঁটে আততায়ীর অবস্থানের দিকে এগোল। ঠাণ্ডা বাতাস শীতল স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে গালে। বৃষ্টি আসবে!

প্রায় বিশ মিনিটের তালাশ ফলপ্রসূ হলো না। চিহ্ন খুঁজে পায়নি। ধারে-কাছে কোথাও নিশ্চয়ই ঘোড়া রেখে এসেছিল লোকটা, কিন্তু তার প্রমাণ নেই। লোকটার অবস্থান আবিষ্কার করতে পারলেও তার সম্পর্কে কোনরকম তথ্য আবিষ্কার করতে পারেনি।

ব্যর্থ হয়ে অ্যারোয়ো অতিক্রম করে ঘোড়ার কাছে চলে এল ডীন। স্যাডলে চেপে ফের বোল্ডারসারি তালাশ করল, কিন্তু এবারও ব্যর্থ হলো।

ভাগ্য বিরূপ। তবে সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে, হয়তো অন্য কোন সময়ে ভিন্ন ফলাফলও পেতে পারে।

বাড়ি ফিরে এসে স্যাডল-ব্রিডল খুলে ঘোড়াটাকে করালে ছেড়ে দিল ডীন ফস্টার।

টিম চেকো ছিপছিপে দেহের বিরস মুখের মানুষ। আধা-আইরিশ

আধা স্প্যানিশ-অ্যাপাচি। বড়জোর পঁচিশ হবে বয়স, কিন্তু এরই মধ্যে দুর্নাম কিনে ফেলেছে গোটা চারেক রাজ্য, দুই টেরিটরি আর মেক্সিকোয়। চিপসানো মুখে শয়তানি হাসি লেপ্টে থাকে সারাক্ষণ, চটপটে এবং রসিক, কিন্তু পিস্তলে নিখুঁত লক্ষ্যভেদী, যদিও এখন পর্যন্ত কোন শোডাউনে জড়ায়নি নিজেকে।

ড্রয়ার থেকে চাবি নিয়ে সেল-ব্লকে চলে এল ডীন ফস্টার। সেলের তালা খোলার সময় ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছনে তাকাল, বিগ ইনজুনকে নির্দেশ দিল: 'এক পট কফি আর দুটো কাপ নিয়ে এসো তো।'

গারদের দরজা খুলে ভিতরে পা রাখল ও, দরজা খুলে রাখল যাতে ইন্ডিয়ানের ঢুকতে অসুবিধা না হয়।

ক্ষীণ হাসি ফুটেছে টিম চেকোর মুখে। 'আসামী পালিয়ে যাওয়ার ভয় নেই তোমার, মার্শাল?'

পাল্টা ক্ষীণ হেসে শ্রাগ করল ডীন। 'মন চাইলে চেষ্টা করতে পারো...'

এবার সশব্দে হেসে উঠল চেকো। 'উঁহুঁ, কোন সময় পালাতে হয় জানি আমি। পরিস্থিতি প্রতিকূল। তা ছাড়া, বেশ কয়েকবার তোমাকে লড়তে দেখেছি। তোমার সঙ্গে টেক্কা দিয়ে পালাতে পারব না।'

'ধন্যবাদ,' চেয়ার দেয়ালের কাছে সরিয়ে নিয়ে বসল ডীন। 'টিম, কী মনে করে এমন মহা বোকামি করলে? আর ঘোড়া পেলে না, জেফ ক্রেমারের ঘোড়া ধরেছ! তল্লাটের প্রতিটি লোক ওর সব ঘোড়া চেনে।'

'সেটা আমি জানব কীভাবে? আসল কথা হচ্ছে, মাথা গরম ছিল আমার। একেবারে নরকের মত গরম! ধান্ধা ছিল অন্য একটা ঘোড়ার, অথচ আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিল একজন! এজন্যই তো মাথার ঠিক ছিল না আমার, আগ-পাছ না ভেবেই ক্রেমারের ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছি।'

অবচেতন মনের তাড়না, নাকি পূর্বানুমান বলা যাবে একে? তীক্ষ্ণ চোখে ঘোড়াচোরকে দেখল ডীন। 'প্রকাণ্ড একটা সোরেল, তাই না? তিন পা সাদা ওটার।'

স্থির দৃষ্টিতে ডীনের দিকে তাকিয়ে থাকল টিম চেকো, মুখে কথা সরছে না, তারপর চিবাতে থাকা টুথপিক মুখ থেকে বের করে ছুঁড়ে ফেলল মেঝেয়। 'তুমি তা হলে প্ল্যান করে ফাঁসিয়েছ আমাকে? আগে থেকে জানতে কোন্ ঘোড়ার পিছু লেগেছিলাম?'

'এমন চৌকস ঘোড়া খুব কমই দেখা যায়, অসাধারণ!' বলল ডীন, কৌশলে এড়িয়ে গেল চেকোর প্রশ্ন। 'খুব দোষ দেওয়া যাবে না তোমাকে।'

'কী বলব, মার্শাল!' অতি উৎসাহে বাঙ্কে উঠে বসল চেকো। 'ঘোড়াটা যদি দেখতে! জীবনে এরচেয়ে দ্রুত গতির ঘোড়া আর দেখিনি। বাচ্চার মত শান্ত, নিরীহ অথচ রাত-দিন টানা ছুটতে পারে! বিশ্বাস করো, অমন একটা ঘোড়ার মালিক হতে পারলে ধন্য হয়ে যেতাম! ওই ঘোড়ার জন্য জীবন দিতেও আপত্তি নেই আমার। সত্যি বলছি! জীবনে অমন করে আর কিছু চাইনি আমি!'

'জানো ওটা কার ঘোড়া?'

'আরে না! কীভাবে জানব, পথে হঠাৎ দেখেছি যে। আমার পিছনে র‍্যাটন পাস-এ হঠাৎ দেখতে পেলাম। প্রথমে তো চমকে গিয়েছিলাম, ভেবেছি আইনের লোক ধাওয়া করছে আমাকে। তো ফিল্ডগ্লাস দিয়ে ভাল করে দেখলাম। ঘোড়াটা দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেল। বুঝলাম, ওটাই আমার আরাধ্য জিনিস। ঝটপট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, যেভাবে হোক ওই ঘোড়ার মালিক হতে হবে। তো, ইচ্ছে করে লোকটাকে আগে যেতে দিলাম।

'তবে লোকটা খুবই সেয়ানা। অনেক সতর্ক ছিলাম, তারপরও কীভাবে যেন কয়েক মাইলের মধ্যে সে টের পেয়ে গেল কেউ পিছু নিচ্ছে। তারপর হঠাৎ দেখি ট্রেইল গায়েব, সম্ভবত আমাকে ধোঁকা

দিয়েছে লোকটা। অগত্যা মন খারাপ করে ত্রিনিদাদে পৌঁছলাম। গিয়ে দেখি এক সেলুনের সামনের হিচিং রেইলে ঘোড়াটা বাঁধা।'

'ব্র্যান্ডটা মনে আছে?' অনীহার সুরে জানতে চাইল ডীন, কিন্তু নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে ওর। না জানি কী বলবে!

'নাহ্, মনে নেই,' জবাব দিল সে। 'আসলে অতি উত্তেজনার কারণে দেখিইনি বোধহয়, দেখে থাকলেও মনে পড়ছে না এখন।'

উত্তর দেওয়ার আগে সামান্য কি দ্বিধা করেনি চেকো? নিশ্চিত হতে পারল না ডীন। 'লোকটাকে আর দেখেছ?'

'না।' ডীনের মনে হলো এবারও ক্ষীণ ইতস্তত করেছে টিম চেকো। 'ত্রিনিদাদে এ-শহরের কথা জিজ্ঞেস করছিল সে, তাই ওর আগেই এখানে চলে এসেছি। অপেক্ষায় ছিলাম কখন দেখতে পাব তাকে...কিন্তু দেখাই পেলাম না!'

'লোকটাকে আর দেখোনি তা হলে?'

'মার্শাল,' ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল দোআঁশলা। 'ঘোড়ার ব্যাপারে আমার দুর্বলতা আছে। একটা কথা আগেই বলে রাখি, যা বলছি তার এক বর্ণও কোর্টে স্বীকার করব না। তুমি যদি কোর্টে হলফ করেও বলো যে এসব আমার কাছ থেকে শুনেছ, স্রেফ অস্বীকার করব। এবার শোনো, বিক্রি করে দেওয়ার জন্য জীবনেও ঘোড়া চুরি করিনি আমি। কোন একটা ঘোড়া দেখে ভাল লাগলে তবেই ওটা চুরি করি। এবং নিজের জন্য, নিজে ব্যবহার করার জন্য। ব্যতিক্রম শুধু জেফ ক্রেমারের ঘোড়ার ক্ষেত্রে হয়েছে। ওই সোরেলটাকে না-পেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, এতটাই যে কোন চিন্তা-ভাবনা না-করে ক্রেমারের ঘোড়া দুটো নিয়ে চম্পট দিয়েছি।'

দুটো কাপে কফি ঢালল ডীন। টিম চেকোর মনের গহীনে কী ভাবনা রয়েছে, অনুমান করতে পারছে। ঘোড়া চোর হিসাবে স্বীকৃত সে, বমাল ধরাও পড়েছে। অন্য কোথাও হলে সঙ্গে সঙ্গে একটা কটনউডে ঝুলিয়ে দিত, কিন্তু তাকে গ্রেফতার করেছে ডীন,

শহরে এনে জেলে পুরেছে।

কিছুটা হলেও কৃতজ্ঞতা বোধ করছে চেকো। অন্তত ডীনের প্রতি বিতৃষ্ণা নেই।

একজন মানুষ খুন হয়েছে। মৃত আগন্তুকের ঘোড়া উধাও। এ-অবস্থায় টিম্ চেকোকে দুষবে সবাই, যেহেতু ধারে-কাছে ছিল সে। পুরো কেসের এরচেয়ে সহজ সমাধান আর নেই।

'একসময় বিস্তর গরু সামলেছ, চেকো,' গম্ভীর স্বরে বলল ডীন। 'টপহ্যান্ড হিসাবে নামও কিনেছিলে। কিন্তু গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছ এখন। চাইলে তোমাকে জেলে পাঠাতে পারি আমরা, আর একবার গেলে পনেরো-বিশ বছরের আগে ছাড়া পাবে না।

'তোমাকে ধরার সময়, চাইলে গুলি করতে পারতাম, লাশটা নিয়ে শহরে ফিরে এলে কেউ প্রশ্নও করত না বা কেয়ার করত না। কোনরকম সংঘর্ষ বা লড়াই ছাড়া ধরে এনেছি তোমাকে।'

'পাক্কা একটা শয়তান তুমি! স্বীকার করছি তুমি জানো কাকে কীভাবে পাকড়াও করতে হবে। তবে আমিও বেশি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম।'

'তো, যাই হোক। পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করো। তুমি জানো যতক্ষণ সম্ভব ন্যায্য আচরণ করব আমি, সুযোগ হলে তোমাকে সাহায্যও করব। একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যা বলছ তার চেয়ে ঢের বেশি জানো। পেট খালি করো, তা হলে হয়তো ক্রেমারের সঙ্গে কথা বলে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি।'

একদৃষ্টিতে কফির কাপের দিকে তাকিয়ে থাকল চেকো, আর তার জন্য সহানুভূতি বোধ করল ডীন। ঘোড়াচোর এখন হিসাব কষছে ওকে ঠিক কতটা বিশ্বাস করা যায়।

'হ্যাঁ, এ পর্যন্ত আমার সঙ্গে অন্যায্য আচরণ করোনি তুমি,' স্বীকার করল চেকো। 'সুযোগ নিতে পারতে, কিন্তু নাওনি। যাক্‌গে, বেশি কিছু জানি না। আমি চুরি করার আগেই কেউ

সোরেলটাকে চুরি করেছে, ঠিক আমার নাকের ডগা থেকে।'

'ঘটনাটা দেখেছ?'

'নাহ্। কীভাবে দেখব, বলো! তা হলে তো আমিই ঠেকিয়ে দিতাম।'

'জানো কাজটা কার?'

আবারও সেই ইতস্ততা! 'ন্-না...জানি না।' কাপ নামিয়ে রাখল সে। 'সোরেল আর ওর আরোহীর অপেক্ষায় ছিলাম। নির্ঘাত আসার কথা, অথচ এল না...তারপর অচেনা রাইডারকে দেখলাম।

'ঘাবড়ে গেলাম একটু। ঘোড়াটা গেল কোথায়? অনেক চিন্তা করেও হিসাব মেলাতে পারলাম না। জানতাম কোন্ দিক দিয়ে শহরে ঢুকেছে সে, শহরে এসে কোথায় ঘোড়া রাখতে পারে এমন সব জায়গায় ঢুঁ মারলাম। আমার হিসাব মতে দুটো জায়গায় ওটা থাকার কথা ছিল। একটা হচ্ছে শহরের পুব অংশে করাল আর দুই রুমের শ্যাক সহ যে স্টেবল আছে ওটা, নয়তো লিলি উশারের স্টেবল।

পুব অংশের স্টেবলটা শন জেপসনের, ভাবছে ডীন, হ্যাঁ, সম্ভাব্য জায়গা ওটা। কিন্তু লিলি উশারের বাড়ির ধারণাটা অবাস্তব ও বানোয়াট মনে হচ্ছে ওর কাছে।

'কেন ওটার কথা মনে হলো তোমার?'

শ্রাগ করল চেকো। 'কারণ লোকটা ওখানে গিয়েছিল, আমি নিজে দেখেছি। খুব ভোরে গিয়েছিল সে, যখন কোন খদ্দের বা অতিথি যায় না। ওকে ফিরিয়েও দেওয়া হয়নি।

'তাই ধরে নিলাম লোকটা ওদের পরিচিত। দরজা খোলার ভঙ্গি দেখেও তাই মনে হয়েছে। তো, ওদের স্টেবলও তালাশ করলাম। লিলি উশারের রিগের ঘোড়া ছাড়া আর কোন ঘোড়া ছিল না। তো, অন্য আস্তাবলে চলে গেলাম...কী যেন ওটার নাম? জেপসন'স? ওরকম কিছু হবে বোধহয়। আমি যখন গিয়েছি,

সোরেলটা ছিল তখন। ভিতরে নড়াচড়া টের পেয়ে ঢোকার সাহস করিনি।'

'তারপর?'

'সে-রাতে শহরে ফিরে এলাম। আসতে আসতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ দেখলাম অন্য এক লোক সোরেলে চেপে চলে যাচ্ছে, কেমন যেন লুকাছাপা ভাব। চুপিসারে শহর ছাড়ছিল লোকটা। রতনে রতন চেনে, কথা আছে না? দেখেই বুঝে গেলাম ব্যাটা চোর!'

'আবার দেখতে পেলে চিনতে পারবে লোকটাকে?'

'ন্...না। মনে হয় না চিনতে পারব। রাতের বেলায় দেখেছি তো,' ব্যাখ্যা দিল টিম চেকো। 'তা ছাড়া ইচ্ছে করে স্যাডলে ঝুঁকে বসেছিল লোকটা যাতে ওর উচ্চতা সম্পর্কে ধারণা করা না-যায়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে গারদ থেকে বেরিয়ে এল ডীন ফস্টার। দরজা আটকে দিয়ে বন্দির উদ্দেশে বলল, 'আয়েশ করে কফি পান করো, টিম, আর মাথাটা খাটাও। ট্রেইলে পাকা লোক তুমি, অনেক কিছু তোমার এক নজরে দেখে ফেলার কথা। যাক্‌গে, তুমি আমাকে সাহায্য করলে আমিও তোমাকে করব।'

অফিস থেকে বেরিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল রাস্তায় পা রাখল ডীন। তপ্ত হলকা ছড়াচ্ছে সূর্য। চোখে রোদের তীব্রতা কমাতে হ্যাটের ব্রিম নিচু করে দিল। উল্টোদিক থেকে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে একটা ওয়্যাগন। রাস্তায় শুয়ে থাকা ক্রেমারের কুকুরটা নিতান্ত অনীহার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ওয়্যাগনের পথ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল।

টিম চেকো গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য দিয়েছে—লিলি উশারের সঙ্গে দেখা হয়েছে মৃত লোকটার, অসময়ে উপস্থিত হয়েও সেখানে উষ্ণ অভ্যর্থনা বা সমাদর পেয়েছিল লোকটা। ঠিক বন্ধুর মত।

আপনমনে মাথা নাড়ল ডীন। ঘটনা মিলছে না। ইতোমধ্যে যা জেনেছে বা অনুমান করেছে তার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। লিলি উশারের মত মহিলার সঙ্গে কী কাজ থাকতে পারে আগন্তুকের? এমন ভোরে কখনোই অতিথিদের ঢুকতে দেয় না ওরা।

সব মিলিয়ে একটা চিত্র পাওয়ার প্রয়াস পেল ডীন, কিন্তু ফল শূন্য রইল। মিলছে না। কোন উপসংহারে পৌছানো যাচ্ছে না। 'গোয়েন্দা হিসাবে তুমি যাচ্ছেতাই, ডীন,' স্বগতোক্তি করল ও।

থলে ভরা টাকা নিয়ে শহরে এসেছিল এক লোক, পরদিন ভোরে তাকে রাস্তায় মৃত পাওয়া গেছে। খুন হয়েছে। তার ঘোড়াটাকে শহর থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার পর মেরে ফেলা হয়েছে। ঘোড়ার পাছা থেকে চামড়া তুলে নেওয়া হয়েছে যাতে ব্র্যান্ড শনাক্ত করা না-যায়।

দুটো ব্যাপার ওর জানা হয়েছে—অন্তত ডীন এগুলোর বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত—খুনি একজন স্থানীয় এবং চায় না হতভাগ্য লোকটার পরিচয় কেউ জানুক।

সেক্ষেত্রে, সোরেলের ব্র্যান্ডটার গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘুরে ফিরতি পথ ধরবে, তখনই সিড হার্কলের মুখোমুখি হলো ডীন। ওকে ঘুরতে দেখে কেটে পড়ার ধান্ধা করছিল সে, চট করে ঢুকে যাচ্ছিল এক গলিতে, কিন্তু সময়মত তাকে দেখে ফেলল ডীন।

'সিড!' হাঁক ছাড়ল ও।

গজগজ করতে করতে থামল লোকটা। একহারা গড়ন সিড হার্কলের, মুখ বেদান করে থাকে সবসময়, আসলে হাসতেই জানে না। যখন হাসে, সেটা কুৎসিত হয়। তবে হার্কলের ভূগোল এ-মুহূর্তে পরিবর্তিত—বেশ ফোলা চোখ, ঠুলি পড়ে গেছে প্রায়, ঠোঁট কেটে গেছে দু'জায়গায়, কান ফোলা, কালসিটে।

'দেখে মনে হচ্ছে পোর্চের খিলানের সঙ্গে ঠোকর খেয়েছ,' মৃদু হেসে বলল ডীন। 'নাকি কারও মুঠির মুখে পড়েছিলে?'

'কী জন্যে ডেকেছ, বলবে? কাজ আছে আমার। তাড়াতাড়ি বলে ফেলো, নইলে চলে যাচ্ছি।'

ডীনের হাসি চওড়া হলো। 'সিড, আমি নির্দেশ দেওয়ার আগে এক পা বাড়িয়েছ তো জেলে নিয়ে ভরব তোমাকে। কারণ দেখানোর জন্য জজের কাছে যেতে হবে না, চাইলেই তোমাকে গারদে পুরতে পারি। এবার ঝটপট বলে ফেলো তো, কীভাবে তোমার মুখের অমন করুণ দশা হলো?'

'তাতে তোমার কী!'

'ফিন কোথায়?'

'শ্যাকে আছে বোধহয়। নিজের চরকায় তেল দেয় ও, আমিও তাই করি।'

'বলে ফেলো, সিড। গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য না হলে কিন্তু খুনের দায়ে তোমাকে গ্রেফতার করব।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল সিড হার্কলের মুখ। দ্রুত ইতি-উতি তাকাল সে। 'ইয়ে...মার্শাল! অযথা খেপে যাচ্ছ। এ-ধরনের বেফাঁস কথায় মানুষের ফাঁসি পর্যন্ত হয়ে যায়। ইদানীং কেন, কস্মিনকালেও কাউকে খুন করিনি আমি। কাউকে না, পরিষ্কার?'

'মৃত লোকটার মুঠি ছড়ে যাওয়া। আর তোমার মুখ দেখেই বোঝা যায় ঘুসি খেয়েছ। তো, দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে একটা কেস খাড়া করতে পারি আমি, তাই না, সিড?'

'অমন কিছুই করিনি! আমাকে এসবের সঙ্গে জড়াতে যেয়ো না...বুঝেছ তো? লেন্স আর্থার বলেছে...'

'আমার হয়ে ওকে একটা কথা জানিয়ে দিয়ো,' লোকটাকে থামিয়ে দিল ডীন। 'তোমাদের পেটের কথা উগরে না-দিলে ঠিক তিনজনকে ধরে জেলে ভরব। বহুদিন ধরে জল ঘোলা করছ, কিন্তু পার পেয়ে গেছ বারবার। এবার হয়তো রক্ষা হবে না। মৃত লোকটা আর্থারের সেলুনে গিয়েছিল, এদিকে তোমার মুখ আর তার হাতের মুঠিতে মারপিটের প্রমাণ রয়েছে...অথচ যদ্দূর জানি

গত এক সপ্তাহের মধ্যে শহরে বা আশপাশে কোন মারপিটের ঘটনা ঘটেনি। যাক্‌গে, বাসায় গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো। মনস্থির করে পরে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।'

দুপুরের খাবার খেতে বাড়ি গেল ডীন।

ডাইনিং টেবিলে স্ত্রীকে সব খুলে বলল ও, যতটা না ক্লারাকে জানাচ্ছে তারচেয়ে বরং নিজের মনে বিশ্লেষণ করছে, আশা করছে কোন আইডিয়া খেলে যেতে পারে মাথায়। 'লিলি উশারের সঙ্গে দেখা করতে হবে,' শেষে জানাল ও।

আড়ষ্ট হয়ে গেল ক্লারার মুখ, ডীনের পতিতালয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত মানতে পারছে না। 'তার কী আসলে কোন দরকার আছে, ডীন? কী আর জানে ওই মহিলা! লোকটা ওখানে গেছে, এতেই কি কারণটা বোধগম্য নয়?'

'উঁহুঁ, অমন অসময়ে নয়।'

খাওয়া শেষে বারান্দায় বসে রৌদ্রোজ্জ্বল রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল ডীন। ছিল র‍্যাঞ্চার, কিন্তু ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে লম্যান হতে হলো। উদয়াস্ত বেগার খাটুনি গেলেও র‍্যাঞ্চের কাজ অনেক সহজ মনে হচ্ছে ওর, বিশেষ করে এখন। গরু সামলানো, ব্র্যান্ড করা, গরুর গা থেকে কৃমি খসানো, তারকাঁটা মেরামত, পানির যোগান দেওয়া...কত কী! মার্শাল হিসাবে দিনের সিংহভাগ সময় বেকার কাটে ওর, রুটিনমাফিক কিছু কাজ করতে হয়, কিন্তু তারপরও স্বস্তি বোধ করে না। ঘোড়াচোরকে ধাওয়া করা, মাতাল কাউবয় বা ভবঘুরেকে গারদে আটকানো বা কারও কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া...এসব মামুলি কাজ ওর জন্য যতটা সহজ, ঠিক ততই কঠিন এই খুনের জট ছাড়ানো। জটিল এক ধাঁধা মনে হচ্ছে।

সোরেলের ট্র্যাক অনুসরণ করতে গিয়ে যে গুলি খেয়েছিল সে-কথা বলেনি ক্লারাকে, তা হলে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ত বেচারী। ওকে দুশ্চিন্তায় ফেলার কী দরকার! এমনিতে শুরু থেকে ডীনের

মার্শালগিরি ক্লারার অপছন্দ, সুযোগ পেলেই জানিয়ে দেয়। কিন্তু কোন বিকল্প ছিল না ডীনের, নেহাত বাধ্য হয়ে কাজটা নিয়েছে। নগদ টাকার অভাব মেটাতে এটাই শ্রেয় উপায় মনে হয়েছে, তা ছাড়া সম্মানও আছে কাজটায়। ক্লারা শুধু ঝুঁকিটাই বিচার করছে। মেয়ে হিসাবে সেটাই স্বাভাবিক।

আচ্ছা, আগন্তুকের টাকার কী হলো?

সিড হার্কলের সঙ্গে কথা বলে বাতাসে স্রেফ একটা খড়কুটো ভাসিয়ে দিয়েছে ডীন। দেখা যাক ঘটনা কোন্ দিকে মোড় নেয়। সে-রাতে কী ঘটেছিল মোটামুটি অনুমান করতে পারছে ও, তবে প্রমাণ করতে পারবে না। সব মিলিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরি করা সম্ভব।

'বাজি ধরতে রাজি আছি,' ক্লারাকে বলল ও। 'সিড আর ফিন নির্ঘাত আগন্তুককে অনুসরণ করেছিল, তারপর অন্ধকার গলিতে মওকা বুঝে চড়াও হয়েছিল। কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি। ভুল ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে নাক-মুখ ফাটিয়েছে। দু'জনকেই আচ্ছামত ধোলাই দিয়েছে লোকটা।

'সে কোথায় যাচ্ছিল বা কোত্থেকে এসেছে যদি জানতাম! আর্থার হয়তো চাপ দেবে দুই চ্যালাকে, আমার কাছে এসে ঘটনা খুলে বলতে বাধ্য করবে। আর যাই হোক বোকা নয় ও। ঠিকই বুঝবে অবস্থা বেগতিক দেখলে তিনজনকেই চেপে ধরব আমি।'

সোরেলটাকে খুন করল কেন? এমন লোভনীয় একটা ঘোড়া খুন না করে বরং ছেড়ে দিলে চলত না?

তা হলে হয়তো বাড়ি ফিরে যেত সোরেলটা। সেক্ষেত্রে খুনের ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কারণ মৃতের আত্মীয় বা স্বজন কৌতূহলী হয়ে সোরেলের ট্র্যাক অনুসরণ করে এখানে চলে আসত, জানতে চাইত কী ঘটেছে আগন্তুকের ভাগ্যে। হ্যাঁ, এটাই যৌক্তিক কারণ মনে হচ্ছে। স্রেফ খুনের ঘটনাকে চাপা দেওয়ার জন্য ঘোড়াটাকে মেরে ফেলে হয়েছে। খুনি চায়নি কেউ আগন্তুক

লোকটার খোঁজ করুক।

আর্থারের ধারণা আগন্তুক বেপরোয়া ও কঠিন এক পরিবারের সন্তান। সেক্ষেত্রে, খুনের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার কারণ মিলে যায়। সোরেলটাকে মেরে ফেলার পর ব্র্যান্ডের চামড়া তুলে নিয়ে আগন্তুককে শনাক্ত করার সমস্ত চিহ্ন সরিয়ে ফেলা হয়েছে। গর্তে মৃত ঘোড়াকে পুঁতে ফেলা হয়েছে ঠিক একই কারণে। খুনি আশা করেছে কখনও আবিষ্কৃত হবে না।

তবে, তারচেয়েও বড় জুয়া খেলেছে খুনি, আশা করেছে সাধারণ শহুরে একটা ঘটনা হিসাবে দেখা হবে ব্যাপারটা—সবাই ভাববে মাতাল হয়ে ডুয়েল লড়েছে আগন্তুক। করুণ পরিণতি, কিন্তু ভুলে যাওয়ার জন্য জুতসই।

হ্যাট তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল ডীন। 'রাতে খাবারের আগেই ফিরব, ক্লারা। দরকার হলে রাস্তায় পাবে আমাকে।'

'আর ওখানে না-থাকলে উশার মেয়েটার বাড়িতে।'

'কাজের খাতিরে যেতেই হবে, হানি। লম্যানদের ব্যক্তি বা স্থানের বিচার করলে চলে না। প্রয়োজনে নরকেও যাওয়া লাগে। তা ছাড়া, যদ্দূর শুনেছি মহিলা অত খারাপ নয়। পুরোপুরি লেডি নয়, কিন্তু খারাপও নয়।'

ক্লারা উত্তর দেওয়ার আগেই দ্রুত বেরিয়ে গেল ডীন। বাড়ির কোণে এসে থামল, ভাবছে। রাস্তায় চলন্ত লোকজন নড করল ওর উদ্দেশে, কেউ কেউ শুভেচ্ছা জানাল। এদের চোখে নিজের অবস্থান কী জানে ডীন। শুধুই একটা ব্যাজ নয়, বরং এই শহরের মালিক। আইন। সবার রক্ষক। সবল, সমর্থ ও দুর্জয়। যদি আসল কথা জানত! তিক্ত মনে ভাবল ও।

কতদূর এগিয়েছে ও? হার্কলে আর চ্যাকন সন্দেহভাজনদের তালিকার শুরুতে আছে...নিশ্চিতভাবেই বলা যায় আগন্তুকের সঙ্গে ঠোকর বেধেছিল ওদের, এবং পরবর্তী কোন সময়ে লোকটাকে খুন করেছে দু'জন।

শন জেপসন প্রায়ই মাতাল হয়। কখনও কখনও ওর কাজে গড়িমসি করে বা ওলটপালট হয়ে যায়, তবে খুনি নয়। তার স্টেবলে ছিল আগন্তুকের ঘোড়া, এবং সম্ভবত সে এও জানত যে আগন্তুকের কাছে টাকা রয়েছে।

টাকার কথা লেন্স আর্থারও জানত। নিষ্ঠুর, বেআইনী একজন লোক। প্রায় বিকাল বা সন্ধ্যায় শহর থেকে বেরিয়ে কোথায় যেন চলে যায়। কোথায় যায় লোকটা? কী উদ্দেশে?

মিসেস হুইটসেটের কথা ভাবল ডীন। মার্শাল হিসাবে দীর্ঘ নয় বছর কাজ করেছে জর্জ। হয়তো বিভিন্ন কেস সম্পর্কে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করত সে। তাই কীভাবে কেসগুলো সমাধা করত জর্জ সে-সম্পর্কে ধারণা থাকতে পারে মহিলার।

সম্ভাব্য সব রকম সহায়তা নিতে হবে, ভাবল ডীন। মিসেস হুইটসেট ওকে কোন ধারণা দিতে পারে।

এবং লিলি উশারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

ব্যাপারটা অস্বস্তিতে ফেলে দিল ডীনকে। এমনিতে লাজুক ও নিঃসঙ্গ মানুষ ও, মহিলাদের সঙ্গে জানাশোনা নেই তেমন। অতীতেও ছিল না। ছেলেবেলায় লিভেনওঅর্থে থাকার সময় এক মেয়েকে চিনত, ক্যাটল ড্রাইভে সিডালিয়ায় গিয়ে পরিচয় হয়েছিল একজনের সঙ্গে, এবং এর পরপরই ক্লারার সঙ্গে ওর দেখা। এরপর কার্যত ওর জীবনে অন্য কোন মেয়ের স্থান হয়নি। রাস্তায় দেখা হওয়ায় লিলি উশারের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়েছে বহুবার, একবার মহিলার রান্নাঘরে কফি খেয়েছিল, কিন্তু উশার ভিলার মেয়েদের সামনে যায়নি, আর মেয়েরাও ওর ব্যাজের কারণে সামনে আসার সাহস করেনি।

হঠাৎ মুখ উজ্জ্বল হলো ডীনের। এ-পর্যন্ত কয়েকজনের কাছ থেকে জেনেছে রাস্তায় বেশ কয়েকবার আসা-যাওয়া করেছে মৃত লোকটা। কোথায় যাচ্ছিল সে? রেস্তোরাঁ, করাল সেলুন, ফ্রেড কালভার তাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে···ব্যাংকে

গিয়েছিল···

ব্যাঙ্কার জেফ ক্রেমারকে জিজ্ঞেস করা হয়নি! সে কি কিছু জানে?

পাঁচ

জেনারেল স্টোরের সামনে পোর্চের খিলানের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল ডীন ফস্টার, নেহাত আলসেমির সঙ্গে দেয়াশলাইয়ের একটা কাঠি চিবাচ্ছে, তবে মনটা ভাবনায় ব্যস্ত ওর। হিসাব মেলানোর চেষ্টা করছে। হঠাৎ করে জেফ ক্রেমারের ভাবনা পেয়ে বসল ওকে। সন্দেহভাজন হিসাবে ভাবছে তাকে। লোকটাকে পছন্দ নয় বলে দোষী ভাবছে কি-না, নিজেকে বারবার প্রশ্ন করছে ডীন, এবং একইসঙ্গে কিছুটা হলেও অপরাধ বোধ হচ্ছে ওর।

পশ্চিমে ব্যাঙ্কার বা রেলরোড ব্যবসায়ীদের প্রতি নিখাদ বিতৃষ্ণা ও সন্দেহ রয়েছে সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে এ-অঞ্চলে। বিরূপ আবহাওয়া ও বৈরী তৃণভূমির কারণে ব্যবসায় মন্দার পরিণতিতে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারেনি বহু র‍্যাঞ্চার, পরিণতিতে ব্যাঙ্কারদের হাতে সাধের র‍্যাঞ্চ হারানোর ঘটনা হামেশা ঘটছে। রেলরোড ব্যবসায়ীদের অপছন্দের কারণ আকাশচুম্বী সুদের হার।

বেশ বড়সড় র‍্যাঞ্চ আছে ডীনের, সুনামও আছে, কিন্তু অদ্ভুত কোন কারণে ব্যাঙ্ক থেকে কখনও ঋণ পায়নি। মূল প্রতিবন্ধকতা ছিল চড়া সুদের হার। বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়ে সব গরু হারানোর

পর পানির দরে ওর র‍্যাঞ্চ কিনে নিতে চেয়েছিল জেফ ক্রেমার, আসল দামের ধারে-কাছেও ছিল না ব্যাঙ্কারের অফার করা দাম। বিকল্প একটা প্রস্তাবও দিয়েছিল–র‍্যাঞ্চ মর্টগেজ। কিন্তু শর্ত বা দাম এত কঠিন ছিল যে ডীন স্পষ্ট বুঝেছিল ওই টাকা কখনোই শোধ করা হবে না ওর। ক্রেমার যেন পণ করে বসে আছে সহজ কোন ঋণ দেবে না কাউকে।

সাফ মানা করে দিয়েছে ডীন। দুটো প্রস্তাবের কোনটাই পছন্দ হয়নি ওর। র‍্যাঞ্চটা নিজের করে পেতে চায় ব্যাঙ্কার, এটা জানা না-থাকলে এমন কঠিন প্রস্তাবের জন্য অদূরদর্শী ও অবিবেচক ভাবত তাকে।

জমি আছে, কিন্তু গরু নেই ওর। গরুহীন র‍্যাঞ্চটা ঠিকই খাড়া করে ফেলতে পারত আর্থিক সহযোগিতা পেলে।

বর্তমানে ফিরে এল ডীন। উঁহুঁ, কোনভাবে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না জেফ ক্রেমারকে। মৃত যুবক ব্যাঙ্কে গিয়েছিল। সঙ্গে টাকা ছিল তার। তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই টাকা বেহাত হয়ে গেছে। ব্যাঙ্কে জমা রাখেনি তো?

যদি তাই হয়ে থাকে, মুখ খুলবে ক্রেমার? পুরো এলাকায় রসাল একটা কথা আছে–জেফ ক্রেমারের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা কখনও ফিরে আসে না, কেউ বের করতে পারে না, শুধু ঢোকেই। কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়, কিন্তু দুঃখজনক হলেও ক্রেমার সম্পর্কে এটাই সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। কারণটা দুর্বোধ্য।

প্রায় বছর খানেক আগে ঋণ চেয়ে খালি হাতে ফিরে আসার পর আর কখনও ব্যাঙ্কে যায়নি ডীন। পথে বা রাস্তায় কদাচিৎ দেখা হয়েছে ক্রেমারের সঙ্গে, তবে আড়ষ্ট ও অনান্তরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

রাস্তা পেরিয়ে ব্যাঙ্কের দিকে এগোল ডীন। খেয়াল করল বিল ম্যাককেনা শহরে এসেছে, মাইনিং ক্লেইমের জন্য বিস্তর সাপ্লাই কিনছে। উত্তরের এলাকায় বাস করে বিল। টিম চেকোকে ধরে

আনার সময় প্রায় দেড়দিন যাত্রার পর ডীন ভেবেছিল বিলের ক্লেইমে যাত্রাবিরতি করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে, কিন্তু সে-রাতে বাড়িতে ছিল না সে। অগত্যা আরও কয়েক মাইল পাড়ি দিয়ে শহরে এসেছে ডীন।

সহসা ওর খেয়াল হলো সেই রাতেই খুন হয়েছিল আগন্তুক। বিল ম্যাককেনা শহরে ছিল না তো?

থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাল ডীন। ওয়্যাগনে মাল তুলছে বিল। পুরো পাটাতন প্রায় ভরে গেছে। বিস্তর মালামাল। নিচু স্বরে শিস বাজাল ডীন। নির্ঘাত ক্লেইমে প্রচুর আকরিক উঠছে, নইলে এত সাপ্লাই কিনতে পারত না বিল।

ব্যাঙ্কের ভিতরের পরিবেশ বাইরের তুলনায় বেশ ভিন্ন। শীতল ও স্বস্তিকর। উইকেটের পিছনে হেনরি কার্টিসকে দেখতে পেল ডীন, সবুজ আইশেড চোখে, কাঁধে স্লিভ গার্টার।

'হাউডি, মার্শাল,' শুভেচ্ছা জানাল সে। 'অমাবস্যার চাঁদ হয়ে যাচ্ছ! ব্যাঙ্কে তোমাকে দেখিই না!'

'সুযোগ হয় না, হেনরি। তা ছাড়া, মাইনে যা পাই সংসার চালানোর পর তেমন কিছু থাকে না, তাই জমানোও হয় না। মি. ক্রেমার আছে?'

'দরজা খোলাই আছে। চলে যাও।'

দরজায় করাঘাত করে ভিতরে পা রাখল ডীন।

জেফ ক্রেমারকে লৌহমানব বললে অত্যুক্তি হবে না। শক্ত চোয়াল, তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চাহনি; পুরো সেদ্ধ একটা ডিম যেন, মুখে কোন ভাবান্তর দেখা যায় না।

সামনে দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী, চওড়া কাঁধের যুবককে দেখে মোটেই আনন্দ বোধ করল না সে, বরং গাত্রদাহ অনুভব করল। ফস্টারের র‍্যাঞ্চটা পেতে চেয়েছিল, কিন্তু চেষ্টা চালিয়েও সফল হয়নি। সামগ্রিক বিচারে দশ সেকশন জমির মূল্য তত বেশি নয়, বিশেষ করে ইদানীং যেহেতু একর প্রতি ডলারে নেমে এসেছে

দাম। তবে ফস্টারের জমি ব্যতিক্রম। সারা বছর পানি থাকে, জমিও উর্বরা। ক্রেমার জানে অন্তত দশ-বারো জন লোক একর প্রতি দশ থেকে বারো ডলার দামে জমিটা পেলে বর্তে যাবে। এও জানে র‍্যাঞ্চারদের জন্য ঋণের শর্ত সহজ করে দিয়েছে বেশ কয়েকটা ব্যাঙ্ক, ফস্টারের এমন মূল্যবান জমির জন্য শর্তহীন ও সহজ সুদের হারে ঋণ দিতে দ্বিধা বোধ করবে না। কাছের শহরে গেলেই এই সুবিধা পেয়ে যাবে ফস্টার।

সৌভাগ্য যে ফস্টার তথ্যটা জানে না। সেধে তাকে জানানোর গরজ পড়েনি জেফ ক্রেমারের। বরং যে-কোন উপায়ে র‍্যাঞ্চটার মালিক হওয়ার ইচ্ছে ওর। সফল হওয়ার পর এর ছোট্ট এক অংশ বেচে দিয়ে দাম তুলে নেবে, বাকিটা রেখে দেবে নিজের জন্য। জেফ ক্রেমার নিঃসন্দেহ যে সফল হতে বেশি দেরি হবে না। সময়ের ব্যাপার মাত্র।

মার্শালগিরি করে পেট চালাচ্ছে ফস্টার, আর পশ্চিমে কোন মার্শালই বেশিদিন বাঁচতে পারে না। তাই অপেক্ষায় রয়েছে জেফ ক্রেমার···আশা করছে অপেক্ষা বেশিদিন করতে হবে না।

মার্শালের দিকে মুখ তুলে তাকানোর সময় খানিকটা শুকিয়ে গেল ঠোঁটজোড়া, অজান্তে।

এক মুহূর্তও নষ্ট করল না ফস্টার, সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল। 'ক্রেমার, একটা খুনের তদন্ত করছি আমি।'

'খুনের তদন্ত?' বিস্ময়ে বিমূঢ় দেখাল ব্যাঙ্কারকে। 'বলতে চাও ওই ঘটনা তা হলে খুন ছিল?'

'হ্যাঁ, খুন। দীর্ঘদেহী, সুদর্শন এক যুবক, ত্রিশের কাছাকাছি বয়স। কমও হতে পারে। বুটিদার একটা বাকস্কিন জ্যাকেট ছিল ওর পরনে, সম্ভবত পাহাড়ী ইন্ডিয়ান স্টাইলের। তবে আমার ধারণা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের লোক হবে সে।'

স্যুইভেল চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল জেফ ক্রেমার। 'তা হলে মাতালদের বেপরোয়া গোলাগুলির পরিণতি নয় এটা? বরং একটা

খুন?'

'নিশ্চয়ই! খুনের পর ঘটনাটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে খুনি। মৃত লোকটার শার্ট বদলে নিজের কোট পরিয়ে দিয়েছিল। আর কোট গায়ে চড়ানোর আগে লাশের বুকে গুলি করেছিল যাতে দেখে মনে হয় সামনাসামনি লড়াইয়ের পরিণতিতে মৃত্যু হয়েছে তার। শেষে, আসল জায়গা থেকে সরিয়ে রাস্তায় ফেলে রেখে গেছে লাশটা।'

'ওসবের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, জানতে পারি?'

'খুনির পরিচয় উদ্ঘাটনে মৃত লোকটা সম্পর্কে জানা জরুরি মনে হয়েছে আমার কাছে—সে কে, কোথায় উঠেছে বা রাত কাটিয়েছে। এই শহরে কেন এসেছে এটাও গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে বড় কথা, তার সঙ্গে থলে ভরা বিস্তর সোনা ছিল।'

শ্রাগ করল জেফ ক্রেমার। 'এখনও বুঝতে পারছি না এর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক!'

'খুন হওয়ার আগে ব্যাঙ্কে এসেছিল সে। আমি জানতে চাই কেন এখানে এসেছিল, আর পরিচয় দিয়ে থাকলে নামটা।'

মহা বিরক্তি বোধ করছে ক্রেমার। সারা জীবন ব্যবসা করেছে র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গে এবং তাদের মধ্যে বুদ্ধিমান লোক পেয়েছে মাত্র দু'চারজন। ব্যবসার "কখগ" এদের জানা নেই, জানে কেবল কী করে গরু চরাতে হয়; জমি বা র‍্যাঞ্চের বাইরে এদের জ্ঞান খুবই কম। অধিকাংশ র‍্যাঞ্চারের কর্মপদ্ধতি গৎবাঁধা—খোলা জমিতে গরু ছেড়ে দেয়, রাউন্ড-আপে গরু জড়ো করে অপেক্ষাকৃত তাগড়া ও স্বাস্থ্যবান গরু বাজারে বেচে দেয়। এসব কাজের জন্য অতি বুদ্ধিমান হওয়া লাগে না। অন্তত তাই মনে করে ক্রেমার।

কিন্তু সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে। অন্য র‍্যাঞ্চারদের তুলনায় এর মগজে হলুদ পদার্থের পরিমাণটা বেশি। স্রেফ কপাল গুণে বা দৈবাৎক্রমে খুনের আলামত দেখে এত কিছু যোগ-বিয়োগ করা সম্ভব হত না। যা এর আগে ভাবেনি কখনও

তাই মনে হচ্ছে ওর–ডীন ফস্টারের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে।

অদ্ভুত ব্যাপার, মৃতের শার্ট বদলাতে গেল কেন খুনি? বিশেষ করে লোকটা মরে যাওয়ার পর?

'হ্যাঁ,' শেষে জবাব দিল ব্যাঙ্কার। 'লোকটা এসেছিল এখানে। কিন্তু নিজের পরিচয় দেয়নি। তবে এখানে আসার উদ্দেশ্য খুবই গোপনীয়। ব্যবসার নীতি অনুযায়ী আমি সেটা তোমাকে বলতে পারব না।'

'আমি এখানে নিজের জন্য আসিনি, ক্রেমার, আইনের পক্ষে কথা বলছি।'

'তাতে পরিস্থিতি বদলাচ্ছে না...'

উঠে দাঁড়াল ডীন। 'মনে হচ্ছে একটা কোর্ট অর্ডারই আনতে হবে। তাতে নিশ্চয়ই তোমার জবান খুলবে।'

এবার ত্যক্ত বোধ করল জেফ ক্রেমার। ঘটনা কী? এই ব্যাটা কোর্ট অর্ডার সম্পর্কে ধারণা পেল কী করে? সামান্য এক কাউবয়, অথচ ঠিকই জানে কোন্ পরিস্থিতিতে কী করতে হবে! 'যাক্‌গে,' রুক্ষ স্বরে বলল ও। 'আর কিছু যদি বলার না-থাকে...'

'হ্যাঁ, আপাতত আর কিছু বলার নেই। এবারের মত।'

বিষণ্ন মনে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এল ডীন ফস্টার, নিজেকে পরাজিত মনে হচ্ছে। সত্যি কথা হচ্ছে কোর্ট অর্ডার সম্পর্কে আদৌ স্পষ্ট ধারণা নেই ওর। কার কাছে যেন শুনেছিল, কিংবা পত্রিকায় পড়েছে, দলিল বা নথিপত্র দেখার জন্য কোর্টের নির্দেশ নিয়েছিল এক ল-ম্যান। মুখ থেকে কথাটা যখন বেরিয়ে গেছে, তখন চেষ্টা করে দেখতে অসুবিধা কী!

দেখা করবে জজ ব্রায়ান হ্যাকম্যানের সঙ্গে।

মিনিট কয়েক রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকল ও। দুপুর বলে বেশ গরম, ধুলো তো আছেই, কিন্তু গ্রাহ্য করছে না ডীন। লোকজন নেই বললে চলে। সন্ধ্যায় একটু শীত-শীত লাগে। তবে পরিচিত অনুভূতিটা সবসময়ই থাকে–এটা ওর চেনা শহর।

রাস্তায় চলন্ত প্রতিটি লোক ওর চেনা, তাদের সম্পর্কে জানে। জানে কে কী করে বা কোথায় কী উদ্দেশে যাচ্ছে। প্রতিটি রিগ চেনে, হিচিং রেইলে বাঁধা সব ঘোড়ার ব্র্যান্ড ওর মুখস্থ, জানে কে কোন্টার মালিক। এদের বেশিরভাগ ওর পরিচিত ও বিশ্বস্ত, কারও কারও সঙ্গে কাজও করেছে। অথচ এদের মধ্যে একজন খুনি রয়েছে। এর মানে হচ্ছে অন্তত একজন মানুষ রয়েছে যাকে এখনও ঠিকভাবে চিনতে পারেনি।

লোকটা কে? কেন খুন করেছে আগন্তুককে? কেনই বা এমন নৃশংস হয়ে যায় মানুষ?

সোনা?...অন্য কারণও থাকতে পারে, যেমন: প্রতিশোধ, ঈর্ষা, ভয় বা কোন মেয়ের জন্য। তাস খেলতে গিয়ে ক্ষণিকের উত্তেজনায় বা তর্কাতর্কির ফল হিসাবে, কিংবা অন্য যে-কোন সামান্য কারণেও মানুষ খুন হয়। তবে এসব ক্ষেত্রে অভিযুক্ত লোকটি গ্রেফতার এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। কারও বিরুদ্ধে অস্ত্র তোলার জন্য এরচেয়ে জোরাল কারণ থাকতে হয়।

যদি না, প্রতিদ্বন্দ্বী কারও চেয়ে পিস্তলে চালু বা প্রায় সমকক্ষ হয়। এ-ধরনের ক্ষেত্রে কখনও কখনও দু'জনেই মারা পড়ে।

ঠাণ্ডা মাথায় পুরো পরিস্থিতি বিবেচনা করল ডীন, আগাগোড়া ভাবল কার কাছ থেকে কী শুনেছে। শেষে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলো আসলে কেউই পুরোপুরি সত্যি বলেনি ওকে। যা বলেছে তার চেয়ে ঢের বেশি জানে টিম চেকো, একই কথা জেপসনদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এমনকী, ডীনের ধারণা, জেফ ক্রেমারও মিথ্যে বলছে, বরং সে এমন কিছু তথ্য জানে যা জানতে পারলে খুনের রহস্য অনেকটাই খোলসা হয়ে যাবে।

ক্রেমার...খুবই সাবধানী, ধুরন্ধর লোক। নিষ্ঠুরও বটে। রাইফেলে দক্ষ। এক গুলিতে একশো গজ দূরের হরিণ বা টার্কি ফেলে দিতে পারে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিজের স্বার্থ হাসিল করায় ওস্তাদ।

শন জেপসন ইদানীং খাবারের চেয়ে মদই খায় বেশি, টাকার অভাব লেগে আছে···আর ওদের যে-কাউকে টেক্কা দেওয়ার মত বুদ্ধি ও দক্ষতা দুটোই রয়েছে টিম চেকোর। 'এমনকী আমাকেও এক হাত দেখিয়ে দিতে পারবে,' বিড়বিড় করে বলল ডীন।

কোর্ট অর্ডারের জন্য জজের সঙ্গে কথা বলতে হবে, আর বিশেষ করে, লিলি উশারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

শুধু চিন্তা করাই সার, চিন্তাটা কাজে পরিণত করা গেল না। এগোতে গিয়েও উল্টো পথ ধরল ডীন, *বন-টনের* দিকে পা বাড়াল। তলে তলে অপরাধবোধে আক্রান্ত হলো, মার্শাল হয়েও ভয়কে জয় করতে পারছে না! ওকে লিলি উশারের বাড়িতে ঢুকতে দেখলে মুখরোচক আলোচনা শুরু করবে লোকজন, জেনে সেদিকে এগোতে সাহস পায়নি। অথচ মার্শাল হিসাবে যথাযথ দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল।

এ-সময়ে পোস্ট অফিসে থাকার কথা ম্যাগি কার্মেনের। চা খাওয়ার জন্য অফিসের পিছনের একটা কামরায় ব্যবস্থা রয়েছে মহিলার। কিন্তু *বন-টনে* তার উপস্থিতির তাৎপর্য কোন গুজব। হয় সংগ্রহ করতে এসেছে, নয়তো ছড়িয়ে দিতে এসেছে।

নিজের পেশায় দক্ষ ও জনপ্রিয়, ভদ্র হিসাবেও সুনাম আছে ম্যাগির। রাজনীতি বা স্থানীয় ব্যবসার জন্য এমন মহিলা নিজের পক্ষে থাকলে কাজে দেয়। নিজে যা বিশ্বাস করে তা বলে বেড়ায় অকপটে। এক কথায়, প্রচারের কাজে তার জুড়ি নেই।

জানালার লাগোয়া একটা টেবিলে বসল ডীন যাতে রাস্তার উপর নজর রাখতে পারে। জানে ম্যাগির জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে পারে, কিন্তু মহিলার এখানে আসার কারণ জানতেও কৌতূহল বোধ করছে।

ব্যাপারটা জানতে মিনিট খানেকের বেশি দেরি হলো না।

'শুনেছ নাকি, লিলি উশার অসুস্থ? যক্ষ্মা হয়েছে ওর!' ম্যাগির উত্তেজিত কণ্ঠ। 'আরে, এটা আমার কথা নয়, স্বয়ং ডাক্তার রীভস

বলেছে। ওর এখন বিশ্রাম দরকার।'

জেনি ডলিভার যোগ দিয়েছে ম্যাগির সঙ্গে, চেয়ারে আধ-ঘুরে বসেছে। 'পশ্চিম দিকের কিছু লোককে এখন আর শহরে দেখা যাবে না। কী অদ্ভুত, বিপদের সময় এদের সাহায্য করেছে লিলি, অথচ এখন ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সবাই। সত্যি-মিথ্যে জানি না, কিন্তু এটাই শুনেছি।'

'খুলে বলো তো!' অধীর কণ্ঠে জানতে চাইল ম্যাগি।

'নেভাডার ওদিকের ঘটনা। মন্টানারও হতে পারে। হঠাৎ খনিতে কলেরার প্রকোপ দেখা দিল। কেউ বাকি থাকল না। ভয়ে শহর ছেড়ে পালাল প্রায় সব মহিলা। পুরুষরা যারা পারল, তারাও চলে গেল।

'কিন্তু প্রায় বিশ-পঁচিশজন থেকে গেল, প্রত্যেকে তখন ভয়াবহ কলেরায় আক্রান্ত। ওদের সবার যত্ন নিয়েছে লিলি, শুশ্রূষা করেছে। সবাইকে টাউন হলে একত্র করে সেবা করেছে লিলি, রাত-দিন একসঙ্গে কাটিয়েছে।'

কেউ কিছু বলল না, নীরবে হজম করল গল্পটা, শেষে ম্যাগি বলল, 'আচ্ছা, লিলির জন্য কিছু করা যায় না? ওর চিকিৎসার জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে পারি আমরা।'

মাথা নাড়ল জেনি। 'কারও কাছে নগদ টাকা নেই। তা ছাড়া, অনেকেই বলবে ঈশ্বরের নির্দেশ ছাড়া এমন কিছু হয় না। ঈশ্বর চেয়েছেন বলেই ওকে যক্ষ্মায় ধরেছে। হয়তো পাপের ফল। যেখানেই যাক, কোথাও গিয়ে কয়েকদিন চলার মত টাকা দূরে থাক, আমার তো মনে হয় স্টেজের টিকেটের টাকাও যোগাড় করতে পারব না আমরা।'

নীরবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ডীন। ঠিকই চিন্তা করেছে মেয়েরা, বিশেষ করে ম্যাগি কার্মেন, একটা কিছু করা উচিত। তবে জানে লিলি উশারের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না, যদি না কাজটা শহরবাসী করে নিজেদের সংক্রমণ

এড়াতে। চিন্তাটা নীরব হাসি ছড়িয়ে দিল ওর মুখে। ভয়ে হয়তো লিলিকে শহর থেকে খেদিয়ে দিতে চাইবে লোকজন, স্টেজের একটা টিকেট আর কিছু ডলার হাতে ধরিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়।

শন জেপসনের কথা মনে পড়ল। ভাগ্য ভাল হলে হয়তো মোটামুটি নেশামুক্ত পাবে তাকে। সুস্থ থাকলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে হসল্যারের কাছে। কফিতে কাপ ভরে রাস্তা ধরে বাইরে তাকাল ডীন, খেয়ালই করল না ম্যাগি কয়েকবার ডেকেছে ওকে। তৃতীয়বারের সময় সচেতন হলো।

'খুনির পরিচয় জানতে পেরেছ, মার্শাল?'

'চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, ম্যা'ম। এসব কাজে সময় লাগে।'

'বসে থাকা ছাড়া তো আর কিছু করতে দেখতে পাচ্ছি না তোমাকে!' বিদ্রূপের সুরে অভিযোগ করল ম্যাগি।

'দেখো, ম্যাগি, এসব কাজে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। পা বাড়ালে নিশ্চিত হয়ে বাড়াতে হয়। আর ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে কিনারা করা লাগে। হুট করে কিছু করে বসলে ভুল হয়ে যেতে পারে।'

কঠোর চাহনিতে ডীনকে বিদ্ধ করল মহিলা, শেষে আপনমনে মাথা নাড়ল। 'কী জানি, এ কাজের জন্য বোধহয় আদৌ উপযুক্ত নও তুমি। অ্যাশলি হ্যাগার্ড মার্শাল হলেই বেশি মানাত! পুরো চৌহদ্দিতে ওই একমাত্র লোক যার ভাবনায় গরু বা ঘোড়া ছাড়াও কিছু আছে।'

'ঠিকই বলেছ, অ্যাশলি মার্শাল হিসাবে ভাল করত,' একমত হলো ডীন। 'শুনেছি পিস্তলেও হাত ভাল ওর। এক গুলিতে টার্কি ফেলে দেয়।'

'পুরুষরা যে কী! গোলাগুলি ছাড়া কিছু ভাবতে পারো না? কী হবে গোলাগুলি করে? ভাবো, মাথাটা খাটাও!'

'জ্বী, ম্যা'ম, জানি আমি।'

'মার্শাল জর্জ হুইটসেটের কথাই চিন্তা করো, দক্ষ ছিল সে।

ভালমানুষও। বহুদিন ধরে এখানে শান্তি ছিল। ও সবসময়ই বলত এলগার আসলে খুন হয়েছে, কিন্তু কেউ ওর সঙ্গে একমত হয়নি। তবে এও ঠিক জর্জের আসল ভাবনাও কেউ জানতে পারেনি। চুপচাপ কাজ করত, কাউকে যদি কিছু বলত তো সে হচ্ছে ইভলিন। আমার তো ধারণা, বেঁচে থাকলে ঠিকই টিপ এলগারের খুনের রহস্যের কিনারা করে ছাড়ত জর্জ।

'আরে, মরার দু'দিন আগেও ওর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। বলল কেসটা নাকি গুছিয়ে এনেছে, জানে আসলে কে দায়ী। কিন্তু জানোই তো, কেমন ছিল ও...গোপন তথ্য প্রকাশ করার বান্দা নয়। খুবই একগুঁয়ে ও কম কথার মানুষ। বলেনি আমাকে। পোস্ট অফিসে গিয়ে যখন চিঠিপত্র দেখতে চাইল তখনই বুঝেছি, আর জর্জও আভাস দিয়েছিল খুনিকে শিগ্গিরই ধরে ফেলবে।'

'ফালতু কথা!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল জেনি। 'খুনি আসবে কোত্থেকে, খুন হলে তো! স্রেফ তামাশা করেছে জর্জ। প্রায়ই এটা করত ও। অথচ কেউ কেউ ওর মৃত্যুর মধ্যেও খুনের গন্ধ পায়! বোকার হদ্দ সব! পাথরধসে চাপা পড়ে মারা গেছে, আর লোকে বলছে খুন হয়েছে!'

'তাই?' একই মেজাজে জবাব দিল ম্যাগি কার্মেন। 'যেদিন বলল শিগ্গিরই খুনিকে ধরে ফেলবে তার দু'দিন পরে মরে গেল বেচারা। আমি তো বলব ওই পাহাড়ধস বড্ড উপকার করেছে খুনির, সে যেই হোক।'

মার্শাল জর্জ হুইটসেটের ফিউনেরালের কথা মনে পড়ল ডীনের। অন্য সবার চেয়ে হুইটসেট পরিবারের সঙ্গে একটু বেশি খাতির ছিল ডীনের, নিঃসন্তান বলে ওকে বেশ স্নেহ করত হুইটসেট দম্পতি। দু'বার মার্শালের সঙ্গে পাসির সদস্য হিসাবে বেরিয়েছিল ডীন। জর্জকে বোকা বা ফালতু লোক মনে হয়নি।

'দূর! কেউ কেউ যে এত সন্দেহপ্রবণ, সবকিছুতে খুনের গন্ধ পায়! অভ্যাস হয়ে গেছে ব্যাপারটা। এই যে, ওই লোকটার কথা

ধরো। ঘুণাক্ষরেও আমি বিশ্বাস করি না লোকটা খুন হয়েছে! বরং আমার ধারণা সচরাচর মাতালদের মধ্যে মারামারির ফলে যা হয়, ঠিক তাই ঘটেছে লোকটার ভাগ্যে।'

স্মিত হাসল ডীন। শহরের বেশিরভাগ লোক জেনিকে সমর্থন করবে। প্রায় সবাই মনে করে তাদের মার্শাল আসলে বোকার হদ্দ, সাধারণ একটা ঘটনার মধ্যেও রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে। হাতে কফির কাপের দিকে তাকাল ডীন, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে অবশিষ্ট কফি। বেশ কিছুক্ষণ চুমুক দেওয়া হয়নি। চেয়ার পিছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও।

দ্বিধা ঝেড়ে ফেলেছে মন থেকে। লিলি উশারের সঙ্গে দেখা করবে।

'ম্যাগি, জজের সঙ্গে দেখা হলে বোলো তো ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার,' পোস্টমিস্ট্রেসকে বলল ডীন। 'অফিসে থাকে যেন। হাতের কাজটা সেরে ওর অফিসে যাব।'

'প্রতিদিন চিঠি নিতে আসে ও, আজ কিন্তু যায়নি আমার অফিসে। আমার তো মনে হয় আরেকটু অপেক্ষা করলে এখানেই পেয়ে যাবে ওকে,' প্রস্তাব দিল ম্যাগি কার্মেন। 'কারণ চিঠি নিয়ে সবসময় এখানে চলে আসে সে, কফি গেলার ফাঁকে চিঠি পড়তে পছন্দ করে। তুমি বরং কাজ শেষ করে জলদি এখানে চলে এসো।'

টাশ্‌শ্‌!

কোথায় যেন একটা পিস্তল গর্জে উঠল। সবাই স্পষ্ট শুনতে পেল শব্দটা।

একেবারে কাছে না-হলেও শব্দটা বেশ জোরাল, এতটা স্পষ্ট যে ওদের আলাপে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে নীরব ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল সবাই। জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেছে দৃষ্টি।

রাতে গোলাগুলি হয়, দিনে আরও কম, কিন্তু শেষ বিকালে প্রায় বিরল ঘটনা, কারণ বেশিরভাগ সেলুন এই সময়ে ফাঁকা

থাকে। মদখেকো শিকারী, ভবঘুরে বা কাউবয়রা আরও পরে আসে শহরে।

পিস্তলের গর্জনে একটা বার্তা ছিল যেন, প্রায় সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে, নীরব জিজ্ঞাসা আর উদ্বেগ নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা।

দ্রুত দরজার দিকে পা বাড়াল ডীন ফস্টার। কী ঘটেছে অনুমান করতে পারছে, যদিও এর কিছুই দেখেনি।

এইমাত্র আরেকটা খুন হলো শহরে।

ছয়

স্টেবলের মেঝেয়, দরজা থেকে একটু ভিতরে, খড়ের উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে লাশটা, মুখ পাশ ফেরানো। ছড়িয়ে দেওয়া এক হাতে একটা ব্রিডল ধরে আছে এখনও, শূন্য অন্য হাত দেহের পাশে শিথিলভাবে পড়ে আছে।

পরিশ্রমী একজন মানুষের হাত, বছরের পর বছর ধরে কঠিন পরিশ্রমে পড়ে যাওয়া চিহ্ন এমনকী ইদানীংকার লাগাতার হুইস্কি সেবনেও বদলায়নি বা মুছে যায়নি। ছেলেবেলা থেকে কাজের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান ছিল সে, জীবনের কোন পর্যায়ে এর বিমুখ হয়নি; শুধু গত দুটো বছর ব্যতিক্রম।

ছুটে স্টেবলে ঢুকল লোকজন। বার্টকে বাপের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল ডীন, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, মুখ রক্তশূন্য।

'বার্ট,' ছেলেটার কাঁধে হাত রাখল ও। 'আমি দুঃখিত, বয়।'

মাথার পাশে গেঁথেছে বুলেট, কথা বলতে বলতে খেয়াল করল ডীন। দৃষ্টি সরে গেল মার্কসম্যানের সম্ভাব্য অবস্থানের দিকে।

অযথা ছোটাছুটি বা ধাওয়া করে লাভ হবে না, কারণ এতক্ষণে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে খুনি। তা ছাড়া, সঙ্গে বিস্তর লোকজন নিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে গেলে আলামত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যদি আদৌ থেকে থাকে...

প্রায় দশ-বারোজন লোক উপস্থিত হয়েছে। মহিলার সংখ্যাও একই হবে। ধীর ভঙ্গিতে ঘুরে তাদের দিকে ফিরল ডীন। 'সবাই আমার কথা মন দিয়ে শোনো,' চড়া স্বরে বলল ও। 'যার যার বাড়ি চলে যাবে, কোথাও থামবে না। বাড়ি গিয়ে নিজের কাজে সময় দাও। এর অন্যথা যে করবে, তাকে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে হবে।'

'কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে বাড়ি চলে যাব?' প্রতিবাদ করল লেন্স আর্থার। 'আজ রাতে আমার ব্যবসার কী হবে?'

'একদিন ব্যবসা না-করলে এমন কিছু যাবে-আসবে না,' দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করল ডীন। 'আমি চাই না খুনের বিভিন্ন আলামত বা চিহ্ন নষ্ট হয়ে যাক। তোমরা আমার কথা মানলে যা যেমন আছে সকালে তেমনই থাকবে, হয়তো গুরুত্বপূর্ণ আলামত খুঁজে পাব। দিনের আলো ছাড়া ভাল করে দেখা যাবে না।'

'আলামতটা কী হবে?' ত্যক্ত স্বরে জানতে চাইল কালভার।

'কী পাব সেটা আমার ব্যাপার,' ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিল ডীন। 'এবার বাড়ি চলে যাও সবাই।'

'যদি না যাই?' বিদ্রোহের সুর ফিন চ্যাকনের কণ্ঠে।

ক্ষীণ হাসল মার্শাল। 'সহজ ব্যাপারটা অনুমান করতে পারছ না? শান্তি নষ্ট আর সন্দেহজনক ঘোরাঘুরির জন্য তোমাকে ধরে জেলে ঢোকাব। যা যা মনে আসবে, এক গাদা অভিযোগ আনব। তারপর দেখব তোমাকে কে ছোটাতে আসে! কিন্তু আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত যে-কোন নাগরিকের এই রহস্যের কিনারা

করতে আমাকে সহযোগিতা করা উচিত।'

'ঠিকই বলেছ, আমি তোমার পক্ষে,' জানিয়ে দিল অ্যাশলি হ্যাগার্ড। 'তোমাকে সব ধরনের সহযোগিতা করতে রাজি। ডীন, মুখ ফুটে বোলো শুধু।'

বিগ ইনজুন ওয়্যাগন নিয়ে আসতে লাশটা পাটাতনে তুলল ওরা। এতিম বার্টের কাছে চলে এল ডীন। ছেলেটার কাঁধে হাত রাখল, জানে দুনিয়ার সমস্ত সহানুভূতি বা মমতাও ওর ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারবে না। 'বার্ট, তুমি বরং আমার বাড়ি চলে যাও। ক্লারা আর মর্নি তোমাকে দেখলে খুবই খুশি হবে।'

নিতান্ত অনীহার সঙ্গে পা বাড়াল ছেলেটা। শোকে পাথর হয়ে গেছে। ধাক্কা সামলে নিতে সময় লাগবে। এখনও কাঁদেনি, তবে ডীন জানে একা হলে কাঁদবে সে। ভয়াবহ কাঁদবে।

ধীরে ধীরে ভীড় আলগা হয়ে গেল, যার যার বাড়ি চলে গেল সবাই এবং রাতে হয়তো কেউ বেরোবে না...যদি না ওদের মধ্যে কেউ খুনি হয়ে থাকে। সাধারণ লোকের ভীড়ে শামিল হয়ে গেলে বরং অনেক নির্ভার ও সন্দেহের উর্ধ্বে থাকতে পারবে খুনি। একে একে সবার কথা ভাবল ডীন, বাতিলও করে দিল। উঁহুঁ, এভাবে অন্ধের মত হাতড়ে লাভ হবে না। নিরেট কোন তথ্য বা প্রমাণ লাগবে।

স্টেবলে যারা এসেছিল, এদের বোধহয় সন্দেহের বাইরে রাখা যায়। তবে একেবারে বাদও দেওয়া যাবে না। ক্ষীণতম সম্ভাবনাও বিচার করতে হবে। মন খুঁতখুঁতে রয়ে গেল, অস্বস্তি কাটছে না। এ-পর্যন্ত যত সূত্র পেয়েছে তাতে কোন কিছুই প্রমাণ হয় না।

যদিও শেষের দিকে, কিন্তু শন জেপসনও ছিল ডীনের সম্ভাব্য খুনির তালিকায়। মৃত আগন্তুকের ঘোড়া এখানে ছিল, শন জানত লোকটার সঙ্গে টাকা ছিল।

আর শন নিজেই খুন হয়ে গেল এখন। কেন খুন হলো?

শনের মুখ বন্ধ রাখতে চেয়েছে খুনি, যাতে ডীনের কাছে মুখ খুলতে না-পারে? কী জানত শন? ডীনের মত খুনিও জানত নেশার ঘোর কাটিয়ে সুস্থির বোধ করছিল সে। সুস্থ থাকা অবস্থায় সবসময়ই দায়িত্ববান, বিশ্বস্ত এবং আন্তরিক ছিল শন জেপসন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শন যা জানত তার ছেলেও কি তা জেনে গেছে? জানতে পারে, নাও জানতে পারে। কিন্তু খুনি হয়তো সন্দেহ করবে মৃত্যুর আগেই ছেলেকে কোন আভাস দিয়ে থাকবে শন। খুনি যদি বার্টকে তার নিজের জন্য বিপজ্জনক মনে করে, সেক্ষেত্রে বার্টই হবে পরবর্তী শিকার।

মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল শন জেপসন, ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে চারপাশ জরিপ করল ডীন ফস্টার। ধীরে, সময় নিয়ে। বোঝার চেষ্টা করল কোন্ দিক থেকে গুলি এসেছে।

পিস্তলে দক্ষ ও, ঠাণ্ডা মাথায় ও সুস্থির অবস্থায় অস্ত্র ব্যবহার করে, ঠিক যখন আর কোন উপায় থাকে না শুধু তখন কারও বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার পক্ষপাতী। সারা জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল।

পিস্তল বা অস্ত্র সম্পর্কে যেমন জেনেছে ডীন, তেমনি অস্ত্রধারী লোকের মর্জি, ব্যবহার করার পদ্ধতি বা রীতি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞানার্জন করেছে। সব মিলিয়ে একজন খুনির দৃষ্টিভঙ্গি, কাজের ধারা বা পরবর্তী করণীয় আগাম অনুমান করতে সুবিধা হবে ওর।

ঠাণ্ডা মাথায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে গুলি করেছে খুনি; ভয় দেখানোর বা আহত করার উদ্দেশ্য ছিল না। সেক্ষেত্রে, নিশ্চিত ভাবে বলা যায় অস্ত্রে নিজের দক্ষতা আর অবস্থান সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী সে। ঘটনার সময় পুরো অন্ধকার নামেনি, তারমানে আড়ালে লুকিয়ে ছিল সে, গুলি করার পর দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন করেছে। নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেছে যা কারও চোখে পড়েনি, কিংবা পড়লেও কারও কাছে বেখাপ্পা মনে হয়নি।

আদপে কোন তৎপরতাই গোপন থাকে না, এমনকী চূড়ান্ত বা

নিশ্চিত ক্ষেত্রেও দেখা যায় কেউ না কেউ দেখে ফেলে। অপরাধী ভাবে কেউ তাকে দেখেনি, কিন্তু পরে দেখা যায় ঠিকই তার অপরাধ অন্যদের চোখে পড়েছে। কেউ না কেউ দেখে, কেউ না কেউ ঠিকই মনে রাখে।

তাই অচেনা মার্কসম্যান এমন একটা পজিশন নির্বাচন করেছে যেখানে কেউ তাকে দেখতে পায়নি, অন্তত সে আশা করেছে কেউ তাকে দেখতে পাবে না, কিংবা কেউ দেখে থাকলেও তার জন্য কোন ব্যাখ্যা দিতে হবে না। খুব স্বাভাবিক বলে মনে হবে।

তবে গুলিটা শন জেপসনের পাশ থেকে নাও করা হতে পারে। হয়তো গুলি ছুটে আসার মুহূর্তে পাশ ফিরেছে সে, এবং ঝুঁকে পড়তে যাচ্ছিল বোধহয়, কারণ বুলেটের গর্ত দেখে ডীনের মনে হয়েছে খানিকটা উপর থেকে তেরছাভাবে খুলির গভীরে ঢুকে গেছে।

কোমরে দু'হাত রেখে চারপাশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীখ করছে ডীন। খুনি যদি ফায়ারিং পজিশনে থেকে থাকে, তা হলে নির্ঘাত এখন চাইলে ওকেও ফেলে দিতে পারে। কী জানি, ঠিক এ-মুহূর্তে হয়তো ট্রিগারে আঙুল নিশপিশ করছে তার। অনুভূতিটা সুখের নয় ওর জন্য, কারণ ইতোমধ্যে একবার গুলি খেয়েছে। আরেকটু হলে আযরাইলের ডাক পেয়ে গিয়েছিল!

ধীরে ধীরে পাশ ফিরল ডীন। ব্যাঙ্ক-দালানের দোতলায় দুটো জানালা আছে যেখান থেকে গুলি করা সম্ভব। স্টেজ স্টেশনের অফিস আরেকটা সম্ভাব্য জায়গা, শন জেপসনকে গুলি করার পর কারও চোখে ধরা না পড়ে যেখান থেকে চট করে সরে পড়া সম্ভব। আর রয়েছে দু'তিনটা বার্ন, সবগুলোয় দরজা বা জানালা সহ চিলেকোঠা রয়েছে, যেখান থেকে স্টেবলে জেপসনের উদ্দেশে গুলি করা সম্ভব। সবগুলো জায়গা দু'শো গজের মধ্যে। খুব বেশি দূরত্ব নয়। দক্ষ মার্কসম্যানের পক্ষে সফল হওয়া সম্ভব।

পরবর্তী এক ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করল ও। সম্ভাব্য প্রতিটি স্থানে

গেল, দূরত্ব আর উচ্চতা নিরীখ করল। কিন্তু শেষে নিতান্ত হতাশা এবং বিতৃষ্ণায় দাঁড়িয়ে থাকল। কী করছে ও? এটা কোন পদ্ধতি হলো? গোয়েন্দা নয় ও, চাইলেও তা হতে পারবে না, সেক্ষেত্রে এভাবে অন্ধের মত ঢুঁ মারছে কেন? ব্যাপারটা ট্র্যাকিঙের মত, খুব মিলও আছে দুটোয়, কিন্তু ডীনের জন্য একেবারে নতুন। অগত্যা, বিফল মনে জেপসনের কোয়ার্টারে এসে সিঁড়ির উপর বসে পড়ল।

অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। কয়েকটা তারা জ্বলে উঠেছে। মেঘ জমেছে আকাশে।

ধরা যাক...শুরুতে ডীন যা ভেবেছিল ঠিক তাই করেছে খুনি? প্রথমে গুলি করে কাজ সেরে দৌড়ে লাশের কাছে চলে আসেনি তো?

যদি তাই করে থাকে, রাইফেলটা কোথায় রেখে এসেছে?

ঝটিতি উঠে দাঁড়াল ডীন। লোকজন এলোপাতাড়ি চলাফেরা করলে ট্র্যাক মুছে যেতে পারে বলে সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। তাতে যদি খুনিকে বেকায়দায় ফেলে দিয়ে থাকে? কারণ...হয়তো দৌড়ে লাশের কাছে আসার সময় যেখান থেকে গুলি করেছে সেখানে বা তার ধারে-কাছে রাইফেল ফেলে এসেছে খুনি?

তা ছাড়া, ডীন পেয়ে যাওয়ার আগেই রাইফেল উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলতে হবে তার।

সেক্ষেত্রে, কিছুক্ষণের মধ্যে, নিজের কোয়ার্টার বা বাড়ি থেকে চুপিসারে বেরিয়ে আসতে হবে তাকে, রাইফেল উদ্ধার করে ফিরে যেতে হবে।

নিঃশব্দে রাস্তায় চলে এল ডীন, দেয়াল ঘেঁষে ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকল। মনে মনে পুরো শহরের ছবি এঁকে নিল। পরিস্থিতি বিচার করে সন্তুষ্ট হতে পারছে না, বরং ঘোলাটে লাগছে আরও। মৃত আগন্তুকের লাশ দেখে তেমন কোন ইঙ্গিত বা সূত্র পায়নি, কিন্তু

শন জেপসনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছে। এক নয়, বরং একাধিক সম্ভাবনার আভাস পাওয়া গেছে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক।

জেপসন যেখানে ঘায়েল হয়েছে বা পড়েছে, লাশের অবস্থান থেকে ডীন অনুমান করেছে ছয় দিক থেকে আক্রান্ত হতে পারে সে। এ-মুহূর্তে কোনটাই বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। সমস্যার ব্যাপার হচ্ছে গুলি খেয়ে ঠিক একই জায়গায় বা একই ভঙ্গিতে ভূপতিত হয় না কেউ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উল্টো বা আধা ঘুরে যেতে পারে, কিংবা শুধু মাথা ঘুরে যেতে পারে; সেক্ষেত্রে গুলির গতিপথ বা ক্ষতের ধরন বা দিক বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে।

লাশের জায়গা থেকে দৃষ্টিসীমায় সরাসরি ব্যাঙ্ক দেখা যায়, বিশেষ করে ব্যাঙ্কের পিছনের দরজা বা দোতলার দুটো জানালা সম্ভাব্য জায়গা। একই কথা খাটে *করাল* সেলুনের পিছনের দরজা বা জানালার ক্ষেত্রে।

লিলি উশারের বাড়ি, স্টেজ কোম্পানি অফিসের পিছন দরজা, লাগোয়া করাল-স্টেবল বা রেস্তোরাঁর পিছন দিক থেকেও গুলিটা আসতে পারে। জেপসনের স্টেবল খোলামেলা জায়গায় হওয়ায় চারদিক থেকে উন্মুক্ত, ফলে যে-কোন দিক থেকে এখানে দাঁড়ানো কাউকে গুলি করে ঘায়েল করা সম্ভব। এমনকী, ডীনের বাড়ির রান্নাঘর থেকেও এখানে গুলি করা সম্ভব।

খুব বেশি সম্ভাবনা! কয়টা বিচার করবে? ত্যক্ত মনে ভাবল ডীন। এমন ফাঁপরে আর পড়েনি।

নিজের বাড়ির কথা বাতিল করে দিল ও। ক্লারার পক্ষে এমন কিছু সম্ভব নয়। স্রেফ নিরপেক্ষতার জন্য বিচার করছে। কোনটাই বাদ দেওয়া যাবে না।

ইশ্শ্, কোনরকমে যদি আগন্তুকের পরিচয় জানতে পারত, নিদেনপক্ষে যদি একটা সূত্র মিলত!

ধীর পায়ে ধূলিময় রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল ডীন ফস্টার। কিছুটা যাওয়ার পর ঘুরে *করাল* সেলুনের পিছন দিকে, এক

কোণে এসে থামল। খুনি গুলিটা এখান থেকেও করে থাকতে পারে। সতর্কতার সঙ্গে আশপাশের জমি নিরীখ করল...তাজা কোন ট্র্যাক নেই। কার্তুজের খোল, সিগারেটের গোড়া বা এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছে এমন চিহ্ন চোখে পড়ল না।

রাস্তা পেরিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে এগোল ও। রেস্তোরাঁ আর পোস্ট অফিসের মাঝখানে গলি ধরে দালানকোঠার পিছন দিকের রাস্তা ধরে স্টেজ অফিসের পিছনের অংশে পৌছল। ফ্রেড কালভারের পক্ষে শন জেপসনকে খুন করার কোন যৌক্তিক কারণ মনে ধরেনি ডীনের, কিন্তু স্রেফ নিয়মরক্ষার খাতিরে হলেও সেটা বিবেচনা করতে হচ্ছে; তাই পুরো এলাকা জরিপ করল। তারপর স্টেজের জন্য বাড়তি ঘোড়া রাখার বার্ন বা করালও বাদ দিল না।

বিফল হলো এখানেও।

ঠাণ্ডা বাতাস। আকাশে মেঘ জমেছে। চাঁদ নেই। ঘাঢ় অন্ধকার থাকবে আজ রাত। নিজের বাড়ির দিকে তাকাল ডীন, ওর মনে হলো জানালার পর্দায় স্ত্রীর ছায়া দেখেছে। বোধহয় ছেলে দুটোকে খাওয়াচ্ছে। মর্নি আর বার্টকে।

দু'জন লোক খুন হয়েছে...খুন দুটো ভিন্ন ভিন্ন কারণে ঘটে থাকতে পারে–হয়তো একই লোক দায়ী নয়। কিন্তু ডীনের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। স্টোরের সামনে দিয়ে জেল হাউস পেরিয়ে গেল ও, বোর্ডওঅক ধরে এগোল।

ভূতুড়ে শহরে পরিণত হয়েছে আজ উইল সিটি। রাস্তায় কেউ নেই। লোকজন সহযোগিতা করেছে বলে কৃতজ্ঞ বোধ করছে ও। ভাগ্যিস, পে-ডে নয়, নইলে হুইস্কিখেকো কাউবয়দের ঠেকিয়ে রাখা যেত না।

রাস্তা পেরিয়ে ব্যাঙ্কের পিছন দিকে চলে এল ডীন। দূর থেকে দেখল। সকালের আগে দোতলায় গিয়ে লাভ হবে না। কয়েক পা এগোতে কোণ ঘুরে দূরে জেফ ক্রেমারের বাড়ি দেখতে পেল। যেমন মানায় একজন সফল ব্যাঙ্কারকে–আলীশান, সুদৃশ্য বাড়ি।

লক্ষ্যণীয়, শন জেপসনের ঘাতক বুলেট এখান থেকেও ছোঁড়া হয়ে থাকতে পারে।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার সময় কয়েক বাড়ি পর বুড়ো ফার্লোর দৈত্যাকার ফ্রেইট বার্নের গাঢ় কাঠামো দেখতে পেল। পশ্চিমের খনি ক্যাম্পে ফ্রেইটিং করত বুড়ো, ষাঁড়ের ওয়্যাগন চালাত। রেলরোডের পুব ও উত্তরেও ব্যবসা করত। রেলরোড খনি পর্যন্ত চলে আসার পর, বছর খানেক আগে ব্যবসা গুটিয়ে চলে যায় বুড়ো। সেই থেকে বিশাল বাড়িটা পরিত্যক্ত রয়েছে।

আসলেই কি পরিত্যক্ত আছে? নাকি কেউ ঘাঁটি গেড়েছে?

শহরের সবচেয়ে উঁচু দালান, কিন্তু এটার কথা ভাবেনি ডীন। কারণও আছে–একে পরিত্যক্ত, তায় কেউ এটা নিয়ে ভাবে না বা আলাপ করে না। সবাই যেন ভুলে বসে আছে। অথচ এর সামনে বা চিলেকোঠা থেকে জেপসন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার দূরত্ব বড়জোর সত্তর গজ–একেবারে সহজ টার্গেট।

ঘুরে বার্নের দিকে এগোতে গিয়েও আচমকা সিদ্ধান্ত পাল্টে রাস্তা ধরে রেস্তোরাঁর উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল ডীন। ভিতরে বাতি জ্বলছে, খোলা দরজা দিয়ে রান্নাঘরে ব্যাট গ্র্যান্ডিকে দেখা যাচ্ছে। বাসনকোসন ধুচ্ছে।

ভিতরে প্রবেশ করল ও।

'আরে, মার্শাল যে! কিন্তু আমি তো বন্ধ করে দিচ্ছিলাম। যাহ্, তোমার জন্য আজ রাতে ব্যবসা করা গেল না!'

'দুঃখিত।'

'আরে দূর! এ-নিয়ে ভেবো না। ভাল একটা বই পেয়েছি, ভাবছি ওটা পড়ব। ওমাহা আর সেন্ট লুইসের কয়েকটা পত্রিকা ফেলে গিয়েছিল এক ড্রামার। ওগুলোও পড়া যাবে। ভালই হবে, কাজের চাপে সুযোগ পাচ্ছিলাম না, এবার পড়ে ফেলব। বই পড়তে সত্যি ভাল লাগে আমার। দুনিয়া সম্পর্কে কত কিছু জানা যায়! একেকটা বই মানে একেকটা দুনিয়া।

'বড় বড় শহরের কথাই ধরো। রাজ্যের গণ্ডগোল আর সংঘর্ষে ভরা। অপরাধের মাত্রা ওখানে অনেক বেশি। তারচেয়ে এখানেই কি ভাল আছি না আমরা? আমার তো ভালই লাগে, বড় শহরে যেতে ইচ্ছে করে না। ছোট্ট এই শহর অনেক বেশি নিরাপদ।'

'কিন্তু শন জেপসনের জন্য মোটেই নিরাপদ ছিল না।'

গম্ভীর হয়ে গেল রেস্তোরাঁ মালিক। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'খুব ভাল মানুষ ছিল। ওর মত হাসি-খুশি, দিলখোলা লোক খুব কম দেখেছি। বন্ধুর জন্য নিজের চামড়া খুলে ফেলতে রাজি ছিল। মার্শাল, খুনিটাকে যদি ধরতে পারো, আমি নিজে ওর গলায় ফাঁসির দড়ি পরাতে চাই! অনুরোধটা বিবেচনা কোরো।'

'ধরব,' আত্মবিশ্বাসী স্বরে বলল ডীন, এবং নিজেই অবাক হলো। সত্যি কথা হচ্ছে, ঠিক এই মুহূর্তের আগে এই আত্মবিশ্বাস অনুভব করেনি, টের পায়নি। নাকি ছিল, নইলে কীভাবে এমন চট করে বলে ফেলল? ব্যক্তি ডীন ফস্টার ধীর-স্থির চরিত্রের মানুষ, যে-কোন কথার বিপরীতে হুট করে কিছু বলা বা করে বসতে অনভ্যস্ত; সচরাচর কিছু বলার বা করার আগে ভেবে-চিন্তে নেয় ও। ব্যাট গ্র্যান্ডিকে দেওয়া ওর প্রতিশ্রুতি মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা আত্মবিশ্বাসের ফসল, বাগাড়ম্বর বা মিথ্যে আশ্বাস নয়।

'যেভাবে হোক ওই লোকটাকে ধরব আমি, ব্যাট। উইল সিটি বড় বা জাঁকজমকপূর্ণ শহর না-হতে পারে, কিন্তু শান্তিপূর্ণ। এই শহরের শান্তি রক্ষার শপথ নিয়েছি এবং যে-কোন মূল্যে তা বজায় রাখব! শহরে মাঝে মধ্যে মারপিট বা গোলাগুলির ঘটনা ঘটে, সব শহরে যেমন হয়, কিন্তু ওসবের সঙ্গে শহরবাসী জড়িত নয়। সবচেয়ে বড় কথা, দিন বদলে যাচ্ছে, আগের মত দাঙ্গা-হাঙ্গামা কেউ চায় না। পিস্তল বা মারপিট ছাড়াও ফয়সালা করা যায়, ভাবতে শিখছে মানুষ।'

'তুমি বোধহয় অনেক রাত পর্যন্ত টহল দেবে? আমি তাই ধরে নিয়েছি। ভোর পর্যন্ত দরজা খোলা থাকবে। খিদে পেলে বা কফির

তেষ্টা পেলে চলে এসো। ট্রেতে মাংস আছে, রুটি আর মাখন তো পাবেই। পটে কফিও আছে...এইমাত্র তৈরি করেছি। তোমার কথা ভেবেই করেছি।

'আলমারিতে আপেল পাইয়ের অর্ধেকটা আছে। কাল পর্যন্ত রাখা যাবে না, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। নিজেই নিয়ে নাও। ভাবছি কোয়ার্টারে গিয়ে বই নিয়ে শুয়ে পড়ব।'

'একটা বাতি জ্বলতে থাকলে অসুবিধা হবে?'

'আরে না! জানি কয়েকবারই হয়তো আসা-যাওয়া করতে হতে পারে তোমার। দ্বিধা কোরো না। নাইট, মার্শাল। সকালে দেখা হবে।'

স্টোভের উপর থেকে পট নিয়ে এক টেবিলে চলে এল ডীন। সঙ্গে থালায় মাংস, রুটি আর আপেল পাইয়ের বড়সড় এক টুকরো নিয়ে এসেছে।

শুধু রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। ডীন যেখানে বসেছে জায়গাটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। ছায়ায় ঘেরা। শান্ত, নির্জন। ঘরে কফির ক্ষীণ ঘ্রাণ। চেয়ার টেনে পা তুলে বসল ও, পেট পুরু স্যান্ডউইচ তৈরি করল রুটি আর মাংস দিয়ে। ডান হাত বাড়িয়ে পিস্তলের ফিতা সরিয়ে দিল।

স্যান্ডউইচে কামড় বসানোর ফাঁকে জানালা দিয়ে রাস্তায় দৃষ্টি রাখল ডীন। কান খাড়া, সামান্য শব্দও শুনতে উদগ্রীব। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাড়ির আনাচে-কানাচে প্রতিটি ছায়া নিরীখ করছে। মাঝে মধ্যে কফিতে চুমুক দিল। ডীন অন্ধকারে আছে বলে রাস্তা থেকে ওকে দেখা যাবে না।

তাপ ত্যাগের কারণে জীর্ণ দালানের কাঠে সামান্য ক্যাঁচক্যাচ জাতীয় শব্দ হলো। রাস্তা ধরে হেলে-দুলে এগোচ্ছে একটা নেড়ি কুকুর, থেমে বাতাসে কীসের গন্ধ শুঁকল, মাথা দোলাল কয়েকবার, তারপর নিজের পথে এগোল।

ধীরে, অন্ধকারে সয়ে এল ডীনের চোখ। নিজে অদৃশ্য থেকে

উত্তর-পুবে জেফ ক্রেমারের বাড়ি পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে, সামনে আলোকিত কিন্তু জনশূন্য *করাল* সেলুন, দক্ষিণ-পশ্চিমে লিলি উশারের পাশের বাড়ি, অর্থাৎ মেক্সিকান রেস্তোরাঁ পর্যন্ত স্পষ্ট চোখে পড়ছে।

ওর বাম দিকে রান্নাঘর, পিছনে দেয়াল। রেস্তোরাঁর এপাশে খোলা অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গার ওপাশে ডীনের বাড়ি। তবে ওর বর্তমান অবস্থান থেকে দেখা যাচ্ছে না।

স্যান্ডউইচ শেষ করে ফের কাপে কফি ঢালল ডীন, তারপর আপেল পাইয়ের সদ্ব্যবহার শুরু করল। পাইয়ে দ্বিতীয় কামড় বসাচ্ছে, এ-সময় ব্যাঙ্কের পিছন দিকে ক্ষীণ নড়াচড়া ধরা পড়ল ওর চোখে।

কাঠ হয়ে গেল ডীন। ভুল দেখেনি তো? সত্যি কিছু নড়েছে? নাকি...

কাঁটাচামচ নামিয়ে রেখে রুমাল দিয়ে মুখ মুছল ডীন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে একপাশে সরে গেল যাতে চেয়ারের সঙ্গে পায়ের ঠোকায় শব্দ না-হয়। বিড়ালের মত নিঃশব্দে দরজার দিকে এগোল।

দৃষ্টি সেঁটে আছে উদ্দিষ্ট জায়গায়। কোন কিছু নড়ছে না।

ডীনের স্থিরবিশ্বাস কিছু একটা দেখেছে। নেড়ি কুকুরটা? মন বলছে তা নয়।

আলতোভাবে দরজা মেলল ও, খুবই ক্ষীণ শব্দ হলো। বোর্ডওঅকে পা রাখল, তারপর দ্রুত পা চালিয়ে রাস্তায় নেমে এল। *করাল* সেলুন থেকে ম্লান আলো এসে পড়েছে। খিস্তি করল ডীন। ওর উপর কেউ নজর রেখে থাকলে নির্ঘাত ধরা পড়ে গেছে তার চোখে।

সেলুনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কেউ নেই বোধহয়। চট করে সেলুনের কোণে এসে লিলি উশারের বাড়ির দিকে দৃষ্টি চালাল। পর্দায় একটা ছায়া নড়ে উঠল? বাজনার শব্দ নেই।

তখনই ডীনের মনে পড়ল লিলি নিজে অসুস্থ, কাউকে আপ্যায়ন করা বা আতিথেয়তা প্রদানের সুযোগ নেই।

অন্ধকারে ডুবে আছে মেক্সিকান রেস্তোরাঁ।

সেলুনের দেয়ালের সঙ্গে মিশে থেকে পিছন দিকে এগোল ও, ফার্লোর পরিত্যক্ত বার্নের বিশাল কাঠামোর জমকাল অংশ চোখে পড়ছে। নীরব, শূন্য।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বার্ন জরিপ করল ডীন, পিস্তলের বাঁটে চলে গেছে ডান হাত। কিছু দেখতে পায়নি, কিন্তু...একটা শব্দ *শুনতে পেয়েছে*।

একটা কিছু *টের পেয়েছে*।

সেকেন্ডের ভগ্নাংশ ইতস্তত করল ও, তারপর দ্রুত পা চালাল বার্নের উদ্দেশে। বুটের ধাক্কায় ছিটকে সরে গেল নুড়িপাথর, গড়িয়ে যাওয়ার সময় শব্দ করল। যাহ্, হাজির হয়ে গেছে জানিয়ে দিল! আফসোসের সঙ্গে ভাবল ও। বার্নের কোণে পৌঁছে দেয়াল ঘেঁষে দরজার দিকে এগোল।

দুই কবাট সামান্য কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে।

বুক ধুকপুক করছে আগে থেকে। গলা শুকিয়ে গেছে। দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে অন্ধকারে পা রাখল ও।

আঘাত আসার আগেই ডীন টের পেল আসছে। শেষ মুহূর্তে বুঝতে পেরে ঘুরে দাঁড়াতে উদ্যত হলো, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না। মাথায় বজ্রপাত হলো যেন, ভারী কী যেন আঘাত করেছে। পরমুহূর্তে টের পেল পড়ে যাচ্ছে ও...পড়ছে...পড়ছে...

সাত

মরিয়া হয়ে হাত বাড়াল ডীন ফস্টার, খামচে ধরল একটা বুট, কিন্তু লাথি মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল বুটের মালিক। তারপর ছুটে চলে গেল। ছুটন্ত বুটের শব্দ ক্রমে সরে গেল। এদিকে চেঁচিয়ে উঠেছে ডীন, খাড়া হওয়ার প্রয়াস পেল, কিন্তু খড়ের গাদায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

নিশ্চয়ই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, কারণ পরে কয়েকজনের মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করল ডীন, ওর মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে ম্যাগি কার্মেন।

লেন্স আর্থার, অ্যাশলি হ্যাগার্ড আর মেক্সিকান রেস্তোরাঁর হুগো তেভেজ।

'তোমার চিৎকার শুনে দৌড়ে এসেছি, সেনর,' উত্তেজিত স্বরে বলল মেক্সিকান। 'দৌড়ের মধ্যে একটা পিস্তল তুলে নিয়েছি। কিন্তু এখানে আর কাউকে দেখলাম না, মাটিতে পড়ে আছ শুধু তুমি।'

মাথায় দপদপে ব্যথা বোধ হচ্ছে, ভারী লাগছে একপাশ। উঠে দাঁড়াল ডীন। 'ধন্যবাদ। আমি ঠিকই আছি।'

ডীনকে ছেড়ে দিয়ে সামনে থেকে সরে গেল ম্যাগি কার্মেন। দৃষ্টি বাইরে যেতে নিজের বাড়ির দরজায় জেফ ক্রেমারকে দেখতে পেল ডীন, বাড়ি থেকে আসা আলোর বিপরীতে কিছুটা ম্লান ও অস্পষ্ট দেখাচ্ছে কাঠামো। বুঝতে চাইছে হট্টগোলের কারণ কী।

'বার্নে ছিল কেউ,' বলল ডীন। 'আমাকে সামনে পেয়ে মাথায়

ভারী কিছু দিয়ে ঘা মেরেছে।'

'দেখেছ লোকটাকে?' জানতে চাইল আর্থার। 'পলকের জন্যও দেখোনি?'

'না, দেখিনি,' চাঁদিতে হাত বুলাল ডীন। ফুলে আছে, ভেজা ভেজা মানে রক্তক্ষরণ হয়েছে। 'আরেকটু বেকায়দায় পড়লে কেল্লা ফতে হয়ে যেত। ভাগ্যিস, পড়েনি!'

'খুলি মোটা তোমার, নইলে ঠিকই সাবাড় হয়ে যেতে,' হেসে মন্তব্য করল অ্যাশলি হ্যাগার্ড। 'দোস্ত, একজন ডেপুটি না হলে আর চলছে না তোমার, একা সবকিছু সামাল দিতে পারবে না। নইলে শেষে হয়তো এতিম হয়ে যাবে আমাদের মর্নি।'

'আমি একাই পারব,' মাথা নাড়ল ডীন কয়েকবার, ব্যথা বা ভারী অনুভূতি যাচ্ছে না। 'আমি ঠিকই আছি, বন্ধুরা। একাই বাড়ি চলে যেতে পারব।'

'বরং আগে ডাক্তারকে ঘুম থেকে তুলে চিকিৎসা করিয়ে নাও,' পরামর্শ দিল অ্যাশলি। 'চাঁদি বেশ গভীরভাবে কেটে গেছে।'

'ক্লারাই পারবে, ওর অভিজ্ঞতা আছে।' কে যেন ডীনের হাতে ওর হ্যাট ধরিয়ে দিল। পিস্তল পরখ করল ও। এখনও হোলস্টারে আছে ওটা। 'তোমরা বরং বাড়ি চলে যাও। আমি ঠিকই আছি।'

'ডীন? সাহায্য লাগলে...'

'ধন্যবাদ, অ্যাশ। আমি একাই পারব।'

অন্যরা চলে যাওয়ার পর মেক্সিকানের দিকে ফিরল ডীন, এখনও যায়নি সে। 'তেভেজ?'

ঘুরে দাঁড়াল সে। 'সি?'

'তুমিই সবার আগে এখানে পৌঁছেছ?'

'সি...তাই তো মনে হচ্ছে।'

'কিছু চোখে পড়েছে তোমার? কাউকে দেখেছ?'

'বোধহয়...কেউ বার্নে ছিল। পদশব্দ শুনলাম, তারপর অস্পষ্ট

আলো দেখেছি, নিচু স্বরে খিস্তি করল লোকটা। পরে দৌড়ের শব্দ শুনে বুঝলাম লোকটা পালিয়ে গেছে।

'সেনর?' মুখ তুলে ডীনের দিকে তাকাল মেক্সিকান। 'আমার ধারণা লোক একজন নয়, দু'জন ছিল। খিস্তির পরপরই কিছু ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনলাম, আমি তখন দৌড়ে আসছি। কাছাকাছি, অন্য এক জায়গায় খুব দ্রুত একটা কিছু নড়ে উঠল...পরমুহূর্তে চলে গেল।'

'লোকটাকে দেখতে পাওনি?'

'না, সেনর।'

'ধন্যবাদ, তেভেজ। তুমি দ্রুত না-এলে হয়তো আরও বিপদ হতে পারত আমার।'

'সি...তুমি এখানে আইন, সেনর, আর আমি আইনের পক্ষে। আইন ছাড়া সবকিছু গোলমেলে হয়ে যায়। অসভ্য বা অপরাধী আমাদের মধ্যে বাস করে। আইন না থাকলে কোথাও স্বাধীনতা বা নিরাপত্তা, কোনটাই থাকে না। আইনের লোককে সাহায্য করা মানেই আইন প্রতিষ্ঠা করা।'

মেক্সিকান চলে যাওয়ার পর বার্নে চলে এল ডীন। দরজা এখন পুরো খোলা। ভিতরটা নীরব, শান্ত। স্মৃতি হাতড়ে মনে করল ঝুলন্ত লণ্ঠনটা কোন্ দেয়ালে রয়েছে, দেয়াল ধরে ধরে সেদিকে এগোল।

আগের জায়গায় আছে ওটা।

কাচ তুলে দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে লণ্ঠন ধরাল ও। চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল। অনেকদিন বন্ধ থাকায় ভাপসা গন্ধ তৈরি হয়েছে স্টেবলে, খড় আর পরিত্যক্ত হার্নেসের গন্ধও রয়েছে।

ধীর পায়ে এগোল ডীন, প্রতিটি স্টল জরিপ করল, চিলেকোঠায় ওঠার মই ও তার গোড়ায় ধূলিময় মেঝে...কোথাও অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না। মুখ তুলে ট্র্যাপডোরের দিকে

তাকাল, তারপর ওখানে ওঠার চিন্তা বাতিল করে দিল।

পিছন দিকে ট্যাক-রূম। দরজার পাশে ব্যারেলে বেশ কয়েকটা কাঠি ছাড়াও ক্ষয়ে যাওয়া ঝাড়ু রয়েছে। ঠিক পাশে মেঝেয় বড়সড় একটা থলে পড়ে আছে।

থলের নীচে রাইফেল লুকিয়ে রাখা সম্ভব। তবে এছাড়াও বেশ কয়েকটা লুকানোর মত জায়গা আছে। সন্দেহ নেই, ওটা নিয়ে গেছে খুনি।

মাথার দপদপে ব্যথা ক্রমে বাড়ছে। অগত্যা বার্ন থেকে বের হয়ে বাড়ির দিকে এগোল ডীন। একবার বেশ দুর্বল বোধ হওয়ায় থেমে দেয়ালে হেলান দিয়ে জিরিয়ে নিল। ভারসাম্য রাখতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে।

দরজায় ক্লারার সঙ্গে দেখা হলো। ডীনকে দেখে আঁতকে উঠল ও।

'ওহ্, ডীন! কী হয়েছে? তুমি গুলি খেয়েছ!'

'গুলি খাইনি,' হাসার প্রয়াস পেল ডীন, কিন্তু নিজেও জানে না হাসিটা বিদঘুটে দেখাচ্ছে। 'চাঁদিতে আঘাত লেগেছে। গুরুতর কিছু নয়। আমি বরং বসি, ক্লারা।'

ডীনকে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল ক্লারা, তারপর দ্রুত পানি গরম করতে চলে গেল।

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল ডীন, ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসতে চাইছে। একটু পর মাথায় গরম কাপড়ের স্পর্শ পেল, সামান্য চাপ দিয়ে জমে থাকা রক্ত তুলে নিচ্ছে ক্লারা।

'গভীরভাবে কেটেছে, ডীন। কালসিটে পড়ে গেছে, কিনারা ফুলতে শুরু করেছে।'

'অত চিন্তা কোরো না, ঠিক হয়ে যাবে। লোকটা ফ্রেইট বার্নে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় বাড়ি মেরে বসেছে।'

'কে ও?'

'জানলে তো ভালই হত! তবে ছোট্ট একটা ক্লু পেয়েছি।'

'কী, ডীন?'

'উঁহুঁ...এখন নয়, পরে বলব। বললে হয়তো বিশ্বাসই করবে না, গুরুত্বহীন মনে হতে পারে। বোধহয় আদপেও তাই।' উঠে দাঁড়াতে যেতে মাথা চক্কর দিয়ে উঠল ডীনের। 'শুয়ে পড়ব, ক্লারা। লম্বা একটা বিশ্রাম দরকার এখন।'

তপ্ত হল্কা ছড়াচ্ছে সূর্য। ধূসর হয়ে যাওয়া বোর্ডওঅকের কাঠ স্পর্শ করলে হাতে ফোস্কা পড়ে যেতে পারে। বাতাসে উত্তাপ। দূরে তাপতরঙ্গ নাচছে। শূন্য রাস্তায় এমনকী একটা নেড়িকুকুরও নেই। সবকিছু নীরব, নিরানন্দ ও অপেক্ষমাণ।

দুপুর হয়নি এখনও, তবে একটু আগে-ভাগে লাঞ্চ করতে *বন-টনে* চলে এসেছে জজ ব্রায়ান হ্যাকম্যান। বিশালদেহী মানুষ, ষাট ছুঁইছুঁই বয়স। ধূসর সুট পরনে। ভেস্টের উপর খাবারের দাগ রয়েছে কয়েকটা। হ্যাটের নীচে কাঁচাপাকা ধূসর চুল গালে দাড়ির জঙ্গল।

'ডীন ফস্টারের ঘটনা শুনে দুঃখ পেয়েছি,' জেফ ক্রেমারের উদ্দেশে বলল জজ। 'ভাল মানুষ ও।'

'ভাল র‍্যাঞ্চার বটে, কিন্তু মার্শাল হিসাবে যোগ্য মনে হয় ওকে, জজ? কাল আমাকে বলল ব্যাঙ্কের ফাইলপত্র দেখার জন্য তোমার কাছ থেকে নাকি একটা কোর্ট অর্ডার বাগিয়েছে? অমন উদ্ভট উপায়ের কথা কে ভেবেছে!'

'উদ্ভট বলছ কেন? এ তো নতুন কিছু নয়। কখনও কখনও সত্যি কোর্ট অর্ডারের প্রয়োজন পড়ে লম্যানদের। খুঁজলে কয়েকটা উদাহরণ পাওয়া যাবে। ডীন ধীর-স্থির, হিসাবী মানুষ। হুট করে কিছু করা ওর স্বভাবের বাইরে। যদি সত্যি তোমার ফাইল দেখতে চেয়ে থাকে, নিশ্চয়ই উপযুক্ত কারণ আছে।'

'কিন্তু এভাবে ব্যাঙ্কের কাগজপত্র কাউকে দেখতে দিতে...'

জজের ঠাণ্ডা ধূসর চোখজোড়া ব্যাঙ্কারের উপর স্থির হলো। 'ক্রেমার,' বাধা দিয়ে বলল সে। 'আমি একটা কোর্ট অর্ডার ইস্যু করলে ঠিকই তোমার কাগজপত্র দেখবে ডীন ফস্টার।'

দ্বিধায় পড়ে গেল জেফ ক্রেমার। সে চায় না কেউ ব্যাঙ্কের ফাইলপত্র দেখুক, কোন অবস্থাতেই নয়। ভেবেছিল হ্যাকম্যানের সঙ্গে আলাপ করে তাকে প্রভাবিত বা রাজি করাতে পারবে যাতে ফস্টার কোর্ট অর্ডার না-পায়। সে ব্যাঙ্কার, আর জজ হচ্ছে আইনের বিচারক। একই পক্ষে দু'জন। সেক্ষেত্রে, ওর ইচ্ছের প্রতিফলন হওয়াই স্বাভাবিক।

'জজ,' কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বলল ক্রেমার। 'আজ পর্যন্ত কোন কোর্ট অর্ডার অমান্য করিনি। কিন্তু ফাইলে খুবই গোপনীয় তথ্য রয়েছে...আমি নিশ্চিত ব্যক্তিগত আর্থিক তথ্য অন্য কাউকে দেখাতে তুমিও চাইবে না। আর এটা তো ব্যবসায়িক নীতির ব্যাপার। মক্কেলদের তথ্য আমি যাকে-তাকে দেখতে দিতে পারি না।'

'আমার তো মনে হয় ডীন ফস্টারের অজানা কিছু নেই ওসব ফাইলে, ক্রেমার,' মৃদু স্বরে বলল জজ। 'আর আমার নিজস্ব সমস্ত আর্থিক বা অন্যান্য বিষয় এমনকী আমার চেয়েও বেশি ভাল জানে ম্যাগি কার্মেন। ওর সঙ্গে কথা বললে যে-কেউ ধারণা পেয়ে যাবে।

'উইল সিটির মত ছোট শহরে গোপনীয় কোন ব্যাপার থাকে না, থাকার কথাও নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, তদন্তের স্বার্থে ডীন ফস্টার যদি মনে করে কোন তথ্য ওর জানা দরকার, তা হলে সেটা ওর পাওয়া উচিত।'

'হয়তো,' তলে তলে বিরক্ত হয়েছে ক্রেমার, তবে নিতান্ত অনীহার সঙ্গে একমত হলো। জানে না জজ ঠিকই খেয়াল করেছে তার মনোভাব। 'আমার প্রায়ই মনে হয় নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ভাবে সে। সাধারণ একটা গোলাগুলির ঘটনাকে রঙ চড়িয়ে

খুনের মাহাত্ম্য দেওয়ার মধ্যে কী লাভ বুঝি না! ওর ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন স্বয়ং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট গুলি খেয়েছে!'

'আমার কাছে তো দোষের কিছু মনে হচ্ছে না,' কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বলল জজ, রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। 'প্রতিটি মানুষই কি যার যার অবস্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়? কারও না কারও কাছে আমাদের প্রত্যেকেরই গুরুত্ব থাকে। আমি তো মনে করি মৃত বা খুন হওয়া একজন মানুষ তার পরিবারের কাছে এমনকী রাষ্ট্রপতি বা সিনেটরের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

'আর নিজের মতকে গুরুত্ব সব মানুষই দেয়, ক্রেমার, ডীন ফস্টারকে সেজন্য দোষ দিয়ে লাভ নেই। অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিতেও নিজেকে বিচার করা উচিত। আমার ধারণা বেশিরভাগ ব্যাঙ্কারের দু'এক বছরের জন্য দর্শনশাস্ত্র পড়া উচিত কিংবা ব্যাঙ্ক ছেড়ে গরু পাঞ্চিং বা ঘোড়ার ব্যবসা জাতীয় কাজ করা উচিত। তাতে শুধু ব্যবসাই নয়, নিজেরও উপকার করা হবে।

'ডীন ফস্টারের কথা বললে, এ-মুহূর্তে এই শহরে আমাদের সবার জীবন বা নিরাপত্তার জন্য সে-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ব্যাঙ্কার, মনে মনে ভাবছে–*জজ ব্যাটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?*

'একটুও বাড়িয়ে বলিনি, ক্রেমার,' স্মিত হেসে ব্যাখ্যা করল জজ হ্যাকম্যান। 'চরম অনিয়ম আর আমাদের মাঝখানে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। নিরাপত্তার সরু একটা সুতো। ব্যাজ পরে যখন রাস্তায় বেরোয় ডীন, নিজের জীবন হাতে নিয়ে চলতে হয় ওকে।

'চাইলে যেখানে খুশি যেতে পারছি আমরা, যা খুশি বলছি বা করছি, ব্যবসা করছি, সেলুনে গিয়ে পান করছি, জুয়া খেলছি। এক কথায় সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত জীবন উপভোগ করছি শুধু ডীন ফস্টার আছে বলে। সে-ই আমাদের নিরাপত্তার প্রথম ধাপ, কখনও কখনও একমাত্র ধাপ বা অবলম্বন।

'দুর্বৃত্তপনা কিন্তু কখনোই আমাদের কাছ থেকে দূরে নয়, বরং আমাদের মধ্যেই বাস করে। আমরা নিজেদের সামলে রাখি, কারণ ডীন ফস্টারের মত মারকুটে লম্যান রয়েছে খবরদারি করার জন্য। মেজাজ খাট্টা হয়ে গেলে আমি কাউকে মেরে বসি না ওই ডীন ফস্টারের কারণে, কারণ তা হলে আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সে। ভবঘুরে কাউবয়রা শহরে এলে ঝামেলা এড়িয়ে চলে শুধু ওর কারণে।

'অবাধ স্বাধীনতা আছে আমাদের–তোমার, আমার, ম্যাগি বা জেনির···সবার, এর মূলে রয়েছে ব্যাজ পরা ডীন ফস্টার, কারণ সে আমাদের সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। সত্যি কথা বলতে কী, মার্শাল হওয়ার জন্য ডীন ফস্টারই সবচেয়ে যোগ্য লোক।

'কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে দক্ষ ও, প্রয়োজনে গুলি করতে দ্বিধা করবে না···কিন্তু মাথা খুব ঠাণ্ডা ওর, এতটাই যে জানে কখন পিস্তল ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হয় বা পিস্তল ছাড়া কীভাবে কাজ সারা যায়। ওর শক্তিমত্তা বা সামর্থ্য সম্পর্কে আস্থা আছে লোকের, ওকে বিশ্বাস করে সবাই। নিজের পদক্ষেপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ও, যা আদর্শ একজন লম্যানের করা উচিত, কিন্তু নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে কখনোই দ্বিধায় ভোগে না। বেয়াড়া বহু বলদ ধরেছে, বুনো ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছে, বেপরোয়া লোক সামলেছে।

'আমি ওকে পুরোমাত্রায় বিশ্বাস করি, ক্রেমার, তোমারও তাই করা উচিত। কেউ কেউ মনে করে আইন এক ধরনের শৃঙ্খল বা নিষেধাজ্ঞা, কিন্তু আসলে সেটা দুর্বৃত্তের জন্য শৃঙ্খল। আইন মানুষকে স্বাধীনতা দেয়, বেঁধে ফেলে না–যদি সেটা সত্যিকার আইন হয়। সাম্যতার বিধান আইনের অনুপম বৈশিষ্ট্য, আইন মানুষকে বলে দেয় অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না-করে কতটা স্বাধীনতা ভোগ করা যায়।'

'এভাবে কখনও ভেবে দেখিনি,' স্বীকার করল জেফ ক্রেমার।

'খেয়াল করেছি তুমি কখনও পিস্তল রাখো না সঙ্গে, ক্রেমার। কারণটা কী?'

'দরকার হলে তো রাখব! আমার কাছে কখনও প্রয়োজন মনে হয়নি। আমি তো ব্যাঙ্কার···সাধারণ ব্যবসায়ী। পিস্তল দরকার হবে কেন?'

হাসল জজ হ্যাকম্যান। 'ঠিকই বলেছ, এমনিতে তোমার অস্ত্র বহন করার দরকার পড়ে না, কারণ ডীন ফস্টার একটা পিস্তল বয়ে বেড়ায় এবং ওটা তোমার পক্ষে ব্যবহার করার জন্য মাসিক মাইনে পায়।

'তুমি নিশ্চিন্তে ব্যবসা করতে পারছ, কারণ ফস্টার তোমাকে রক্ষা করছে। একটা সময় ছিল যখন অস্ত্র ছাড়া শহরে নিরাপদ ছিল না কেউ। অমন সময় আবারও আসতে পারে। কিন্তু ডীন ফস্টার যদ্দিন আছে, ততদিন আমরা ওর উপর আস্থা রাখতে পারি। একটা পরামর্শ দিচ্ছি, ক্রেমার, ওকে সহযোগিতা কোরো।'

ভেস্টে লেগে থাকা খাবারকণা হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিল জজ। 'ক্রেমার, ডীন ফস্টার কোর্ট অর্ডারের আবেদন করলে ওকে মানা করার এক্তিয়ার নেই আমার। চাইলে পরিস্থিতিটা এড়িয়ে যেতে পার তুমি।'

'আমি যদি কোর্টের নির্দেশ না মানি?'

স্মিত হাসল হ্যাকম্যান। 'তুমি অত বোকা নও, ক্রেমার। আমার সই করা কোর্ট অর্ডার অমান্য করলে তোমাকে যাতে টিম চেকোর সঙ্গে একই সেলে ঢোকানো হয় সেই ব্যবস্থা করব। কোর্টে সেশনের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকতে হবে দু'জনের। তোমাদের মধ্যে যা সম্পর্ক, দু'জনে লেগে গেলে অবাক হব না।'

'আশ্চর্য! আমার সঙ্গেও তুমি এটা করবে?'

'কেন করব না? তুমি কি বিশেষ কেউ? সাধারণ একজন লোক আর তোমার মধ্যে পার্থক্য কীসে?' কফিতে চুমুক দিয়ে কাপ নামিয়ে রাখল জজ। 'চাইলে আমাকে দিয়ে কোর্ট অর্ডার ইস্যু

করার ঝামেলা করতে পারো, কিন্তু তোমার জায়গায় আমি থাকলে ডীন থর্টনকে সব ধরনের সহযোগিতা করতাম। কে জানে, ভবিষ্যতে হয়তো ওকে খুব দরকার হয়ে পড়তে পারে তোমার।'

বিরস মুখে টেবিল থেকে উঠে গেল ব্যাঙ্কার, একবারও কারও দিকে না-তাকিয়ে গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে গেল। পিছন থেকে তার উদ্দেশে মৃদু হাসল জজ হ্যাকম্যান।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ব্যাট গ্র্যান্ডি। 'না-চাইলেও তোমাদের কথাবার্তা কানে এল,' দুঃখপ্রকাশ করল সে।

'গোপন করার মত কিছু নিয়ে আলাপ করিনি আমরা,' হেসে বলল জজ। 'কিছু কিছু ব্যাপার বুঝতে চায় না ক্রেমার, এই রোগ অন্য ব্যাঙ্কারদের মধ্যেও দেখেছি আমি। যাক্‌গে, আরও কয়েকটা ডুনাট হবে, ব্যাট? দারুণ হয়েছে! ডীন দেখছি এখনও আসছে না। ওর জন্য কতক্ষণ যে অপেক্ষা করতে হবে, কে জানে!'

'সবুরে মেওয়া ফলে, জজ!'

'মেওয়ার দরকার নেই, ডুনাট হলে দিব্যি রাজি আছি।'

মাথায় ভোঁতা দপদপে ব্যথা নিয়ে ঘুম ভাঙল ডীন ফস্টারের। ঝাড়া কয়েক মিনিট স্থিরভাবে শুয়ে থাকল ও, দেয়ালে লাগানো ওয়ালপেপারের দিকে তাকিয়ে আছে। জানালা দিয়ে বিকালের মিঠে রোদ উঁকি দিচ্ছে ঘরে, ঝিরঝিরে বাতাসে কাঁপছে পর্দা।

চোখ বুজে কান পাতল ডীন। রান্নাঘরে টুকটাক শব্দে বোঝা যাচ্ছে কাজ করছে ক্লারা। উঠতে ইচ্ছে করছে না ওর, এভাবে শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে।

চিন্তাটা বাতিল করে দিল ডীন। বিছানায় শুয়ে খুনের কিনারা করা যাবে না। সবাই এখন উইল সিটির রাস্তায় আশা করছে ওকে।

সতর্কতার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল ও। মাথা সামান্য ঘুরে উঠেছে, তবে মুহূর্তের জন্য। বিছানার কিনারা ধরে ভারসাম্য বজায়

রেখেছে। লম্বা দম নিয়ে সিধে হলো, তারপর চারপাশে তাকাতে জানালার উইন্ডোসিলে কিছু খড়ের টুকরো দেখতে পেল।

জিনিসটা শুধু খড় নয়, বরং খড় আর কাদা বা পশুর মল সহ লেগে আছে।

ক্লারার ঘরের জানালা এমন নোংরা থাকবে? অসম্ভব। নিজের বাড়ি সম্পর্কে এত সাবধানী ও যত্নবান মহিলা সারা জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখেনি ডীন। অথচ অমন নোংরা একটা জিনিস ঠিকই দেখতে পাচ্ছে। এর মানে হচ্ছে: ক্লারা ঘরদোর পরিষ্কার করে যাওয়ার পর কেউ জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে। খুব বেশি আগে কথা নয়, কারণ জিনিসটা ক্লারার সতর্ক চোখে ধরা পড়েনি।

খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগেছে ক্লারা, ডীনের ঘুমের ব্যাঘাত হবে ভেবে চুপিসারে রুম ত্যাগ করেছে, আর রাতে অন্ধকারের কারণে ওর চোখে পড়েনি। তারমানে গতরাতে কেউ জানালা পথে ঘরে ঢুকেছিল, বার্ন বা করাল থেকে এখানে এসেছিল লোকটা, যার কারণে উইন্ডোসিলে খড়সহ কাদা লেগে আছে।

দিনের বেলায় হয়তো কারও চোখে ধরা পড়ে যেত সে, কিন্তু রাত বলে নিরাপদে ঢুকেছে এবং বেরিয়েও গেছে।

খুব সম্ভবত ডীন রাত করে বাসায় ফিরে আসার আগেই ঘরে ঢুকেছিল লোকটা।

রাতের কথা মনে পড়ল ডীনের। বার্নে অন্তত দু'জন লোক ছিল। *তাদের একজন কি ওর বাড়ি থেকে বার্নে গিয়েছিল?*

অসম্ভব!

কিন্তু প্রমাণ হিসাবে খড় রয়েছে। তবে ফার্লোর বার্নই শুধু নয়, খড় পাওয়া যাবে এমন বিশ-ত্রিশটা জায়গা রয়েছে শহরে।

জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকল কেন? নইলে উইন্ডোসিলে খড় লেগে থাকত না। ক্লারা হলে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকত, অন্য কোন উপায় ওর সঙ্গে খাপ খায় না, আর মর্নি নিশ্চয়ই তখন গভীর ঘুমে ছিল।

সেক্ষেত্রে, বার্ট জেপসন?

ধরা যাক বার্টই ঢুকেছে। জানালা পথে বাড়িতে ঢোকার জন্য এ-কামরাটা জুতসই, বিশেষ করে জানালাগুলো যেহেতু চওড়া এবং বাড়ির পিছন দিকে–অন্য অংশের তুলনায় খোলামেলা নয়। সামনের পার্লার খুব কম ব্যবহার করা হয়, বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে, যেমন–যদি কখনও প্রীচার বেড়াতে আসে। পার্লার দিয়ে ঢুকবে না বার্ট, আর রান্নাঘরের জানালা এমনিতে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে, ওটাও ব্যবহার করবে না।

নির্ঘাত বার্টই···কিন্তু কোথায় গিয়েছিল সে? কেন গিয়েছিল? মাঝরাতে স্টেবলে কী কাজ থাকতে পারে ছেলেটার?

সতর্কতার সঙ্গে কাপড় পরল ডীন যাতে কোনভাবে মাথায় ঝাঁকি লেগে ব্যথা বেড়ে না-যায়। বুট পায়ে গলিয়ে কোমরে গানবেল্ট ঝোলাল। বরাবরের মত পিস্তলের চেম্বার পরখ করল। এমনকী মাসের পর মাস পিস্তল ব্যবহার না-করলেও অভ্যাসটা চালু রাখে ডীন।

রান্নাঘরে ঢুকল ও। জানালা দিয়ে করালে দেখতে পেল ছেলে দুটোকে। ল্যাসোর ফাঁস বানিয়ে করালের পোস্ট তাক করছে। বার্টের জন্য এসব নতুন কিছু নয়, দড়ি চালানোয় দক্ষ সে, তবে মর্নির জন্য হাতেখড়ি।

পদশব্দ পেয়ে ঘুরে তাকাল ক্লারা। 'করেছ কী, ডীন! উঠে এলে কেন? ডাক্তার রীভস বলেছে···'

'জানি কী বলেছে,' বাধা দিয়ে বলল ও। 'এক কাপ কফি হবে?'

'বসো, প্লীজ!' চকিতে ডীনের পুরো মুখমণ্ডল দেখে নিল ক্লারা, কফিপট থেকে মগে কফি ঢালল। 'কতটা অসুস্থ তোমার নিজেরই ধারণা নেই। খুব রুগ্ন আর রক্তশূন্য দেখাচ্ছে তোমাকে! এ-সময় তোমার বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না, ডীন, বিশেষ করে সকাল নাগাদ যেহেতু রোদ বেড়ে যায়।'

'বিশেষ কোন কাজ নেই, দু'একটা কাগজপত্র দেখব শুধু,' আশ্বস্ত করল ডীন। 'রাতে আশপাশে কোন শব্দ শুনতে পেয়েছ?'

'আশপাশে?' স্টোভ থেকে ফিরে তাকাল ক্লারা, বিস্মিত। 'না তো। কিছু ঘটেছে নাকি?'

'কাউকে জিজ্ঞেস কোরো না। রাতে বোধহয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল বার্ট।'

'দূর! কী যে বলো না,' প্রথমে পাত্তা না-দিলেও পরমুহূর্তে সন্দেহ প্রকাশ করল ক্লারা। 'হতেও পারে...তবে ওকে বেরিয়ে যেতে দেখিনি।'

নিচু স্বরে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করল ওরা। বার্ট কি বিশেষ কিছু জানে, যেটা ওকে বলেনি? ভাবছে ডীন। জিজ্ঞেস করতে হবে, তবে এখনই নয়। সুযোগ আসবে। যখন মর্নি ধারে-কাছে থাকবে না এবং দু'জনে নিরালায় আলাপ করতে পারবে।

'যাহ্, ভুলেই গিয়েছিলাম!' হঠাৎ মনে পড়ে যেতে খানিকটা বিব্রত স্বরে বলল ক্লারা। 'ইনজুন খবর দিয়ে গেল তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় টিম চেকো। আর জেফ ক্রেমার বলে গেছে সময় নিয়ে ওর সঙ্গে যেন দেখা করো। বলল জজের সঙ্গে নাকি ওর কথা হয়েছে।'

ওকে কী বলতে চায় টিম চেকো?

আট

ধীর পায়ে রাস্তায় চলে এল ডীন ফস্টার, বামে মোড় নিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে এগোল। পেরিয়ে যাবে, এ-সময় দরজায় ঠকঠক শব্দ শুনে

দেখল কাচের ওপাশ থেকে ওকে ডাকছে অ্যাশলি হ্যাগার্ড।

উল্টো ঘুরে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল ডীন।

'কাজ ছাড়া ভাল লাগে না?' অনুযোগের সুরে বলল অ্যাশলি। 'এখন তো তোমার বিশ্রাম নেওয়ার কথা। মেরি প্রাইনের জন্য অপেক্ষা করছি।'

'আসবে ও?'

'হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে ওর এক কাউহ্যান্ড। খবর পেয়েছি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে শহরে আসছে মেরি।' খুঁটিয়ে ডীনকে দেখল ওর বন্ধু। 'খাইছে, তোমার অবস্থা দেখছি আসলেই খারাপ! ব্যাটা বেশ জোরেই মেরেছে। এমন আচমকা মার হওয়ায় তীব্রতা বেশি ছিল। কে ভাবতে পেরেছে পরিত্যক্ত বার্নে লুকিয়ে থাকতে পারে কেউ।'

'জানতাম কেউ আছে ওখানে,' অন্যমনস্ক সুরে বলল ডীন। 'তবে আশা করিনি ব্যাটা আমার চাঁদি ফাটাতে চাইবে।'

'তুমি *জানতে?*'

'হ্যাঁ। লোক একজন নয়, দু'জন ছিল। এবং এদের একজন অন্যজনের উপস্থিতি সম্পর্কেও জানত না।'

'অবস্থা তা হলে বেশ খারাপ! ডীন, সাবধানে চলাফেরা কোরো, বিশেষ করে রাতে টহল দেওয়ার সময়। গলির মুখে বা অন্ধকার কোণে কে কখন ঘাপটি মেরে থাকে! বোঝা যাচ্ছে কেউ একজন তোমার উপর মহা চটে আছে, সুযোগ পেলে মাথা ফাটিয়ে ছাড়বে।'

ক্ষণিকের জন্য থামল অ্যাশলি। পরে যোগ করল, 'সাহায্য লাগলে দ্বিধা কোরো না, ডীন, তোমাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হব। একই সুযোগ পেলে আমার মত বেশ কয়েকজনই খুশি হবে। তা হলে তোমার উপর চাপ কমবে, বিশ্রাম জুটবে আর শহরেরও রক্ষা হবে।'

'সাহায্য ইতোমধ্যে জুটে গেছে।'

'জুটে গেছে? কে?'

'খুনি নিজে সাহায্য করছে আমাকে। ভড়কে গেছে সে। আমি এমন কিছু করেছি বা করতে পারি যা তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। আমার সঙ্গে কথা বলার আগেই শন জেপসনকে খুন করেছে। শন নেশার ঘোর কাটিয়ে উঠছিল।

'শনকে তো চিনতে। বোতলের পর বোতল শেষ করে দিত। টানা খেতে থাকত, নেশার মধ্যে দিনের পর দিন চলে যেত ওর। ও যেহেতু নিজ থেকে নেশার ঘোর থেকে মুক্ত হতে চাইছিল, তারমানে নির্দিষ্ট কারণ ছিল। কিছু একটা জানত ও এবং সেটা আমাকে বলতে চেয়েছিল। শনকে যদি চিনে থাকি, তা হলে আমি নিশ্চিত জিনিসটা ও কোথাও লিখে রেখেছে, কারণ নিজের বেতাল অবস্থা সম্পর্কে ধারণা ছিল ওর, জানত ভুলে যেতে পারে বা সুস্থির হওয়ার আগেই আবার নেশা শুরু করতে পারে।'

'বার্টকেও বলে থাকতে পারে।'

'উঁহুঁ, বার্টকে বলেনি। বাচ্চারা কথা বেশি বলে, তা ছাড়া ছেলেকে এসবের সঙ্গে জড়াতে চায়নি ও। মোদ্দা কথা হচ্ছে, যেভাবে হোক একটা রেকর্ড রেখে গেছে শন।

'জানোই তো, একসময় ওর সঙ্গে কাজ করেছি। তা ছাড়া, আমার র‍্যাঞ্চেও কাজ করেছে সে। বেশ কয়েকবার দেখেছি নেশা চাপলে আগে থেকে কীভাবে যেন টের পেয়ে যেত ও, র‍্যাঞ্চের জরুরি কাজের কথা আমাকে বা অন্য কাউকে জানিয়ে দিত, কিংবা লিখে রাখত।

'মদ ওর দুর্বলতা হতে পারে, কিন্তু একইসঙ্গে দায়িত্ববোধও কাজ করত ওর মনে...আর শন জানত আইনের ব্যাপারে আমি সবসময়ই আপসহীন।'

'সেক্ষেত্রে খুনি ওর বাড়িতে হানা দেওয়ার আগেই তোমার যাওয়া উচিত।'

'চিন্তা কোরো না, যাব।' চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল

ডীন। 'যাই। ক্রেমারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

পোস্ট অফিসের দরজায় ম্যাগি কার্মেনকে দেখতে পেল ডীন। চোখের ইশারায় ওকে ডাকল মহিলা। সামনে যেতে নিচু স্বরে বলল, 'পারলে মিসেস হুইটসেটের সঙ্গে দেখা কোরো। মহিলা নিজে বলছিল আমি যেন তোমাকে বলে-কয়ে পাঠিয়ে দিই। ওর শরীর বেশ খারাপ। জানোই তো, স্বামী-স্ত্রী কেমন আদর করত তোমাকে।'

বুকে অপরাধবোধের তীক্ষ্ণ কাঁটা অনুভব করল ডীন। 'জানি...' আমতা আমতা করে বলল ও। 'অনেকদিন হলো ওর সঙ্গে দেখা করা হয় না। আজই যাব।'

'উঁহুঁ, ডীন, এখনই যাও। কেন যেন তোমার ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন মনে হলো ওকে। কী জানি, ভুলও হতে পারে। কিন্তু বলল জরুরি ভিত্তিতে যেন তোমাকে ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দিই।'

'বেশ,' মুখে বললেও ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়েছে ডীন। ঠিক এখনই মিসেস হুইটসেটের সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা ছিল না, বরং ব্যাঙ্কারের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল। জেফ ক্রেমার নিজে খবর দেওয়ার মানে হচ্ছে পেটের খবর উগরে দেবে। তা ছাড়া, মিসেস হুইটসেটের বাড়ি যেতে হলে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। এ-মুহূর্তে হাঁটতে বা স্যাডলে চড়তে ইচ্ছে করছে না ওর।

'বেশ, যাব,' আবার বলল ও।

ঘাড় ফেরাতে লেন্স আর্থারকে *করাল* সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে সিগার ফুঁকতে দেখতে পেল ডীন। নিবিষ্ট মনে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সেলুন মালিক। ধারে-কাছে চ্যাকন বা হার্কলের চিহ্ন নেই বটে, কিন্তু ডীন জান বাজি রেখে বলতে পারবে ধারে-কাছে আছে ত্যাঁদোড় দুটো।

জেলের সামনে বিগ ইনজুনকে দেখে টিম চেকোর কথা মনে পড়ল ডীনের। আধা-ইন্ডিয়ান কয়েদীও কথা বলতে চেয়েছে ওর সঙ্গে। এখনই সবার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না যখন, একজন

একজন করে সারতে হবে।

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে রাস্তা পেরিয়ে ব্যাঙ্কের দিকে এগোল ও। জেঙ্কিন্স হাউসের পাশে ক্রেমারের নিজস্ব বাসভবন, আর তারও আধ-ব্লক দূরে ব্যাঙ্ক।

মিসেস হুইটসেটের বাড়ি মূল শহর থেকে একটু দূরে। পাহাড় আর টিলার সারির কোলে ছোট্ট কিন্তু সুদৃশ্য বাড়ি। সামনে ফুলের বাগান। পিছনে এক চিলতে বন। ফটক খুলে দুই সারি ফ্লাওয়ার বেডের মাঝখানের ওঅক ধরে এগোল ডীন। করাঘাত করার পর ভিতরে মহিলার পদশব্দ শুনতে পেল, শ্লথ ও অস্পষ্ট, এমনকী দরজার কাছে আসার পরও তেমন জোরাল মনে হলো না।

মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ডীন, আশা করছে চুল হয়তো উষ্কখুষ্ক হয়ে যায়নি। সহাস্যে দরজা খুলল মিসেস হুইটসেট, তবে ক্ষীণ হয়ে গেছে হাসি। 'দুষ্ট ছেলে ডীন ফস্টার! পাক্কা কয়েক মাস হয়ে গেল আমার সঙ্গে দেখা করতে আসোনি তুমি!'

'দুঃখিত, ম্যা'ম। আসার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ব্যস্ততার কারণে...'

'বাজে বকো না! তুমি আসলে আমার কথা ভুলেই গিয়েছিলে! ভিতরে এসো, সান,' অকৃত্রিম স্নেহ ঝরে পড়ল মহিলার কণ্ঠে। 'তোমার প্রিয় কুকি উঠিয়ে রেখেছি। এখন আর আগের মত সুস্বাদু তৈরি করতে পারি না, তবে তোমার জন্য তুলে রেখেছি। তোমার ছেলেবেলায় যেমন রাখতাম।'

টেবিলে এসে বসল ডীন। খেয়াল করল আগের চেয়ে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে মিসেস হুইটসেট। চলাফেরা মন্থর, কষ্টকৃত ও আয়াসসাধ্য। জরা গ্রাস করেছে।

নীল-সাদা থালায় ডজন খানেক বিস্কুট পরিবেশন করে নিজের প্রিয় রকারে গিয়ে বসল ইভলিন হুইটসেট। চেয়ার টেনে নিয়ে মহিলার সামনে বসল ডীন।

'তুমি যেহেতু ব্যস্ত মানুষ, অযথা বকবক করে তোমার সময়

নষ্ট করব না,' বলল সাবেক মার্শালের স্ত্রী। 'লোকের মুখে শুনলাম শহরে আসা অচেনা লোকটার খুনিকে খুঁজছ। সেই একই লোক বোধহয় গতকাল আমাদের শনকে খুন করেছে।

'খুব ভাল ছেলে ও, সত্যিকার মানুষ। তোমার মতই একসময় আমার হয়ে কাজ করেছে। জর্জের সঙ্গেও ছিল কখনও কখনও। জর্জ ওকে বিশ্বাস করত...কিছু কিছু ব্যাপারে আলাপও করেছে। সম্ভবত সারা জীবনে আমার সঙ্গেও অত কথা বলেনি জর্জ।

'এর কারণ জর্জের মতে মহিলাদের অপরাধ বা খুন-জখমের বাইরে রাখা উচিত। হয়তো সেজন্যই আমাকে তেমন কিছু বলত না আর বিশ্বস্ত বলে শনের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করত। জর্জ কী ভাবত বা ওর কাজের ধারা সম্পর্কে বেশ জানত শন।

'যেমন টিপ এলগারের মৃত্যুর ঘটনা। জর্জ নিশ্চিত ছিল ওটা খুন। আমাকেও বলেছে—নির্জলা খুন। কোন সন্দেহ নেই। আমার সামনেই শনকেও একই কথা বলল।

'টিপকে কে খুন করবে, কেনই বা খুন করবে? মামুলি এক পাঞ্চার ছাড়া তো কিছু ছিল না সে। একেবারে নিরীহ। নিজের চরকায় তেল দিত, অন্যের ব্যাপারে খুবই উদাসীন ছিল সে। অথচ তারপরও বিনা দোষে খুন হয়ে গেল বেচারা...

'জর্জের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ অচেনা লোকের হাতে খুন হয়েছে টিপ। খুনের সুনির্দিষ্ট মোটিভ ছিল। টিপ তার খুনিকে চিনতও না। কিন্তু তারপরও খুন হলো কেন? প্রশ্নটা নিজেকে হাজারবার করেছে জর্জ, এবং সম্ভাব্য একটা উত্তরই পেয়েছে: গোপন কোন তথ্য জেনে গিয়েছিল টিপ, কিংবা খুনি ভেবেছিল সে জানে।

'জানোই তো, গোয়েন্দাগিরিতে বেশ সফল ছিল জর্জ। এতে যে ধৈর্য লাগে, সেটা ছিল ওর। প্রায়ই বলত দুনিয়ায় নিশ্ছিদ্র বা প্রমাণহীন কোন অপরাধ ঘটেনি বা সম্ভব নয়, বরং অপর্যাপ্ত তদন্তের কারণে অপরাধ প্রমাণিত হয় না বা খুনি ধরা পড়ে না। বহুদিন ধরে এলগারের খুনের ওই রহস্যের পিছনে লেগে ছিল

জর্জ, এবং ধৈর্যের সুফলও পেল একদিন। খুনির একেবারে কাছে চলে গিয়েছিল, আর ঠিক এ-কারণেই মরতে হয়েছে ওকে।'

'তুমি মনে করো খুন হয়েছে জর্জ হুইটসেট?'

'শুধু মনে করি না, নিশ্চিত জানি। জর্জ যখন বাড়ি ফিরে এল না আমার কথায় কেউ কান দেয়নি, ভেবেছে উদ্বিগ্ন এক বুড়ি বাজে বকছে। কাজ শেষে হয়তো ঠিকই বাড়ি ফিরে আসবে জর্জ। কিন্তু দু'দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর তালাশে নামল লোকজন। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পেল পুরো জায়গা জগাখিচুড়ি হয়ে আছে, একেবারে ক্লিফের কিনারা পর্যন্ত। কোন চিহ্নই উদ্ধার করা সম্ভব হলো না।'

কফির কাপ নামিয়ে রাখল বুড়ি। 'ডীন, ঘোড়ায় চড়তে শেখার আগ থেকে গরু পাঞ্চ করছ তুমি। কখনও দেখেছ বিশ বা ত্রিশটা গরুর পাল ক্লিফের কিনারায় যায়, যদি না ওগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় কেউ?

'গরুর খুরের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল সব চিহ্ন। নিশ্চিত কারসাজি এটা, কেউ গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। একটা গরু হয়তো ক্লিফের কিনারে হেঁটে যেতে পারে, কিন্তু গরুর পাল? অসম্ভব! যদি না কেউ ক্লিফের কিনারে ওদের যেতে বাধ্য করে। জায়গাটা সচরাচর গরুর ট্রেইল থেকে যথেষ্ট দূরে ছিল এবং সেখানে কোন ঘাসও ছিল না।'

নিজের কাপ নামিয়ে রাখল ডীন। জর্জ হুইটসেট বুদ্ধিমান লোক ছিল। স্বামীর মত ইভলিন হুইটসেটও ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। হাঁটতে শেখার পর থেকে মহিলাকে দেখছে...বরাবর হাসি-খুশি, বুদ্ধিমতী, মায়াবতী ও অতিথিপরায়ণ মনে হয়েছে।

পশ্চিমে নানা ভাবে মারা পড়ে মানুষ, কিন্তু ক্লিফের কিনারা দিয়ে যাওয়ার সময় একটা ভারী পাথর মাথায় পড়ে মৃত্যু সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাস্তব।

'ওর সন্দেহের তালিকায় ছিল এমন কারও নাম বলেছে বা

আভাস দিয়েছিল তোমাকে, ম্যা'ম?' জানতে চাইল ডীন।

'সাধারণত কাজের কথা বাড়িতে আলাপ করত না জর্জ। কালেভদ্রে দু'একটা কথা বলত। তবে এ-ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা ছিল ওর, সম্ভবত খুনির পরিচয় নিশ্চিত জানত। কিন্তু আমাকে কিছু বলেনি। কেউ যদি জেনে থাকে, তো সেই লোক হচ্ছে শন জেপসন। এজন্যই সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল শন।'

'তোমার সঙ্গে? সত্যি?'

'জ্বী, স্যার! সত্যি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। খুব তাড়ার মধ্যে ছিল ও, উদ্বিগ্নও মনে হলো। বলল কোনভাবে তোমার সঙ্গে এখানে ওর দেখা করিয়ে দিতে পারব কি-না যাতে ব্যাপারটা কাকতালীয় দেখায়। খুবই গোপন কী আলাপ আছে যেন, আর কিছু বলেনি আমাকে। বলল সঙ্গত কারণে সরাসরি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না।'

'কেমন ছিল ও তখন? নেশাগ্রস্ত?'

'তা নয়, তবে নেশা কাটতে শুরু করেছিল। জানোই তো, অমন সময়ে কেমন হয়। ঘোর কেটে যাওয়ার মুহূর্তে খুন হয়ে গেল বেচারা। কী একটা ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন ছিল ও, কিন্তু আমাকে বলতে রাজি হয়নি। বরং যুক্তি দেখাল জীবিত থাকা অবস্থায় এসব খুনোখুনির সঙ্গে আমাকে জড়ায়নি জর্জ, আর এখন সেটা করার অধিকার ওর নেই। শুধু বলল খুব দ্রুত তোমার সঙ্গে দেখা করতে হবে...খুবই জরুরি। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই খুন হয়ে গেল বেচারা।'

অস্বস্তিতে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল ডীন। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে প্রতিবাদ করল পুরানো চেয়ার। চিন্তিত মনে কাপ তুলে চুমুক দিল ও। প্রথমে টিপ এলগার, তারপর হুইটসেট, আগন্তুক এবং এখন জেপসন...দুই বছরেরও কম সময়ে চারটা রহস্যময় খুন হয়েছে। দুটোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুবই অল্প। এক সপ্তাহও নয়।

'জর্জ বেঁচে থাকলে ভাল হত,' বলল ডীন। 'মার্শাল না থাকলেও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারত আমাকে। গোয়েন্দা নই আমি, মার্শাল হিসাবেও তেমন সফল নই, ম্যা'ম। বেতাল দেখলে দু'একটা মাতালকে ধরে জেলে ভরে দিই, রাতে লম্বা ঘুম দিয়ে সুস্থির হয়ে যায় সে, সকালে তাকে বাড়ি চলে যেতে দিই। ব্যস, এই হচ্ছে আমার কাজ।'

'অত বিনয় করার দরকার নেই, ডীন। জর্জ নিজেই বলত ওর উত্তরসুরি হওয়ার জন্য তুমি সবচেয়ে যোগ্য লোক। যে-কোন কাজে লেগে থাকতে জানো, ধৈর্য আছে, এটাই নাকি সবচেয়ে বড় গুণ হতে হয় লম্যানদের।'

কাপ নামিয়ে রাখল ডীন। কত কিছুই জানা নেই ওর। ব্যাজ পরে রাস্তায় টহল দেওয়ার চেয়েও দুনিয়ায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে।

পশ্চিমে খুন নতুন নয়। অস্থির সময় অতিবাহিত করছে মানুষ, তবে দিন বদলে যাচ্ছে, যার প্রমাণ এই শহরে রয়েছে। বড়জোর চার বছর হবে বয়স, কিন্তু উইল সিটির ধূলিময় রাস্তা, বিরূপ আবহাওয়ায় মলিন অথচ সদ্য তৈরি ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো দালান বা ব্যবসা-কেন্দ্রে স্থায়িত্বের ছাপ পড়তে শুরু করেছে। নানা জাতের মানুষের সমন্বয়ে সুস্থির একটা সমাজ গড়ে উঠছে। লোকে ব্যবসা করছে, গল্প করছে, মত বিনিময় হচ্ছে, প্রার্থনা করছে বা একে অন্যের কাছ থেকে জানছে বা শিখছে। চার বছরে অবিন্যস্তভাবে গড়ে ওঠা উইল সিটি সভ্যতার ছোঁয়া পেয়ে গেছে, সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ এখানকার অহঙ্কার, ভবিষ্যতে শান্তিপূর্ণ এক লোকালয় হওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এখানে।

মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। মানুষের নিয়তি। অস্থির দেশে অস্বাভাবিক মৃত্যু অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। শুধু বুলেট বা তীরের কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু হয় না, বরং অন্যভাবেও হতে পারে–যার সবই নৃশংস।

স্ট্যাম্পিড, ক্ষিপ্ত গরু বা ষাঁড়ের শিঙের খোঁচা, বুনো মাসট্যাঙের পিঠ থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ে ঘোড়ার খুরের নীচে পিষ্ট হওয়া, ক্ষুৎপিপাসা বা প্রচণ্ড শীতে জমে যাওয়া...সবই অস্বাভাবিক কিন্তু নৃশংস মৃত্যুর কারণ। এছাড়াও পাহাড়ে বা মরুভূমিতে মৃত্যুর আরও ডজনখানেক কারণ আছে, যার সবই জীবনের অংশ হিসাবে মেনে নিয়েছে পশ্চিমের মানুষ।

নিজেদের দ্বন্দ্ব ফয়সালা করতে পিস্তল ধরে মানুষ, এটাই রীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। পিস্তল এখানে সবচেয়ে সুলভ ও কার্যকরী অস্ত্র। সবচেয়ে ব্যবহৃতও।

কিন্তু খুন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ নয় এটা, বরং সমাজের বিরুদ্ধেও। একজন খুনি সামাজিক আচার বা রীতি-নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখায়। একজন মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার হরণ করে। একটি পরিবারকে অসহায় করে তোলে। ঘৃণ্য খুনির শাস্তি না হওয়া মানে সভ্যতাকে পিছনে ঠেলে দেওয়া, শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ করা।

'ম্যা'ম,' অনেকক্ষণ পর বলল ডীন। 'দায়িত্ব পালন করতে চাই আমি। খুনিকে খুঁজে পেলে তাকে জজের সামনে হাজির করব। যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করতে চাই না আমি, কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তেমন পরিস্থিতি নাও আসতে পারে। খুনি যেই হোক, কোন কারণে অস্থির বোধ করছে এবং আমার ধারণা আরও খুন করবে। কী জানো, সে আমাদেরই একজন। শহরের কেউ।'

'সঠিক বলা মুশকিল। শুনলাম মৃত লোকটার সঙ্গে বেশ টাকা ছিল। সেই টাকা এখন কোথায় বা কার কাছে? জর্জ প্রায়ই বলত চোর টাকা খরচ করবেই। পঞ্চাশজনের মধ্যে একজনও সেটা লুকিয়ে রাখতে পারে না। চোর ধরতে হলে টাকা খরচ করতে দিতে হয়। চুরির টাকায় এরা বড়লোকী ফলায়। কড়া নজর রাখলে ঠিকই ধরা পড়ে।'

'কিন্তু বেশিদিন অপেক্ষা করার উপায় নেই, ম্যা'ম। অন্য কেউ খুন হয়ে যাবে। ভাল কথা, লেন্স আর্থারের সন্দেহ আগন্তুক খুবই বনেদী পরিবারের লোক, যার খোঁজে ওর স্বজনরা শহরে চলে আসতে পারে। এরা খুব একাট্টা এবং বেপরোয়া। খুনের কিনারা করতে না পারলে শহরে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারে।'

'আসুক না! বিস্তর অস্ত্র আছে আমাদের। কেউ যুদ্ধ করতে চাইলে তাকে বা তাদের আমরা নিরাশ করব না। এই শহরের সব তরুণ বা যুবক তো বুড়িয়ে যায়নি। বিদ্রোহী ক্যাভালরিতে মেজর ছিল জেফ ক্রেমার। এখন হয়তো পুরোদস্তুর ব্যাঙ্কার বনে গেছে, কিন্তু ডেস্কের পিছনে একটা রাইফেল আর ড্রয়ারে নেভি কোল্ট রাখে সে।

'স্টেজ কেরানি ফ্রেড কালভার কম কীসে? শেরম্যানের সঙ্গে ডুয়েল লড়ে টিকে আছে। রাইফেলে খুবই দক্ষ। চার-পাঁচবার বুনো ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়েছে।

'সবে যুদ্ধ শেষ হলো। এই যুদ্ধে প্রায় সব মানুষই লড়েছে। শক্রতা ভুলে গেলেও লড়াই ভুলে যায়নি এরা। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়ার কথা বাদই দিলাম। সবচেয়ে বড় কথা, এদের প্রত্যেকে মাংসের জন্য শিকার করে এসেছে। কেউ যখন এমন শহরে ঝামেলা করতে আসে, সেক্ষেত্রে বুটহিলে সাড়ে তিন হাত জায়গা দখলের দাবিদার হয়ে যায় সে।'

ক্ষণিকের জন্য থামল মিসেস হুইটসেট। 'আমার মনে হয় বার্ট জেপসনের সঙ্গে তোমার কথা বলা উচিত, ডীন। বাপের মতই চালাক-চতুর ছেলে, শনের চেয়ে এক কাঠি সরেস হওয়াও বিচিত্র নয়। শহরের সব খবরই রাখে সে। দেরি কোরো না, ডীন! বিশ্বাস করো, শন খুবই ভড়কে গিয়েছিল, কোন ব্যাপারে ভয় পাচ্ছিল। আমার ধারণা ভয়ঙ্কর কিছু একটা জেনে গিয়েছিল ও।'

'বেশ, কথা বলব ওর সঙ্গে,' উঠে দাঁড়াল ডীন, হাতে হ্যাট

নাড়াচাড়া করছে। 'জর্জ সন্দেহ করছিল এমন কারও কথা জানো না তুমি?'

'না, ডীন। জর্জকে তো চেনোই। খুবই চাপা স্বভাবের ছিল। অযথা ঝুঁকি নিত না, কাউকে সহজে বিশ্বাসও করত না। ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে তেমন কিছু বলত না, অন্তত তাই মনে করি আমি।

'বলতে চাইছি, মানুষ পছন্দ করত জর্জ, কিন্তু তাদের কাছে কিছুই প্রত্যাশা করত না। অন্যের কাছে ওর চাওয়া ছিল না বললে চলে। ও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত মানুষ মাত্রই ভুল করে। খুব বিশ্বাসযোগ্য মানুষও দুর্বল মুহূর্তে মুখ ফস্কে যে-কোন তথ্য বলে ফেলতে পারে। কারও কারও অতটা সচেতনতা বা দায়িত্ববোধও নেই। ক্রটিহীন মানুষ আছে বলে মনে করত না জর্জ, এবং মজার ব্যাপার, নিজেকেই সবচেয়ে ক্রটিপূর্ণ মনে করত ও।'

দরজার দিকে এগোল ডীন। মহিলার কথাগুলো ভাবছে। কী যেন একটা আছে ইভলিন হুইটসেটের কথায়। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'ম্যা'ম? নোট রাখার অভ্যাস ছিল না জর্জের? কখনও কি রাখেনি? বলতে চাইছি, যখন কোন কেস নিয়ে কাজ করত ও? সবই কি মাথায় জমা রেখে দিত?'

'সিংহভাগ। তবে সবসময় নয়। আমার ধারণা শেষ অর্থাৎ টিপ এলগারের কেসে নোট রেখেছিল ও, যদিও আমার চোখে পড়েনি। বলেছি তো, বাড়িতে এ-নিয়ে আলাপ করত না। মাঝে মধ্যে শহরের বাইরে থেকে ফিরে এসে হয়তো বলত কিংবা কোথাও যাওয়ার আগে বলে যেত। মৃত্যুর দিনও বলে গিয়েছিল।'

'কোথায় যাচ্ছিল ও?' প্রশ্নটা করার সময় ডীনের উপলব্ধি হলো এ-ব্যাপারে সামান্য ধারণাও নেই ওর। আদপে এ নিয়ে কেউ ভাবেওনি বা প্রশ্ন তোলেনি। ঘটনার সময় এলাকায় ছিল না ও, ঘটনাটা অন্যের মুখে শুনেছে। তারও মাস খানেক পর মার্শাল হিসাবে নিয়োগ পেয়েছে। নিজের র‍্যাঞ্চ বাঁচানোর প্রাণান্ত চেষ্টা

করছিল ও তখন।

'মেরি প্রাইনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল। জানো বোধহয়, ওরা অনেক দিনের বন্ধু। হার্ভে প্রাইনের সঙ্গে জীবনে বিস্তর সময় কাটিয়েছে জর্জ, একসঙ্গে রাইড করেছে। হার্ভের বিয়ের পরও ওদের বন্ধুত্ব টিকে ছিল, এবং মেরিও তৃতীয় বন্ধু হিসাবে শামিল হয়। দু'জনে মিলে চিহুয়াহুয়া থেকে এখানে গরু এনেছে ওরা। র‍্যাঞ্চের জায়গাটা জর্জ নিজে পছন্দ করে দিয়েছিল ওদের।'

দরজার নব ঘুরাল ডীন, তারপর কবাট মেলে পা বাড়াল।

পিছনে রকার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে মিসেস হুইটসেট। 'ওহ্, ভুলেই গিয়েছিলাম! কী যে হয়েছে আজকাল, সব মনে থাকে না! ডীন, আচমকা মরে গেলেও আমার কাছে স্যাডল-ব্রিডলের কথা বলে গেছে জর্জ। ব্রিডলটা পাবে শন, স্পার পাবে বার্ট, আর ওর সুন্দর স্যাডলটা তোমাকে দিতে বলেছে।

'বলল একটু ঘষামাজা করে নিতে হবে। তুমি নাকি এসবে দক্ষ বেশ? জর্জ তো আশা করেছে চাইলে ওটাকে নতুনের চেয়েও চকচকে আর সুন্দর বানিয়ে ফেলতে পারবে তুমি। ইচ্ছে করলে ওটা এখনই নিয়ে যেতে পারো।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম।' হেঁটে পোর্চে বেরিয়ে এল ডীন। চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল। মিসেস হুইটসেটের কথায় খানিকটা অবাক হয়েছে। অনেকদিন আগে মারা গেছে জর্জ, অথচ স্যাডল-ব্রিডলের উত্তরাধিকার সম্পর্কে জানতে পারল আজ। তবে ইদানীং মহিলার সঙ্গে ওর দেখা হয়নি বললে চলে। বয়স্ক মানুষ, ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক।

মাথায় টনটনে ব্যথা হচ্ছে। মনে হচ্ছে ডান ভুরুর গভীরে কে যেন হাতুড়ি দিয়ে ঠোকাঠুকি করছে। চুলে আঙুল চালিয়ে মাথায় হ্যাট চাপাল ও।

আরে, স্যাডলটা নিয়ে যেতে হবে! বুড়ির দোষ কী, ও নিজেই মাত্র ভুলে গেছে।

বাড়ির পাশ ঘুরে পিছনে ছোট্ট বার্নে ঢুকে পড়ল ডীন। দেয়ালের আঙটার সঙ্গে ব্রিডলটা ঝুলছে, যেমন রাখত জর্জ। আর লাগোয়া টেবিলের উপর রয়েছে স্পারজোড়া।

কিন্তু...স্যাডলটা উধাও হয়ে গেছে!

নয়

বার্নের ধূলিময় মেঝেয় বুটের ছাপ।

চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল ডীন। বার্নে লুকিয়ে থাকার মত জায়গা নেই। দ্রুত পায়ে বাইরে চলে এল, চকিত চাহনিতে দেখে নিল চারপাশ। উঁহুঁ, রাস্তা ছাড়া কোথাও নড়াচড়া নেই। বার্নের পিছন দিকে বড়সড় একটা ঝোপ রয়েছে, পাশে সরু রাস্তা, যেটা অ্যারোয়োর তলায় চলে গেছে—মনে পড়ল ডীনের।

সরু পথের দিকে দৌড় দিল ও। মচমচ করে উঠল ঝোপের ভিতর। ডীনের সন্দেহ হলো কেউ বোধহয় দৌড়ে পালাচ্ছে। চট করে পিস্তল তুলে নিল ও, তারপর শব্দের পিছু পিছু দৌড় দিল।

অ্যারোয়োটা কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। ফাঁকা। কেউ নেই কোথাও। থমকে দাঁড়িয়ে কান পাতল ডীন। উঁহুঁ, কোন শব্দ নেই...এমনকী পাতার মর্মরধ্বনি বা খসখসে আওয়াজও শুনতে পাচ্ছে না।

অ্যারোয়োর এক অংশের দিকে এগোতে গিয়েও নিবৃত্ত হলো। ট্র্যাক দেখতে পাওয়ার আশায় চকিত দৃষ্টি চালাল, কিন্তু নিরাশ হলো—অ্যারোয়োর তলা এখানে নিরেট পাথরে তৈরি। নিচু স্বরে খিস্তি করে পাশের অ্যারোয়োর দিকে এগোল ও।

এঁকেবেঁকে শহর থেকে দূরে সরে গেছে ওটা। ফিরে এসে দ্বিতীয় অ্যারোয়োর উদ্দেশে এগোল ডীন। পাহাড়ের দিকে চলে গেছে এটা। অন্য একটা শাখা বাঁক নিয়ে শহরের পিছন দিক হয়ে উত্তরে চলে গেছে। প্রথমে এটায় খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মাথায় আসেনি। ওটা ধরে গেলে কারও চোখে ধরা না পড়ে সরে যেতে পারবে নিজের পথে, অমন ডজনখানেক জায়গা আছে। স্যাডল-চোর নির্ঘাত এই পথে গেছে।

স্যাডলটা কি সঙ্গে নিয়ে গেছে? মনে হয় না। ভারী স্যাডল হাতে দৌড়ানো কঠিন। সম্ভবত কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছে।

বাড়ির কাছে ফিরে এল ডীন। ঝোপের যেখানে ডালপালা ভাঙার শব্দ শুনতে পেয়েছিল, সেখানে এসে তালাশ করল। মিনিট কয়েকের মধ্যে পেয়েও গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে স্যাডলটা ছুঁড়ে ফেলে পালিয়েছে চোর, বুঝে গিয়েছিল ওটা সঙ্গে নিয়ে ফাঁকি দিতে পারবে না ডীনকে, ঠিক ধরা পড়ে যাবে। স্যাডলটা কাঁধে চাপিয়ে হেঁটে রাস্তায় চলে এল ডীন।

ক্লান্তি লাগছে খুব। দৌড়াদৌড়ির ফলে মাথার ব্যথা শুরু হয়েছে নতুন করে। রাস্তা পেরিয়ে *বন-টনে* গিয়ে ঢুকল ও। কিছু খেতে বা পান করতে আসেনি, স্রেফ জিরিয়ে নিতে চায়।

ঢুকেই প্রথম যে-চেয়ারটা খালি পেল, ধপ করে তাতে শরীর চাপিয়ে দিল। চারপাশে তাকাল, কেন যেন হঠাৎ অস্পষ্ট দেখছে চোখে। মাথা ঘুরছে।

দ্রুত পায়ে ওর টেবিলে চলে এল ব্যাট গ্র্যান্ডি, কফিপট আর কাপ নামিয়ে রাখল। 'শরীর ভাল তো, মার্শাল?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল *বন-টন* মালিক। 'দেখে মনে হচ্ছে বিশ মাইল দৌড়ে এসেছ।'

'মাথার আঘাতের জন্য এই দশা। সেদিন রাতে নিশ্চয়ই কঙ্কাশনে আক্রান্ত হয়েছিলাম। কিছুক্ষণ এখানে না বসলে হাঁটতে পারব না বোধহয়।'

'থাকো যতক্ষণ ইচ্ছে। জেফ ক্রেমারের সঙ্গে দেখা হয়েছে? খুঁজছিল তোমাকে।'

'পরে দেখা করব ওর সঙ্গে।'

'জর্জ হুইটসেটের স্যাডল না?' স্যাডল দেখে মন্তব্য করল *বন-টন* মালিক। 'খুবই পছন্দ করত ও এটা, তবে তোমারটা এরচেয়েও সুন্দর।'

'আমাকে এটা দিয়ে গেছে জর্জ।'

'মন্দ কী! বাড়তি স্যাডল থাকলে কাজে লাগে কখনও কখনও। বহুদিন ধরে এটা ব্যবহার করেছে জর্জ, বহু জায়গায় গেছে। কত স্মৃতি যে মিশে আছে এটার সঙ্গে!'

রান্নাঘরে চলে গেল গ্র্যান্ডি। এদিকে দুই বাহুর উপর মাথা ফেলে দিল ডীন। মাত্র কয়েকটা মিনিটের বিশ্রাম চাই। তারপর আবার হাঁটতে পারবে...

'ডীন?' অ্যাশলি হ্যাগার্ডের কণ্ঠ।

মুখ তুলে তাকাল ও। 'বসো, অ্যাশ। ক্লান্ত লাগছিল খুব, জিরিয়ে নিচ্ছি কিছুক্ষণ।'

'একেবারে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তোমাকে,' উদ্বিগ্ন দেখাল অ্যাশলি হ্যাগার্ডকে। 'ডীন, তুমি বোধহয় একটু বেশি সিরিয়াস হয়ে গেছ। অতটা না হলেও চলে, বিশেষ করে তোমার যা শারীরিক অবস্থা! দৌড়-ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে অসুস্থ করে তুলছ। তারচেয়ে কি আগে সুস্থির হওয়া উচিত নয়? তুমি বলেছ খুনি স্থানীয় কেউ। সে তো কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না, এখানেই আছে, তা হলে অত তাড়া কীসের?'

'ঠিক। ক্লারাও তাই বলছিল। কফি নেবে?'

দুটো কাপে কফি ঢালল অ্যাশলি। চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল ডীন। একটা ব্যাপারে অ্যাশলিকে ঈর্ষা করে ও। খুব ঠাণ্ডা মাথার ও আত্মবিশ্বাসী মানুষ ওর বন্ধুটি। নিজের উদ্দেশ্য এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন, জানে কী করতে হবে বা করা উচিত।

'যা গরম পড়ছে,' মন্তব্যের সুরে বলল অ্যাশলি। 'অমন একটা মাথা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছ। সাহস আছে তোমার! অচিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে অবাক হব না।' স্যাডলটা দেখতে পেল সে। 'আরে, মতলব কী তোমার? কোথাও যাবে নাকি?'

'জর্জ হুইটসেটের স্যাডল এটা। আমাকে দিয়ে গেছে।'

'তোমার নিজেরই তো আছে একটা। আর লোকে একটার বেশি সাধারণত ব্যবহার করে না।'

শ্রাগ করল ডীন। 'কেন দিয়ে গেছে কে জানে! মানুষ তার নিজস্ব জিনিস অন্যকে দিয়ে যেতে পছন্দ করে। জর্জ ওর স্পার দিয়ে গেছে বার্ট জেপসনকে।'

'কী জানো, ডীন,' হঠাৎ বলল অ্যাশলি। 'বার্টের ব্যাপারে চিন্তা করলাম। মেরির সঙ্গে বিয়ের পর ওকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাব আমরা। ওখানে ভালই লাগবে ওর। গ্রীষ্মের সময় আমাদের সাহায্য করতে পারবে, আর শীতে স্কুলে যাবে। ওকে বুঝতে দেওয়া যাবে না একেবারে সহায়হীন হয়ে পড়েছে।'

'মেরিকে বলেছ কথাটা?'

'নিশ্চয়ই! শুনে খুশি হয়েছে ও। জানোই তো, হৃদয়টা বিশাল ওর। আর আগে থেকে বার্টকে পছন্দ করে। তা ছাড়া, দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বও আছে।'

'ভালই হবে তা হলে। এই দেশটা অনেক বড়, তুলনায় লোক কম। একটু সময় লাগলেও একে অন্যকে জেনে যায়...কিংবা একজন সম্পর্কে সব খবরই পেয়ে যায় অন্যরা।'

ঝট করে মুখ তুলে তাকাল অ্যাশলি। 'এ-কথা বললে কেন?'

'ছোট লোকালয়ে গোপন ব্যাপার বলে কিছু থাকে না। পুবের বা ইউরোপের কেউ হয়তো ভাবতে পারে এখানে এলে লুকিয়ে থাকতে পারবে, তার কোন খোঁজ কেউ জানতে পারবে না, কিন্তু আসলে ভুল। অন্যের অগোচরে এখানে আসা-যাওয়া করতে পারে না কেউ।'

কফিতে চুমুক দিল অ্যাশলি। 'সেক্ষেত্রে খুনিকে ধরা সহজ হয়ে যাবে তোমার জন্য, তাই না?' হাসল সে। 'সাহায্য লাগলে বলতে দ্বিধা কোরো না, তোমার কাজে লাগার জন্য এক পায়ে খাড়া হয়ে আছি। যেখানে খুশি পাঠাতে পারো, যে-কোন প্রশ্ন করতে পারো...যা লাগে!'

'ধন্যবাদ, অ্যাশ। তোমার কথা মনে থাকবে।' উঠে দাঁড়াল ডীন। 'যাই, ক্লারা নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে পড়েছে। ক্রেমারের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, কিন্তু এখন পারব না।'

'তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই? নাকি ক্রেমারের সঙ্গে দেখা করবে, তা হলে স্যাডলটা তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারি আমি? বার্নেই তো রাখবে ওটা, নাকি?'

'ধন্যবাদ, অ্যাশ। বেশিদূর তো নয়, একাই যেতে পারব।'

স্যাডলটা তুলে নিয়ে কাঁধের উপর ফেলল ডীন, রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল। তীব্র রোদ ঘুসির মত আঘাত করল ওকে। মুহূর্ত কয়েক স্থির দাঁড়িয়ে থাকল, ধাঁধিয়ে গেছে বলে চোখ বুজল। সামলে নিয়ে *বন-টন* দালানের কোণে চলে এল, তারপর বাড়ির উদ্দেশে হাঁটা ধরল।

ক্লারাই দরজা খুলল। 'ডীন! অস্থিরতা বা টেনশন থেকে কি কখনও মুক্তি মিলবে না আমার? তুমি ঠিক আছ?'

ক্লান্ত পায়ে ভিতরে ঢুকছে ডীন, ক্লারা বাধা দিল। 'ডীন, প্লিজ! তুমি নিশ্চয়ই বাড়ির ভিতরে রাখবে না জীর্ণ ওই স্যাডলটা?'

'উপায় নেই, ক্লারা। হাতের কাছে রাখতে হবে।' ইশারায় ওটা দেখাল ডীন। 'জর্জ হুইটসেটের স্যাডল এটা।'

'পুরানো বলে বেশ দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে এটা থেকে!' আঁতকে উঠে বলল ক্লারা। 'প্লীজ, ডীন, স্টেবলে রেখে এসো।'

'উঁহুঁ, কাছে রাখতে হবে। তা ছাড়া, অনেকদিন ধরে একটা স্যাডল চাইছিল মর্নি। জোড়াতালি দিয়ে ওর জন্য সারিয়ে তুলতে পারব এটা। সাবেক মার্শালের স্যাডলে বসে ঘোড়ায় চড়তে খুব

ভাল লাগবে ওর। শহরের সব বাচ্চারা ঈর্ষা করবে ওকে।'

'তুমি জানো এসব ব্যাপার আমার একটুও ভাল লাগে না!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ক্লারা। 'আমি চাই না তোমাদের মত বড় হোক মর্নি, কিংবা বড় হয়ে তোমাদের মত মানুষ হোক, তাও চাই না। এসব জানো তুমি। আমি চাই নিপাট ভদ্রলোক হবে ও। ডাক্তার, লইয়ার বা অমন কিছু। মোদ্দা কথা হচ্ছে অভিজাত কোন পেশায় নাম লেখাবে।'

পুরানো কাসুন্দি। এতে যোগ দেওয়ার মূড অন্তত এখন নেই ডীনের। 'কেমন জীবন বা কী পেশা বেছে নেবে তা মর্নির উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'সময় হলে ও-ই সিদ্ধান্ত নেবে। আমার জীবনটা হয়তো আহামরি গোছের কিছু নয়, কিন্তু অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ করেছি। খোলা আকাশের নীচে বিস্তীর্ণ প্রান্তর পাড়ি দিয়েছি, বুনো এলাকা চষে বেড়িয়েছি, উঠেছি হাজার মাইল উঁচু পাহাড়ে, যেখানে দিগন্ত বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। উদায়াস্ত খেটে শক্ত কটে ঘুমানোর মধ্যেও এক ধরনের তৃপ্তি থাকে, অন্যের মুখাপেক্ষী না-হওয়ার মধ্যে অহঙ্কার রয়েছে। তুমি হয়তো কখনোই বুঝবে না, কিন্তু এই জীবন ভাল লাগে আমার, এখনও উপভোগ করি।'

'হ্যাঁ, তোমার জন্য ঠিক আছে এসব, কিন্তু মর্নির জন্য নয়। ভিন্ন সময়, পরিবেশ বা ভুবনে বড় হচ্ছে ও, যেখানে বেপরোয়া রাইডিং কিংবা গোলাগুলির স্থান নেই।'

বেডরুমে ঢুকে স্যাডলটা মেঝেয় নামিয়ে রাখল ডীন। তারপর নিতান্ত স্বস্তি ভরে হাই তুলল। বুট খোলার ঝামেলায় গেল না ও, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়, বুটজোড়া খাটের কিনারার বাইরে রেখেছে।

জোড়াতালি দিতে হবে অর্থাৎ মেরামত করতে হবে স্যাডলটা, স্ত্রীকে তাই বলেছিল জর্জ হুইটসেট। দূর, ফালতু কথা! হাতের কাজ কখনও ফেলে রাখত না সে। এমনিতে শ্লথ হলেও নিজস্ব

সবকিছু পরিপাটি রাখতে পছন্দ করত। বাড়িতে থাকার সময় কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকত–চামড়া সেলাই, পলিশ, অস্ত্রে তেল দেওয়া কিংবা অন্য কোন জিনিস মেরামত করত।

চোখ বুজে শরীর শিথিল করে দিল ডীন ফস্টার। বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। ক্লান্তি তো আছেই...

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ওর। চারপাশে অন্ধকার আবিষ্কার করল ডীন, বুঝল অনেকটা সময় ধরে ঘুমিয়েছে। চোখ মেলে অন্ধকার সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল, কান খাড়া...ঘুম ভাঙল কেন?

ক্লারা পাশে ঘুমিয়ে আছে। ঘুমানোর আগে ওর বুট খুলে দিয়েছে, পা সরায়নি, যেভাবে ছিল সেভাবেই আছে।

সন্তর্পণে উঠে বসল ডীন, সতর্ক যাতে ক্লারার ঘুম ভেঙে না যায়। তারপর মোজা পরা পা নামাল মেঝেয়। মুখ শুকিয়ে গেছে ওর, বিস্বাদ লাগছে। তবে মাথায় যন্ত্রণা নেই। সতর্ক পায়ে বেডরুম থেকে বেরিয়ে অপ্রশস্ত হলে প্রবেশ করল।

থেমে কান পাতল, যদিও ধারণা নেই কী শুনতে পাবে বা চাইছে। তবে সন্দেহ করছে অস্বাভাবিক শব্দে ঘুম ভেঙেছে। অবশ্য এমনিতেও ঘুম ভাঙতে পারে। হয়তো কোন শব্দ হয়নি, বরং পর্যাপ্ত ঘুমানোর পর ঘুম হালকা হয়ে গিয়েছিল এবং পরনের কাপড় অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে ঘুম ভেঙে গেছে। কাপড় খুলে বিছানায় ফিরে যাওয়া উচিত?

তবে ঘুম টুটে গেছে, পুরোপুরি সজাগ ও এখন। সময়টা কাজে লাগানো যাক। কফিপটে হয়তো কফি রয়েছে। ভাবনার জন্য সময়টা চমৎকার। জট খুলে গেলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে আসবে।

অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে বলে আলো জ্বালার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিল ডীন। আলো জ্বাললে বরং ক্লারা বা বাচ্চা দুটোর ঘুম ভেঙে যেতে পারে। তারচেয়ে কফি নিয়ে বসে পড়া যাক। চিন্তা করার জন্য আলো লাগে না। আলো বরং মনোযোগ সরিয়ে

দিতে পারে।

ঠাণ্ডা মাথায় সমস্যার বিশ্লেষণ করতে হবে। সূক্ষ্ম হিসাব কষতে হবে। আলগা সুতো জোড়া লাগাতে পারলে একটা ছবি পাওয়া যাবে।

গভীর মনোযোগে প্রতিটি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে হবে, কারণ নির্ণয় করতে হবে। সমস্যা হচ্ছে এসব ব্যাপারে মাথা ঠিক চলে না ওর, তাই নিরবিচ্ছিন্ন ভাবনার সুযোগ দরকার।

কফিপট এখনও গরম আছে, আবিষ্কার করল ডীন। চুলোর আলো ম্লান হয়ে এসেছে, তবে একেবারে নিভে যায়নি, জ্বলন্ত কিছু কয়লা রয়ে গেছে। স্টোভের ঢাকনা তুলে চুলোয় কাঠ যোগ করল ও। কফি গরম হতে কাপে ভরে টেবিলে এসে বসল।

মোজা পরে থাকায় তেমন কোন শব্দ হচ্ছে না বললেই চলে, মেঝের বোর্ড সামান্য ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করছে বটে, তবে উদ্বিগ্ন হওয়ার মত নয়।

অন্ধকারে বসে, কফিতে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে আদ্যোপান্ত ভাবল ডীন, জানা সমস্ত তথ্য একটার সঙ্গে আরেকটার সমন্বয় করার প্রয়াস চালাল।

ভাবনার ফলাফল একগাদা প্রশ্ন। মৃত আগন্তুকের টাকার কী হলো? কেন উইল সিটিতে এসেছিল সে? শন জেপসন কী জানত আর কী বলতে চেয়েছিল ওকে? মৃত লোকটার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয় পাচ্ছিল কেন খুনি? সাবেক মার্শাল জর্জ হুইটসেট যদি খুন হয়ে থাকে, কী এমন আবিষ্কার করেছিল যে তাকে খুন হতে হয়েছে?

প্রথমে মারা গেছে টিপ এলগার। তার সঙ্গে এসবের কোন সম্পর্ক আছে? কফিতে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে এলগারের কথা ভাবল ডীন।

কাউহ্যান্ড হিসাবে যতটা দক্ষ, ঠিক ততটাই নিরীহ ছিল টিপ এলগার। খুব কম পান করত, এমনকী পে-ডেতেও তেমন হুইস্কি

গিলত না। মাঝে মধ্যে দু'এক পেগ গলায় ঢালত। কাজের ব্যাপারে গাফিলতি ছিল না। ল্যাসোয় দক্ষ, ঘোড়ায় চড়তে পটু; আর মানুষ হিসাবে হাসি-খুশি, বন্ধুবৎসল ছিল। লেনো থেকে পেকোস পর্বতমালা পর্যন্ত প্রায় দশ-বারোটা আউটফিটে কাজ করেছে এলগার, পিকেটঅয়্যারের ধারে দুটো র‍্যাঞ্চেও কাউপাঞ্চিং করেছে।

আচমকা পিছনে হালকা পদশব্দ শুনে চমকে উঠল ডীন। ঝট করে ফিরে তাকাল।

বার্ট জেপসন। মর্নির পুরানো একটা নাইটশার্ট তার গায়ে।

'হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, মি. ফস্টার,' বলল ছেলেটা। 'একটা কথা মনে পড়ে গেছে। তোমার আওয়াজ শুনে ভাবলাম দেরি না করে কথাটা বলে ফেলি।'

'কথাটা কী, বার্ট?'

'ব্র্যান্ডটা…ওই যে সোরেলের। ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরই মনে পড়ল। "O" বা "শূন্য" লেখা ছিল।'

'O বা শূন্যের পরে আর কিছু ছিল না?'

'O বা জিরো, নিশ্চিত বলতে পারব না। একটু কাত হয়ে আছে। হ্যাঁ, লেযি-O। আরও একটা O বা জিরো ছিল।'

'O-লেযি O? দুটো O?'

'দেখতে শূন্যের মত, তবে O-ই হবে, কারণ ব্র্যান্ডে শূন্য ব্যবহার করে না কেউ। আমি অবশ্য নিশ্চিত নই, একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাইনি তো। লোকটার পরনে লম্বা কোট ছিল, কোটের ঝুল ঘোড়ার গা পর্যন্ত নেমে এসেছিল। কী জানি, তিনটা শূন্যও হতে পারে।'

'যাই হোক, দুটোই খুব কাছাকাছি। ধন্যবাদ, বার্ট। আর কিছু বলবে?'

'কী নিয়ে যেন খুব চিন্তায় ছিল বাবা। ভয় পাচ্ছিল। তুমি জানো, মি. ফস্টার, বাবা বিস্তর হুইস্কি গিলত এবং খুব কমই

সুস্থির থাকত। শুধু যখন নতুন কোন কাজ জুটত, আর মেরি প্রাইনের সঙ্গে যখন ওর...'

'মেরির সঙ্গে কী?'

লাল হয়ে গেল ছেলেটার মুখ। 'ইয়ে...বাবার সঙ্গে খাতির ছিল মেরি প্রাইনের, ছেলেবেলা থেকে পরিচিত ওরা। আমার মনে হয় একে অন্যকে পছন্দও করত।

'একেবারে ছেলেবেলা থেকে সঞ্চয় করত বাবা। অথচ মেরি বরাবরই ধনী। যথেষ্ট টাকার মালিক না-হলে মেরিকে বিয়ে করতে পারবে না বলে খুব খাটত বাবা। একদিন হুট করে হুইস্কির নেশা পেয়ে বসল ওকে, সুস্থির হওয়ার পর দু'জনে তুমুল ঝগড়া করল। তারপর সম্পর্কটা ভেঙে গেল।

'এরপর বাবা আবার হুইস্কি খাওয়া শুরু করল। একটু সুস্থির হওয়ার পর হুট করে মাকে বিয়ে করে ফেলল।'

'খুব ভাল মহিলা ছিল তোমার মা, বার্ট। খুবই ভাল।'

'হ্যাঁ, স্যার, জানি আমি। বিয়ের পর অন্য মানুষ হয়ে গেল বাবা। প্রচুর পরিশ্রম করত। এসব মায়ের কাছে শুনেছি আমি। বাবা নিজে মাকে বলেছিল।

'মা মারা যাওয়ার পর বাবা আর মেরির সম্পর্ক নতুন ভাবে শুরু হলো। ঠিক যেখানে স্থগিত হয়েছিল, সেখান থেকে। তদ্দিনে মি. প্রাইন মারা গেছে। একরাতে কোথাও নাচের পার্টিতে মেরি প্রাইনকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল বাবার, কোথায় মিলিত হবে জায়গাও ঠিক করা ছিল। সব প্রস্তুতি সেরে তৈরি হয়ে ছিল বাবা, তখনই লেন্স আর্থার এসে হাজির। বাবাকে নিয়ে গেল, কোত্থেকে নাকি ওর পুরানো বন্ধুরা এসেছে। মাগনা ড্রিঙ্ক খাইয়ে বাবাকে আউট করে দিল ওরা। বাবার আর কিছুই মনে থাকল না, বরং মদে চুর হয়ে পড়ে থাকল সারারাত। এদিকে মেরি প্রাইনকে ড্যান্স পার্টিতে নিয়ে গেল অন্য একজন। এভাবেই ওদের সম্পর্কের শেষ হয়ে গেল।'

'এতকিছু কীভাবে জানলে তুমি, সান?'

'মাতাল হলে বাবা প্রায়ই প্রলাপ বকত। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করত। কিছু কিছু ব্যাপার শহরে লোকের মুখে শুনেছি। একদিন মেরি খালা এসে আমাকে বলল বাবা খুব বেশি পান করছে, বুঝিয়ে-শুনিয়ে বাবাকে মদ না-খেতে রাজি করানোর অনুরোধ করল আমাকে।

'আমি চেষ্টা করেছি, তবে রাজি করাতে পারিনি। কিন্তু কয়েকদিন আগে নিজ থেকে মদ বন্ধ করে দিয়েছিল বাবা, তোমার আর মেরি প্রাইনের সঙ্গে কথা বলার জন্য সুস্থির হচ্ছিল। বাবা নিজের মুখে কথাটা বলেছে আমাকে: "যেভাবে হোক সুস্থির হতে হবে, বার্ট, নেশা কাটাতে হবে। যা জানি সব খুলে বলতে হবে ফস্টারকে, তারপর মেরির সঙ্গে দেখা করব।"

'জিজ্ঞেস করেছিলাম বাবা মেরি প্রাইনকে বিয়ে করার কথা ভাবছে কি-না। উত্তরে বলল অমন সুযোগ নাকি নেই এখন, তবে মনে মনে তাই চাইত বাবা। বলেছে নেশা কাটিয়ে উঠতে না-পারলে নাকি তুমি ওকে বিশ্বাস করবে না। মাতাল লোককে কেউ বিশ্বাস করে না।'

'বসো, বার্ট। এক গ্লাস দুধ দেব তোমাকে?'

'না, স্যার। ঘুমিয়ে পড়ব এখনই। হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার পর মনে হলো সব তোমাকে খুলে বলা উচিত।'

'ধন্যবাদ, বার্ট। তোমার দেওয়া তথ্যে মস্ত উপকার হবে। এমন নিরেট তথ্য প্রথম পেলাম। এবার শুরু করা যাবে।'

'আমি তা হলে শুয়ে পড়ি?'

'টিপ এলগারকে চিনতে?'

'টিপ? চিনতাম তো! কিছুদিন বাবার সঙ্গে কাজ করেছিল। মি. ফস্টার, ল্যাসো হাতে ওর দক্ষতা যদি দেখতে! অবিশ্বাস্য! বাবা প্রায়ই বলত ওকে দিয়ে কিছু হবে না, কারণ কোথাও লেগে থাকার মানসিকতা টিপের নেই, শুধু চলার মধ্যে থাকে। কোন

আউটফিটে বেশিদিন কাজ করে না।

'বার-বিতে ছিল ওরা দু'জন। সেগুন্ডো ছিল টিপ, বস্‌ও নাকি পছন্দ করত ওকে। মাসে চল্লিশ ডলার দিত টিপকে, বলেছিল থাকলে বেতন বাড়িয়ে দেবে, অথচ কোন পাঞ্চারের বেতন কখনও বাড়ে না।

'জানো, টিপ কী করেছে? কাজ ছেড়ে দিয়েছে। মুখের উপর বলে দিয়ে চলে এসেছে। উল্টো বাবাকে বলল লোকজন ওকে শুধু আটকে রাখতে চায়। নানান জিনিস কেনাতে চায় ওকে দিয়ে, যা কিনে লোকের শুধু ওজনই বাড়ে, চাইলেও তখন ঘুরে বেড়াতে পারে না। এরপরই মোরায় চলে যায় সে।'

খপ করে বার্টের বাহু খামচে ধরল ডীন। 'কোথায়? মোরা বললে না? সান্তা ফের ওদিকে একটা শহর?'

'হ্যাঁ, স্যার, মোরা। ওখানে এক আউটফিটে নাকি আগেও কাজ করেছিল টিপ, বাবাকে বলল সেখানেই ফিরে যাবে।'

'ঘুমিয়ে পড়ো, বার্ট,' উঠে দাঁড়াল ডীন। বার্ট চলে যেতে বেডরূমে এসে ঢুকল।

অবচেতন মনে একটা ধারণা কাজ করছে। বার্ট জেপসনের কথা শুনে মনে হয়েছে। যাচাই করতে হবে।

কাল নয়, তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। এখনই খতিয়ে দেখতে হবে...

দশ

বেডরূমে ফিরে এসে নিঃশব্দে পায়ে বুট গলাল ডীন ফস্টার, তারপর গানবেল্ট কোমরে জড়িয়ে হ্যাট তুলে নিল। বাইরে ঠাণ্ডা পড়বে ভেবে শেষ মুহূর্তে গায়ে একটা জ্যাকেট চাপাল।

ভুরু কুঁচকে একবার ঘুম ভাঙার কারণ নিয়ে ভাবল। কোন কিছু দেখেনি বা শুনতে পায়নি, কিন্তু ডীন নিশ্চিত অস্বাভাবিক শব্দে ঘুম ভেঙেছিল ওর। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে ভাবল, শেষে থই না পেয়ে মাথা নেড়ে বাতিল করে দিল। এখন আর কিছু যায়-আসে না।

মাঝ রাত, কিন্তু ডীন অফিসে যাবে এখন।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ক্ষণিকের জন্য দ্বিধা করল ও, বাইরে আঙিনায় তাকাল, তারপর বার্নের দিকে। করালের এক কোণে একত্র হয়েছে সব ঘোড়া, কান খাড়া ওগুলোর, মাথা উঁচু। পুরো আকৃতি স্পষ্ট চোখে পড়ছে না, তবে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আকাশের বিপরীতে দুটো ঘোড়ার মাথা দেখতে পাচ্ছে।

অস্বাভাবিক কোন কারণে ভড়কে গেছে ঘোড়াগুলো। বার্নে বা ধারে-কাছে একটা কিছু আছে।

স্যাডলের কথা মনে পড়ল ওর। বাড়ির বেডরূমে আছে ওটা। সামান্য একটা স্যাডল নিতে কেউ চুপিসারে রাত দুপুরে এসেছে, ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। তবে চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল ডীন। আজ দুপুরেই একই কাণ্ড ঘটেছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যাডলটার প্রতি এত আগ্রহ কেন?

আচমকা উল্টো ঘুরে বেডরুমে চলে এল ডীন। বিছানার নীচ থেকে নিঃশব্দে ওটা তুলে নিয়ে আলতো হাত বুলাল।

হুট করে বা কারণ ছাড়া কিছু করে বসার লোক ছিল না জর্জ হুইটসেট। যৌক্তিক কোন কারণে ডীনকে স্যাডলটা দিয়ে গেছে। একটা কারণ হতে পারে ডীন তার উত্তরসুরি, জর্জ নিজেই নামটা প্রস্তাব করেছিল। ডীনকে একদিন কথায় কথায় বলেছিল তার যদি কিছু হয় ব্যক্তিগতভাবে তার ইচ্ছে ডীন স্থলাভিষিক্ত হোক।

স্যাডলটা বেশ পুরানো হলেও মসৃণ, পলিশ করা। আয়ুষ্কাল হিসাবে বেশ ভাল অবস্থায় আছে। হঠাৎ ডীনের দক্ষ হাতে ভিন্ন কী যেন বাধল। ফের হাত বুলাল জায়গাটায়।

বাম দিকে, স্কার্ট আর স্টিরাপের চামড়ার মাঝে চোরা একটা পকেট তৈরি করেছে জর্জ হুইটসেট। আঙুল ঢুকিয়ে ভিতর থেকে পাতলা একটা নোটবুক বের করে আনল ডীন। বিস্মিত হলো। র‍্যাঞ্চাররা এ-ধরনের টালিবুক ব্যবহার করে, গরুর হিসাব বা রেঞ্জের বিভিন্ন তথ্য টুকে রাখে।

জ্যাকেটের ভিতরের পকেটে নোটবুকটা চালান করে দিল ও। ড্রয়ার হাতড়ে একটা রুমাল বের করে, কয়েক ভাঁজ করে ওটা স্যাডলের চোরা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। নিশ্চিন্ত বোধ করছে এবার, কোনভাবে যদি স্যাডলটা খুনির হাতে গিয়ে পড়ে, চোরা এই পকেটে রুমাল দেখতে পেলেও সন্দেহ করবে না। ভাববে জর্জ হুইটসেটের রুমাল এটা।

স্যাডলটা বিছানার নীচে আগের মত রেখে মাথায় হ্যাট চাপিয়ে বেরিয়ে এল ডীন। বাইরে এসে ক্ষণিকের জন্য থেমে কান পাতল, রাতের স্বাভাবিক শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না। পিছনে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়ে পা বাড়াল ও।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সচরাচর রেস্তোরাঁর দক্ষিণ দিক দিয়ে রাস্তায় উঠে আসে ডীন, তবে এবার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে উত্তর পাশ হয়ে রেস্তোরাঁর পিছনের গলি ধরে পোস্ট অফিসের সামনে

পৌঁছল। নিস্তব্ধ রাত্রিতে জোরাল শব্দ তুলছে ওর বুট।

রেস্তোরাঁর ভিতর ম্লান আলো জ্বলছে। তবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও একটা বাতি জ্বালিয়ে রাখে ব্যাট গ্র্যান্ডি। আজও তাই রেখেছে। অন্য কোথাও আলো নেই। সব বাড়ি অন্ধকারে ডুবে আছে। পোস্ট অফিস পেরিয়ে ল-অফিসের সামনে পৌঁছল ডীন, দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুকল। সামনের কামরায় অফিস, পিছনে প্রশস্ত করিডরের পাশে চারটা সেল নিয়ে জেলহাউস।

টিম চেকোর সেলে ম্লান আলো জ্বলছে, দূর থেকে দেখতে পেল। করিডরের এ-প্রান্তে অন্ধকারে ক্ষীণ নড়াচড়া চোখে পড়ল। সেলের দরজা খোলা। বিগ ইনজুনকে দেখতে পেল ডীন, পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

'চিন্তার কিছু নেই, ইনজুন,' মৃদু স্বরে বলল ডীন। 'আমি জরুরি কাজে এসেছি।'

ডেস্কে গিয়ে বসল ও, উপরের ড্রয়ার খুলে কয়েকটা বুকলেট হাতড়াতে শুরু করল। ঝকঝকে নতুন, নানা রাজ্য থেকে প্রকাশিত, প্রতিটিতে স্থানীয় বিভিন্ন র‍্যাঞ্চ বা আউটফিটের ব্র্যান্ড ছাপানো আছে। নিজস্ব একটা নোটবুকে কিছু ব্র্যান্ড এঁকে রেখেছে জর্জ হুইটসেট, চুরি হওয়া বা হারানো গরু খোঁজার জন্য তৈরি করেছে।

নিউ মেক্সিকোর ব্র্যান্ড-বুকটা তুলে নিল ডীন। জর্জ হুইটসেট নিজে তৈরি করেছে এটা। একটার পর একটা পাতা উল্টে গেল, চতুর্দশ পৃষ্ঠায় পেল কাঙ্ক্ষিত মার্কাটা... O-লেযি-O...ওসমান।

ওসমান!

বিষম খাওয়ার দশা হয়েছে ডীনের, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ব্র্যান্ডটার দিকে। নামটা জানে ও। পশ্চিমে কে না জানে ওসমানদের নাম! নিউ মেক্সিকো ও কলোরাডোয় র‍্যাঞ্চার বা গরু ব্যবসায়ী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছে ওসমানরা। মূলত টেনেসির লোক। খুবই বেপরোয়া ও মারকুটে পরিবার। কেউ যদি একজন

ওসমানের গায়ে হাত তুলেছে তো অন্যরা হৈহৈ করে ছুটে আসে।

ডীন অবশ্য জানে না ওসমানদের সম্পর্কে যা শুনেছে তার সব সত্যি না কিছুটা গুজবও মিশে আছে।

লেন্স আর্থার এমন ইঙ্গিতই দিয়েছিল, যদিও কারও নাম উচ্চারণ করেনি।

একজন ওসমান খুন হয়েছে এই শহরে...ওসমান না-হলেও অন্তত ওসমানদের ঘোড়ায় চড়ত লোকটা। ওসমানদের সম্পর্কে প্রচলিত সব গল্প যদি সত্যি হয়ে থাকে, যে-কোন মুহূর্তে শহরে হানা দিতে পারে ওরা, পিলপিল করে হাজির হয়ে যাবে নানা দিক থেকে। শহরে ঢুকে প্রশ্নের তুবড়ি ছোটাবে, এবং ওরা এমন মানুষ যারা প্রশ্নের উত্তর আদায় করে ছাড়ে।

খুনের কিনারা করতে হবে। খুব দ্রুত। নিরেট প্রমাণ যোগাড় করে অপরাধীকে জেলে ভরে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

তিক্ত হাসল ডীন। বলা সহজ কিন্তু বাস্তবে কাজটা করা খুবই কঠিন। আদৌ সম্ভব হবে? বিশেষ করে ওসমানরা শহরে উপস্থিত হওয়ার আগেই?

'মার্শাল?' সেল থেকে চেঁচাল টিম চেকো। 'তুমি এসেছ?'

'ঘুমিয়ে পড়ো, টিম।'

'উঁহুঁ, জরুরি কথা আছে। তা ছাড়া, ঘুমও আসছে না আমার।'

করিডরে এসে ডীন দেখল সেলের গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে টিম চেকো। 'বাঙ্কের যা ছিরি, মার্শাল, আর সহ্য হচ্ছে না! যেমন শক্ত, তেমনি ছারপোকায় ভরা। এখানে ঘুমানো যায় নাকি?' নিতান্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে মাথা নাড়ল সে। 'খাওয়াটা মন্দ নয়, কিন্তু কটে শোওয়ার কথা ভাবলেই আমার ঘাম বের হয়!

'যাক্‌গে, তোমাকে খবর দেওয়ার জন্য বলেছিলাম। বিশেষ কারণে। কথা বলার মূড চলছে এখন, তাই কয়েকটা কথা বলব, মনোযোগ দিয়ে শোনো। অনেক ভেবে দেখলাম, মনে হচ্ছে একে অন্যকে সাহায্য করতে পারি আমরা।'

'কোন রফা হবে না। বমাল ধরা পড়েছ তুমি, টিম।'

'দূর! সেটা কি জানি না আমি? আমার দিকটা একটু ভেবে দেখো। ঘোড়া দুটো চুরি করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। আমার টার্গেট ছিল সোরেলটা...ওটা পাইনি বলেই তো...'

অফিসে এসে ডেস্কের সামনে থেকে একটা চেয়ার তুলে নিয়ে করিডরে ফিরে এল ডীন, সেলের মুখোমুখি আয়েশ করে বসল। 'হ্যাঁ, এবার বলো তোমার কেচ্ছা।'

'ভাল ঘোড়ার প্রতি দুর্বলতা আছে আমার। এদিকে আসার সময় ট্রেইলে সোরেলটার ট্র্যাক দেখে ওটার বিশেষত্ব বুঝে গেলাম, তারপর কিছুদূর এগিয়ে ওটাকে বাঁধা দেখতে পেলাম। ঘোড়া চিনি আমি। দেখেই বুঝলাম অমন ঘোড়া সারা দুনিয়ায় কমই আছে। আমাকে লোভে পেয়ে বসল।'

'তারপর?'

'জানলাম ঘোড়ার মালিক জো ওসমান। ওরিন আর ওনীল ওসমানের ছোট ভাই। ওদের ব্যাপারে জানো তো? পিস্তল হাতে একেকজন রীতিমত যমদূত! একজন অন্যজনের চেয়ে সরেস! অ্যানজেল, ওরিন, ওনীল, বব আর জো...পাঁচজনের মধ্যে জো-ই সবার ছোট।

'লোভে পেয়ে বসল আমাকে। বুঝতে পারছ ঘোড়াটা কেমন ছিল? ওসমানদের ভয় পর্যন্ত জয় করে ফেললাম। প্রতিবার ওটার দিকে তাকাই আর ঘেমে একাকার হয়ে যাচ্ছিলাম। শেষপর্যন্ত জো ওসমানের কাছ থেকে ওটাকে চুরি করার সাহস করতে ব্যর্থ হলাম। হলফ করে বলছি, স্রেফ একজন ওসমান মালিক বলে সাধটাকে গলা টিপে হত্যা করেছি, অন্য কেউ হলে ঠিকই কাজটা সেরে ফেলতাম।

'বিপদ হলো অন্য জায়গায়। প্রায় দেড়শো মাইল ঘোড়াটার পিছু নিয়ে এসে এভাবে অবাধ্য ইচ্ছেকে গলা টিপে হত্যা করতে

হলো, পণ্ডশ্রম হলো সব, চিন্তা করতেই অস্থির হয়ে গেলাম। মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না। বাকবোর্ডের ঘোড়া দুটো দেখে আর দেরি করিনি, ভাবলাম একেবারে খালি হাতে যাব কেন। তবে সুবুদ্ধির পরিচয়ও দিয়েছি, তাই না? জো ওসমানের ঘোড়া চুরি করে চরম মাশুল দেওয়ার চেয়ে বরং এই ভাল হয়েছে!'

'টিম, তোমার মত অন্য কেউও কি ওসমানকে অনুসরণ করছিল?'

'না, স্যার, অন্য কেউ ছিল না। আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো, আসলেই কেউ অনুসরণ করেনি জো ওসমানকে। আমি নিশ্চিত। যাত্রার শুরুতে কীভাবে যেন আমার উপস্থিতি টের পেয়ে যায় জো, তারপর একেবারে লাপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। যেমন বলেছি আগে। কীভাবে ফাঁকিটা দিল ধরতে পারিনি, এমনকী এখনও বুঝতে পারছি না। তবে ঠিকই আমার বা অন্য লোকটার উপস্থিতি টের পেয়ে গিয়েছিল।

'মার্শাল, লোক হিসাবে তুমি মন্দ নও। একটা কথা মন থেকে বলছি, ওরিন ওসমানের মুখোমুখি তোমাকে দেখতে একটুও ভাল লাগবে না আমার। যদিও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলে শুনেছি ওরিনের, যদি আদৌ আইন বলে কিছু থাকে।'

'উইল সিটিতে আইন আছে। দায়িত্বটা আমার।'

'হ্যাঁ, সবকিছু তুমি জেনেও গেছ।'

'জো ওসমান বা যেই হোক লোকটা, ওর সঙ্গে বেশ কিছু টাকা ছিল, টিম। ওকে টাকা খরচ করতে দেখেছ নাকি?'

'হ্যাঁ। যেখানে গেছে নগদ টাকা দিয়ে পাওনা চুকিয়েছে সে। সেলুনে, রেস্তোরাঁয়, হোটেলে...। মার্শাল, জীবনে একটা ফুটো পয়সাও চুরি করিনি আমি। আমার সমস্যা হচ্ছে ঘোড়ার ব্যাপারে একটু বেশি সৌখিন, সাধ্যের বাইরের ঘোড়া আমার পছন্দ হয়ে যায়। ঘোড়া চুরি করি, কিন্তু কাউকে ছিনতাই বা ডাকাতি করি না, কোন মহিলার কাছ থেকেও নয়। জীবনে কখনও গরুও চুরি

করিনি।'

সামনে দাঁড়ানো যুবককে নিরীখ করল ডীন ফস্টার। টিম চেকো সম্পর্কে খারাপ যেমন শুনেছে, ভালও শুনেছে। পিস্তলে চালু, এতটাই ভাল যে কাউকে ভয় পাওয়ার কারণ নেই তার, অথচ ওসমানদের ঠিকই সমীহ করছে। শুধু সমীহ নয়, রীতিমত ভয় পায়। কাউহ্যান্ড হিসাবে কাজ করার মূড থাকলে টপহ্যান্ড সে, ট্র্যাকার হিসাবে দক্ষ আর বুনো ঘোড়াকে পোষ মানানোয় ওস্তাদ।

এ-ধরনের একজন চৌকস লোক গারদে আটকা পড়েছে চিন্তাটা ডীনকে অস্বস্তিতে ফেলে দিলেও জানে এটাই তার নিয়তি। কারও কিছু করার নেই। হয়তো অল্পতে পার পেয়ে গেছে সে। ঘোড়ার উপর মানুষের জীবন নির্ভর করে বলে ঘোড়া চুরি এখানে মানুষ খুনের মত জঘন্য অপরাধ, কারও ঘোড়া চুরি করা মানে লোকটাকে শত্রুবেষ্টিত বিস্তীর্ণ এলাকায় অসহায় অবস্থায় ফেলে দেওয়া।

'ওসমান কেন এখানে এসেছে, কোন ধারণা আছে তোমার?'

মাথা নাড়ল চেকো। 'কেন এখানে এসেছে তা নয়, বরং কেন এখানে আসবে না সেই ধারণা আছে আমার। যেমন ধরো, গরু কিনতে আসেনি। আসার পথে বেশ কয়েকটা ভাল জাতের গরুর পাল দেখেছে, যেগুলো কেনার সুযোগ পেলে লুফে নিত যে-কোন গরু ব্যবসায়ী। কিন্তু সুযোগটা নেয়নি সে।

'চলার পথে সময় নষ্ট করেনি ওসমান। সরাসরি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী এসেছে, এমন নয় যে তাড়ার মধ্যে ছিল, তবে অযথাও ঘোরাঘুরি করেনি। আর এখানে এসে সবার আগে লিলি উশারের সঙ্গে দেখা করেছে।'

'লিলিকে চেনো তুমি?'

'না। আমার পছন্দের একটা মেয়ে আছে। অন্যরা যেমন চেনে, তেমনই চিনি লিলিকে। রাস্তায় দেখা হলে শুভেচ্ছা জানাই।

ওই পর্যন্ত। একবার হলো কী...'

'কী হলো?'

'বয়স কম ছিল আমার...সতেরোয় পড়েছি তখন। নিজেকে তখন বড়বড় মনে হত। তো, এক মাইনার খুব চোটপাট চালাচ্ছিল লিলির উপর। ব্যাটা আসলে মাইনার কি-না জানি না, তবে তখন মাইনিংই করত। লিলির কাছ থেকে বখরা চাইছিল। হুমকি দিল সময়মত টাকা না-দিলে লিলির হাঁটু ভেঙে ব্যবসার বারোটা বাজিয়ে দেবে।'

'তারপর কী হলো?'

'তো, ব্যাটাকে একহাত দেখে নিলাম। ওসমানরা যেমন বলে: *ঈশ্বরের দীক্ষা* দিয়ে দিলাম। সমস্যা হলো যে আমার তখন মাত্র সতেরো আর ব্যাপারটাকে একেবারে হালকাভাবে নিল ওই মাইনার...অন্তত প্রথমবার। পরেরবার আচ্ছামত পিটিয়ে আধ-মরা করে ক্যালিফোর্নিয়ার ট্রেইলে তুলে দিয়েছিলাম ওকে।'

'গিয়েছিল সে?'

'তাই তো যেতে দেখেছি। ওর অবশ্য দেখতে সমস্যা হচ্ছিল, কিন্তু মনে হয় ঠিকই পথ চিনে যেতে পেরেছে।'

'তা হলে লিলির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল জো ওসমান?'

'ওদের বাড়িতে গিয়েছিল সে, আর ভিতরেও ঢুকেছিল। তবে বেশিক্ষণ ছিল না, মানে প্রথমবারের কথা বলছি। আমার কাছে মনে হয়েছে ওরা আগে থেকে পরিচিত। হয় লিলি বা অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় ছিল ওসমানের। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে ওদের কফি খেতে দেখেছি।'

শিগ্‌গিরই লিলির সঙ্গে দেখা করতে হবে, ভাবল ডীন। 'এবার ঘুমানোর চেষ্টা করো, টিম,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল ও। 'ফের যদি কিছু মনে করতে পারো, সেটা যাই হোক, খুশি হয়ে শুনব।'

ফিরে আসতে গিয়েও ঘুরে আসামীর মুখোমুখি হলো ও। 'টিম, তুমি জানো পেশায় আমি র‍্যাঞ্চার। ঠেকায় পড়ে লম্যান

হয়েছি। কোনরকমে চালিয়ে নিচ্ছি কাজ। তোমার হয়তো দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু এখানে আইন বলবৎ আছে এবং থাকবে। জো ওসমান ডুয়েলে মারা পড়েনি, তাকে খুন করা হয়েছে। হয় অ্যাম্বুশ করে, নয়তো আচমকা তাকে গুলি করেছে খুনি। মোদ্দা কথা হচ্ছে, পিছন থেকে এবং অল্প রেঞ্জে গুলি করা হয়েছে। যত সময়ই লাগুক, খুনিকে খুঁজে বের করব আমি!'

'তুমি তা হলে আমাকে দোষী ভাবছ না?'

'যদি না আমাকে বেকুব বানিয়ে থাকো। তবে আমার ধারণা যা বলেছ তারচেয়েও বেশি জানো তুমি। ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ঘটনা বিশ্লেষণ করো। যা দেখেছ, শুনেছ, যা ঘটেছে বলে তোমার মনে হচ্ছে...সবকিছু পরে বলবে আমাকে।'

ডীন যখন বাসায় ফিরে এল ততক্ষণে পুবাকাশে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। রান্নাঘরে ঢুকে চুলোর আগুন চাঙা করল, কেতলিতে পানি চড়িয়ে স্টোভে চাপাল। তারপর টেবিলে এসে বসল।

নিজেও জানে না কখন দুই হাত টেবিলে রেখে তার উপর মাথা চাপিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, ক্লারার হাতের ছোঁয়ায় ঘুম ভাঙল ওর। 'উঠো, ডীন। কফি ঠাণ্ডা হচ্ছে।'

ধড়মড় করে সিধে হলো ডীন, চারপাশে তাকাল। তারপর উঠে হাত-মুখ ধুয়ে এল।

'হয়েছে কী, ডীন?' কোমল স্বরে জানতে চাইল ক্লারা। 'এমন কী হলো যে ঘুম থেকে জেগে উঠেছ?'

'রাতে শব্দ পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে চারপাশ খুঁজে দেখলাম। একটু পর বার্টও জেগে গেল। কয়েকটা ব্যাপার ওর মনে পড়ে যাওয়ায় বলল আমাকে। তারপর আমি অফিসে গিয়ে ঘুরে এসেছি।'

'মাঝ রাতে অফিসে গেছ তুমি?'

'ইয়ে...জরুরি মনে হয়েছিল। সোরেল ঘোড়ার ব্র্যান্ডটা মনে

করতে পেরেছিল বার্ট। খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। লোকটা ওসমান পরিবারের।'

'শুনেছি ওদের কথা। জাতখুনি সবাই, তাই না?'

'ভুল শুনেছ, ক্লারা। হাজার মাইল পাড়ি দিলেও ওদের মত বাধ্য, অনুগত, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বা সভ্য নাগরিক দেখতে পাবে না। মানুষ হিসাবেও চমৎকার সবাই। মূলত টেনেসির পাহাড়ী এলাকার বাসিন্দা, কিন্তু খুবই মিশুক এবং পরিশ্রমী। এক কথায় ভালমানুষ। অস্ত্রে ওদের হাত চালু। সবাই স্পর্শকাতর। বিভিন্ন গোলাগুলির ঘটনা শোনা যায়, বেপরোয়া হিসাবে বদনাম আছে ওদের। কিন্তু এই দেশে কঠিন সময় যাচ্ছে, ক্লারা, এখানে টিকে থাকতে হলে কঠিন হতেই হয়। শক্ত মনের মানুষ না-হলে শান্তিও আসবে না।'

'এজন্যই এখান থেকে চলে যেতে চাই আমি, ডীন। পুবে ফিরে যেতে চাই।'

বিরক্ত হলেও চেপে রাখল ডীন, কোমল স্বরে বলল, 'ওখানে গিয়ে কী করব আমি? র‍্যাঞ্চিং ছাড়া আর কিছুই তো জানি না।'

'খামার গড়তে পারবে। চাইলে হয়তো একটা কাজও পেয়ে যেতে পারো।'

'ক্লারা,' ধৈর্য হারায়নি ডীন। 'এ-নিয়ে অনেকবার কথা হয়েছে আমাদের। তর্কও কম করিনি। এই শহরে অন্তত পঞ্চাশজন লোক আছে যারা পুবে খামার করে সফল হতে পারেনি। ভাগ্য বদলাতে এখানে এসেছে ওরা, এবং কেউ কেউ সফলও হয়েছে। নাহ্, ক্লারা, ওখানে টিকতে পারব না আমি।'

'কবে যে খুন হয়ে যাও তুমি, এই শঙ্কা থেকে আমার মুক্তি মিলবে কি-না কেবল ঈশ্বর জানেন! বেশ কয়েকবার গুলি খেয়েও ভাগ্যের জোরে রক্ষা পেয়েছ। হ্যাঁ, আমি জানি! তুমি না-বললেও ম্যাগির কাছে শুনেছি। শহরের প্রায় সবাই এ-নিয়ে আলাপ করছে। আর ম্যাগি তোমাকে পছন্দ করে। তোমার ব্যাপারে ওকে

বেশ উদ্বিগ্ন মনে হয়েছে।'

'এত চিন্তা কোরো না। ত্যাগ স্বীকার করা ছাড়া মানুষ কিছু তৈরি করতে পারে না। মরার ইচ্ছে আমার নেই, বরং মর্নি আর তোমাকে নিয়ে আমি সুখী হতে চাই। নেহাত ঠেকায় পড়ে কাজটা করছি, যেটা অন্য কেউ করতে পারত...কিন্তু জানোই তো, কেউ নেই বলেই...'

'অ্যাশলি হ্যাগার্ড আছে। ওর যোগ্যতা কম কীসে?'

'উঁহুঁ, বেশিদিন নয়। মেরি প্রাইনের সঙ্গে ওর খাতির জমে গেছে।'

'সেটাও জানি। মহিলা ভাল, তবে...ওর চারপাশে পুরুষদের ভীড় একটু বেশি। র‍্যাঞ্চেও তাই, কাউবয়দের ভীড়ের মধ্যে বড় হয়েছে। সোজাসাপ্টা কথা বলে।'

'বিশ্বাস করো, অ্যাশলি আমার চেয়ে ভাল করতে পারবে না।'

'ডীন...একটা কথা না-বলে পারছি না। আসলে বলার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু না-বলেও দেখছি উপায় নেই। কাল রাতে আমিও শব্দ শুনেছি।'

'কখন?'

'তুমি তখন ঘুমাচ্ছিলে। শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। একটু ভয় লাগল। কান খাড়া করে শুনলাম। মনে হলো বার্নের কাছে কেউ আছে। চুপিসারে জানালার কাছে গিয়ে পর্দা খানিকটা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি...আবছা একটা কাঠামো, একজন লোক ছিল। চেহারা দেখতে পাইনি, তবে বুঝেছি একজন লোক। বার্নে ঢুকে কিছুক্ষণ পরই বেরিয়ে এল। পিছনের পোর্চে এসে ঘরে উঁকি দিল লোকটা।'

'আমাকে ডাকলে না কেন?'

'ডেকে তুললে কী হত? গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা একটা লোককে চ্যালেঞ্জ করতে। লোকটা সমস্ত সুবিধা পেত। তোমাকে যদি গুলি করে বসত?'

চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল ডীন, বেরিয়ে গিয়ে বার্নে চলে এল। দরজার আশপাশে জমি নিরীখ করল। অস্পষ্ট ট্র্যাক দেখতে পেল কয়েকটা...বুটের কিনারা, কোনটাই পুরো নয়। বার্নের ভিতরে প্রায় আধ-ইঞ্চি লম্বা গোড়ালির ছাপ পেল। বেশ স্পষ্ট এটা...বুটটা প্রায় নতুন, আনকোরা বলা চলে।

দু'দিন আগে বার্নে আক্রান্ত হওয়ার কথা মনে পড়ল ওর। মাথায় আঘাত পেয়ে ভূপতিত হওয়ার পর হামলাকারীর একটা বুট খামচে ধরেছিল, চকচকে বুটে হাত পিছলে গিয়েছিল...ধরার পর ডীনের মনে হয়েছিল পলিশ করা, প্রায় নতুন বুট।

বাড়িতে ফিরে এল ডীন। সদ্য ভাজা বেকনের গন্ধ স্বাগত জানাল ওকে। টেবিলে বসার সময় টের পেল মর্নির কামরায় নিচু স্বরে গল্প করছে ছেলে দুটো।

এখন থেকে অন্যের বুটের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। নতুন বুট পরেছে এমন এক লোককে খুঁজে পেতে হবে।

তখনই ওর মনে পড়ল জেফ ক্রেমারের সঙ্গে দেখা করার কথা।

আজই যেতে হবে।

লিলি উশরের সঙ্গেও দেখা করতে হবে।

টেবিল ছেড়ে উঠে হ্যাটের দিকে হাত বাড়িয়েছে ডীন, তখনই ফিরে তাকাল ক্লারা, হাতে কাঁটা চামচ।

'সাবধানে থেকো, ডীন!' অস্ফুট স্বরে সতর্ক করল ও।

বাইরে উজ্জ্বল সকালে বেরিয়ে এল ডীন। জেপসনদের বাড়ির দিকে দৃষ্টি দিল।

ক্লারা ওকে সতর্ক থাকতে বলেছে। কিন্তু কার কাছ থেকে সতর্ক থাকবে, যেখানে জানেই না আসলে কে শত্রু বা কে মিত্র?

শহরের কেউ খুন করতে চাইছে ওকে। অস্থির হয়ে উঠেছে লোকটা। ডীনকে খুন করে আগের সব খুনের চিহ্ন মুছে দিতে চায়।

সময় ফুরিয়ে আসছে লোকটার। একাধিক খুন করেছে সে, এবং আরও করবে। যে-কোন মুহূর্তে আরেকটা লাশ পড়ে যেতে পারে।

এগারো

ব্যাঙ্ক খোলার সময় হয়নি বলে পুরো শহরে একবার চক্কর কাটল ডীন ফস্টার, দেখে নিল সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি-না। চলার পথে দেখা হওয়ায় ফ্রেড কালভার আর জেনি ডলিভারের সঙ্গে কুশল বিনিময় করল। তারপর *বন-টনে* ঢুকে বরাবরের মত একই চেয়ারে বসে কফির ফরমাশ দিল।

কোণের এক টেবিলে বসে আছে দুই ড্রামার। এক পাঞ্চার বসেছে অন্য টেবিলে, হ্যাট পিছনে ঠেলে দিয়েছে, ধূলিময় বুট চেয়ারের নীচে, টেবিলের উপর তশতরিতে জুড়াচ্ছে তার আগুন-গরম কফি। সতেরো-আঠারো হবে, তবে এটাই উঠতি পাঞ্চারদের বয়স। টেক্সাস থেকে উত্তরে বিশাল গরুর পাল নিয়ে সফলভাবে পৌঁছেছে যার নেতৃত্বে...তার বয়স ছিল মাত্র সতেরো।

দায়িত্ব, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়...পশ্চিমে এসব খুব দ্রুত শিখে নেয় মানুষ।

ডীন চেয়ার দখল করার পরপরই রেস্তোরাঁয় ঢুকল ম্যাগি কার্মেন। মুখ দেখে বোঝা গেল উদ্বিগ্ন। চারপাশে একবার দৃষ্টি চালিয়ে ত্রস্ত পায়ে ডীনের সামনে চলে এল। ধপ করে একটা চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিল। উত্তেজনায় বড়বড় হয়ে গেছে মহিলার চোখ।

'রাস্তায় তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছি, মার্শাল,' দ্রুত বলল ম্যাগি। 'তোমাকে সাবধান করতে এসেছি!'

'হয়েছে কী, বলো তো?'

'গ্যারি টরেলের নাম শুনেছ?'

পেটে শূন্য অনুভূতি হলো ডীনের। 'হ্যাঁ, শুনেছি।'

ঝুঁকে এল পোস্টমিস্ট্রেস। 'শহরের কেউ চিঠি লিখেছে টরেলের কাছে!'

'এই দেশে যার যাকে খুশি চিঠি লিখতে বাধা নেই, ম্যা'ম,' শান্ত স্বরে বলল ডীন। 'টরেলকেও লিখতে পারে, যদি ওর ঠিকানা জানা থাকে।'

'হ্যাঁ, জানে বৈকি! মন দিয়ে আমার কথা শোনো। মামুলি একটা খামে ভরে পাঠানো হয়েছে চিঠিটা, সাধারণ স্টোরে যেসব খাম বিক্রি হয়। সবাই ব্যবহার করে। কিন্তু লেখাগুলো ছাপানো ছিল। উদ্দেশ্য বুঝতে পারছ? চিঠির প্রেরক নিজের পরিচয় গোপন করতে চাইছে।'

'এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। হয়তো ব্যবসা করবে টরেলের সঙ্গে। আমার মাথা না-ঘামালেও চলবে।'

চেয়ারে হেলান দিল ম্যাগি, মুখ বিরক্তিতে কুঁচকে গেছে। 'কিন্তু এ-সময়ে কেন? কেন কুখ্যাত একজন গানম্যানকে ভাড়া করবে শহরের কেউ? রেঞ্জ লড়াই দূরে থাক, কোনরকম ঝামেলাই হচ্ছে না এখানে। খুনের তদন্ত করতে গিয়ে যা ঘটেছে তোমার ক্ষেত্রে...এছাড়া তো কোন গণ্ডগোল হয়নি।

'প্রথমে গুলি করেছে, তারপর মাথায় আঘাত করেছে। এরই মধ্যে খুন হয়ে গেছে শন জেপসন। তুমি যখন জর্জ হুইটসেটের স্যাডলটা পেলে...'

'তুমি কীভাবে জানলে?' তীক্ষ্ণ স্বরে বাধা দিল ডীন।

'এখানে তো অনেকদিন ধরে আছ। তুমি জানো এই শহরে গোপনীয় বলতে কিছু নেই। কোন ঘটনাই চেপে রাখা যায় না।

মিসেস হুইটসেট জেনির কাছে বলেছিল ওর স্বামীর ইচ্ছে ছিল স্যাডলটা তুমি নেবে। কিন্তু বাড়তি একটা স্যাডলের কী দরকার থাকতে পারে তোমার? যদি কাউকে দিতেই হয়, তা হলে বার্ট জেপসনকে দেওয়া ঠিক হত না? ব্রিডলের সঙ্গে স্যাডলও পেত সে। সেক্ষেত্রে, নির্দ্বিধায় বলা যায় তোমাকে স্যাডল দেওয়ার মূলে অন্য উদ্দেশ্য ছিল জর্জের। হয়তো ওটার মাধ্যমে তোমাকে কিছু বলতে চেয়েছিল...মানে, কোন মেসেজ দিতে চেয়েছিল।

'গ্যারি টরেলকে লেখা চিঠিটা দেখে বুঝলাম তোমার জন্য আযরাইল ডেকে আনার চিঠি ওটা। দুনিয়ার বুকে আর তোমাকে দেখতে চাইছে না কেউ। মরিয়া হয়ে পড়েছে সে। অথচ তুমি কি-না চুপ করে বসে আছ। দু'দিন পর যখন খুনিটা এসে পড়বে...'

'চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়েছ?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল ডীন।

'হ্যাঁ। উপায় ছিল না, কারণ এটা আমার পেশাগত দায়িত্ব। ল-ম্যান বা সম্ভাব্য টার্গেট হিসাবে, তোমাকে জানানো কর্তব্য মনে করেছি।'

'ধন্যবাদ, ম্যাগি,' এক ফাঁকে কফিপট আর কাপ দিয়ে গেছে ব্যাট গ্র্যান্ডি, বিরক্ত করেনি ওদের। কাপে কফি ঢালল ডীন। 'চিঠিটা কোথায় পাঠানো হয়েছে?'

'ত্রিনিদাদ,' নিজের জন্য কফি ঢেলে নিল ম্যাগি কার্মেন। 'বড় অদ্ভুত! লোকটা টরেলের ঠিকানা জানল কীভাবে? যদ্দূর জানতাম টাসকোসার ধারে-কাছে থাকে সে, ওখানে না থাকলে লাস ভেগাসে, কিন্তু ত্রিনিদাদের কথা শুনিনি। সে কীভাবে জানল যে ত্রিনিদাদের ঠিকানায় চিঠি লিখলে টরেলকে পাওয়া যাবে?'

চমৎকার প্রশ্ন, কফির দিকে তাকিয়ে ভাবল ডীন, মনে মনে সমীহ বোধ করছে ম্যাগির প্রতি। পরমুহূর্তে আশঙ্কায় তেতো হয়ে গেল মনটা—খোদা, ক্লারা যেন এসব জানতে না পারে!

কুখ্যাত এক আউটল গ্যারি টরেল। প্রায় সাত বছর জেলে ছিল, বেরিয়ে এসে পুরোপুরি ভাড়াটে গানম্যানে পরিণত হয়েছে।

ইদানীং বড় র‍্যাঞ্চারদের হয়ে নেস্টরদের খেদানোয় নাম কিনেছে খুব। ডুয়েলে তিন-চারজনকে খুন করেছে সে, তবে গুজব আছে এর তিন গুণ মানুষ খুন করেছে অ্যাম্বুশে। আসল সংখ্যা শুধু ঈশ্বর আর সে-ই জানে!

'ম্যাগি, দয়া করে কাউকে বোলো না এসব,' সতর্ক করে দিল ডীন, যদিও জানে আদপে ওর অনুরোধ রাখবে না ম্যাগি। বাচাল টাইপের মহিলা, যে-কোন ব্যাপারে অতি উৎসাহী। মুখরোচক খবর বেশিক্ষণ পেটে রাখতে পারে না।

'চিন্তা কোরো না, মার্শাল, এ-ব্যাপারে মুখ বুজে থাকব,' ওকে আশ্বস্ত করল পোস্ট মিস্ট্রেস। 'তোমাকে যে জানিয়ে দিয়েছি সেই খবর ওই লোককে দিতে যাব কেন? নির্ঘাত তা হলে আমাকেও খুন করবে সে। কাউকে কিচ্ছু বলব না, তুমিও বোলো না।'

উঠে দাঁড়িয়ে আর দেরি করল না ম্যাগি, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল রেস্তোরাঁ থেকে। প্রায় পরপরই প্রবেশ করল মেরি প্রাইন। ডীনকে দেখে ওর টেবিলের দিকে এগিয়ে এল সার্কেল-পি র‍্যাঞ্চ মালিক। 'হাই, ডীন! অনেকদিন পর দেখা হলো! অ্যাশকে দেখেছ নাকি?'

'না, সকাল থেকে এখনও দেখিনি। বসো, মেরি। ভাবছিলাম র‍্যাঞ্চে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব। তুমি চলে আসায় ভালই হলো।'

'কী যে বলো না! বিবাহিত ও দাম্পত্য জীবনে সুখী একজন লোক কেন অত কষ্ট করবে!'

অপ্রস্তুত হয়ে গেল ডীন, এদিকে ওর বিব্রত অবস্থা দেখে খিলখিল করে হাসতে থাকল মেরি প্রাইন।

'আগে তো আমার উদ্দেশ্য শুনবে,' মৃদু স্বরে বলল ডীন। 'জর্জ হুইটসেটের বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতাম।'

'জর্জ হুইটসেট?' বিষণ্ন হয়ে গেল সুন্দর মুখটা। 'আহা রে! ওর কথা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়। বুড়োকে খুব পছন্দ

করতাম। সত্যিকার মানুষ। ওর মত লোক এদিকে কমই আছে।' এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডীনকে মাপল মেরি। 'জর্জের ব্যাপারে কী বলবে, ডীন? কোনভাবে যদি আমার সাহায্য লাগে, বলতে দ্বিধা কোরো না।'

'খুন হওয়ার সময় তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল ও। তুমি ওকে খবর দিয়েছিলে?'

'না তো! মার্শালকে দরকার হবে কেন আমার? কেউ যদি বেতাল করে সামলানোর জন্য একটা উইনচেস্টার আছে আমার। আমার জমিতে ওটাই আইন! কারণ র‍্যাঞ্চে ঝামেলা করতে পারে শুধু রাসলাররা, বাবার কাছ থেকে ওদের কীভাবে সামলাতে হয় সেটা আমি শিখে নিয়েছি।'

'তুমি বরং নিজ থেকে কিছু করতে যেয়ো না, মেরি, আইনের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।'

'কীসের আইন? তুমি মার্শাল। শহরের বাইরে তোমার কর্তৃত্ব নেই। শুনেছি কাউন্টি শেরিফ আছে একজন, কিন্তু জীবনেও ওর চেহারা দেখিনি। ডেনভারে একজন ইউএস মার্শালও আছে, তবে তাতে কী যায়-আসে আমার? তাকে কি বিপদের সময় পাব? খবর পেয়ে র‍্যাঞ্চে আসতে যে-সময় লাগবে তার, ততক্ষণে আমার সব গরু মেক্সিকোয় চলে যাবে।'

'তোমার সঙ্গে কী নিয়ে যেন আলাপ করতে যাচ্ছিল জর্জ। তোমার কোন ধারণা আছে?'

ইতস্তত করল মেরি...স্রেফ মুহূর্তের জন্য। 'না, বলতে পারছি না, ডীন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জর্জ আমার কাছে বাবার মতই, দ্বিতীয় বাবা বলা চলে। মানুষ হিসাবে যতই ভাল হোক, কিন্তু জর্জ কাউকে বিশ্বাস করত না। বরং সে মনে করত যে-কোন মুহূর্তে বিপদে পড়ে যেতে পারি আমি।'

'তুমি তা হলে জানো না কেন হুট করে তোমার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়েছিল জর্জ?'

'না,' চট করে জবাব দিল মেরি প্রাইন।

কথা বাড়াল না ডীন, তবে মনে সংশয় রয়ে গেল। ওর ধারণা জর্জ হুইটসেটের সার্কেল-পি র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে যাওয়ার কারণ ঠিকই জানত মেরি, অন্তত ধারণা ছিল। সেক্ষেত্রে, ওকে বলছে না কেন?

হঠাৎ গ্যারি টরেলের কথা মনে পড়ল। পিস্তলে খুবই চালু, ফাস্ট গান, লক্ষ্যভেদও নিপুণ। কে ভাড়া করেছে তাকে, কেন করেছে? ম্যাগির আশঙ্কা যদি সত্যি হয়ে থাকে, অর্থাৎ যদি ওকে খুন করার জন্য ভাড়া করে থাকে? টরেল শহরে এলে তাকে সামাল দেবে কীভাবে? নিজেকে কখনও গানফাইটার মনে করে না ডীন, বরং এ-ধরনের কথা কেউ বললে গুরুত্ব দেয়নি। অস্ত্রে ওর হাত ভাল, কিন্তু ক্ষিপ্র গানফাইটারের সঙ্গে ডুয়েল লড়ার মত মানসিক দৃঢ়তা, দক্ষতা বা সাহস ওর নেই···এসব স্রেফ মাথা গরম বা খ্যাতিপাগল তরুণদের কাজ। টরেল কেন, কাউকে খুন করার ইচ্ছেই নেই ওর।

কিন্তু সত্যি যদি টরেল উপস্থিত হয়? যদি উইল সিটির রাস্তায় ডুয়েল লড়তে বাধ্য হয়?

মাথা নেড়ে চিন্তাটা বাতিল করে দিল ডীন। যৎকালে তৎ বিবেচনা। আগে থেকে ভেবে মাথা গরম করে লাভ নেই। হাতে এখন বিস্তর কাজ, ওসব নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত।

'আমি এখানে বসে থাকলে কিছু মনে করবে?' হঠাৎ জানতে চাইল মেরি। 'অ্যাশের জন্য অপেক্ষা করছি তো।'

'উঁহুঁ, আজ মাফ করতে হবে। আলগা সুতো জোড়া লাগাচ্ছি। মাথায় হাজার চিন্তা।'

মেরি প্রাইন টেবিল ছেড়ে উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করল ডীন। প্রথমে ধরা যাক, কারা গ্যারি টরেলের কথা জানতে পারে। টিম চেকো একজন। আউটল ট্রেইলের প্রায় সব লোক সম্পর্কে জানা আছে ঘোড়াচোরের।

আচমকা টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডীন। 'মেরি? ধারে-কাছে থেকো, হ্যাঁ? ফিরে এসে কথা বলব আবার। ব্যাঙ্কে যাব আর আসব, দেরি হবে না আমার।'

'হ্যাঁ, আজ এমনিতেও শহরে থাকব। নাচের পার্টি আছে। তুমি জানো না? অ্যাশ আমাকে নিয়ে যাবে।'

ক্লারাকে জানাতে হবে, ভাবল ডীন। নাচ বা এরকম অনুষ্ঠানে যেতে পছন্দ করে ক্লারা। বিস্ময়কর ব্যাপার, ডীন খুব সামাজিক না হলেও এমন অনুষ্ঠান উপভোগ করে। সবাই বলে নাচে বেশ পারদর্শী ও। হয়তো।

রাস্তা পেরোনোর সময় অভ্যাসবশত চারধারে দৃষ্টি চালাল। বিশেষ করে লোকজনকে দেখছে। ব্যাঙ্কের সামনে এসে ফিরে তাকাল রাস্তার দিকে। সত্যি যদি ওকে খুন করার জন্য টরেলকে খবর দিয়ে থাকে? এখানে এসে কী করবে লোকটা, অ্যাম্বুশ থেকে গুলি ছুঁড়বে নাকি অন্য কোথাও ডীনের মুখোমুখি দাঁড়াবে?

এ-ব্যাপারে টিম চেকো ছাড়া শুধু লেন্স আর্থারই জানতে পারে। লোকটার থই পাওয়া মুশকিল। ব্যক্তিগত অপছন্দ বা পেশাগত বিরোধিতা ছাড়িয়ে সত্যি কথা বলবে সে? ব্যাপারটা নিজের মনে উল্টে-পাল্টে দেখল ডীন, শেষে আঁচ করল এ-প্রশ্নের সৎ জবাব আর্থারের কাছে আশা করা যায়। যত ভয় বা আশঙ্কার ব্যাপার থাকুক না কেন, লোকটা সত্যি কথা বলবে ওকে।

ব্যাঙ্কে ঢুকল ডীন। ইশারায় বসের কামরা দেখিয়ে দিল এক কেরানি। ডীনের উপস্থিতি টের পেয়ে মুখ তুলে তাকাল জেফ ক্রেমার।

'তুমি এসেছ! কেমন আছ, ফস্টার? সেদিনের জন্য দুঃখিত। কী জানো, নিজের ফাইলপত্র কাউকে দেখতে দেওয়ার ব্যাপারে অনীহা আছে আমার। বোধ করি তোমারও আছে। সবচেয়ে বড় কথা, মক্কেলের স্বার্থ আমার দেখতে হয়। আর কোন মক্কেলই নিজের আর্থিক ব্যাপার-স্যাপার কাউকে জানতে দিতে চায় না।

এজন্যই আমি দেখতে দিতে চাইনি।'

'ওসমান কী জন্য এসেছিল?'

মিনিট খানেক দ্বিধার পর ব্যাঙ্কার বলল, 'হিসাব খুলেছে আমার এখানে। সান্তা ফের এক ব্যাঙ্কের একটা চেক দিয়েছে। তিন হাজার ডলার।'

'তিন হাজার?' চেয়ারে বসে পড়ল ডীন। 'কেন্ এখানে জমা করছে, বলেছিল কিছু? কিংবা কোন ধারণা আছে তোমার?'

'বলেছে,' স্যুইভেল চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল ক্রেমার। 'গোপন রাখার শর্তে টাকা জমে রেখেছে সে। ওসমানের আশঙ্কা ছিল কিছু খোঁজখবর করার আগেই হয়তো জেনে যাবে মেয়েটা, যা সে চায়নি। মেয়েটার কাছে টাকা নিয়ে যেতে রাজি হবে এমন কারও ব্যবস্থা করতে পারলে ফিরে এসে জানাবে বলেছিল।'

'কোন্ মেয়ের কথা বলছ?'

'লিলি উশার।'

স্থিরদৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকল দু'জন, শেষে মাথা নাড়ল ক্রেমার। 'তুমি যা ভাবছ তা নয়। ওসমান পরিষ্কার করেছিল ব্যাপারটা। কয়েক বছর আগে পশ্চিমের খনি ক্যাম্পে কলেরার প্রকোপ হয়েছিল। নিজের সংক্রমণ হওয়ার ভয় উপেক্ষা করে আক্রান্তদের সেবা করেছিল লিলি উশার, যাদের মধ্যে ছিল এক ওসমান।

'ওসমানদের সম্পর্কে জানো নিশ্চয়ই। কারও প্রতি ঋণী থাকা ওদের স্বভাবের বাইরে। মোরা হয়ে যাওয়ার সময় কে যেন বলেছিল লিলি উশার অসুস্থ, সুস্থ হওয়ার জন্য নির্মল পরিবেশে চলে যাওয়া দরকার, কিন্তু সেজন্য প্রয়োজনীয় টাকা নেই ওর কাছে।

'এরচেয়ে বেশি কিছু জানার দরকার ছিল না ওসমানদের। বেশ কয়েকজন মিলে টাকা যোগাড় করে জো ওসমানকে এখানে তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। টাকার কিছুটা নগদ আর

বাকিটা সান্তা ফের এক ব্যাঙ্কের ড্রাফট।

'প্রথমে লিলির সঙ্গে দেখা করেছিল ওসমান, কিন্তু সন্তুষ্ট মনে হয়নি ওকে। বুঝে যায় সরাসরি টাকা দেওয়া যাবে না লিলিকে। এসব ব্যাপার জানো তুমি। এ-ধরনের মেয়েদের নিজস্ব কিছু লোক থাকে, বিপদে-আপদে এরা হয়তো নিরাপত্তা দেয়, কিন্তু বেশিরভাগ সময় মেয়েদের টাকা মেরে দেয়। বাকি টাকা দেওয়ার আগে লিলির অমন কেউ আছে কি-না খোঁজখবর নেওয়ার চিন্তা ছিল ওসমানের। সে অবশ্য সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি পুরো টাকা লিলির হাতে তুলে দেওয়া উচিত হবে, নাকি ব্যাঙ্কে জমা রাখবে যাতে একবারে বেশি তুলতে না পারে। তাই চেকটা এখানে জমা রেখেছে সে। সঙ্গে ওর স্যাডলব্যাগও রেখেছে।'

'স্যাডলব্যাগ?'

প্রকাণ্ড সেফের দিকে ফিরল জেফ ক্রেমার। বেশ পুরানো, নিত্যদিনের ব্যাঙ্কিং-এ ব্যবহার করা হয় না এখন, বরং স্থানীয় বা যাত্রীদের জন্য সেফ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

সেফ খুলে বেশ পুরানো এক জোড়া স্যাডলব্যাগ বের করে, ডেস্কের উপর নামিয়ে রাখল ব্যাঙ্কার। 'এগুলো নিতে হলে স্বাক্ষর দিয়ে যেতে হবে, মার্শাল। এমন নয় যে তোমাকে বিশ্বাস করি না, বরং এগুলো নিরাপদে রাখার জন্য আমার জিম্মায় দেওয়া হয়েছে বলে...'

'বুঝতে পেরেছি। কাগজ দাও, স্বাক্ষর করে দিচ্ছি,' বলল ডীন। উঠে দাঁড়িয়ে ধন্যবাদ জানাল ব্যাঙ্কারকে। 'বড় একটা উপকার করলে আমার। এই প্রথম জানতে পারলাম কী উদ্দেশে উইল সিটিতে এসেছিল সে। তথ্যটা অনেক কাজে লাগবে।'

এক তা কাগজ ওর দিকে এগিয়ে দিল ব্যাঙ্কার, তাতে স্বাক্ষর করল ডীন। 'ওসমানের সঙ্গে বিস্তর সোনা ছিল, মার্শাল!' স্বাক্ষর করার সময় যোগ করল ক্রেমার।

'কতটা?'

শ্রাগ করল সে। 'কয়েকশো ডলার তো হবেই, বেশিও হতে পারে। মানিবেল্ট আর কোটের নীচে একটা থলেয় রেখেছিল। খুব ভারী হওয়ার কথা, ওর নড়াচড়া দেখে মনে হচ্ছিল আমার।'

'ধন্যবাদ,' আন্তরিক স্বরে বলল ডীন। 'লিলি উশারের সঙ্গে কথা বলব আমি।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল জেফ ক্রেমার। 'ফস্টার? সাবধানে থেকো, খুবই সাবধান! প্রথম থেকে সুচারুভাবে সবকিছু সম্পন্ন করেছে খুনি, কেবল তোমার বেলায় গোলমাল হয়েছে। চিন্তা করে দেখো, শন জেপসন বা ওসমানের বেলায় নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ সারতে সক্ষম হয়েছে ওরা।'

ফিরতি পথে *করাল* সেলুন পেরোনোর সময় থমকে দাঁড়াল ডীন, শেষে সামান্য দ্বিধার পর ভিতরে ঢুকে পড়ল। এক টেবিলে তাস পিটাচ্ছে দু'জন আর বারের কাছে বীয়ার পান করছে এক ফ্রেইটার। এ ছাড়া কোন লোক নেই।

শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে গ্লাস মুছছিল লেঙ্গ আর্থার, ডীনকে দেখে গ্লাস নামিয়ে রাখল, তারপর বারের এ-প্রান্তে এগিয়ে এল ওর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। দাঁতের ফাঁকে জ্বলতে থাকা সিগার সরিয়ে জানতে চাইল, 'কিছু লাগবে, মার্শাল?'

'দুই মিনিটের বেশি লাগবে না,' বারের কিনারায় ভারী দুই কনুইয়ের ভর রাখল ডীন। 'গ্যারি টরেল সম্পর্কে কতটা জানো?'

আবার মুখ থেকে সিগার সরাল *করাল*-মালিক। 'কখনও ওর সঙ্গে লেনদেন বা ব্যবসা করিনি বটে, তবে খুবই বিপজ্জনক লোক হিসাবে বদনাম আছে ওর।'

'ভাড়াটে খুনি হিসাবে কাজ করে সে?'

হেসে উঠল আর্থার। 'কাউকে খুন করতে কারণ লাগে না গ্যারি টরেলের। বিনিময়ে টাকা পেলে তো ভালই, নইলে নিজের পথ পরিষ্কার করার জন্য মানুষ খুন করে, এমনকী স্রেফ আনন্দ পেতেও করে। বিবেক বলতে কিছু নেই ওর। টরেল যদি কারও

পিছনে লাগে, তা হলে ওই লোকটার প্রতি সহানুভূতি বোধ করা ছাড়া কারও কিছু করার থাকে না।

'পাঁচ ফুট নয় বা দশ ইঞ্চি লম্বা,' বলে যাচ্ছে *করাল* মালিক। 'ওজন একশো ষাট হবে। শ্যামলা, গাট্টাগোট্টা টাইপের লোক, কালো চুল, হালকা নীল চোখ। কাচের মত স্বচ্ছ চাহনি। এক কানের উপরের অংশ কাটা, কীভাবে হয়েছে জানি না, তবে চুল দিয়ে সবসময় ঢেকে রাখে টরেল। যে-কোন অস্ত্রে দক্ষ, নিখুঁত লক্ষ্যভেদী। পিছন থেকে গুলি করায় কোনরকম দ্বিধা নেই ওর।'

'হ্যাঁ, এমন কিছুই আশা করেছি। ধন্যবাদ, আর্থার।'

'হুইস্কি চলবে?'

'বীয়ার।'

নিজের জন্য হুইস্কি নিল সে, আর ডীনের জন্য বীয়ার ঢেলে গ্লাসটা ঠেলে দিল। 'খুব কমই পান করি আমি,' খানিকটা বিব্রত স্বরে বলল আর্থার। 'আসলে ব্যবসার সঙ্গে হুইস্কি, তাস বা পিস্তল মানায় না।' হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে ডীনকে দেখল। 'তা হলে টরেল আসছে এখানে? তোমার জন্য?'

'ঠিক জানি না, তবে অমন একটা আভাস পেয়েছি,' বীয়ারের স্বাদ নিল ডীন। 'এসব ব্যাপারে ধারণা নেই আমার, তাই জানতে চাইছি অমন একজন লোককে ভাড়া করতে কেমন খরচ হতে পারে?'

স্মিত হাসল *করাল*-মালিক, তারপর শ্রাগ করল। 'ব্যাপারটা নির্ভর করে শিকারের উপর। পঞ্চাশ ডলার পেলে মামুলি কোন রাখাল, কুক বা ভবঘুরেকে ফেলে দেবে টরেল। নেস্টরদের জন্য ওর চাহিদা ন্যূনতম একশো। আর লোকটার যদি পরিবার থাকে তা হলে দ্বিগুণ।'

'আমার জন্য?'

'পাঁচশো...বেশিও হতে পারে। বেশিরভাগ লোকের ধারণা পিস্তলে তোমার হাত চালু। গ্যারি টরেলও জানবে, কারণ শিকার

সম্পর্কে আগে খোঁজখবর নেয় সে। পেশাদার খুনি মাত্র তাই করে। কম করে হলেও চার-পাঁচশো চাইবে। কাজ হাসিল করার সময় সমস্ত সুবিধা নিজের অনুকূলে নিতে চেষ্টা করবে।'

সিগার থেকে ছাই ঝাড়ল লেন্স আর্থার। সামান্য ভেবে বলল, 'সশস্ত্র অবস্থায় প্রতিপক্ষকে শিকার করতে পারে, অজুহাত দাঁড় করাতে পারবে তা হলে, কিন্তু এমন সময় বেছে নেবে যখন তুমি হয়তো তৈরি থাকবে না। ধরো, *বন-টনে* বসে কফি খাচ্ছিলে, শেষ করে উঠে দাঁড়াচ্ছ ঠিক তখন হামলা করতে পারে। বহু মানুষ দাঁড়ানোর সময় টেবিল বা চেয়ারের কিনারা চেপে ধরে, একটা হাত তাতে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, অ্যাকশনে যেতে সামান্য যে দেরি হয় তাতেই ফয়সালা হয়ে যায় সবকিছুর। কিংবা স্যাডলে চড়ার সময়, যখন পমেল আঁকড়ে ধরে শরীর তুলবে কেউ...তখন গুলিটা আসতে পারে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, নিজের সুবিধামত সময় বেছে নেবে টরেল, অথচ শিকারের জন্য সেটা হবে প্রতিকূল। সবচেয়ে বড় সমস্যার কথা হচ্ছে, মিস্ করবে না সে।'

'পাঁচশো তো অনেক টাকা।'

'হ্যাঁ,' ক্ষীণ হাসল আর্থার, তবে চোখের চাহনি ঠাণ্ডা। 'উইল সিটি বা আশপাশে খুব কম লোক আছে যে কাউকে খুন করার জন্য অত টাকা খরচ করতে সক্ষম। যেমন: ক্রেমার, কালভার, মেরি প্রাইন...'

'মেরি?'

'টাকা আছে ওর, কিন্তু তেমন কোন কারণ আছে কি-না জানি না। মার্শাল, তোমার জায়গায় থাকলে পাঁচশো ডলার খরচ করতে সক্ষম কাউকে তালিকা থেকে বাদ দিতাম না আমি।'

'তালিকার চতুর্থ নাম তোমার?'

'হ্যাঁ, আমাকে সহ হিসাব করতে হবে,' ডীনের চোখে চোখ রাখল সে। 'তবে নিজের একটা উইনচেস্টার থাকার পরও ওই টাকা খরচ করা আমার কাছে বাড়তি খরচ বলে মনে হয়।'

'একজনকে বাদ দিয়েছ তুমি,' মনে করিয়ে দিল ডীন।

'কাকে?'

'লিলি উশারকে,' বীয়ারে শেষ চুমুক দেওয়ার সময় বলল ও।

বারো

মূল রাস্তা ধরে মেক্সিকান রেস্তোরাঁ ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে চলে এল ডীন ফস্টার, ডানে মোড় নিয়ে বহুল ব্যবহৃত পথ ধরে লিলি উশারের বাড়ির দিকে এগোল। এক সারি কটনউডের নীচে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা।

সাদা রঙের চৌকো বাড়ির সঙ্গে বর্ধিত অংশ এখনও নতুন। সামনে সুপরিসর পোর্চ। প্রকাণ্ড কয়েকটা কটনউডের ছায়া থাকে সারাক্ষণ। সামনে হিচিং রেইল ছাড়াও বাড়ির পিছনে ছোট স্টেবল রয়েছে। দু'জায়গার কোথাও ঘোড়া নজরে পড়ল না, আর পুরো বাড়িতে প্রাণের চিহ্ন বলতে গেলে শুধু চিমনি দিয়ে বেয়ে ওঠা সরু ধোঁয়া।

কটনউডের ছায়ায় থামল ডীন। শীতল ঝিরঝিরে বাতাসে গা জুড়িয়ে যাচ্ছে। মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে হ্যাটব্যান্ড মুছল। ইচ্ছের বিরুদ্ধে করতে হবে কাজটা। উপায় নেই। কোন মহিলাকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করা খুব অপছন্দ ওর, বিশেষ করে লিলি উশারের মত অসুস্থ একজন মহিলাকে।

লিলি উশারকে কি সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখা যায়? উঁহুঁ। অন্তত তর্কের খাতিরে হলেও তাকে সন্দেহভাজনদের তালিকায় রাখতে হবে। সঙ্গে বিস্তর টাকা নিয়ে মহিলার বাড়ি গিয়েছিল ওসমান।

লিলির জন্য নগদ টাকা নিয়ে এসেছিল সে, কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমা রেখেছে, কিন্তু লিলির কি জানা ছিল সেটা?

লিলি উশারের কোন ছেলে-বন্ধু নেই। থাকলে সবাই জানত। এ-ধরনের খবর শহরে চাউর হয়ে যায়। বার-O-বার বা ডাম্বেল র‍্যাঞ্চের এক রাইডারের প্রতি দুর্বল লুসি হর্নার।

স্পারে ঝুনঝুন শব্দ তুলে সিঁড়ি ভেঙে পোর্চে উঠে এল ডীন। ওর ভারী শরীরের চাপে মৃদু ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলল বোর্ড। দরজায় করাঘাত করল ও।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা, যেন কেউ ওর অপেক্ষায় ছিল। লুসি হর্নার।

'মার্শাল? ভিতরে এসো।'

হ্যাট খুলে ভিতরে পা রাখল ডীন। 'কেমন আছ, লুসি? লিলি আছে বাড়িতে?'

'বসো, প্লীজ। ওকে খবর দিচ্ছি।'

লুসি চলে যেতে কামরার চারপাশ দেখল ডীন। শহরের অন্য সব বাড়ির পার্লারের মতই, ব্যতিক্রম কেবল পিয়ানোর উপস্থিতি। ডীনের জানামতে উইল সিটিতে আরও একটা পিয়ানো আছে, চার্চে। উঁহুঁ, হঠাৎ মনে পড়ল ওর, ওটা পিয়ানো নয়, অর্গান।

বেশ পুরু কার্পেট। আসবাবপত্র ভেলভেটে মোড়া। চারপাশে লাল রঙের ছড়াছড়ি, এবং একটু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

ভিতরের কামরা বা করিডরে ঢোকার পথে পর্দা রয়েছে। পর্দা সরে যেতে লিলি উশারকে দেখতে পেল ডীন।

উঠে দাঁড়াল ও। 'কেমন আছ, ম্যা'ম? তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।'

'দুঃখিত হওয়ার দরকার নেই। আজ শরীরটা একটু ভাল লাগছে।'

'জো ওসমানের খুনের তদন্ত করছি আমি।'

'আমিও তাই অনুমান করেছি। ওর সম্পর্কে কী কী জানি তাই

জানতে চাও? নাকি অন্য কিছু?' ডীন উত্তর দেওয়ার আগেই ঘাড় ফিরিয়ে ভিতরের দিকে তাকাল মহিলা। 'লুসি? আমাদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করবে, প্লীজ?'

সুন্দরী তাতে কোন সন্দেহ নেই, খেয়াল করল ডীন, তবে খানিক ফ্যাকাসে বা রক্তশূন্য দেখাচ্ছে। অসুস্থতার ধাক্কা। নীল-সাদা চেক গিংহ্যাম ড্রেসের চারকোনা কলার আর বাহুতে লেসের কারুকাজ করা। মেয়েদের পোশাক খুঁটিয়ে দেখতে অভ্যস্ত নয় ও, তবে বাড়ি ফিরে গেলে ক্লারা জিজ্ঞেস করবে বলে দেখে নিচ্ছে। এসব ব্যাপারে খুবই কৌতূহলী ক্লারা। সমীহহীন কৌতূহল।

'চা খাও তো, মার্শাল?'

'হ্যাঁ। কিন্তু অযথা কষ্ট না করলেও চলবে।'

মাথা নেড়ে ডীনের বিনয় বাতিল করে দিল লিলি উশার।

শেষ যখন দেখেছিল তারচেয়ে রুগ্ন দেখাচ্ছে, খেয়াল করল ডীন, বেশ ওজন হারিয়েছে। তবে বরাবরই মহিলাকে একটু দুর্বল দেখায়, যদিও এ-ধরনের মহিলারা পশ্চিমে অনেক শক্ত ধাঁচের হয়। বয়স কম হবে না। চল্লিশ? হতে পারে। কিংবা কমও হতে পারে। জীবনে কম তো ঝামেলা সামলায়নি। বেশ কয়েকটা গল্পই ডীনের কানে এসেছে।

ত্রিশ বছর আগে ইন্ডিয়ানদের হাতে খুন হয় লিলির বাবা-মা। এক দম্পতির কাছে বড় হলেও তাদের কেউই সদাচরণ করেনি ওর সঙ্গে। বাড়ি থেকে পালিয়ে এক নাটক-দলের সঙ্গে ভিড়ে যায় লিলি, এক অভিনেতাকে বিয়ে করে। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় ওকে ফেলে চলে যায় লোকটা। তারপর ক্যালিফোর্নিয়া, নেভাডা...আর নানা জায়গায় ঘুরেছে লিলি। নেভাডায় কলেরার মহামারির সময় অচেনা রুগ্ন মানুষগুলোকে নিঃস্বার্থ সেবা করেছে।

ভার্জিনিয়া সিটি, পিউতে, লীডভিল এবং টিন কাপে পরিচিতি আছে লিলির। কেউ কেউ বলে শো করতে এরচেয়ে পশ্চিমের সব শহরেও গেছে লিলি।

লিলির জীবনের দ্বিতীয় পুরুষ এক জুয়াড়ী। কিন্তু এ-সম্পর্কও বেশিদিন টেকেনি। স্টেজ উল্টে দুর্ঘটনায় মারা পড়ে বেচারা। তারপর থেকে আর কোন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি লিলি।

'জো ওসমানের ব্যাপারে জানতে চেয়েছ না? সেদিন শহরে আসার আগে কখনও দেখেনি তাকে। ওর এক আত্মীয় নেভাডায় কলেরায় আক্রান্ত হলে আরও কয়েকজনের সঙ্গে তাকেও সেবা করেছিলাম। সেই আমার অসুস্থতার খবর পেয়ে জো-কে পাঠায় দেখা করার জন্য। সঙ্গে টাকাও পাঠিয়েছে।'

'কত টাকা?'

'শুরুতে পাঁচশো। বলল সমুদ্রের তীরে পৌঁছানোর আগেই আরও টাকা আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।'

'জো ওসমান তোমাকে পাঁচশো দিয়েছে। কিন্তু ওর কাছে আর কত টাকা ছিল এ-সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা আছে?'

'না। তবে আরও টাকা ছিল ওর কাছে, আমি নিজে দেখেছি।'

'সে-রাতে আর কেউ এখানে ছিল?'

'প্রথমবার খুব ভোরে এসেছিল, আমি তখনও ঘুম থেকে উঠিনি। আমাকে বিরক্ত না করে চলে যায় সে। পরে আবার এসেছিল। ওর এখানে আসার কারণ ব্যাখ্যা করে জানাল। ভাইরা মিলে টাকা যোগাড় করেছে ওরা। একজনকে বাঁচিয়ে ওদের নাকি উপকার করেছি, বিনিময়ে আমাকে সাহায্য করতে চায়। সান ডিয়েগো চলে যাওয়ার পরামর্শ দিল আমাকে। স্থানীয় এক মাইনারের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছে ওসমানরা, যাকে নেভাডায় সেবা করেছিলাম। ওদের মতে সুস্থতা ফিরে পাওয়ার জন্য ওটাই আমার জন্য উপযুক্ত আবহাওয়া হবে, আর যত্নের কাজ করবে টাকা।'

'ঠিকই বলেছে,' একমত হলো ডীন। 'আর কোন বিষয়ে কথা বলেছ তোমরা?'

'ইয়ে, শহর আর এখানকার লোকজন সম্পর্কে জানতে চাইল

আমার কাছে। বলল রাস্তায় এক লোককে চেনা চেনা মনে হয়েছে ওর, নিউ মেক্সিকো বা ওদিকে কোথায় যেন দেখেছিল। এজন্যই কৌতূহল বোধ করেছে।'

'লোকটার বর্ণনা দিয়েছিল?'

'আরে না! আমিও তেমন গুরুত্ব দেইনি; কারণ এখানকার বহু লোকই আগে নিউ মেক্সিকোয় থেকেছে বা আসা-যাওয়া করেছে। শীতের সময় স্থানীয় অনেক কাউবয় আরও দক্ষিণে চলে যায়। দোষ দেওয়া যাবে না ওদের। ঠাণ্ডায় এখানকার রেঞ্জে কাজ করা সত্যি কষ্টকর।'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত স্বরে একমত হলো ডীন।

ট্রেতে চা আর বিস্কুট নিয়ে প্রবেশ করল লুসি। পরিবেশন করার পর এক পাশে একটা সোফায় বসল মেয়েটি।

চায়ে চুমুক দিল ডীন, মনোযোগ দিয়ে লিলি উশারের অতীত শুনছে—মাইনিং ক্যাম্পে কষ্টকর জীবনের গল্প বলছে মহিলা।

বেশিক্ষণ শোনা হলো না, বরং হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ডীন। কতটা জানতে পারল লিলি উশারের কাছে? লিলিকে সাহায্য করতে উইল সিটিতে এসেছে জো ওসমান, নগদ পাঁচশো ডলার দিয়ে বেশ কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমা রেখেছে জানিয়ে এখান থেকে চলে গেছে। এখান থেকে বেরিয়ে চ্যাকন আর হার্কলের তোপের মুখে গিয়ে পড়ে সে, অথচ উল্টো তাদের এক হাত নিয়ে নেয়। কিন্তু হোটেলে ফিরে যায়নি। যেতে পারেনি।

কেউ তার পিঠে গুলি করেছিল। ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে? ওই সময় পরনের কোট খুলে রেখেছিল ওসমান...কেন?

আনাড়ি ছিল না সে, সেক্ষেত্রে তাকে পিছন থেকে এত সহজে ঘায়েল করল কীভাবে? পরিচিত ও বিশ্বস্ত কেউ গুলি করেছে বলেই সফল হয়েছিল?

'ওসমান থাকার সময় আর কেউ ছিল এখানে?' লিলিকে একই প্রশ্ন আবার করল ডীন।

'সকালে কেউ ছিল না,' খানিক চিন্তা করার পর বলল লিলি। 'প্রথমবার তো ভোরে এসেছিল, তখন কেউ ছিল না এটা আমি নিশ্চিত। কিন্তু দ্বিতীয়বার?' নিজেকে প্রশ্ন করল সে, ভাবছে। 'ওহ্, ঠিক মনে পড়ছে না! বেশ কয়েকজন এসেছিল, স্রেফ দেখা করতে বা ড্রিঙ্ক নিতে এসেছিল, তবে কেউই বেশিক্ষণ থাকেনি।'

'গ্যারি টরেল নামে কাউকে চেনো?' আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ল ডীন।

ভাবান্তর দেখা গেল না লিলি উশারের মধ্যে।

শীর্ণ কাঁধ সামান্য নাড়ল মহিলা। 'হ্যাঁ, নাম শুনেছি।'

'ওসমান যখন দ্বিতীয়বার এসেছিল, সময়টা বলতে পারবে? ঠিক কখন বেরিয়ে গিয়েছিল সে?'

কাপ তুলে চুমুক দিচ্ছিল লিলি, মাঝপথে থেমে গেল। কাপ নামিয়ে রেখে বলল, 'মনে পড়ছে না তো! এখানে আসার পর এই টেবিল থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে পড়ছিল। ক্লান্ত লাগছিল বলে শুয়ে পড়েছিলাম। লুসি হয়তো সঠিক সময়টা বলতে পারবে।'

মাথা নাড়ল লুসি। 'হ্যাঁ, এখানে কিছুক্ষণ ছিল সে। কফি খাওয়ার ফাঁকে পত্রিকা পড়েছে।'

'আর কিছু কি পান করেছে বা খেয়েছে?'

'না। শুধু কফি পান করেছে। পত্রিকা পড়া শেষ করে হাত ধুয়ে আর দেরি করেনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে বেরিয়ে গেছে।'

'কোথায় যাচ্ছে বলেছিল? কিংবা কী করবে জানিয়েছে?'

'লিলি ওকে এখানকার এক কামরায় থাকতে বলেছিল, কিন্তু রাজি হয়নি সে। বাড়তি কয়েকটা কামরা আছে আমাদের। কখনও কখনও আত্মীয় বা পরিচিত কেউ এলে রাতে এখানে থাকে, বা কেউ খুব বেশি মাতাল হয়ে গেলে তাকে ওসব কামরার একটায় নিয়ে যাওয়া হয়। ওসমান বলেছিল হোটেলে ফিরে যাবে।' থেমে ভুরু কোঁচকাল লুসি। 'কী জানো, ও যখন চলে

যাচ্ছিল...কেন যেন ওকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে হয়নি। এখানে থেকে যেতে অনুরোধ করেছিলাম, স্রেফ মাথা নেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে মনে হলো পড়ে যাচ্ছিল, আমি ওর দিকে এগিয়েও গিয়েছিলাম। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বেরিয়ে যায় সে।'

এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিল? প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে ডীনের মাথায়।

কেউ কেউ তাকে টলতে দেখেছে, ঠিক মাতালের মত। যদিও আদপে মদ স্পর্শ করেনি, কিংবা খেলেও খুবই সামান্য।

'লুসি, একটু ভেবে বলো তো। ওর জন্য কফি তৈরি করেছিল কে?'

'আমি! সাধারণত আমিই তৈরি করি, তবে কখনও কখনও লিলিও বানায়।'

কফির সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল? কী উদ্দেশে? ততক্ষণে লিলিকে টাকা দিয়ে দিয়েছিল ওসমান, বলেও দিয়েছিল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার কথা। লুসি হর্নারের কাজ? চিন্তিত মনে সামনে বসা মেয়েটিকে দেখল ডীন। বাড়তি টাকার লোভে অন্য কারও সাহায্য নিয়ে কফিতে ঘুমের ঔষধ বা নেশাজাতীয় কিছু মেশায়নি তো লুসি?

মনে হয় না। তবে সন্দেহটা থেকে যাচ্ছে।

'সে-রাতে কালভার এসেছিল এখানে? সাক্ষী দরকার আমার,' ব্যাখ্যা দিল ডীন। 'এমন কাউকে দরকার যে বলতে পারবে জো ওসমান কোথায় যাচ্ছিল, কিংবা তার কী পরিকল্পনা ছিল।'

'এখানে যারা আসে তারা বেরিয়ে গিয়ে কী করবে সেটা তাদের ব্যাপার,' অনীহার সঙ্গে জবাব দিল লিলি উশার। 'এ-নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। অন্তত নিজ থেকে প্রশ্ন করি না। কেউ যদি এমনিতে বলে ফেলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। এখানে আসা কেউ কেউ নিঃসঙ্গ বলে. স্রেফ কথা বলতে পারলে স্বস্তি পায়। এতে

অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা। আবার কাউবয়দের কেউ কেউ মাসের পর মাস কোন মহিলাকে দেখে না, তারপর এখানে এসে অনর্গল কথা বলতে থাকে। ওদের একাকীত্ব এখানে এলে বেশি প্রকাশ পায়।

'হ্যাঁ, ফ্রেড কালভার এসেছিল। শুধু সেই নয়, জেফ ক্রেমার আর অ্যাশলি হ্যাগার্ডও এসেছিল। খোঁজখবর নিতে প্রায়ই আসে ওরা, আমার ধারণা সেদিনও এই উদ্দেশে এসেছিল।'

'লেন্স আর্থারও এসেছিল,' জানাল লুসি হর্নার। 'তবে মুহূর্ত কয়েকের বেশি থাকেনি। আমার ধারণা কারও খোঁজে এসেছিল।'

চা শেষ করে সতর্কতার সঙ্গে টেবিলের উপর কাপ নামিয়ে রাখল ডীন। সুদৃশ্য চীনা কাপ। বিশেষত্বটা বোঝার চেষ্টা করল যাতে বাড়ি গিয়ে ক্লারাকে বলতে পারে।

'কফি তৈরি করার সময় রান্নাঘরে তুমি একা ছিলে?' জানতে চাইল ডীন।

'না তো!' হেসে উঠল লুসি। 'পুরো বাড়িতে ওটাই সবচেয়ে ব্যস্ত জায়গা। কেউ না কেউ থাকে। এ ঢুকছে তো ও বেরোচ্ছে।'

আরও কিছুক্ষণ থাকল ডীন, প্রশ্ন করল। কিন্তু একসময় প্রশ্ন ফুরিয়ে গেল, অথচ সন্তুষ্ট হতে পারল না। আরও প্রশ্ন করতে পারলে স্বস্তি পেত যার উত্তর ওর তদন্তের কাজে লাগবে। অজানা কোন তথ্য পাবে। কিন্তু কাউকে প্রশ্নের বেড়াজালে পেঁচিয়ে ধরতে কাঁচা ও। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে।

তবে আবিষ্কার মন্দ হয়নি। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ডীন, কফির সঙ্গে কিছু মেশানো হয়েছিল, কারণ ওটা পান করার পর পুরোপুরি সচেতন বা সতর্ক ছিল না জো ওসমান। মেয়ে দু'জনের পক্ষে কফিতে কিছু মেশানোর জোরাল মোটিভ নেই বটে, কিন্তু সম্ভাবনা উড়িয়েও দেওয়া যাচ্ছে না। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় টলছিল জো ওসমান।

কিংবা...বাড়িতে আসা অতিথিদের কেউ কফিতে নেশাজাতীয়

কিছু মেশাতে পারে। আর্থার, ক্রেমার, হ্যাগার্ড আর কালভার এসেছিল এখানে...চারজনই ডীনের সন্দেহের তালিকায় আছে।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিদায় জানাল ডীন, মাথায় হ্যাট চাপিয়ে বেরিয়ে এসে পিছনে দরজা টেনে দিল। মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়ে থাকল, চকিত দৃষ্টি চালাল আশপাশে, তারপর কাছের কটনউডের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল।

লিলি উশারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যাচ্ছিল ওসমান? যুক্তির খাতিরে বলা যায় হোটেলে যাচ্ছিল। ঘোড়াটা জেপসনদের স্টেবলে রেখে এসেছিল। হোটেল ছাড়া সম্ভাব্য যাওয়ার জায়গা হতে পারে মেক্সিকান রেস্তোরাঁ বা *বন-টন*। রাতের খাবার খেতে যেতে পারে, যদি না লিলির বাড়িতে ঢোকার আগেই খেয়ে থাকে। ধরে নেওয়া চলে উইল সিটিতে একেবারে নতুন ছিল সে।

লিলির বাড়িতে কারও সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওসমানের? কেউ এ-ব্যাপারে বলেনি, তবে এমন কিছু ঘটে থাকতেও পারে। নাকি লিলির বাড়ি থেকে বেরিয়ে কারও সঙ্গে মিলিত হয়েছিল?

উত্তরে তিনশো গজ দূরে এড ফার্লোর পরিত্যক্ত বার্ন, যেখানে ডীনের মাথায় আঘাত করেছিল খুনি। মেক্সিকান রেস্তোরাঁর দূরত্ব এখান থেকে একশো গজেরও কম। নাক বরাবর রাস্তার ওপাশে জেপসনদের স্টেবল। আর ডীনের বাড়ি প্রায় তিনশো গজ দূরে উত্তর-পশ্চিমে। ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল ডীন, মনে মনে দিন কয়েক আগে রাতের বেলায় লিলি উশারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চলা জো ওসমানের মত একই পথ অনুসরণ করার প্রয়াস চালাল।

ধূলিময় জমিতে ঘাস জন্মেছে, গুটিকয়েক ক্ষুদ্রাকৃতির প্রিকলি পিয়ারও আছে। মেক্সিকান রেস্তোরাঁর লাগোয়া কয়েকটা বড়সড় গাছ আছে, আর ডীনের বাড়ির আঙিনায় গাছের কমতি নেই।

ধরা যাক, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় গরম লাগছিল ওসমানের? এজন্যই কোট খুলে কাঁধের উপর চাপিয়েছিল?

হয়তো...সরাসরি লিলির বাড়ির পশ্চিমের রাস্তা না-ধরে উত্তর-পশ্চিমে মেক্সিকান রেস্তোরাঁর পিছন দিকের পথ ধরে থাকবে?

পিছন দরজা বাদ দিলে *করাল* সেলুনের কোন জানালা নেই। ফার্লোর ফ্রেইট বার্ন বরাবরই পরিত্যক্ত। কারও থাকার কথা নয় ওখানে। সেক্ষেত্রে, ওসমান এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কারও চোখে পড়ার কথা নয়।

এতদিন পর ট্র্যাক খুঁজতে যাওয়া বোকামি হবে, কারণ এরই মধ্যে অসংখ্য কুকুর, বাচ্চা, ঘোড়া বা গরুর চলাচলের কারণে সব ট্র্যাক চাপা পড়ে গেছে।

অন্য একটা চিন্তা খেলে গেল ডীনের মাথায়। স্যাডল খুঁজে পেয়েছিল যে-অ্যারোয়োয়, জায়গাটা এখান থেকে সামান্য পুবে।

ওসমানকে খুন করার মোটিভ নিয়ে ভাবল। ওসমান পরিবারের প্রতি ঘৃণা বা জিঘাংসা? নাকি সোনার লোভ? এলগার, জর্জ হুইটসেট বা শন জেপসনের খুনের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কী?

আদৌ কোন সম্পর্ক কি আছে? হুইটসেটের মতে খুন হয়েছিল টিপ এলগার। কী কারণে? ওসমানদের র‍্যাঞ্চ মোরায়, আর সেখানে কাজ করত এলগার। খুবই অস্পষ্ট যোগাযোগ, তবে অগ্রাহ্য করার মত নয়।

ফ্রেইট বার্নের দিকে হাঁটতে শুরু করল ডীন। কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ বামে মোড় নিয়ে মেক্সিকান রেস্তোরাঁর উদ্দেশে এগোল। কয়েক পা যেতে রেস্তোরাঁর আড়ালে চলে গেল, এখন আর শহর থেকে কেউ দেখতে পাবে না ওকে।

বাড়ি এল ডীন।

কী যেন সেলাই করছিল ক্লারা, পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল। 'কোন অসুবিধা হয়নি তো?' জানতে চাইল ও।

'না। সামান্য ক্লান্ত, এই যা।' চেয়ারে বসে হ্যাট টেবিলের উপর রাখল ডীন, বুটজোড়া ঢিলে করে দেওয়ার সময় স্পারে সামান্য রিনঝিন শব্দ উঠল। 'লিলি উশারের সঙ্গে দেখা করে

এলাম।'

মুখ তুলে তাকাল ক্লারা। 'কেমন আছে ও?'

'বেশ অসুস্থ মনে হলো। ওর জন্য টাকা নিয়ে এসেছিল জো ওসমান। সমুদ্রের তীরে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট টাকা। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে নেভাডার মহামারির সময় বেশ কয়েকজন মাইনারকে বাঁচিয়েছে ও যারা এখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।'

লিলি উশারকে বর্ণনা করার পর তার বাড়ি, পার্লার, আসবাব এবং অন্যান্য জিনিসের ফিরিস্তি দিল ডীন।

'আমি বুঝি না পুরুষরা ওর মধ্যে কী দেখেছে,' আড়ষ্ট কণ্ঠে মন্তব্য করল ক্লারা। 'একে সুন্দরী নয়, তায় একেবারে রোগা।'

'শুধু ওর কারণে যে লোকজন ওখানে যায় তা নয়। বরং গল্প করতে বা দেখা করার জন্যও যায় কেউ কেউ। বিস্তর পত্রিকা আর ম্যাগাজিন আছে ওখানে, সবই সমসাময়িক।' চেয়ার পিছনে হেলিয়ে দিল ও। 'কাজ একেবারে এগোচ্ছে না! জট আরও পাকিয়ে যাচ্ছে। দূর, আমাকে দিয়ে হবে না, ক্লারা!'

'এত গুরুত্ব না দিলেই চলে। যে গেছে তো গেছে, তাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করার কী দরকার! চাইলেই তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। হয়তো এমন কিছুই পাওনা ছিল ওর।'

'অসুস্থ একজন মহিলার জন্য সাহায্য নিয়ে আসতে কয়েকশো মাইল পাড়ি দেয় যে-লোক তার এমন মৃত্যু পাওনা? কথাটা ঠিক বলোনি। বরং বীরের মত সম্মান পাওয়ার অধিকার ছিল তার। যদিও কেউ একজন ভেবেছে তার মরে যাওয়া উচিত। টাকার জন্য নয়, আমার ধারণা তাকে নিজের জন্য বিপজ্জনক ভেবে কাজটা করেছে খুনি।'

'টিম চেকোর কথা ভুলে গেছ? সে নিজেই স্বীকার করেছে জো ওসমানের ঘোড়া চুরি করতে চেয়েছিল?'

'ঠিক। কিন্তু চেকো স্রেফ ঘোড়াচোর, খুনি নয়। বাধ্য হলে খুন করতেও আপত্তি নেই ওর, পিস্তলেও চালু, তবে সেটা ডুয়েলে

বা মুখোমুখি লড়াইয়ে। এভাবে নয়।'

'এত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?'

'ওর সম্পর্কে জানি বলেই নিশ্চিত।'

হঠাৎ একটা আইডিয়া খেলে গেল ডীনের মাথায়। খানিকটা কাগজ-কলম ব্যবহার করলে কেমন হয়? সন্দেহভাজনদের তালিকা তৈরি করে, তাদের প্রত্যেকের সম্ভাব্য মোটিভ বা ঘটনার সময় কে কোথায় ছিল...সব লিখে রাখলে পরে বিশ্লেষণ করতে সুবিধা হবে।

কাজটা আগেই করা উচিত ছিল, উপলব্ধি করে লজ্জিত হলো ডীন। একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে শন জেপসনের খুনের ঘটনায়। গুলির সময় কে কোথায় ছিল? খোঁজ নিতে হবে।

আসলে বোকা ও। জর্জ হুইটসেট হলে ঢের গুছিয়ে কাজ করত।

হঠাৎ সাবেক মার্শালের স্যাডলের চোরা পকেটে পাওয়া টালি-বুকের কথা মনে পড়ল ওর। ব্যস্ততার কারণে ভুলে গিয়েছিল।

হয়তো ওটায় রয়েছে সব রহস্যের চাবিকাঠি।

তেরো

টালি বুকের কথা ক্লারাকে বলল না ডীন। চার-বাই-আড়াই ইঞ্চির ছোট্ট নোটবুক, র‍্যাঞ্চারদের কাছে সাধারণত দেখা যায়, রেঞ্জের অবস্থা বা গরুর সংখ্যা লিখে রাখে। কেউ আবার লেনদেনের হিসাবও টুকে রাখে। এ-ধরনের হিসাব সাধারণত মুখস্থ রাখে বেশিরভাগ র‍্যাঞ্চার, তবে যারা হাজার হাজার গরুর মালিক

তাদের জন্য টালিবুকই কাজের।

হয়তো এ বইয়ের নির্দিষ্ট একটা নাম দিয়েছে জর্জ, অপরাধ বিষয়ক নানা তথ্য যদি রেখে থাকে? সমাধান না-হোক অন্তত সাহায্য বা দিক নির্দেশনা তো মিলতে পারে। কী উদ্দেশে টালিবুক ব্যবহার শুরু করেছে, কিংবা কী কারণে ডীনকে এটা দিতে চেয়েছে জর্জ হুইটসেট? নাকি নিজের আবিষ্কার নিয়ে ভয় পাচ্ছিল যে খুনি হিসাবে বন্ধুদের একজনকে ধরতে হবে? শহরের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল জর্জের, এমনকী লেন্স আর্থারও ওর বন্ধু ছিল। খুনি এদেরই একজন।

ব্যাপারটা নিজের মনে উল্টেপাল্টে দেখল ডীন, সম্ভাব্যতা বিচার করল, জানা সব তথ্য বিশ্লেষণ করে শেষে একটা প্যাটার্নে পৌঁছানোর প্রয়াস পেল।

খুনি নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। ডীন তাকে শনাক্ত করতে না-পারলেও ওর ব্যাপারে সব খবর রাখছে সে, ডীনের প্রতিটি পদক্ষেপের উপর নজর রাখছে, দেখছে কোন মুহূর্তে একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে, কতটা এগোচ্ছে; মুখ টিপে হাসছে যখন সত্যের কাছ থেকে ভুল করে সরে যাচ্ছে ডীন।

অন্য একটা দিকও বিবেচনা করতে হবে। সত্যি বোধহয় নার্ভাস হয়ে পড়েছে খুনি।

পুরানো প্রবাদটা কী যেন? চোরের মন পুলিশ পুলিশ। এমনও হতে পারে খুনি হয়তো ভাবছে তদন্তের শেষ পর্যায়ে চলে গেছে ডীন, নইলে ওর ওপর হামলা হত না, যদিও বাস্তবে তা ঘটেনি। ওকে চিরতরে সরিয়ে দিতে চেয়েছে খুনি, কিংবা ভড়কে দিয়ে মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে চেয়েছে।

সাপার করতে ডাইনিংরুমে ঢুকল ছেলে দুটো। ডীনের উৎসুক দৃষ্টি এড়িয়ে গেল বার্ট জেপসন।

অস্বাভাবিক! হয়েছে কী? চিন্তিত হয়ে পড়ল ডীন। বার্টের মুখ দেখে মনে হচ্ছে অপরাধবোধে ভুগছে, চোরা চোরা চাহনি।

আদপে কি এর কোন কারণ আছে?

অহেতুক! নিজেকে গাল বকল ও। অযথা সন্দেহ করছে বার্টকে। খুনোখুনি নিয়ে ভাবতে ভাবতে এখন যাকে-তাকে সন্দেহ করছে। দু'দিন পর হয়তো ক্লারা বা মর্নিকে অপরাধী ভাবতে শুরু করবে!

খাবারের সময় বেশ আলাপ হলো, তবে মনোযোগী হতে পারল না ডীন। মনে মনে গ্যারি টরেলের কথা ভাবছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যে-কোন সময়ে উইল সিটিতে হাজির হয়ে যাবে ভাড়াটে খুনিটা, তারপর নিতান্ত সতর্কতা আর পেশাগত দক্ষতার সঙ্গে মোক্ষম সময় নির্ধারণ করবে। একটা সুবিধা আছে ডীনের—তার আগমন যে প্রত্যাশিত এটা জানে না টরেল।

এটাই হয়তো সবকিছুর নিয়ামক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সাপার শেষে ক্লারার সঙ্গে বাসনকোসন ধোয়া, মোছা এবং শুকিয়ে তুলে রাখার কাজে সাহায্য করতে চলে গেল ছেলে দুটো। মিনিট খানেক নীরবে ওদের ব্যস্ততা দেখল ডীন, তারপর এক কাপ কফি নিয়ে পার্লারে চলে এল।

দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ফিরে তাকাল ক্লারা, বিস্মিত হয়েছে, যেহেতু প্রীচার বা বিশেষ কেউ না এলে কামরাটা ব্যবহার করে না ওরা। তবে একা থাকার জন্য পার্লারে যেতে চায় ডীন।

'কেসটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করব,' ব্যাখ্যা করল ও।

'নিশ্চয়ই,' সহাস্যে বলল ক্লারা।

আশপাশে বাচ্চাদের উপস্থিতির কারণে পার্লার খুব যে নীরব তা নয়, কিন্তু এরচেয়ে শ্রেয়তর জায়গাও নেই বাড়িতে।

দরজা দিয়ে ঢোকার সময় জো ওসমানের স্যাডলব্যাগ তুলে নিল ও। সোফায় বসে দুই পায়ের ফাঁকে রাখল ব্যাগ দুটো, শেষে স্ট্র্যাপ খুলল।

সামান্য দ্বিধা করল ডীন, মনে অস্বস্তি—অন্যের ব্যক্তিগত

জিনিস দেখতে গিয়ে আসলে অন্যের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করছে, হোক না মৃত মানুষ। ডীন নিজেও যথেষ্ট রক্ষণশীল, নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, ব্যক্তিগত বিষয় অন্যকে জানতে দিতে নারাজ। অন্যের গোপনীয়তার ব্যাপারেও সমীহ বোধ করে।

হঠাৎ হাত স্থির হয়ে গেল ওর। যে-স্ট্র্যাপটা মাত্র খুলেছে ওটা একেবারে ঢিলেঢালা করে বাঁধা ছিল। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। স্যাডলব্যাগে কেউ যখন কিছু বহন করে, সাধারণত আঁটসাঁট করে বাঁধে যাতে রাইডিঙের সময় ব্যাগ থেকে পড়ে না-যায়। এক্ষেত্রে, ডীনের মন বলছে, অন্য কেউ ব্যাগ খুলেছে এবং তাড়াহুড়ো করে স্ট্র্যাপ বেঁধেছে, খেয়াল করেনি সেটা অস্বাভাবিক ঢিলেঢালা হয়ে গেছে।

তিক্ত মনে মাথা নাড়ল ও। কার কাজ এটা? ব্যাপারটা যে ওর বাসায় ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ ব্যাঙ্ক থেকে আনার সময়ও আঁটসাঁট করে বাঁধা ছিল স্ট্র্যাপ দুটো। ক্লারা? উঁহুঁ। মর্নিও এ-কাজ করবে না। বার্ট? নিঃসন্দেহ হতে পারল না ডীন।

যদ্দূর জানে ছেলেটা সৎ। নানা লোক আসে স্টেবলে, ঘোড়ার যত্ন নেওয়ার সময় স্যাডলব্যাগ বা এটা-ওটা থাকে, চাইলে তুলে নিতে পারত। হাজারো সুযোগ পেয়েছে সে, কিন্তু কখনও এদিক-ওদিক হয়নি কারও জিনিসপত্র।

স্যাডলব্যাগ হাতড়াল ডীন, ভিতর থেকে পয়েন্ট ফোর-ফোর গুলির ছোট্ট থলে, পেমিকান তামাকের বড়সড় টুকরো, ময়দার ছোট্ট পুঁটলি এবং ট্রেইলে জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য টুকিটাকি জিনিস বের করল। আঁটসাঁট করে বাঁধা রহাইডের দড়ি, দশ-বারো ফুট লম্বা হবে, সম্ভবত খরগোশ বা বুনো শিকার ধরার ফাঁদ তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়। কখনও কখনও ক্যাম্প বা রেঞ্জেও ব্যবহার করা হয়।

অন্য ব্যাগেও মামুলি জিনিস। বাড়তি ব্যান্ডানা, ছোট্ট একটা পকেটে বেশ কিছু চিঠি, লেখার সরঞ্জাম ছাড়াও টুকিটাকি। দীর্ঘ

যাত্রায় পশ্চিমের মানুষ মাত্র এ-ধরনের জিনিস বহন করে।

অনেক চিঠির মধ্যে একটার প্রাপক হিসাবে জেসন ওসমানের নাম লেখা, বাকি সবই জো ওসমানের উদ্দেশে লেখা। দুটো লিখেছে সান্তা ফের এক মেয়ে, সমসাময়িক ঢঙে লেখা, কিন্তু কৌশলে মনের গভীর আবেগ এড়িয়ে গেছে। প্রথমটা নিঃসন্দেহে প্রেমের চিঠি। দ্বিতীয়টাও তাই, তবে প্রতিদিনের বিভিন্ন ঘটনার সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি ছাড়াও বাড়ি আসার তাগিদ প্রকাশ পেয়েছে। "ট্রিপ"-এর ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। নিঃসন্দেহে জো-র এই ট্রিপ সম্পর্কিত, যার শেষে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছতে পারেনি সে।

আগাগোড়া গুছিয়ে লেখা, ভাষা দস্তুরমাফিক হলেও লেখার গভীরে এক ধরনের মিষ্টতা রয়েছে যা পাঠককে টানে।

তিক্ত মনে খিস্তি করল ডীন ফস্টার। এই ভদ্রমহিলাকে লিখে জানাতে হবে দুঃসংবাদটা। কাজটা ওর ঘাড়ে না-চাপলেই মঙ্গল। একজন মানুষ যখন খুন হয়, স্বভাবতই তার স্বজনরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঠিক পুকুরে ঢিল ছোঁড়ার মত। ঢেউয়ের পরিধি বাড়তে থাকে, ছড়িয়ে যায়, তেমনি ব্যক্তি মানুষটাকে ছাড়িয়ে অন্যরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আপাতদৃষ্টিতে একজন মানুষের অনুপস্থিতি তেমন বড় কিছু মনে হয় না, কিন্তু বাস্তবে এর প্রভাব কি সবসময় দেখা যায়?

জেসন ওসমানকে লেখা চিঠিটা নিতান্ত সাধারণ।

প্রিয় জে,

স্যাম স্টিভেন্স নামে এক লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। প্রসপেক্টর। কলেরা মহামারির সময় ক্যাম্পে ছিল সে। মনে আছে, ওই সময়ে লিলি উশার আমাদের পাশে না-দাঁড়ালে কেউই বোধহয় বাঁচতাম না? স্টিভেন্সের কাছে শুনলাম পুব কলোরাডোর এক শহরে ফুসফুস-জ্বরে

আক্রান্ত হয়েছে লিলি। কয়েকজন মিলে লিলির জন্য টাকা যোগাড় করেছে স্টিভেন্স। আমার কাছে মনে হলো লিলির জন্য কিছু করতে পারলে খুশি হবে তুমি।

লীডভিল থেকে টেট ব্লেভিনও লিলির জন্য বেশ কিছু টাকা নিয়ে এসেছে।

—কন ফ্লেচার

ঘটনার শুরু নিশ্চয়ই এখান থেকে। অন্তত, ওসমানদের অংশ এখান থেকে শুরু হয়েছে। আদপে যা ঘটেছে—যদি সত্যি কোন যোগাযোগ থেকে থাকে—তা অবশ্য আগেই শুরু হয়েছিল, টিপ এলগারের মৃত্যুর মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে, কেন খুন হলো সে? হয়তো এরচেয়েও আগে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার পরিণতিতে।

সব চিঠি স্যাডলব্যাগে ঢুকিয়ে স্ট্র্যাপ আটকে দিল ডীন। শুধু জো ওসমানকে শনাক্ত করা গেছে, বেশ কয়েকটা চিঠিতে তার নাম রয়েছে। তবে জেফ ক্রেমার যদি আদৌ চিঠিগুলো আদালতে উপস্থিত করতে রাজি হয়।

আর...জো ওসমানের উইল সিটিতে আসার উদ্দেশ্য নিশ্চিত জানা গেল। কিন্তু খারাপ একটা দিকও আছে, বরং সেটাই চিন্তার বিষয়—ওসমান পরিবারকে দুঃসংবাদটা জানাতে হবে। এখন আর নিজের অনীহার জন্য কোন অজুহাত খুঁজে পাচ্ছে না ডীন। হাতে ঠিকানা পেয়ে গেছে। জো ওসমানের পরিচয় সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়া গেছে।

খবর পেলে চার-পাঁচদিনের মধ্যে এখানে পৌঁছে যাবে ওসমানরা। হয়তো দু'একদিন দেরি হতে পারে, কিন্তু এর বেশি নয়। ডীনের সন্দেহ আছে ততদিনে এই খুনের কিনারা করতে পারবে কি-না। জো-র খুনিকে দেখিয়ে দিতে হবে ওসমানদের, নইলে নিজেরাই খুনিকে খুঁজে বের করবে ওরা।

কঠোর সততার সুনাম আছে ওদের, কিন্তু নিজেদের ব্যাপারে

খুবই স্পর্শকাতর। একজন মার খেলে তেড়ে আসে অন্যরা, বিশেষ করে সেটা যদি অন্যায়ভাবে হয়। ওসমানরা চলে এলে তদন্ত শেষ করা হবে না ডীনের, ওদের উপস্থিতিতে কাজ ব্যাহত হবে, হয়তো সময়ই পাওয়া যাবে না। সবচেয়ে বড় কথা, উইল সিটিতে এসে প্রথমে ডীনের সঙ্গে দেখা করবে ওসমানরা, জানতে চাইবে খুনির বিচার হয়েছে কি-না। ডীনের ব্যর্থতার জন্য কোন অজুহাত মানবে না ওরা।

খুনের তদন্তের একেবারে শেষ মুহূর্তে খুন হয়ে গিয়েছিল জর্জ হুইটসেট, সম্ভবত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল সে। একই দশা কি ওর ক্ষেত্রেও হবে?

হতে পারে।

চট করে উঠে দাঁড়াল ডীন, জানালার পর্দা টেনে দিল। সতর্ক থাকতে দোষ নেই, যেখানে দু'বার হামলা হয়েছে ওর উপর।

ফিরে এসে জর্জ হুইটসেটের টালিবুক নিয়ে বসল।

প্রথম পৃষ্ঠায় নানা ব্র্যান্ডের বেশ পুরানো তালিকা, প্রতিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাথানের গরুর মোট সংখ্যা সংযোজিত। সরকার অননুমোদিত ব্র্যান্ড সব, রেঞ্জের গণনা থেকে সংগৃহীত কিংবা রাসলারদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত। পরের কয়েক পৃষ্ঠায় তারিখ দিয়ে গ্রেফতার হওয়া মাতাল, জুয়াড়ী, ঝামেলাবাজ বা শান্তি বিনষ্টকারীদের নাম-ঠিকানা লেখা হয়েছে। রুটিন কাজ এটা।

চতুর্থ পৃষ্ঠায় শিরোনামা দিয়ে লেখা:

টিপ এলগারের মৃত্যুর তদন্ত

জ্ঞাত কোন শত্রু নেই...মৃতের পকেটে দুই ডলার পাওয়া গেছে...অতীত অপরাধের রেকর্ড নেই, বরং সততার সুনাম পাওয়া যায়। দক্ষ কাউহ্যান্ড। ত্রিনিদাদে ওর প্রেমিকা রয়েছে। আট বছরের সম্পর্ক। মাঝে মধ্যে ত্রিনিদাদে ঘুরে আসত। কয়েক বছরে জুয়া খেলে সামান্য কয়েক সেন্টের বেশি জেতেনি বা হারেনি। দেনা নেই।

ঈর্ষা, ছিনতাই বা ডাকাতি এবং পূর্বশত্রুতার জের হিসাবে খুন হয়নি নিশ্চিত হওয়া গেছে। লাশের ধারে-কাছে ট্র্যাক ছিল না। শুধু শনিবারে ড্রিঙ্ক করত। কখনও মাতাল হলেও বেপরোয়া হত না।

স্থানীয় যেসব র‍্যাঞ্চে কাজ করেছে: ডীন ফস্টারের হয়ে দুই বছর, মেরি প্রাইনের র‍্যাঞ্চে তিন বছর। মৃত্যুর সময় প্রাইন র‍্যাঞ্চে ছিল। মালিক নিজেই তাকে কাজ দিয়েছিল। তার আগে শেষ কাজ করেছে মোরার O-লেযি-O র‍্যাঞ্চে।

ওসমানদের র‍্যাঞ্চ। গেরোটা এখানেই...তবে এর তাৎপর্য কী বোঝা যাচ্ছে না। নিতান্ত সাধারণ উদ্দেশ্য নিয়ে উইল সিটিতে এসেছিল জো ওসমান। তারও আগে মোরার কাজে ইস্তফা দিয়ে উত্তরে গিয়ে পূর্ব-পরিচিত এক র‍্যাঞ্চে কাজ নিয়েছিল টিপ এলগার। বেশিরভাগ কাউহ্যান্ড গত কয়েক মাস বা বছরে তাই করেছে। কোথাও বেশিদিন থাকতে চায় না এরা। বিশেষ করে শীতের সময় বৈরী পরিবেশ ছেড়ে অপেক্ষাকৃত সহনীয় রেঞ্জে ভীড় জমায়।

এখানে এসে প্রাইন র‍্যাঞ্চে কাজ নিয়েছিল, এবং মাস শেষে বেতন পাওয়ার আগেই গুলিতে মৃত্যুবরণ করে।

হিসাব মেলাতে না-পেরে অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল ডীন, তারপর টালিবুকের দিকে নজর ফেরাল। ছোট ছোট লেখা, তায় পেঁচানো। আঙুল দিয়ে লাইন অনুসরণ করল ও।

সম্ভাবনা: অতীত কৃতকর্মের পরিণতিতে খুন হয়ে থাকতে পারে এলগার...কিংবা এমন কিছু সে জানত বা দেখেছে যা অন্যের জন্য বিপজ্জনক।

সম্ভাবনা: স্থানীয় কারও সম্পর্কে কিছু জানত বা দেখেছে? বেসিনে এলগারের অনুপস্থিতির সময়ে স্বস্তিতে ছিল কেউ, কিন্তু ফিরে এসে তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল

এলগার?

নাকি অন্য কোথাও থেকে কিছু জেনে এসেছিল?

মোরার ধারে-কাছে সোনার সন্ধান করেছিল বিল ম্যাককেনা, একবার ভেড়ার পালের দেখাশোনাও করেছে। আর মোরায় কাউহ্যান্ড হিসাবে কাজ করত টিপ এলগার।

কেউ কেউ বলে মোরার ঐতিহাসিক ল্যান্ড গ্র্যান্ট যুদ্ধে জড়িত ছিল জেফ ক্রেমার...এটা স্রেফ গুজবও হতে পারে...কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মোরার সঙ্গে মেরি প্রাইনের কোন সংশ্লিষ্টতার তথ্য মেলেনি।

টু-বাট ক্রীকের ট্রেইলে পাওয়া গেছে এলগারের লাশ। ঠিক ক্রীকের কিনারে। দেড়শো গজ উত্তর-পশ্চিমের টিলায় আততায়ীর অবস্থানের প্রমাণ মিলেছে। ঝোপে লুকিয়ে ছিল। গাছগাছালিতে ভরা জায়গা, পিছন দিকটা বন্ধ হলেও পালানোর জন্য সহজ পথ রয়েছে। কাছের ঝোপের ভিতর পয়েন্ট ফাইভ-টু ক্যালিবারের কার্তুজ শেল পাওয়া গেছে। খুনি ওই শেলের খোঁজ করেছিল এমন আলামতও ছিল।

ক্রিসপিনের ধাতব শেল, গৃহযুদ্ধের সময় বেশ কিছু ইউনিট এ-ধরনের বুলেট ব্যবহার করত। শুধু গিলবার্ট স্মিথ রাইফেলে এটা ব্যবহার করা যায়।

এলাকায় এ-ধরনের রাইফেল বা কার্তুজ কারও আছে বলে জানা যায়নি।

টালিবুকটা পাশে সোফার উপর নামিয়ে রাখল ডীন, তারপর শরীর এলিয়ে ভাবতে শুরু করল। খুনের ঘটনার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিবেচনা করল। সতর্ক মানুষ বলে সুনাম আছে ওর, তবে খুব যে মেধাবী তা নয়। বুদ্ধিমান বলা চলে। সাধারণ একজন মানুষের

মতই পুরো ব্যাপারটাকে পর্যালোচনা করছে।

বিশেষ কোন দক্ষতা বা জ্ঞান নেই ওর, স্রেফ সাধারণ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করছে। হুট করে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা মাথায় খেলে যেতে পারে ভেবে বারবার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করল, একটা প্যাটার্ন ধরতে পারবে...জীবনে মানুষ বা পশুকে কম ট্র্যাক করেনি, জানে আসলে সবাই অভ্যাসের দাস বলে কম-বেশি নিজস্ব প্যাটার্ন বা ধারা অনুসরণ করে। খুব কম লোক নিজেকে এর ঊর্ধ্বে তুলে নিতে পারে বা অভ্যাস থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়। যেমন হরিণ। জন্মের জায়গা থেকে কখনোই দূরে সরে যায় না, বড়জোর এক মাইল, কিন্তু ওই পর্যন্তই।

খুনি স্থানীয় লোক। এলাকার সমস্ত কিছু তার নখদর্পণে, তাই তাকে ধরতে হলে ডীনকে উইল সিটির আলোকে চিন্তা করতে হবে। খুনের অন্তরালে মূল কারণ হয়তো এখানকার কোন ঘটনা, যা নিজের জন্য বিপজ্জনক মনে করেছে খুনি।

জেফ ক্রেমার প্রথমে মুখ খুলতে চায়নি। তথ্য গোপন বা চেপে রাখার চেষ্টা করেছে। এমন এক অবস্থানে ছিল সে যেখান থেকে শন জেপসনকে খুন করা সম্ভব ছিল।

টিপ এলগার আর ক্রেমারের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল? কাউহ্যান্ড-মালিকের সম্পর্কের বাইরে মেরি প্রাইন ও এলগারের মধ্যে অন্য সম্পর্ক ছিল না তো?

এলাকায় পয়েন্ট ফাইভ-টু ক্যালিবারের কার্তুজ কে ব্যবহার করে?

অনেক বছর ধরে এলাকায় আছে ডীন, বিভিন্ন সময়ে টার্কি বা বুনো পশু শিকারের ঘটনায় এলাকার প্রায় প্রতিটি মানুষকে গুলি করতে দেখেছে, অমন কোন রাইফেল চোখে পড়েনি। অপ্রচলিত জিনিস সহজে চোখে পড়ে। কারও কাছে থাকলেও অন্তত ওর চোখে পড়েনি।

পয়েন্ট ফাইভ-টু ক্যালিবারের রাইফেল বা কার্তুজের কথা

কাউকে বলেনি জর্জ হুইটসেট। ডীনও ব্যাপারটা চেপে রাখতে ইচ্ছুক। অস্পষ্ট বা দুর্বল হলেও একটা সূত্র বটে, শেষতক খুনির বিপক্ষে জোরাল প্রমাণ হিসাবে প্রতীয়মান হতে পারে।

তবে ডীনের অনুমান অমন রাইফেল তল্লাটে যদি কারও থাকে তো সেই লোক হচ্ছে বিল ম্যাককেনা।

হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়। নিজেকে গাল বকল ডীন, ব্যাপারটা আরও আগেই ভাবা উচিত ছিল। ঘোড়ার ট্র্যাক খুঁজতে গিয়ে গুলি খেয়েছিল, রাইফেলের গর্জন পয়েন্ট ফাইভ-টুর ছিল না, বরং অনেক হালকা আধুনিক রাইফেল ব্যবহার করেছিল অদৃশ্য মার্কসম্যান। সেক্ষেত্রে, দুটো রাইফেল আছে খুনির।

ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ প্রায় প্রতিটি র‍্যাঞ্চে অন্তত দুটো রাইফেল ও একটা করে শটগান থাকে, আর শহুরে বাড়ির ক্ষেত্রে আসল সংখ্যা বলা মুশকিল। থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। নিজস্ব নিরাপত্তা ছাড়াও মাংসের প্রয়োজনে শিকার করার জন্য রাইফেল রাখতে হয়। তা ছাড়া, সবে গৃহযুদ্ধ শেষ হয়েছে। মানুষ এখনও মনে করে অস্ত্রের জোরে যে স্বাধীনতা এসেছে তা বজায় রাখতে অস্ত্রের বিকল্প নেই। সুইজারল্যান্ডের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছিল, সাধারণ মানুষই এখানে মিলিশিয়া।

সমস্ত কিছুর যোগসূত্র মোরা। কিন্তু ব্যাপারটা কানা গলির মত নয় তো? আশঙ্কার সঙ্গে ভাবল ডীন। কিংবা নিতান্ত কাকতালীয় ব্যাপারও হতে পারে।

ডীন ধরে নিয়েছে খুনি স্থানীয় মানুষ, তার তৎপরতার মূলে রয়েছে এলাকা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। আরও একটা ব্যাপার, তদন্ত চালাতে গিয়ে ওর তৎপরতা খুনিকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে, এতটাই যে ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ওসমানের মৃত সোরেলের ব্র্যান্ড জেনে গেছে বলে? হতে পারে। কিন্তু আশঙ্কার কথা হচ্ছে: সারাক্ষণ ওর উপর নজর রাখছে খুনি, শ্যেনদৃষ্টিতে ওর প্রতিটি পদক্ষেপ দেখছে।

সেক্ষেত্রে, তাকে ব্যস্ত রাখার মত রসদ যোগালে কেমন হয়? মুলোর লোভ দেখিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করা যায় না? সম্ভব। ধরা যাক, বেশ মূল্যবান তথ্য পেয়েছে খবর ছড়িয়ে দিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে গেল ও? খবর পেয়ে কী করবে খুনি? অনুসরণ করবে ওকে? সেক্ষেত্রে কি প্রমাণ হয়ে যাবে না যে আসলে কে খুনি?

কিন্তু এভাবে নিজেকে সহজ টার্গেট হিসাবে দাঁড় করানো হয়ে যাবে রাইফেলের মুখে। খুনি যদি গুলি করতে সক্ষম হয়, বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম।

উঁহুঁ, অতিরিক্ত ঝুঁকি হয়ে যায়। কারণ টার্গেটের দৃষ্টিসীমায় দেখা না-দিয়েও গুলি করা যায়। হয়তো দেখা যাবে গুলি খেয়ে বেঘোরে মারা পড়বে ডীন, জানতেই পারবে না গুলিটা কে করল বা কোত্থেকে এল।

উঠে দাঁড়াল ডীন। টালিবুক পকেটে রেখে বেরিয়ে এল পার্লার থেকে। ভিতর থেকে ডাকল ক্লারা।

ফিরে তাকাল ডীন।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ক্লারা। 'ডীন? বেশিক্ষণ বাইরে থাকবে?'

'না। একজনের সঙ্গে কথা বলেই চলে আসব।'

জেলহাউসে চলে এল ও। বিগ ইনজুনকে ইশারা করে সেলের দরজা খুলল।

কটে শুয়ে ছিল টিম চেকো, উঠে গরাদের কাছে চলে এল। 'আর কতদিন আটকে রাখবে আমাকে?' অসহিষ্ণু স্বরে জানতে চাইল আসামী। 'ট্রায়ালই যদি হবে, দেরি করছ কেন?'

'জজ আসবে আজ। দেরি হবে না।' গরাদ চেপে ধরল ডীন। 'আচ্ছা, টিম, তোমার ঠিক কতটা সাচ্চা?'

'কী?' বেকুব হয়ে গেল আউটল। 'এটা কী ধরনের প্রশ্ন? আমাকে জিজ্ঞেস করে সাচ্চা কি-না। আরে, রাজ্যের তাবৎ

লোকের চেয়ে কম সাচ্চা নই আমি! একবার বেরিয়ে নিই, তারপর তোমাকে দেখিয়ে দেব...'

'মুখের কথার দাম কেমন তোমার? আমি অন্তত শুনেছি দাম আছে।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টিম চেকো, বিহ্বল বোধ করছে। 'হ্যাঁ, যাই করি না কেন, মুখের কথার দাম নেই। আজ পর্যন্ত জবান দিয়ে তার অন্যথা করিনি কখনও।'

'টিম, তুমি নিজেও জানো শক্ত গেরোয় পড়েছ। তোমাকে বাঁচাতে পারবে না কেউ। বুঝতে পারছ? যে-কোন দিন হয়তো লিয়ন সিটিতে চালান করে দেব তোমাকে।'

'দক্ষ একজন লইয়ার লাগবে আমার।'

'তাতেও কাজ হবে না। তবে আমাকে যদি সাহায্য করো, তা হলে হয়তো কিছুটা সুবিধা করতে পারবে। আদালতে আমার কথা কেমন গুরুত্ব পাবে, এটা নিশ্চয়ই বলে বোঝাতে হবে না? তো, টিম, আমাকে যদি সাহায্য করো তা হলে আমিও দেখব ফেভার তোমাকে করা যায় কি-না।'

'কীসের সাহায্য?'

'কাজ নিয়ে সকালে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাব আমি। খবর পেয়েছি কেউ একজন আমার ধড়টা ফেলে দিতে চায়। আমাকে অনুসরণ করবে সে। তোমার কাজ হচ্ছে দেখবে কে আমার পিছু নেয়। তা যদি না পারো অন্তত দেখবে কে কে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।'

'গারদের ভিতরে বসে কীভাবে নজর রাখব? আহাম্মক নাকি? জানালা দিয়ে তেমন কিছুই দেখা যায় না।'

'দেখবে না জানি। রসো, সবটা বলিনি এখনও। যদি কথা দাও পালিয়ে যাবে না তা হলে ছেড়ে দেব তোমাকে।'

'কী করবে?'

'প্যারোলের কথা শুনেছ? তোমাকে প্যারোলে মুক্তি দেব। এই

শহরে যা ইচ্ছে করতে পারবে, খাবে, পান করবে, ধূমপান করবে, কিন্তু শহর ত্যাগ করতে পারবে না। এই হচ্ছে প্যারোল। সাময়িক ও শর্তসাপেক্ষ মুক্তি। আমি বেরিয়ে যাওয়ার পর কারা কারা শহর ছাড়ে এটা জানতে হবে তোমার, আর অবশ্যই মুখটা বন্ধ রাখতে হবে।'

'তুমি তা হলে আমাকে বিশ্বাস করছ? আমি যা বলব তাই বিশ্বাস করবে? মার্শাল, এখান থেকে বেরিয়ে আমি তোমার একটা ঘোড়া চুরি করে কেটে পড়তে পারি! তোমার সেই অ্যাপালুসাটা তো দারুণ ঘোড়া, ওটায় চড়তে পারলে মনে হয় না কেউ ধরতে পারবে...'

'ওটায় চড়ে শহর ছাড়ব আমি।'

'সেক্ষেত্রে অন্য একটায় চড়ব। কাজ চালিয়ে নেব। তুমি তো শহর ছেড়ে বেরোবে, কীভাবে জানবে আমি পালাচ্ছি না?'

'হ্যাঁ, জানার উপায় নেই। তবে তোমার কথার দাম আছে বলে ধরে নিয়ে প্রস্তাবটা দিয়েছি। আমরা এমন এক দেশে আছি যেখানে লোকে কথার দাম দেয়।' তালায় চাবি ঢুকিয়ে সেলের দরজা মেলে ধরল ডীন। 'এবার বেরিয়ে এসো। সবাইকে দেখিয়ে দেওয়া দরকার স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর অধিকার তোমারও আছে, তাই *বন-টনে* তোমাকে এক কাপ কফি খাওয়াব।'

চোদ্দ

টিম চেকোকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকে ডীন দেখল আলাদা আলাদা টেবিলে বসে আছে অ্যাশলি হ্যাগার্ড, ম্যাগির সঙ্গে জেনি এবং

জেফ ক্রেমার। দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকাল সবাই।

আসামী সহ ডীনকে দেখে থমকে গেল অ্যাশলি, পালাক্রমে দু'জনকে দেখল কিছুক্ষণ, ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে। 'আচ্ছা! একটা সারপ্রাইজ দিলে আমাদের!' শেষে মন্তব্য করল সে।

'বিগ ইনজুন কাল থাকবে না বলে চেকোকে নিয়ে বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম,' ব্যাখ্যা দিল ডীন। 'চেকো নিজেই প্যারোলে মুক্তি চাইতে আমিও রাজি হয়ে গেলাম। শহরে থাকবে ও।'

'এবার সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে, তাই না?' বিদ্রূপের সুরে বলল অ্যাশ। 'চেকো, তোমাকে দোষ দেব না, তোমার জায়গায় আমি হলেও একটা ঘোড়ায় চড়ে পগার পার হওয়ার মওকা খুঁজতাম।'

'উঁহুঁ, পালাবে না ও,' টেবিল দখল করে চারপাশে উৎসুক দৃষ্টি চালাল ডীন। মুখের সামনে কাপ ধরে রেখেছে জেফ ক্রেমার, চুমুক দিতে ভুলে গেছে, নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে আছে ডীন ফস্টারের দিকে। কান খাড়া। 'চেকো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমিও বিশ্বাস রাখছি ওর জবানের উপর।'

শ্রাগ করে অ্যাশলির দিকে ফিরল টিম চেকো। এমন একটা ভাব করল যেন বলতে চাইছে: আমার দোষ কী! 'মার্শাল একটু বেশি বিশ্বাস করে সবাইকে,' শেষে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল সে। 'দুনিয়ায় এমন মানুষ কমই আছে এখন। লোকের কথায় বিশ্বাস বা আস্থা রাখা বড্ড কঠিন কাজ। তবে আমার ধারণা ওর ঘোড়ার যত্ন-আত্তির করার জন্য আমাকে ঠিকই ভাড়া করবে মার্শাল!'

চেকোর দিকে ফিরল ডীন। 'কাজ করবে? আসলেই একজন লোক দরকার আমার।'

শ্রাগ করল অ্যাশলি। 'ডীনকে নিয়ে যত খুশি হাসতে পারো, টিম চেকো, বা ওর সম্পর্কে যা খুশি ভাবতে পারো, কিন্তু ভুলেও বেঈমানি কোরো না। প্রতিশ্রুতি ভেঙে যদি পালিয়ে যাও, নরক পর্যন্ত তোমাকে তাড়া করবে ও...দু'জনের একজন মরার আগে

থামবে না। ও হচ্ছে একটা বুলডগের মত, থামতে জানে না।'

আলাপ-আলোচনার মশলা যেহেতু চোখের সামনে উপস্থিত, গরম আলোচনা শুরু হয়ে গেল। টিম চেকোর প্যারোলে মুক্তি আদপে গরম খবর। সারা কাউন্টিতে এমন ঘটনা দ্বিতীয়টি ঘটেছে কি-না কেউ বলতে পারল না।

এদিকে নিজের ধান্ধায় ব্যস্ত ডীন। অন্ধকার রাস্তার দিকে চেয়ে মনে মনে পরবর্তী করণীয় ঠিক করার প্রয়াস চালাচ্ছে। বিগ ইনজুনকে দরকার হবে ওর, কিন্তু ইন্ডিয়ান না থাকলে জেলহাউস অরক্ষিত হয়ে পড়ে। সব কূল রক্ষা করার জন্য চেকোকে মুক্তি দেওয়ার বুদ্ধি বাতলেছে। সবচেয়ে বড় কথা, চেকোকে নিজের কাজে লাগাতে পারবে।

তবে এসবের মূলে ওর আসল উদ্দেশ্য কেউ জানতে পারছে না। অন্তস্তল থেকে বিশ্বাস করে টিম চেকো অতটা খারাপ লোক নয়, এমনকী বেশিরভাগ মানুষের চেয়ে শ্রেয়। দোষ একটাই: ভাল ঘোড়ার প্রতি সীমাহীন দুর্বলতা, অথচ কেনার সামর্থ্য নেই। কিন্তু সুযোগ পেলে ভালমানুষ হয়ে যেতে পারে সে, হয়তো সম্মানজনক যে-কোন পেশায় নাম কিনতে পারত। শুধু এই একটা দোষের কারণে চেকো জেলে পচবে বছরের পর বছর, ব্যাপারটা মেনে নিতে চায় না ডীন। তাতে হয়তো চেকোর জীবনের মোড় ঘুরে যাবে। জেল থেকে বেরিয়ে পুরোদস্তুর আউটল বনে যেতে পারে। বরং এখনই তার শুদ্ধ হওয়ার সময়। দরকার শুধু একটা সুযোগ।

সুযোগ তাকে দেবে ডীন। চেকো প্রতিশ্রুতি বজায় রাখলে এবং নিজেকে শুধরে নেওয়ার আন্তরিকতা বা ইচ্ছে প্রকাশ করলে সত্যি সত্যি আদালতে বা জজকে চেকোর পক্ষে সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডীন। জজ সিংহ হৃদয়ের মানুষ, তবে ওর কথায় হয়তো প্রভাবিত হতে পারে।

কঠোর শাস্তিতে বিশ্বাসী জজ, কিন্তু সারা জীবনের অভিজ্ঞতা

আর প্রজ্ঞা থেকে জানে যে-কোন মানুষ এমন ছোটখাট ভুল করতে পারে, বিশেষ করে বৈরী পশ্চিমে, যেখানে জীবন অনেক কঠিন। হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বিকল্প নেই এখানে। ন্যায়-অন্যায়ের ব্যবধান এখানে সরু সুতোর মত সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট।

চেকোকে একটা সুযোগ দেবে জজ, যদি নিজেকে সেভাবে উপস্থাপন করতে পারে চেকো, প্রমাণ করতে হবে নেহাত খেয়াল বা ভুলবশত অন্যায় করে ফেলেছে এবং সহযোগিতা পেলে নিজেকে শুধরে নেবে। কিন্তু এর অন্যথা হলে ফাঁসির আদেশ দিয়ে দেবে জজ। মানুষটা এমনই, একই সঙ্গে কঠিন ং সুবিবেচক, সমঝদার।

অ্যাশলি হ্যাগার্ড তেমন কথা বলছে না। অন্যদের আলাপ শুনছে বেশি। ডীন তাকে মেরি প্রাইনের কথা জিজ্ঞেস করতে পলকের জন্য চেকোকে দেখে নিল, তারপর মিনিট কয়েকের জন্য থ মেরে থাকল। 'ভালই আছে ও,' শেষে জবাব দিল। 'লোক কমে গেছে, এই যা। ভাবছি আমি গিয়ে হাত লাগাব।'

'টিপ এলগার লোকটা নাকি কাজে খুব ভাল ছিল,' একমত হলো ডীন। 'চিনতে নাকি ওকে?'

'হ্যাঁ। পরিচয়টা শুভেচ্ছা বিনিময় পর্যন্ত সীমিত ছিল। চালু কাউহ্যান্ড। শুনেছি খুন হয়েছে সে। সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ, জর্জ হুইটসেটের শেষ কেস ছিল ওটা। তদন্ত শেষ করার আগেই মারা গেল বেচারা।'

'বেচারা! বেঁচে থাকলে হয়তো খুনিকে খুঁজে বের করে ফেলত।'

'হয়তো বলছ কেন? বের করতই সে! আমার তো মনে হয় সত্যি সত্যি খুনির পরিচয় জেনে গিয়েছিল জর্জ। তদন্তে কতটা এগিয়ে গিয়েছিল সেটা কখনোই জানতে পারব না আমরা, কিন্তু টিপ এলগারের খুনিকে খুঁজে বের করতে পারব।'

'সূত্র পেয়েছ নাকি?'

'দুনিয়ার সবচেয়ে দক্ষ অপরাধীও পিছনে সূত্র রেখে যায়। জর্জ হুইটসেটের মতে একেবারে নিষ্কণ্টক বা পরিষ্কার অপরাধ আদপে সম্ভব নয়, বরং অপর্যাপ্ত বা সঠিক তদন্তের কারণে খুনের রহস্য উদ্ঘাটন হয় না। ফের যখন আরেকটা খুন করল খুনি…'

'তাই করেছে নাকি?' আগ্রহ পাচ্ছে অ্যাশলি, চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেছে।

'বিলকুল।' খানিকটা উঁচু স্বরে বলছে ডীন যাতে সবাই শুনতে পায়। সরাসরি কেউ ওর দিকে তাকিয়ে না-থাকলেও ডীন নিশ্চিত প্রত্যেকে ওর কথা শুনতে পাচ্ছে। যথেষ্ট লোক আছে এখানে, সকালের মধ্যে পুরো শহরে ওর মনোভাব বা আবিষ্কারের কথা চাউর হয়ে যাবে। 'একটা নয়, পরপর কয়েকটা খুন করেছে সে। জর্জ হুইটসেট, জো ওসমান এবং শন জেপসন। আমাকেও ফেলে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে।'

'ভয়ঙ্কর লোক তো!' পাশের টেবিল থেকে মন্তব্য করল জেফ ক্রেমার। 'তোমার বোধহয় আরও সতর্ক থাকা উচিত, মার্শাল।'

'হয়তো, কিন্তু এও ঠিক প্রতিবার একটা খুন করছে আর ফাঁসির দড়িটা নিজের অজান্তে গলার আরও কাছে নিয়ে আসছে সে। একাধিক খুনের ক্ষেত্রে অপরাধীরা প্যাটার্ন অনুসরণ করে, নিজের অজান্তে যার ছাপ রেখে যায়। এখানেও তাই হয়েছে।

'সত্যি কথা হচ্ছে,' চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল ডীন। 'জোরাল একটা সূত্র পেয়েছি। এজন্যই শহর থেকে দূরে পাঠানো হয়েছে বিগ ইনজুনকে আর টিম চেকোকে প্যারোলে মুক্তি দিয়েছি। এবার নিশ্চিন্ত মনে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে পারব। শহরে ফিরে আসব যখন ততক্ষণে খুনির পরিচয় এবং খুনের কারণ জেনে ফেলব।'

'সাহায্য লাগবে?' আন্তরিক স্বরে জানতে চাইল অ্যাশলি হ্যাগার্ড। 'মুখ দিয়ে বলে ফেলো শুধু, শহরের সব মানুষ তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে।'

'জানি আমি। ধন্যবাদ। কিন্তু কাজটা এমন যে আমার একার

করতে হবে। চলো, চেকো, জেলে ফিরে যাব। অ্যাশ, কাল তা হলে দেখা হবে। ফিরে আসতে আমার একদিন দেরিও হতে পারে। দলবল নিয়ে তুমি তৈরি থেকো, এই ব্যাটার চারপাশে দড়ি ছোট করে আনি, তখন আচ্ছামত গুলি করার মওকা পাবে।'

সবার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে চেকোকে নিয়ে বেরিয়ে এল ডীন। জেল হাউসে ঢুকল। এক সেলের দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'রাতটা এখানে কাটিয়ে দাও, শুতে কষ্ট হবে, তবে এরচেয়ে খারাপ জায়গায়ও রাত কাটানোর অভ্যাস তোমার-আমার আছে, তাই না? কাল বোধহয় দেখা হচ্ছে না তোমার সঙ্গে, কিন্তু চোখ-কান খোলা রেখো।'

'বেশ,' সেলের ভিতরে ঢুকে পড়ল ঘোড়াচোর। 'ভারী অদ্ভুত লোক তো তুমি, অল্পতে মানুষকে বিশ্বাস করে ফেলো!'

'সবাইকে করি না। যাদের বিশ্বাস করে ঠকার সম্ভাবনা কম তাদের করি।'

ডীনের মুখে স্থির হলো চেকোর উৎসুক চাহনি। 'তুমি তা হলে মনে করছ তোমার পিছু নেবে খুনি? অত বড় একটা ঝুঁকি নেবে সে?'

'নিতে বাধ্য হবে,' মৃদু স্বরে বলল ডীন। 'পরিস্থিতি ভেবে দেখো। ব্যাটা ভয়ে পেচ্ছাব করে দিতে বাকি। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গেছে। বেশ কয়েকটা খুন করেছে সে, আর এখন জনসমক্ষে আমি বলেছি জোরাল সূত্র আছে আমার কাছে। তার কাছে আমিই এখন সবচেয়ে বিপজ্জনক লোক। যেভাবে হোক আমাকে থামাবে, অর্থাৎ সূত্রটা পেতে দেবে না।

'অপরাধের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে কে কখন কোন্ দিক থেকে দেখছে সবসময় বোঝার উপায় থাকে না। তুমি নিশ্চিত কেউ দেখেনি বা শোনেনি, এও নিশ্চিত কেউ ধারে-কাছে নেই, কিন্তু কেউ থাকতে পারে; এবং সাধারণত কেউ না কেউ থেকে যায়। অন্ধকার দরজার কাছে হয়তো ঘুমাচ্ছে এক ভবঘুরে,

অন্ধকারে জানালার পর্দা সরিয়ে দেওয়ার সময় রাস্তার দিকে তাকিয়েছে কেউ, কেউ হয়তো একটা কিছু ভুলে ফেলে গেছে মনে পড়ায় রাস্তায় বেরিয়ে এল আবার...কিংবা হুট করে এক কাউবয়ের মনে হলো অন্ধকার রাতে গাছের নীচে ঘুমাবে, অথবা ফুল তুলতে বাগানে এসেছে কোন মহিলা...আসলে কে যে কাছাকাছি আছে বা দৃষ্টি রাখছে সঠিক বলা মুশকিল।

'যাই হোক, আমার কাছে মনে হয়েছে খুনিকে খানিকটা নাড়া দেওয়া দরকার, তাকে জানানো দরকার ফাঁসির দড়ির কাছে চলে এসেছে। বাজি রেখে বলতে পারব আমাকে অনুসরণ করবে সে, কী আবিষ্কার করছি বা করব–জানার জন্য বুকটা ফেটে যাচ্ছে তার! তারপর কাজ শেষে যখন ফিরে আসব, তখন আমাকে খুন করে ফেলবে সে। মানে চেষ্টা চালাবে।'

'স্বীকার করতে হবে, সাহস আছে তোমার!' সমীহের সুরে বলল টিম চেকো, বাঙ্কে বসে পা থেকে বুটজোড়া গলিয়ে ফেলল। 'নিজেকে টার্গেট বানিয়ে খুনিকে ধরতে এই প্রথম কোন ল-ম্যানকে দেখলাম! যাক্‌গে, ভাবছি আজেবাজে চিন্তা না করে ঘুম দেব একটা, মাথাটা পরিষ্কার রাখা দরকার। কাল কাজে লাগবে।'

বাড়ি ফিরে এল ডীন। কাপড় খুলে শোওয়ার প্রস্তুতি নিল। বিছানার কিনারে যখন বসল, একটু আগের আত্মবিশ্বাসী মানুষটার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই ওর মধ্যে, ক্লান্তি নিরুদ্যম ও দুর্বল করে তুলেছে ওকে। বুট খুলে শুয়ে পড়ল, সতর্ক যাতে কোনভাবে ক্লারার ঘুম না-ভাঙে। অন্ধকার সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, একবার জানালার দিকে দৃষ্টি চালাল।

মোরা থেকে সব ঘটনার শুরু। সময় নেই, নইলে মোরায় যেত একবার। হয়তো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেত। আজ রাতে স্বেচ্ছায় শোডাউন ডেকে এনেছে ডীন, অঘোষিত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে খুনির দিকে।

খুনি কে হতে পারে ভাবল কিছুক্ষণ, শেষে তালগোল হারিয়ে

ফেলল। কোন কিছুই স্পষ্ট নয়! বড্ড গোলমেলে। শেষে আগামী কালের রাইডের মানসিক প্রস্তুতি নিল, ঠিক করল কোন্ পথে বা কীভাবে যাবে।

কিন্তু সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপারটাই বিস্মৃত হয়েছে ডীন। একবারের জন্যও মনে পড়েনি যে শত্রু আরও একজন আছে। গ্যারি টরেল। হয়তো আগামীকালই তার মুখোমুখি হতে হবে।

কয়েকদিনের মধ্যে এই প্রথম নিজেকে নির্ভার ও বন্ধনহীন মনে হলো ডীন ফস্টারের। আদপে শহুরে মানুষ নয় ও, বরং র‍্যাঞ্চের সীমিত গণ্ডির মধ্যে থাকতে অভ্যস্ত এবং সন্তুষ্ট। এদিকে নানা ঝামেলা ও ভীড় থাকা সত্ত্বেও শহরে থাকতে পছন্দ করে ক্লারা। জনবহুল পুবের যে-কোন শহর ওর জন্য সীমাহীন আকর্ষণ হয়ে আছে এখনও। অথচ খোলা প্রকৃতি, বিস্তীর্ণ রেঞ্জ, তৃণভূমিতে সবুজ ঘাসের গালিচা বা ঢেউ খেলানো পাহাড় হৃদয় থেকে মুছতে পারেনি ডীন।

ধীর গতিতে এগিয়ে চলল ও, তাড়া বোধ করছে না, বরং বহুদিন পর প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসতে পেরে উৎফুল্ল বোধ করছে। হোক না উদ্বিগ্ন মনে! ঝিরঝিরে বাতাস গায়ে আদুরে স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে, দূরের ঢেউ খেলানো পাহাড়সারি মন উদ্বেল করছে।

বিরান প্রান্তর বরাবর ভাল লাগে ওর, বিশেষ করে যেখানে কেউ যায়নি কখনও কিংবা গুটিকয়েক মানুষের পা পড়েছে। নতুন কিছু মানেই আকর্ষণ, আর সেটা প্রকৃতি হলে আবিষ্কারের আনন্দ যোগ হয় তাতে।

যতই উপভোগ করুক, ডীন জানে বিপদ মাথায় নিয়ে রাইড করছে। ভয়ঙ্কর এক খুনির তোপের মুখে আছে ও, হয়তো পিছু নিয়ে আসছে সে, কিংবা আগে এসে কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে।

প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য উপভোগ করছে বটে, তবে স্বাভাবিক

সতর্কতা বিস্মৃত হয়নি ডীন। জায়গাটা ওর নখদর্পণে। কিছু স্থান বন্ধুর, এবড়োখেবড়ো, কিন্তু বেশিরভাগ প্রায় সমতল প্রান্তর, অন্তত চোখের দেখায় তাই মনে হয়। আদপে বিস্তর পাহাড়ী খাঁজ বা ভাঁজ, অ্যারোয়ো, উপত্যকা রয়েছে যেখানে কারও চোখে ধরা না দিয়ে রাইড করতে পারবে একজন ঘোড়সওয়ার, লুকিয়ে থাকার মত হাজারটা জায়গা আছে।

আচমকা গতিপথ বদল করল ডীন। শিকারের প্রবৃত্তি থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেহেতু শিকারী নিজেও শিকার বনে গেছে। কিছুটা খাড়া ঢালু জমি ধরে ঘোড়াকে চালনা করল ও, রীজের উপর উঠে স্যাডল ত্যাগ করল, তারপর পায়ে হেঁটে উঁচু জায়গা পেরিয়ে ঢালের ওপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল। কয়েক কদম নেমে, এবার নিশ্চিন্ত মনে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখার জন্য থামল। পাহাড়ী পটভূমির বিপরীতে ওর কাঠামো এখন আর ফুটে উঠবে না।

কোথাও কিছু নেই। নাকি আছে? ধুলো দেখতে পেল না? খুবই অস্পষ্ট, আদপে বাতাসে থিতিয়ে আসতে থাকা ধুলো হতে পারে, কিংবা প্রকৃতির রঙের তারতম্য। ঢালু জমির বুকে ফ্যাকাসে রঙা পাথর বা মাটি ধুলোর মত দেখায় কখনও কখনও।

ফিরতি পথের কোণাকুণি দক্ষিণ-পশ্চিমে এগোল ডীন, শেষে মোড় নিয়ে উত্তর-পশ্চিমে এগোল। কয়েকবার থেমে কান পাতল। পরবর্তী পাহাড়ের কাছে পৌঁছে ঝোপের পিছন দিক থেকে ঢালে উঠল ডীন, যেখানে নিজে আড়ালে থেকে সামনের বিস্তীর্ণ এলাকা পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

কিছুই দেখতে পেল না।

অস্বস্তি বোধ করছে ডীন। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিচ্ছে, নাকি অবচেতন মনের তাড়না? নিছক আশঙ্কা? না কেউ অনুসরণ করতে পারে ধারণাটা ওর মনে খুঁতখুঁতে ভাব তৈরি করছে?

কাছে বিল ম্যাককেনার শ্যাক, কয়েক মাইল এখান থেকে। শিকারী হয়তো আঁচ করবে ওখানে যেতে পারে ডীন। সুতরাং

ঘুরপথে, পুরো এক চক্কর কেটে উত্তর দিক থেকে গন্তব্যে পৌঁছল ও। খোলা জায়গা এড়িয়ে ইতস্তত জন্মানো সিডার সারির আড়ালে আড়ালে এগোল। ঘুরে আসায় দূরত্ব বেড়েছে যেমন, তেমনি ওর বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও বেড়ে গেছে।

পাহাড়ী উপত্যকায় ম্যাককেনার শ্যাক, যেন একটা খুপরি বা পকেট, তিন পাশে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। কোনরকমে দাঁড় করানো ঝুপড়ির মত শ্যাক, ছোট্ট করাল আর লীন-টু-শেড। শ্যাক থেকে ত্রিশ গজ দূরে ছোট্ট ঘর আছে, বোধহয় বার্ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

শ্যাকের পিছন থেকে টানেলের শুরু, যেটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে ওপাশের উপত্যকায় চলে গেছে। টানেলের সামনে ঝুরঝুরে বালি-পাথরের স্তূপ, ঢালের উপর জমিয়ে রাখা হয়েছে। কয়েক পা দূরে প্ল্যাঙ্কের তৈরি রানওয়ে, জোড়াতালি দিয়ে করা, খনি থেকে তোলা আকরিক আর বর্জ্য নীচ থেকে তোলা হয়।

প্রস্তুতি বা আয়োজন পর্যাপ্ত না হলেও সন্তোষজনক, তবে বিল ম্যাককেনা কতটা সফল বলা মুশকিল। তল্লাটের বেশিরভাগ লোক ম্যাককেনার "খনি"র কথা শুনলে মুখ টিপে হাসে। অভিযোগ আছে র‍্যাঞ্চারদের গরু জবাই করে বেঁচে আছে ম্যাককেনা, যদিও শ্যাকের কাছে এক উপত্যকায় ছোট্ট এক প্লটে চাষ করছে সে। অন্তত চেষ্টা করছে।

মানুষটা অদ্ভুত, কখন কী করে বসে আগে থেকে অনুমান করা বা বলা মুশকিল বলে সতর্কতার সঙ্গে এগোল ডীন।

চিমনি দিয়ে ক্ষীণ ধারায় ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে, করালে দুটো ঘোড়া আর খচ্চর রয়েছে। আগুয়ান ঘোড়সওয়ার দেখে চিঁহি ডাক ছেড়ে আগমন ঘোষণা করল একটা ঘোড়া। ডীনের হাতে উইনচেস্টার, চোখজোড়া সতর্ক।

বিপদের সম্ভাবনা এখানে বেশ, জানে ডীন, যেহেতু আগে থেকে এখানে এসে ঘাপটি মেরে থাকতে পারে শত্রু। কিন্তু পুরো

বাড়ি বা আশপাশে কারও উপস্থিতির প্রমাণ এখন পর্যন্ত মেলেনি; সবকিছু নীরব, শান্ত ও স্থবির। শুধু চিমনির ধোঁয়া বাদে।

হঠাৎ দরজায় এসে দাঁড়াল একটা কুকুর। লাল রঙ। কান দুটো ঝুলে পড়েছে, লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল ডীনের দিকে, কুঁইকুঁই করে আওয়াজ ছাড়ছে।

'শান্ত হ,' কুকুরের উদ্দেশে বলল ডীন, তারপর গলা চড়িয়ে ডাকল। 'বিল? আমি ডীন ফস্টার। বাড়িতে আছ নাকি?'

সাড়া এল না।

আরও দু'বার ডাকার পরও উত্তর পেল না। চিন্তিত মনে বাড়ির দিকে এগোল ডীন। খনির টানেলের দিকে অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না।

পাহাড়ে চকিত দৃষ্টি চালাল। কেউ নেই। কেউ লুকিয়ে আছে বলেও মনে হচ্ছে না। পোর্চের সামনে সামান্য উঁচু ঢালে উঠে এল অ্যাপালুসা, রাইফেল হাতে স্যাডল ত্যাগ করল ডীন।

নিচু স্বরে চেঁচাচ্ছে কুকুরটা, যেন বিলাপ করছে। দ্রুত দরজার দিকে এগোল ওটা, থেমে একবার দেখে নিল ডীনকে, যেন ওর জন্য অপেক্ষা করছে। আচরণে অধীরতা।

'কিছু হয়নি তো, বয়?' অস্বস্তিভরে জানতে চাইল ডীন, যদিও জানে উত্তর পাবে না। চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল এবার। চাকার তৈরি রানওয়ে এক পাশে হেলে পড়েছে, ধারে-কাছে ছড়িয়ে আছে মরচে-ধরা লোহার টুকরো। আবর্জনার স্তূপ যেন, নানারকম লোহালক্কড় পড়ে আছে নিতান্ত অবহেলায়।

ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ঠেকল ডীনের কাছে, কারণ মেরামতের কাজ ভাল জানে বিল ম্যাককেনা। মামুলি যে-কোন জিনিসকেও মূল্যবান মনে করে সে, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে বলে তুলে রাখে।

টানেলের মুখ থেকে বৃষ্টির দাপটে নুড়িপাথর আর খনন করা মাটি সরে গেছে বেশ কিছু দূরে, ঢাল ধরে নেমে এসেছে। কাউকে দেখতে পায়নি, কিন্তু ডীনের কেন যেন মনে হচ্ছে কেউ চুপিসারে

ওর উপর নজর রাখছে।

খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে পা রাখল ডীন। 'বিল?' আবার ডাকল, কবাট ঠেলে দিতে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে সরে গেল। মরচে ধরে গেছে কব্জায়।

বিস্ময়কর হলেও, বাড়ির ভিতরে মেঝে খুবই পরিচ্ছন্ন, ঝাঁট দেওয়া হয়েছে। সলতে কমিয়ে রাখা একটা লণ্ঠন টেবিলের উপর জ্বলছে এখনও। কাছে টিনের থালা, নীল এনামেল কাপ, চামচ, কাঁটাচামচ এবং ছুরি রয়েছে। উনুনেও আগুন জ্বলছে, তবে প্রায় নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। জ্বলন্ত কিন্তু ম্লান কয়লার কিনারে কফিপট বসানো।

পোকারটা দেয়ালের সঙ্গে খাড়া করে রাখা। চোখের কোণ দিয়ে অগোছাল বিছানা, জীর্ণ তোষক এবং ফুটো হয়ে যাওয়া রোব দেখতে পেল।

দেয়ালের আঙটায় পুরানো কাপড়, পরিত্যক্ত ওভারঅল, এক জোড়া বুট আর রঙ ঝলসে যাওয়া হতশ্রী চেহারার কোট ঝুলছে।

বিছানার শিয়রে, দেয়ালের আঙটায় গানবেল্ট ঝুলছে। চট করে যাতে ঘুম থেকে উঠে পিস্তল তুলে নিতে পারে তার ব্যবস্থা।

চারপাশে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালাল ডীন। মেঝেয় করাত, হাতুড়ি, মাইনিঙে ব্যবহার্য এক বাক্স মোমবাতি ছাড়াও টুকিটাকি জিনিস পড়ে আছে। আর ওপাশের দেয়ালের কাছে রুটির বাক্স, ব্যারেল ভরা আটা, কিছু মুদি সামগ্রী এবং অসংখ্য ক্যান…ইদানীং কেনা সাপ্লাই।

সবই আছে, শুধু মানুষটা নেই।

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল ডীন, এমন অবস্থানে দাঁড়াল যাতে বাইরে থেকে ওকে সহজে চোখে না পড়ে। পুরো এলাকায় সতর্ক দৃষ্টি চালাল।

কেউ নেই। কিচ্ছু নেই!

কোথায় গেছে বিল ম্যাককেনা?

আবার পুরো শ্যাক খুঁজে দেখল। সবকিছু ঠিক জায়গায় আছে যেন মালিক কোন কাজে বেরিয়ে গেছে এবং যে-কোন মুহূর্তে ফিরে আসবে।

লীন-টু-শেডের দরজা খোলা, ভিতরটা চোখে পড়ছে। কেউ নেই।

খনির ভিতরে নেই তো?

ম্যাককেনার খনি আদপে অধরা কি-না সন্দেহ আছে। উইল সিটির বেশিরভাগ মানুষের বিশ্বাস ওখানে কিছু পায়নি বিল, কিন্তু এ থেকে মোটামুটি চলে যাচ্ছে বিলের, অনেকের চেয়ে ভাল ছিল সে–অর্থকষ্টে ভুগতে দেখা যায়নি। কখনও কখনও সোনার গুঁড়ো বা ক্ষুদ্র পিণ্ডও বিক্রি করতে দেখা গেছে বিলকে।

কাবার্ড থেকে একটা এনামেল কাপ নামাল ডীন। একেবারে ঝকঝকে, যেন নতুন! অবাক লাগছে ওর। অবিবাহিত বুড়ো বিল ম্যাককেনার মধ্যে এমন পরিচ্ছন্নতা কখনও দেখেনি। সামান্য দাগও নেই কাপে। ধোওয়ার পর মুছে রাখা হয়েছে।

উনুনে এসে কফিপট থেকে কাপে কফি ঢালল ও।

কড়া, প্রায় কালো হয়ে গেছে কফি। গরমও। চুমুক দিল ডীন। মন্দ লাগছে না। কাপ হাতে দরজার দিকে এগোল।

দোরগোড়ায় উদয় হলো একটা গিরগিটি, থমকে দাঁড়িয়ে দেখল ডীনকে, বুকের কাছে লাফাচ্ছে ওটার হৃৎপিণ্ড।

হঠাৎ খেয়াল করল ডীন, জানালা দিয়ে দেখতে পেল দূরের ঢাল ধরে এগিয়ে আসছে এক রাইডার।

পনেরো

বিল ম্যাককেনা নয়, অন্য কেউ।

ঘোড়াটা স্ট্রবেরি রঙের রোয়ান, দেখেই বোঝা যায় তেজী। কোন কাউহ্যান্ডের এত ভাল ঘোড়া থাকে না। দম, ক্ষিপ্রতা আর সৌন্দর্যের অপূর্ব সমন্বয়। সওয়ার দীর্ঘদেহী। জাঁকিয়ে বসেছে স্যাডলে।

নিজের অদ্ভুত আচরণের কারণ জানে না ডীন, তবে হঠাৎ বুকের কাছে শার্ট থেকে ব্যাজ খুলে ভেস্টের পকেটে রেখে দিল।

চিমসানো মুখ লোকটার, শক্ত চোয়াল। বড়বড় চুল ঘাড়ের উপর নেমে এসেছে। কালো চুল। সুদৃশ্য কালো জ্যাকেটে সাদা বুটিদার কারুকাজ। সামনে আসার পর, দীর্ঘক্ষণ এক দৃষ্টিতে ডীন ফস্টারের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

'হাউডি,' বলল লোকটা।

'বসে যাও,' আহ্বান করল ডীন।

নীলচে ধূসর চোখে নিষ্প্রাণ চাহনি, মনের ভাব কখনও প্রকাশ পায় না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডীনকে মাপছে সে। 'এদিক দিয়ে যাচ্ছি। শহর আর কত দূরে?'

'ঘণ্টাখানেক লাগবে।'

সাপের মত চোখ দুটোয় সামান্য কাঁপনও দেখা গেল না। 'তোমার জায়গা এটা?'

'এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় থেমেছি,' আর কিছু বলল না ডীন।

নীরব হয়ে গেল দু'জনেই। পরস্পরকে মাপছে ওরা, দেখছে, বোঝার চেষ্টা করছে কে কেমন।

মাথা ঝাঁকিয়ে টানেলের দিকে ইশারা করল আগন্তুক। 'কিছু পাওয়া গেছে?'

শ্রাগ করল ডীন। 'বলেছে তো সোনা। কিন্তু ধারে-কাছে কেউ সোনা পায়নি, নিজের চোখে অন্তত দেখিনি আমি।'

'এমন নির্জন জায়গায় কারণ ছাড়া থাকার কথা নয় কারও,' চারপাশ খুঁটিয়ে দেখল লোকটা, ধীরে-সুস্থে, কোনরকম তাড়া নেই তার মধ্যে। শুধু মাথাই নড়ছে তার, শরীর স্যাডলে স্থির। শেষে দৃষ্টি স্থির হলো ডীনের উপর।

'এখানে আইনের লোক কে?'

'ডীন ফস্টার। প্রচণ্ড শীতে সব গরু মরে যাওয়ার আগে র‍্যাঞ্চার ছিল।'

'পিস্তলে হাত কেমন?'

'কাজ তো চালিয়ে নিচ্ছে সে।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়েও ফিরে তাকাল আগন্তুক।

সামান্য বাম দিকে পাশ ফিরে দাঁড়াল ডীন যাতে ডান হাত মুক্ত ও দৃষ্টিসীমায় থাকে। কিন্তু নড়াচড়ার কারণে ভেস্টের পকেট থেকে সামান্য বেরিয়ে এল ব্যাজের কিনারা, এবং ঠিকই ওটা আগন্তুকের চোখে পড়ল।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ডীন। জানে দৃষ্টি সরিয়ে নিলে বা নীচের দিকে তাকালে মৃত্যু তৎক্ষণাৎ হানা দেবে।

অনেকক্ষণ ধরে ডীনকে দেখল সে, কালো চোখে এখন আর তীক্ষ্ণতা বা সারল্য নেই। 'তুমিই ফস্টার?'

'হ্যাঁ। তুমি গ্যারি টরেল?'

সামান্য কেঁপে গেল চাহনি, চোখে পড়ে কি পড়ে না। 'হুঁ,' নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সায় জানাল আগন্তুক। তারপর ব্যাজের দিকে ইঙ্গিত করল। 'কাজ ছেড়ে দিয়েছ? নইলে ওটা খুলে রাখলে

কেন?'

'না, কাজ ছাড়িনি। টাউন মার্শাল বলে শহরের বাইরে আমার কর্তৃত্ব নেই, তাই এখানেও ওটার দাম নেই।'

'শহরে দেখা হবে তোমার সঙ্গে?'

'হবে।'

একটা হাত সামান্য উঁচু করল টরেল, তারপর দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে তাকে চলে যেতে দেখল ডীন, শেষে দরজার পাশে ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেল তুলে নিল।

বাম হাতে কাপ তুলে চুমুক দিল ও। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কফি ছুঁড়ে ফেলে সিঙ্কের উপর কাপ নামিয়ে রাখল, তারপর বালতিতে পানি ঢেলে কাপ ধুয়ে ফেলল। শেষে ফিরে এল দরজার কাছে।

বাতাসে উড়ন্ত ধুলো থিতিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। সুনসান নীরবতা চারদিকে, সামান্য শব্দও নেই। স্থবির এক পৃথিবী যেন! খরতাপে পুড়ছে প্রকৃতি। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাপালুসা, তিন পায়ে ভর দিয়ে এক পা-কে বিশ্রাম দিচ্ছে।

কুঁইকুঁই স্বরে বিলাপ করছে কুকুরটা। ওটার মাথায় এক হাত রাখল ডীন। 'কী ব্যাপার, বুড়া মিয়া? বিল কোথায়?'

পুরানো বালতি হাতে ঝর্নায় গিয়ে ঘোড়ার জন্য পানি নিয়ে এল ও। অ্যাপালুসাকে পানি পান করতে দিয়ে চারপাশে দৃষ্টি চালাল। একটা জায়গাই বাকি রয়ে গেছে, খনির টানেল খুঁজে দেখতে হবে। শেষ এখানে এসেছিল বছর খানেক আগে, মাঝে মধ্যে কাজ বন্ধ রাখে ম্যাককেনা, তবে এ-মুহূর্তে খনির ভিতরেও থাকতে পারে সে।

অ্যাপালুসার তেষ্টা মিটে যাওয়ার পর আবার বালতি ভরে এনে কুকুরের পাত্রে কিছুটা পানি ঢেলে ওটাকে পান করতে দিল ডীন, বাকিটা শেডের ভিতরে রেখে দিল। তারপর রাইফেল হাতে টানেলের মুখের দিকে এগোল।

বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ছাড়াও ব্ল্যাক পাউডারের একটা ক্যান পড়ে আছে। মাটিতে পড়া গোলাকার ছাপ দেখে বুঝল আরও অন্তত দুটো ক্যান বসানো ছিল। টানেলের মুখে এসে ভিতরে উঁকি দিল ডীন, গলা চড়িয়ে ডাকল বিল ম্যাককেনাকে।

উত্তর এল না, কোন শব্দই শুনতে পেল না।

আরও এক পা এগিয়ে ডাকল ও। 'বিল? ভিতরে আছ নাকি? আমি ফস্টার।'

আশ্চর্য! এবারও কোন সাড়া নেই।

হঠাৎ দৃষ্টিসীমার একেবারে শেষ প্রান্তে, যেখানে ম্লান আলো পৌঁছতে পেরেছে...কী দেখতে পেল? একটা বুট না?

পা বাড়াল ডীন। উত্তেজনার কারণে খেয়ালই করেনি গোড়ালি জড়িয়ে গেছে বাঁকানো তার বা ওরকম কিছুতে। ভূপতিত হওয়ার সময় উপলব্ধি করতে পারল কী ঘটেছে।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় টানেলের মেঝেয় চিৎপাত হয়ে গেল ডীন। বদ্ধ জায়গায় এমন প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ধাক্কা এবং শব্দ, দুটোই চরম মনে হলো ওর কাছে। কানে তালা লেগে যাওয়ার দশা, আর শরীরের সর্বত্র মাংসপেশি থেঁতলে যাওয়ার অনুভূতি। সে কী বিস্ফোরণ, যেন পাহাড় চৌচির হয়ে যাবে!

হঠাৎ বিস্ফোরণ-পরবর্তী ভয়ঙ্করত্ব টের পেল ডীন। কানে তালা লেগে যাওয়ায় বুঝতে পারেনি। টনকে টন পাথর আর বালি ধসে পড়ছে এখন।

আতঙ্কিত মনে ঠায় পড়ে থাকল ও। একসময় পাথর-ধস থামল। ধুলোর উৎকট গন্ধ লাগছে নাকে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকে ঢুকে যাওয়ার দশা। পুরোপুরি সচেতন ও, প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ, কিন্তু নড়ল না। ধুলো-বালি থিতিয়ে এল ধীরে ধীরে, শেষ পাথরটা গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে এসে স্থির হলো।

টানেলের মুখে একটা ফাঁদ পাতা ছিল। ফাঁদে পা দেওয়ায় ডিনামাইট ফেটে বিস্ফোরণ হয়েছে এবং কার্যত, জীবন্ত কবর হয়ে

গেছে ওর...পাথর-ধসে টানেলের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে।
ভাগ্যিস, সমস্ত পাথর ওর গায়ের উপর পড়েনি!
কিছু একটা করতে না পারলে এখানে মরতে হবে।
হাঁটু গেড়ে বসল ডীন। চারপাশে নানা সাইজের অসংখ্য পাথর পড়ে আছে, ভাঙাচোরা কাঠের টুকরোও রয়েছে। উঠে দাঁড়াতে ছোট ছোট নুড়িপাথর এবং ধুলো ঝরে পড়ল ওর গা থেকে। হাতড়ে ধুলো আর পাথরের নীচে চাপা পড়ে যাওয়া রাইফেল খুঁজে বের করল।
চারপাশে ঘন অন্ধকার। পুরো খনি বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকী অন্ধকারে চোখ সয়ে আসলেও তেমন লাভ হবে না, কারণ টানেলে ঢোকার মত আলোর সব উৎস কাটা পড়ে গেছে।
আলো দরকার, নইলে বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাবে না। পকেট হাতড়ে দেয়াশলাই বের করল ডীন। খনিতে নিয়মিত কাজ করত বিল ম্যাককেনা, ভাবছে ও, ভিতরে নিশ্চয়ই মোমবাতি বা লণ্ঠনের ব্যবস্থা রেখেছে। থাকাই উচিত। কিন্তু কোথায়?
প্রতিবার টানেলে ঢোকার সময় নতুন মোমবাতি বা লণ্ঠন নিয়ে ঢুকত সে, নাকি আগে থেকে ব্যবস্থা রাখত? টানেলে ব্যবস্থা রাখাই যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে ডীনের কাছে...
কিন্তু জায়গাটা কোথায়? এই টানেল কত গভীর?
সতর্কতার সঙ্গে দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল ডীন, মুঠোর ভিতর আগুন আড়াল করে রেখেছে যাতে বাতাসে জ্বলে উঠে নতুন কোন বিপত্তি ঘটাতে না পারে। কে জানে, কত জায়গায় ফাঁদ আছে! ডিনামাইট তো নয় যেন মরণফাঁদ!
ম্লান আলোয় চারপাশে দৃষ্টি চালাল ডীন।
অগুনতি পাথরের স্তূপ, একপাশে টানেলের গাঢ় গহ্বর...
আর মেঝেয় পড়ে আছে বিল ম্যাককেনার নিথর দেহ।
পিলে চমকাল না ডীনের, বরং মনে মনে যেন এমন কিছুই প্রত্যাশা করছিল। দ্রুত পায়ে কাছে গিয়ে দেহটা পরীক্ষা করল।

খুলি ফুটো করে চলে গেছে বুলেট।
হঠাৎ পাথুরে শেল্ফের এক জায়গায় সাদা কী যেন চোখে পড়ল। কয়েক পা এগিয়ে গেল ডীন, দেয়াশলাইয়ের আরেকটা কাঠি জ্বালানোর পর খুশি হয়ে উঠল। মোমবাতির প্যাকেট!
একটা বের করে জ্বালাল ও, চারপাশে তাকাল। স্বস্তি পাওয়া বা আশ্বস্ত হওয়ার মত কিছু দেখতে পেল না।
টানেলের এক অংশ কাঠের খিলান ও খুঁটিসহ ধসে পড়েছে ওর দিকে। টানেলের মুখ থেকে যতটুকু এসেছে আর ম্যাককেনার লাশের অবস্থান বিবেচনা করে ডীন অনুমান করল অন্তত পঞ্চাশ ফুট চলে এসেছে। ওর মুক্তির পথে অন্তরায় হয়ে পঞ্চাশ ফুট পুরু পাথরের স্তূপ পড়ে আছে।
পাথর সরিয়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, খনন করেও লাভ হবে না। মূল বিস্ফোরণ টানেলের মুখে সীমাবদ্ধ ছিল, ধসে পড়া পাথর ঢালের কারণে কিছুদূর পর্যন্ত নেমে এসেছে, পুরো টানেল নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ম্যাককেনার পক্ষে বিধ্বংসী কোন ফাঁদ রাখার কথা নয় যা অনুপ্রবেশকারীকে আটকাতে গিয়ে পুরো খনি বন্ধ করে দেবে। চিন্তার কথা, ভিতরে ঠিক কতটা বাতাস আছে জানার উপায় নেই। হয়তো কয়েক ঘণ্টা, কিংবা কম-বেশিও হতে পারে। তবে বিস্ফোরণ যেহেতু সুদীর্ঘ টানেলের মুখের দিকে, আশা করা যায় পর্যাপ্ত বাতাস মিলবে।
আশঙ্কার কথা হচ্ছে টানেলের ছাদটাকে এখন বিপজ্জনক মনে হচ্ছে ডীনের। হয়তো যে-কোন সময়ে ধসে পড়বে!
মাঝে মধ্যে খুবই ক্ষীণ বাতাস গায়ে লাগছে বলে মনে হলো ওর, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না। টানেলের অন্য কোন মুখ আছে? অন্তত বাতাস চলাচল করার মত গর্ত থাকতে পারে। তবে ডীনের ভুলও হতে পারে, কারণ মোমবাতির শিখার নড়াচড়া ওর চোখে পড়েনি।
অন্তত একটা বাড়তি মুখ থাকার কথা। বিশেষ করে বাতাস

কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে জানে না, অনুমানও করতে পারছে না, তবে হাল ছাড়তে রাজি নয়। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আঁশ। পাথর, চাঙড় বা স্ল্যাব সরিয়ে দিচ্ছে; কোনটা ছুঁড়ে ফেলছে, কোনটা ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। বেলচা বা শাবল দিয়ে চেষ্টা করতে গিয়ে আবিষ্কার করল তাতে সময় বেশি লাগছে।

একবার ঘড়ি দেখল। মিনিট কয়েক জিরিয়ে আবার কাজ শুরু করল। এক ঘণ্টা পর হিসাব করল কতটা এগিয়েছে। এত অল্প! শিউরে উঠল ডীন, মৃত্যুভয় শিহরণ বইয়ে দিল মেরুদণ্ডে। সামান্য কয়েক গজ রাস্তা পরিষ্কার করতে পেরেছে।

তবে এও ঠিক বিশাল কোন গর্ত দরকার নেই ওর, স্রেফ দেহ পার করার মত হলেই চলবে। আর তাজা বাতাস আসার জন্য ক্ষুদ্র গর্তই যথেষ্ট। আবার কাজে নেমে পড়ল ডীন, পাথরের স্তূপ যেখানে ছাদ ছুঁইছুঁই করছে সেখান থেকে শুরু করল।

সময় সম্পর্কে বিস্মৃত হলো ডীন, সেই ফুরসত নিজেকে দিল না। লাগাতার হাত চালিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধরত মানুষের কাছে রাত-দিন বা সময়ের কীই বা পার্থক্য!

একের পর এক পাথর সরিয়ে দিচ্ছে। পাথরের মিছিল যেন, ঢাল ধরে টানেলের গভীরে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে অসংখ্য পাথর। বেলচা ব্যবহার করছে না বললে চলে, তবে কখনও কখনও সুচাল পিকের সাহায্য নিচ্ছে। ক্লান্ত হয়ে একসময় থামল ডীন, হাতের চেটো দিয়ে চোখের চারপাশ আর কপাল থেকে ঘাম মুছল। প্রচণ্ড পরিশ্রমের কারণে হাপরের মত ওঠা-নামা করছে বুক।

জায়গাটা বদ্ধ এবং উত্তপ্ত। জিরিয়ে নেওয়ার জন্য পাথরের স্তূপ বেয়ে নীচে নেমে এল ডীন, স্ল্যাবের উপর বসে ব্যান্ডানা দিয়ে মুখ মুছল। নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবল।

হঠাৎ নিদারুণ হতাশার মধ্যে আশার আলো দেখতে পেল। কোন ভাবে যদি অ্যাপালুসাটা বাড়ি ফিরে যায়! অ্যাশলি হ্যাগার্ড বা টিম চেকো ঠিকই ট্র্যাক করে ম্যাককেনার খনি পর্যন্ত পৌঁছে

যেতে সক্ষম হবে, কী ঘটেছে উদ্ঘাটন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে, ছোট্ট হলেও একটা সম্ভাবনা আছে ওর···

তবে অ্যাপালুসাকে দেওয়া প্রশিক্ষণ থেকে ডীন জানে চট করে কোথাও যাবে না ওটা। গ্রাউন্ড-হিচ করা অবস্থায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবে, তারপর একটা অসঙ্গতি টের পেয়ে বাড়ির পথ ধরবে। আবার, আচমকা ম্যাককেনার ক্লেইমে কারও এসে পড়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ, কারণ খনির ধারে-কাছে কারও উপস্থিতি সহ্য করত না বিল। লোকজন তাই বহুদিন ধরে তাকে এড়িয়ে চলছে।

মিনিট কয়েক পর আবার কাজে হাত দিল ডীন। দস্তানা নেই বলে হাতের চামড়া ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। রক্ত ঝরলেও আমল দিচ্ছে না। তাড়া বা উদ্বেগ কোনটাই বোধ করছে না ও, বরং লাগাতার এবং যান্ত্রিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জানে এটাই ওর বাঁচার উপায়···ক্ষীণ হলেও একমাত্র সম্ভাবনা।

কিছুক্ষণের মধ্যে প্রায় দশ-এগারো ফুট দীর্ঘ একটা সরু রাস্তা তৈরি করে ফেলতে সক্ষম হলো ডীন। হিসাব ঠিক থাকলে আরও চল্লিশ ফুট রাস্তা তৈরি করে নিতে হবে।

চল্লিশ ফুট! অসম্ভব ব্যাপার।

হতাশ না-হয়ে কাজ চালিয়ে গেল ডীন। কয়েকবার মাটি দেবে গেল, পিছিয়ে আবার শুরু করতে হলো, কিন্তু একই গতিতে হাত চালিয়ে গেল। ক্লান্তিহীন, লাগাতার এবং অদম্য মনে হচ্ছে ওকে। দুনিয়ার আর সব কিছু বিস্মৃত হয়েছে, এখন শুধু একটাই কাজ—পাথরের ফাঁকে বেরিয়ে যাওয়ার মত গর্ত তৈরি করতে হবে।

কিছুক্ষণ পর নিজের তৈরি টানেল ধরে হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে এল ডীন। বাতির কাছে এসে ঘড়ি দেখল।

চার ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, অথচ কাজ তেমন এগোয়নি। প্রথম মোমের গোড়া থেকে দ্বিতীয়টা জ্বালল ও। জানে মূল্যবান বাতাস পুড়িয়ে বাতি জ্বলছে, কিন্তু অন্ধকারে কাজ করতে পারছে না, বরং

বাতিটা ওকে আত্মবিশ্বাস আর আশা যোগাচ্ছে। অন্ধকার মানে কবরের অসহায়ত্ব, অথচ টিমটিম করে জ্বলন্ত ম্লান আলো প্রত্যয়ী করে তুলছে ওকে।

আবার কাজ শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যে থেমে যেতে বাধ্য হলো। টানেলের মুখ বরাবর প্রকাণ্ড এক স্ল্যাব পড়ে গেছে, এত বড় যে ওটার সাইজও অনুমান করতে পারছে না। এত শ্রম বৃথা যেতে বসেছে ওটার উপস্থিতিতে। অপেক্ষাকৃত সমতল পৃষ্ঠ ওর দিকে পড়েছে, দৈত্যাকার একটা দেয়াল তৈরি করে ফেলেছে।

স্ল্যাবের ডান দিক ধরে খুঁড়তে শুরু করল ডীন, ওদিকে মূল টানেলের অবস্থান। বেশ কিছুক্ষণ ধরে, প্রায় তিন ফুট খননের পর প্রকাণ্ড স্ল্যাবের কিনারা আবিষ্কার করল। ফাঁদের বিস্ফোরণে যদি মুখ বন্ধ না হয়ে থাকে, হয়তো কিছুটা হলেও পরিশ্রম বাঁচবে বলে একটু আড়াআড়ি খুঁড়তে শুরু করল ডীন।

স্ল্যাবের পিছনে অসংখ্য পাথর পড়ে আছে, দু'শো পাউন্ড হবে ওজন, প্রকাণ্ড স্ল্যাবের সঙ্গে এমনভাবে ঠেকে আছে যে ধাক্কা দিতে পারলে হুড়মুড় করে পড়ে যাবে অন্য দিকে।

গর্ত দিয়ে পিছিয়ে এল ডীন। মুখ থেকে ঘাম মুছল।

মুখ আর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, অথচ সঙ্গে পানি নেই। ফের স্ল্যাবের উপর বসে বিশ্রাম নিল ডীন, মনে গভীর চিন্তা চলছে। কিন্তু মাথা ভারী বোধ হচ্ছে। সম্ভবত বাতাসের অভাবে। মোমবাতির শিখার দিকে তাকাল—নিস্পন্দ, অথচ কিছুক্ষণ আগেও সামান্য কাঁপছিল। তবে এটা মনের কারসাজিও হতে পারে।

উঠে ক্রল করে নিজের তৈরি টানেলের প্রান্তে চলে এল ডীন, দৈত্যাকার বোল্ডারটা খুঁটিয়ে দেখল, তারপর পিক দিয়ে ওটার নীচে থাকা ছোট ছোট পাথর সরাতে শুরু করল।

লাগাতার কাজ চালিয়ে গেল ও। একসময় খেয়াল করল প্রকাণ্ড বোল্ডার সদ্য তৈরি গর্তে নুয়ে পড়েছে। কিনারার নীচে গর্ত, তবে যথেষ্ট বড় হয়নি। বড়জোর ছয় ইঞ্চি হবে…বাতাস

চলাচল করার মত বড় নয়।

ফিরে এসে মোমবাতি নিয়ে এল ডীন। দৃষ্টিসীমার পরিধি বাড়াতে বাতি তুলে ধরল। বোল্ডার আর স্ল্যাবের পিছনে গর্তের মত জায়গা চোখে পড়ছে, প্রায় দুই ফুট; ওখানে খুঁড়তে হবে না। আদৌ যদি বোল্ডার পেরিয়ে যেতে পারে।

বোল্ডারের গোড়ায় মাটি আর পাথর সরিয়ে গর্ত বড় করতে লাগল ডীন, দুই বাহুর পেশিতে ক্লান্তির ব্যথা শুরু হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে গেল। শেষপর্যন্ত সরে গেল ওটা, নীচের ফাঁক আরও কয়েক ইঞ্চি বড় হয়ে গেল। গর্ত দিয়ে হাত ঢুকে যাবে ওর।

পিছিয়ে এল ডীন, মোমবাতি সঙ্গে নিয়ে এসেছে। স্ল্যাবের উপর বসে বিশ্রাম নিল। ক্লান্ত লাগছে। এত ক্লান্তি কখনও অনুভব করেছে কি-না মনে পড়ছে না। দেয়াশলাইয়ের কাঠি থেকে আরও একটা মোমবাতি ধরাল। ঘড়ি দেখল…নয় ঘণ্টা।

নয় ঘণ্টা হলো আটকা পড়েছে। এখন বোধহয় মাঝ রাত। চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে ওর, শরীরে বিশ্রাম নেওয়ার আকুতি। মাত্র কয়েক মিনিট…

টানেলের মেঝেয় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ডীন, মাথার নীচে হ্যাট চাপিয়ে দিল। এবং শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

ঠাণ্ডা ও স্যাঁতস্যাঁতে কী যেন স্পর্শ করল ওর গাল। গভীর ঘুমে থাকলেও টের পেল ডীন, ঘুম থেকে জেগে উঠতে কষ্ট হলো। হাত বাড়াতে লোমশ ও ভেজা কী যেন ঠেকল হাতে। শিউরে উঠে ঝটিতি হাত সরিয়ে নিল। ক্ষয়ে যাওয়া মোমবাতির নিষ্প্রভ আলোয় একটা কাঠামো দেখতে পেল। কুঁইকুঁই আওয়াজ ছাড়ল জন্তুটা, মেঝেয় শুয়ে পড়ল, সামনের দুই পায়ের ফাঁকে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

ম্যাককেনার কুকুরটা!

কিন্তু কীভাবে এল? চমকের ধাক্কায় এত দ্রুত উঠতে গেল

ডীন যে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। ভড়কে গিয়ে লাফিয়ে সরে গেল কুকুরটা, তবে ডীন হাত বাড়াতে দ্রুত এগিয়ে এল। 'শান্ত হ, বুড়া,' মৃদু স্বরে বলল ডীন, স্বস্তি ওর কণ্ঠে। 'এখানে কীভাবে এলি?'

রাইফেল আর মোমবাতি তুলে নিল ডীন। কুকুরটা বুঝে গেল যাওয়ার সময় হয়েছে, টানেল ধরে দৌড় শুরু করল। কুকুরটাকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে বাধ্য হয়ে ডীনকেও দৌড়াতে হলো। চৌকো শেষ প্রান্তে পৌঁছে কয়েক লাফে পাথরস্তূপের উপর উঠে গেল, তারপর বিশাল এক স্ল্যাবের ওপাশে হারিয়ে গেল।

সমস্ত উত্তেজনা নিমেষে পানি হয়ে গেল। গা ঘিনঘিন করা পিচ্ছিল কোন গর্ত দিয়ে হয়তো এখানে এসেছে কুকুরটা, ভাবল ডীন, শুধু ওটাই যাতায়াত করতে পারবে। সেক্ষেত্রে বাতাসও চলাচল করতে পারবে। চিন্তাটা মাথায় আসতে পাথরের উপর উঠে গেল ডীন, স্ল্যাবের পিছনে উঁকি দিল। স্ল্যাবটা দেয়ালের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে ঠেকে আছে বলে বোঝা যায় না মাঝখানে ফাঁক আছে।

বিশাল ফাঁক নয়, তবে যথেষ্ট চওড়া।

নিচু হয়ে চারফুটী গর্তে সেঁধিয়ে গেল ডীন। ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহ বা ঝর্নার কারণে তৈরি হয়েছে গর্তটা। বিশ ফুট দূরে ধূসর রাতের অন্ধকার দেখতে পেল।

দৌড়ে আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল কুকুরটা, ডীন দেখল এখন ওর জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় রয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ও। গর্তটা কর্দমাক্ত, নোংরা এবং স্যাঁতস্যাঁতে, কিন্তু এতটুকু অস্বস্তি বোধ করছে না। বরং সারা দেহে মুক্তির স্বস্তি ও আনন্দ অনুভব করছে।

বেঁচে গেল এ-যাত্রা!

আকাশে তারার অবস্থান দেখে ডীনের ধারণা হলো ভোর হতে বেশি দেরি নেই। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ঝিরঝিরে বাতাস গায়ে

মেখে নিল ডীন, মুক্তির আনন্দ উপভোগ করছে। জীবনে কোন জিনিস এমন গভীরভাবে উপলব্ধি করেনি।

গর্তের কাছাকাছি ঝর্না রয়েছে, এবং এখান থেকে দুপুরে পানি সংগ্রহ করেছিল। ঝুঁকে হাত-মুখ ধুয়ে নিল ও, আঁজলা ভরে খেল। তারপর রাইফেল তুলে নিয়ে পাহাড়ের কিনারা ঘুরে বিল ম্যাককেনার শ্যাকের দিকে এগোল। আগে আগে যাচ্ছে কুকুরটা।

অন্ধকার ও নীরব হয়ে আছে শ্যাক। কাছাকাছি চলে গেছে, এ-সময় অন্ধকারে কী যেন নড়ে উঠল। চিঁহি ডাকে ডীন বুঝতে পারল ওর অ্যাপালুসার খুশির ডাক এটা। মনিবের গন্ধ পেয়েছে।

লাগাম হাতে তুলে নিয়ে কেবিনের দরজার কাছে ঘোড়াটাকে নিয়ে এল ডীন, তারপর হাত বাড়িয়ে কবাট দুটো টেনে দিল। শেষে স্যাডলে চাপল।

'চল্, বুড়া মিয়া,' কুকুরটাকে ডাকল ডীন। 'তুই বরং আমার সঙ্গে চল্। এখানে থেকে কাজ নেই।'

বাড়ি ফিরতে এমন স্বস্তি খুব কমই বোধ করেছে ডীন।

ষোলো

সকালে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ডীনের। শুয়েছে এক ঘণ্টাও হয়নি। ঘুম ভাঙার কারণ জানে না বটে, তবে এটা জানে বিপদের শঙ্কায় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওর ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে।

সন্তর্পণে মেঝেয় পা নামাল ডীন যাতে ক্লারার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে, তারপর প্রায় নিঃশব্দে রান্নাঘরে চলে এল। বিস্ময়ের সঙ্গে বার্ট জেপসনকে দেখতে পেল। ইতোমধ্যে কফির আয়োজন করে

ফেলেছে সে।

'বাবার জন্য আমিই কফি তৈরি করতাম,' বলল সে। চকিত চাহনিতে ডীনের হাত দুটো দেখে নিল ছেলেটা, ফুলে গেছে বিক্ষত হাত দুটো, রঙেরও পরিবর্তন হয়েছে। 'আরে! এ অবস্থা হলো কী করে, মি. ফস্টার?'

সংক্ষেপে ঘটনা ব্যাখ্যা করল ডীন আর তন্ময় হয়ে শুনল বার্ট। 'এ-লোকই তোমার বাবাকে খুন করেছে, বার্ট,' শেষে বলল ডীন। 'ওর এবারের শিকার বিল ম্যাককেনা। মনে হচ্ছে মার্শাল হিসাবে আমি একেবারে অযোগ্য, নইলে একের পর এক খুন হয় কী করে!'

'আমিও ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি,' বেফাঁস বলে ফেলল বার্ট।

'তুমি!?' পেটে লাথি খাওয়ার দশা হয়েছে ডীনের, বিস্ময় হজম করতে পারছে না। 'উঁহুঁ, ওই কাজটা আমার উপর ছেড়ে দাও।'

'আমার বাবাকে খুন করেছে ও!'

'সত্যি। এও জানি তোমার কেমন লাগে। প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে পেয়ে বসে। কিন্তু ওসব দিন চলে গেছে, বার্ট, এখন আইন আছে। এসব আইনের উপর ছেড়ে দেওয়াই মঙ্গল।'

ক্ষণিকের জন্য থামল ডীন। 'যতটা ভেবেছি আসলে তারচেয়ে অনেক বেশি এগিয়েছি, বার্ট, সেজন্যই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে খুনি। যেভাবে হোক আমাকে সরিয়ে দিতে চাইছে, যাতে ওকে ধরতে না-পারি। গতকাল প্ল্যান করেছিলাম শহর থেকে বাইরে গেলে আমাকে অনুসরণ করবে সে, ড্রাই-গাল্‌শ করে খুন করতে চাইবে। ভেবেছিলাম পুরানো পয়েন্ট ফাইভ-টু রাইফেলটা আবার ব্যবহার করবে।'

'আর কখনও ওটা ব্যবহার করতে পারবে না সে,' সোৎসাহে বলল বার্ট জেপসন। 'আমি ওটা নিয়ে নিয়েছি।'

'কী?'

অপ্রতিভ দেখাল বার্টকে। 'কাজটা করা হয়তো ঠিক হয়নি, মার্শাল, তবে রাইফেলটা সরিয়ে ফেলার লোভ সামলাতে পারিনি। এড ফার্লোর বার্নে সেদিন রাতের কথা মনে আছে? পরিত্যক্ত এক ব্যারেলে রাইফেলটা রেখেছিল সে, ফিরে এসে ওটা তুলে নেওয়ার আগেই সরিয়ে ফেলেছি। বার্নে তোমার মাথায় যখন আঘাত করেছিল, ওসময় ভিতরে আমিও ছিলাম। ব্যাটা আমাকে দেখতে পায়নি, তবে আরেকটু হলে ঠোকাঠুকি হয়ে যাচ্ছিল। নিরাপদে রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে এসেছি।'

জীবনে খুব কম সময়ই খিস্তি করেছে ডীন, কিন্তু এখন ইচ্ছে করছে আচ্ছামত পেটায় বার্টকে। নিজেকে সামলে নিল। 'ধ্যেৎ! কী করেছ তুমি নিজেও জানো না, বার্ট! খুনের আলামত সরিয়ে ফেলেছ। এর পরিণামে তোমার জেলও হয়ে যেতে পারে।'

'সেটা জানি আমি,' বিষণ্ন স্বরে স্বীকার করল বার্ট। 'এমন খেপে গিয়েছিলাম যে ইচ্ছে হচ্ছিল ওর রাইফেল দিয়ে ওকে গুলি করি। পরে মওকামত পাওয়ার ইচ্ছেয় রাইফেলটা নিয়ে এসেছি।'

'রাইফেলটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হতে পারে। তাই আমার জিম্মায় থাকতে হবে ওটা। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, আমি চাই না কেউ জানুক ওটা তোমার কাছে আছে বা সেদিন রাতে বার্নে ছিলে তুমি। ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন জানতে না-পারে। বুঝতে পেরেছ?'

'তোমার ধারণা, জানতে পারলে আমাকে খুন করার চেষ্টা করবে সে, মার্শাল?'

'তেমন সম্ভাবনাই বেশি, বার্ট। যথেষ্ট হয়েছে, আর খুনোখুনি চাই না। যাক্‌গে, রাইফেলটা কোথায় রেখেছ?'

'বার্নেই আছে। স্রেফ জায়গা বদল করে রেখেছি। ঝুল-ছাদের একটায় আছে, দরজার কাছ থেকে তৃতীয়টা। ম্যাঙ্গারে উঠে চট করে তুলে রেখেছি যাতে ওটা হাতে থাকা অবস্থায় আমাকে না পায় সে।'

'লোকটা কে, চিনতে পেরেছ?'

'জানতে পারলে আমার চেয়ে খুশি কেউ আর হত না! এত অন্ধকার ছিল যে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ শব্দ শুনে বুঝলাম কেউ ঢুকছে, ততক্ষণে রাইফেল সরিয়ে ফেলেছি। বেরিয়ে আসার সুযোগ খুঁজছিলাম। পাওয়ার পর আর দেরি করিনি।'

'বার্ট, ভাল করে ভেবে দেখো তো। মনে করার চেষ্টা করো। কিছু হয়তো খেয়াল করেছ কিন্তু মনে নেই এখন...আচ্ছা, টিপ এলগারকে চিনতে না?'

'নিশ্চয়ই! বাবার সঙ্গে পাঞ্চার হিসাবে কাজ করেছে সে। টিপ শহরে এলে বাবার সঙ্গে পুরানো দিনের গল্প করত। গ্র্যান্ড ল্যান্ড লড়াইয়ের সময় মোরায় ছিল সে, ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এমন বহু লোককে বাবা চিনত।'

'মোরায় ছিল কিন্তু এখন এই শহর বা এলাকার বাসিন্দা এমন কারও নাম কি শুনেছ ওদের আলাপে?'

'উঁহুঁ, অমন কিছু মনে পড়ছে না। তবে বাবার মুখে শুনেছি জেফ ক্রেমার নাকি একবার মোরায় গিয়েছিল। র‍্যাঞ্চারদের পক্ষে যে নেতৃত্ব দিচ্ছিল, সেই লোকের নাকি বন্ধু মি. ক্রেমার।'

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল ডীন। '*বন-টনে* নাস্তা সেরে নেব আমি। ক্লারা উঠলে ওকে জানিয়ো। একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। দেরি হলে হয়তো লোকটাকে পাব না।'

'ওই রাইফেলটা নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ। ওখানে আর রাখা ঠিক হবে না।'

রাস্তায় বেরিয়ে এল ডীন। উইল সিটি তখন জেগে উঠছে। বোর্ডওঅক ঝাঁট দিচ্ছে দুই ব্যবসায়ী। *করাল* সেলুনের সামনের অংশ পরিষ্কার করছে সিড হার্কলে। *বন-টনের* সামনে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাট গ্র্যান্ডি।

'ডিম ভাজতে পারবে?' পুরো রাস্তায় দৃষ্টি বুলাল ডীন, ব্যাঙ্কের উপর স্থির হলো শেষে। সকাল নয়টার আগে ব্যাঙ্ক খোলা হয় না, তাও ক্রেমার আসে বেশ কয়েক মিনিট পর। এখন তাকে বাড়িতে

পাওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে ফ্রেইটিং বার্নে কেউ ঢুকলে দেখে ফেলবে ব্যাঙ্কার...অন্যরাও দেখবে।

'বেশি ভেজো না, ব্যাট,' বলল ও। 'বার্নে যাচ্ছি। দেরি হবে না আসতে।'

রাস্তা পেরিয়ে *করাল* সেলুনের দক্ষিণ দিক হয়ে বার্নে ঢুকে পড়ল ডীন।

ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। নীরব। দেয়ালের সরু ফুটো দিয়ে ম্লান আলো ঢুকছে, তবে যথেষ্ট নয়। খড় আর চামড়ার মিশ্র গন্ধ।

তৃতীয় র‍্যাফটারের ঝুল-ছাদের কথা বলেছে বার্ট। লুকানোর মত সম্ভাব্য জায়গাই। এক স্টলের কিনারায় উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল ডীন। মাটিতে পা নামিয়েছে এ-সময় একটা কণ্ঠ পিলে চমকে দিল ওর।

'কী খুঁজছ ওখানে?'

অ্যাশলি হ্যাগার্ড।

'হাউডি, অ্যাশ! নাস্তা করেছ? ব্যাটকে মাংস আর ডিমের ফরমাশ দিয়ে এসেছি। চলো, খেতে খেতে গল্প করা যাবে।'

চিন্তিত মনে মাথা নাড়ল সে। 'ডীন, ইদানীং দেখছি তোমাকে খুঁজেই পাওয়া যায় না...গতকাল সারাদিন ধরে খুঁজলাম, অথচ কেউ তোমার ব্যাপারে কিচ্ছু বলতে পারল না! সারা শহর খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি!'

'ম্যাককেনার ক্লেইমে গিয়েছিলাম,' বাম হাতে রাইফেল নিয়ে পা বাড়াল ডীন, মাযল নিচু করে রেখেছে। 'শুনেছ নাকি, বিলকে কে যেন গুলি করে মেরে ফেলেছে।'

'বলো কী! আরও একটা খুন? ঘটনা আমার একটুও পছন্দ হচ্ছে না, ডীন। ভাবছি ঝামেলা চুকে যাওয়া পর্যন্ত ডেনভারে গিয়ে থাকব। ফোর্ট ওঅর্থ বা অন্য কোথাও গেলেও চলে। মোদ্দা কথা হচ্ছে উইল সিটিতে থাকা যাবে না। এই লোক কারও বাছ-বিচার করছে না, নির্বিচারে খুন করছে!'

'তুমি নিশ্চিত খুনি একজন পুরুষ?'

'কেন, তোমার কাছে কি অন্যরকম মনে হচ্ছে? ইয়ে, ওভাবে তো ভেবে দেখিনি...কী জানি, মেয়ে হলেও হতে পারে।'

শ্রাগ করল ডীন। 'কাউকে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। হাত নরম হলেও মেয়েরা যেহেতু পুরুষদের মতই ট্রিগার টিপতে পারে।'

বন-টনে ঢুকে পড়ল দুই বন্ধু।

নাস্তা সারার ফাঁকে সাধারণ বিষয় নিয়ে আলাপ করল ওরা। ঘোড়া, গরু, রেঞ্জের অবস্থা আর শহরে নতুন কে কে এসেছে এ-নিয়ে আলোচনা করল।

'গ্যারি টরেল এসেছে শহরে,' মন্তব্যের সুরে জানাল ডীন। 'আমাকে খুঁজতে এসেছে।'

'গ্যারি টরেল? সে কে?'

'নামকরা কেউ নয়। তবে পিস্তলে চালু। কয়েকটা রেঞ্জ ওঅরে লড়ে সুনাম অর্জন করার পর এখন পুরোদস্তুর ভাড়াটে হয়ে গেছে। এখানকার কেউ খবর দিয়ে আনিয়েছে ওকে। যদ্দূর জানি ওর টার্গেট আমি। ইতোমধ্যে গ্যারি টরেলের সঙ্গে কথাও হয়েছে আমার।'

'কথা হয়েছে?' বিস্ময়ে বোকা বনে যাওয়ার দশা অ্যাশের। 'মাত্র বললে তোমাকে খুন করতে এসেছে সে, অথচ ওর সঙ্গে কথা বলেছ!? কোথায় দেখা হলো তোমাদের?'

'বিলের ক্লেইমে। মনে হচ্ছে শিগ্‌গিরই সামাল দিতে হবে ওকে। বোধহয় দেরি করা উচিত হবে না।'

'তুমি তো বন্দুকবাজ নও, আমার মনে হয় না ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে...'

'পারব বলে আশা করছি। তবে ঠিকই বলেছ, আমি গানফাইটার নই। অমন ইচ্ছেও ছিল না কখনও। ইচ্ছে বোধহয় কারোই থাকে না...কীভাবে যেন ঘটে যায়। আর কেউ যখন কয়েকটা ডুয়েলে জিতে যায়, সে চাক বা না-চাক গানফাইটার

হিসাবে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। এ-ব্যাপারে আমার বরাবরের অনীহা আছে।'

'সাবধানে থেকো।'

'মনে হয় না আমার জন্য কোন সমস্যা করতে পারবে সে। আসলে কী, ভাবছি এই ঝামেলা মিটে যাওয়ার আগেই ওকে ধরে জেলে ভরব।'

খিস্তি করল অ্যাশলি। 'তুমি ওকে গ্রেফতার করবে? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার? গ্যারি টরেলকে গ্রেফতার করে জেলে ভরবে? স্রেফ খুন হয়ে যাবে!'

হুট করে কথাটা বলে ফেলেছে ডীন, তবে গুরুত্ব দিয়ে ভাবল, এবং সিদ্ধান্ত পাকাও করে ফেলল। যথেষ্ট ব্যস্ততা রয়েছে ওর। নৃশংস এক খুনিকে খুঁজে বের করতে হবে, গ্যারি টরেলের মত ভাড়াটে বন্দুকবাজকে আশপাশে রেখে কাজ করা মুশকিল হবে। এ-ধরনের লোকের প্রতি সামান্য সহানুভূতিও নেই, বরং রীতিমত ঘৃণা বোধ করে ডীন। সৌভাগ্যের ব্যাপার, এদের সংখ্যা কম এবং জেলই তাদের জন্য উপযুক্ত জায়গা।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ডীন। 'অ্যাশ, কফি শেষ করো। জরুরি একটা কাজে যেতে হবে আমার।'

দ্রুত পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল। আশা করছে হোটেলে পাবে গ্যারি টরেলকে।

হোটেলে ঢুকল ও। রিসেপশনে রেজিস্ট্রার উল্টে দেখে নিল কাঙ্ক্ষিত রূম নম্বর। বারো।

লাগোয়া অফিস-কামরার দরজায় উদয় হলো জেনি ডলিভার। 'কী উপকার করতে পারি, মার্শাল?'

'টরেল কি বেরিয়ে গেছে?'

'মনে হয় না।' জেনির চাহনিতে শঙ্কা ফুটে উঠল। 'ডীন, এখানে কোন ঝামেলা হবে না তো? কালই মাত্র শেষ লড়াইয়ের বুলেটের গর্ত ভরাট করেছি। আমি চাই না...'

'দুশ্চিন্তা করো না। লোকটার সাথে দু'কথা বলতে এসেছি।'

হল হয়ে উদ্দিষ্ট দরজার কবাটে করাঘাত করল ডীন। 'পানি আর তোয়ালে নিয়ে এসেছি!' বলল ও। 'পানি আর তোয়ালে!'

'দূর হও! লাগবে না আমার!' ভিতর থেকে খেঁকিয়ে উঠল টরেল, কণ্ঠে নিদারুণ বিরক্তি। 'আরামে ঘুমাতে দাও, বাপু!'

'টরেল? আমি ফস্টার। জরুরি কথা বলতে এসেছি।'

সিক্সশ্যুটার হাতে চলে এসেছে ডীনের। দরজা খোলার পর দেখল কোল্ট শোভা পাচ্ছে বন্দুকবাজের হাতে। পরস্পরের কাছ থেকে তিন হাত দূরে পয়েন্ট ফোর-ফোর হাতে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা।

'তোমাকে গ্রেফতার করছি, টরেল,' শান্ত স্বরে বলল ডীন। 'ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে জেলের চেয়ে উপযুক্ত জায়গা আর নেই।'

'দেখো, কোনরকম ঝামেলার মধ্যে নেই আমি। বরং তুমিই ঝামেলা করছ।'

'প্রতিরোধের ব্যবস্থা এটা, টরেল। উইল সিটি শান্তিপূর্ণ শহর, ভাড়াটে কোন বন্দুকবাজের জায়গা নয়, আর শহরটাকে ওভাবে রাখতে চাই আমরা। এবার ভালয় ভালয় পিস্তলটা আমার হাতে দিয়ে চলে এসো।'

'নিকুচি করি!'

স্মিত হাসল ডীন। গ্যারি টরেলের মত লোক মানুষ খুন করে আনন্দ পায়, কাজ সারতে নিজের ক্ষিপ্রতা আর দক্ষতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এক্ষেত্রে এর কোনটাই দেখানোর উপায় নেই। বেকায়দায় পড়ে গেছে টরেল। পরিস্থিতি এবং দু'জনের অবস্থান এমন যে গোলাগুলি হলে সে নিজেও গুলি খাবে, এমনকী খুনও হয়ে যেতে পারে। মাত্র তিন ফুটের ব্যবধানে বাচ্চারাও মিস্ করবে না। সম্ভবত দু'জনেই মারা যাবে।

গ্যারি টরেলের বেঁচে থাকার ষোলোআনা সাধের উপর বাজি

ধরেছে ডীন।

মামুলি একটা সুবিধা রয়েছে ডীনের, টরেল সম্পর্কে জানে, আর ওর সম্পর্কে বলতে গেলে তেমন কিছুই জানে না ভাড়াটে বন্দুকবাজ।

ডীন কতটা বেপরোয়া হতে পারে জানে না সে, তবে যেভাবে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে তা রীতিমত দুঃসাহস। এতে অন্তত একটা জিনিস বোঝা যায়: প্রয়োজনে মরিয়া হতে দ্বিধা করবে না মার্শাল। কোন কিছুরই পরোয়া করছে না।

আদপে পরোয়া করে ডীন। ষোলোআনা।

'মরার যখন এত সাধ হয়েছে,' বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করল বন্দুকবাজ। 'বেশ, তোমাকে নিয়েই মরব!'

'হ্যাঁ, মরতে পারি, তবে এটা আমার দায়িত্ব। যে-কোন মূল্যে দায়িত্ব পালন করব। চাইলে চলে যেতে পারো তুমি। সামান্য একটা কাজ, আর তো কিছু নয়। উইল সিটি তোমার কাছে অন্য দশটা শহরের মতই, এটাও স্রেফ একটা কাজ।'

'রাস্তায় আমার মুখোমুখি দাঁড়াতে পা কাঁপছে তোমার?'

'তোমার মুখোমুখিই তো দাঁড়িয়ে আছি, টরেল! এবার হয় আমার হাতে পিস্তল তুলে দাও, নয়তো বুটহিলের টিকেট কাটো।'

নিষ্পলক ওর দিকে তাকিয়ে থাকল বন্দুকবাজ, চোখে শীতল চাহনি। তারপর সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিস্তল উল্টো করে ধরল।

'ট্রিগার থেকে আঙুল সরাও তো। হ্যাঁ, এবার ব্যারেলটা ধরে আমাকে দাও।'

পিস্তলটা কোমরে গুঁজে রাখল ডীন।

'কাপড় পরতে দেবে, নাকি দেরি সইবে না?'

'যেমন আছ সেভাবেই যেতে হবে।'

'ধ্যেৎ! এটা কোন কথা হলো? তুমি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা...'

'আগে রুম থেকে বেরিয়ে এসো, তারপর দেখা যাবে কাপড় পরে যাবে নাকি অন্তর্বাস দিয়ে চালিয়ে নেবে।'

টরেলকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে ডীন দেখতে পেল পোস্ট অফিসের সামনের বোর্ডওঅক ঝাঁট দিচ্ছে ম্যাগি কার্মেন, জেফ ক্রেমারের সঙ্গে আলাপ করার জন্য স্টেজ অফিসের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে ফ্রেড কালভার, স্টোর পেরিয়ে ব্যাঙ্কের দিকে এগোচ্ছে ক্রেমার। খালি পায়ে, লম্বা আন্ডারঅয়্যার পরা ঘাতক গ্যারি টরেলকে রাস্তায় দেখে সবার আলাপ বা কাজকর্ম থেমে গেল। মাঝে দু'হাতের দূরত্ব রেখে পিছন পিছন আসছে ডীন, হোলস্টারে ওর পিস্তল, টরেলেরটা কোমরে।

দৌড়ে *বন-টনের* দরজায় এসে দাঁড়াল অ্যাশলি হ্যাগার্ড, চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে, হাতে এখনও কফির কাপ। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ব্যাট গ্র্যান্ডি। বিড়বিড় করে খিস্তি করল অ্যাশলি।

'এমন দৃশ্য দেখেছ কখনও?' মন্তব্য করল রেস্তোরাঁ মালিক। 'দেখে নাও প্রাণ ভরে! মার্শাল হলে এমনই হওয়া উচিত, অ্যাশ। গর্বে বুক ভরে যাচ্ছে আমার। টরেলের মান-ইজ্জত সব ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে আমাদের ডীন!'

'ভয়ের একটা ব্যাপারও আছে,' শুকনো স্বরে বলল অ্যাশলি। 'মহা খেপে যাবে লোকটা, শেষে ডীনকে খুন করে বসতে পারে।'

বিগ ইনজুন দরজা খুলে দিল। ভিতরে ঢুকে ডীন দেখল এক পাশে সীটির উপর বসে আছে টিম চেকো। মুখ তুলে তাকাল সে, সবক'টা দাঁত বের হাসছে। 'হাউডি, টরেল! পুরানো হোমস্টীডে স্বাগতম!'

'গোল্লায় যাও!' তিক্ত স্বরে গাল বকল বন্দুকবাজ।

দৃঢ় পায়ে সেলের ভিতরে ঢুকে গেল সে। বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিল বিগ ইনজুন।

'জীবনেও পার পাবে না তুমি, মার্শাল,' সরোষে হুমকি দিল টরেল। 'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কীসের, শুনি?'

হাসল ডীন। 'চিন্তা কোরো না, একটা কিছু ভেবে বের করে ফেলব। শান্তিভঙ্গ, সন্দেহজনক চলাফেরা বা অন্য কোন চার্জ

আনব। অশোভন কাপড়ে শহরের রাস্তায় বেরোনোর চার্জও আনা যেতে পারে। টরেল, তোমার ভালর জন্যই কাজটা করলাম। আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকটা খুন হয়েছে এখানে, আমরা জানি না খুনি কে। লোকজন খেপে যাচ্ছে, ওরা দেখতে চায় অভিযুক্ত কেউ জেলে আছে বা কারও ফাঁসি হচ্ছে।

'তো, আমার কথা মন দিয়ে শোনো। চাইলে আমি প্রমাণ করতে পারব তুমি বিল ম্যাককেনার ক্লেইমে ছিলে, আর তার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে খুন হয়েছে বিল। দুয়ে দুয়ে চার মেলালে দায়টা তোমার ঘাড়ে চাপানো যায়।

'অন্য খুনগুলো তুমি করেছ এমন প্রমাণ আমরা দিতে পারব না, কিন্তু তুমিও প্রমাণ করতে পারবে না যে তুমি করোনি। সময় পেলে হয়তো প্রমাণ করতে পারবে যে ওই খুনগুলোর সময় অন্য কোথাও ছিলে, তবে সেজন্য বিস্তর সময় লাগবে। সেটা তুমি পাবে বলে মনে হয় না।

'দেখলে তো, এভাবে তোমাকে রক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না আমার,' মৃদু স্বরে বলে গেল ডীন। 'কখন কে তোমাকে ধরে ঝুলিয়ে দেয় এমন আশঙ্কা ছিল। সেটা এড়ানোর একমাত্র উপায় তোমাকে গারদে ঢোকানো। এখন হয়তো খারাপ লাগছে, তবে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে তুমিও বুঝতে পারবে কাজটা খারাপ করিনি।

'এখানকার খাবার মন্দ নয়। ম্যাগাজিন আর পত্রিকা আছে। সবচেয়ে বড় কথা, তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, টরেল, লম্বা বিশ্রাম দরকার তোমার। তাই বলছি কী, বাঙ্কে শুয়ে পড়ে শরীর ছেড়ে দাও। পরে সময় পেলে তোমার কাপড়চোপড় নিয়ে আসব। এখন তোমার ওসব না-হলেও চলবে, আশা করি কোন ভদ্রমহিলা তোমার দর্শন প্রার্থী হবে না।'

বন্দুকবাজের প্রতিক্রিয়া দেখার গরজ অনুভব করল না ডীন, করিডরের দরজা বন্ধ করে অফিসে এসে বসল।

মুখ তুলে তাকাল চেকো, ভাঁজ পড়েছে কপালে। 'তুমি ওকে নিরস্ত করতে পারোনি, মার্শাল, স্রেফ দেরি করিয়ে দিয়েছ। অল্প সময়ের জন্য। এখান থেকে বেরিয়ে প্রথমেই তোমাকে খুন করবে সে।'

'একবারে একটা, চেকো। একটা একটা করে ভাবব।'

সতেরো

'চোখ-কান খোলা রাখতে বলেছিলে তুমি,' বলল টিম চেকো। 'শহরটা আসলে খুব শান্ত। বাকবোর্ড নিয়ে বেরিয়েছিল তোমার স্ত্রী, ধারে-কাছে কোথাও গিয়েছিল বোধহয়, কারণ ফিরতে দেরি হয়নি ওর।'

ক্লারা? বিস্ময়টা নীরবে হজম করল ডীন। কোথায় গিয়েছিল?

'আর কেউ শহর থেকে বেরোয়নি?'

'ইয়ে...ব্যাঙ্কারকে শহরে দেখিনি। স্টেজ অফিসে ঢুঁ মেরেছি, দেখলাম কাজে ব্যস্ত ফ্রেড কালভার। তোমার বাড়িতে থাকে যে ছেলেটা, কী যেন নাম? বার্ট বোধহয়। সারা শহর চরকির মত ঘুরে বেড়িয়েছে ও। এমন ব্যস্ত বাচ্চা আর দেখিনি।'

একজনের পক্ষে সব জায়গায় বা সবার উপর নজর রাখা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, খুনি নিশ্চয়ই সতর্ক ছিল, টিম চেকোর আকস্মিক মুক্তির তাৎপর্য নিয়ে কৌতূহল বোধ করেছে, এবং শেষে উদ্বিগ্ন বোধ করেছে। তা ছাড়া, শহরের পিছনের অ্যারোয়ো ধরে কারও চোখে না-পড়ে সরে পড়া সম্ভব।

বহুল ব্যবহৃত ডেস্কের পিছনে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল

ডীন, শরীর ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজল। ঘুম আসছে না, কিংবা ঘুমানোর ইচ্ছেও নেই ওর। ধীরে, সময় নিয়ে, একটা একটা করে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি সূত্র আর ঘটনা বিশ্লেষণ করতে শুরু করল। সামান্য সূত্রও বাদ দিচ্ছে না।

খুনির ব্যবহৃত পয়েন্ট ফাইভ-টু রাইফেল এখন ওর হস্তগত হয়েছে, একাধিকবার ওটা ব্যবহার করেছে খুনি। ওই রাইফেলের কোন রেকর্ড নেই, অর্থাৎ মালিকের পরিচয় জানা যায়নি। গত কয়েক বছরের মধ্যে কেউ কখনও ওটা দেখেছে বলেও মনে হয় না, কারণ তা হলে বিরল এই রাইফেলটা নিয়ে আলাপ করত লোকজন।

আচমকা উঠে দাঁড়াল ডীন। 'এদিকটা সামলে রেখো তো,' বলল বিগ ইনজুনকে। '*বন-টনে* পাবে আমাকে।'

রাস্তায় এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ও, দু'ধারে দৃষ্টি চালাল। মনে ভাবনা চলছে। ধীরে ধীরে একটা উপসংহারে পৌঁছাচ্ছে। জানা মতে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে মোরার সম্পর্ক আছে, তবে আরও লোক থাকতে পারে যাদের সঙ্গে মোরার যোগাযোগ বা সংশ্লিষ্টতার খবর ওর জানা নেই। এমন ক'জন হবে?

পশ্চিমে খুনের নেপথ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা সবচেয়ে বেশি কাজ করে। এক্ষেত্রে সাধারণত শিকারকে নিজের পরিচয় জানতে দেয় খুনি, কারণও জানায়। তবে সবসময় নয়।

সুবিবেচক বা পর্যালোচক হিসাবে কখনোই সুনাম ছিল না ডীনের, তবুও ওর মনে হচ্ছে শহরের বাইরে ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে খুনের সম্পর্ক রয়েছে। অন্য কোথাও ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা চেপে রাখতে চাইছে কেউ।

গ্রেফতার হতে ভয় পাচ্ছে খুনি লোকটা বা মহিলা? নাকি সত্য লুকিয়ে রেখে আখের গোছাতে চাইছে?

উইল সিটির মত ছোট শহরে বেশিরভাগ লেনদেন—এমনকী আর্থিকও—প্রায় সবার জানা হয়ে যায়। এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার।

সেক্ষেত্রে সত্য লুকিয়ে কার স্বার্থ হাসিল হতে পারে? এমন স্বার্থ যার কারণে একের পর এক খুন করতে হয়?

মোরা থেকে এখানে ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যে খুন হয়ে যায় টিপ এলগার।

খুনের তদন্তের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে গিয়েছিল জর্জ হুইটসেট, খুনির নাগাল পেয়ে যাওয়ার মুহূর্তে মারা পড়ে সে, হয় দুর্ঘটনাক্রমে…কিংবা রহস্যময় কোন কারণে।

মোরা থেকে উইল সিটিতে এসে খুন হয়ে গেল জো ওসমান।

বিশেষ কিছু জানত বা দেখেছে শন জেপসন যার পরিণতিতে সেও খুন হয়ে যায়। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার, একসময় মোরায় ছিল সে এবং এলগারের সঙ্গে খাতিরও ছিল তার।

আর এখন খুন হলো বিল ম্যাককেনা। কী কারণে? বিশেষ কিছু জেনে ফেলেছিল বিল? নাকি জানত বলে প্রতীয়মান হয়েছিল খুনির কাছে? ডীনকে খুন করতে সুবিধা হবে বলে নিজের পথ থেকে বিলকে সরিয়ে দিয়েছে খুনি?

ডীন খুঁজে পাচ্ছে না বা নানা সূত্রগুলো একত্র করতে পারছে না বটে, তবে একটা প্যাটার্ন বা ধারা থাকতে বাধ্য। কাউকে ট্রেস করতে গেলে তার লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হয়। ব্যাপারটা এমনকী পশুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এছাড়া সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললে চলে।

সেক্ষেত্রে, খুনির উদ্দেশ্য বা টার্গেট কী?

মানুষ কেন খুন করে? প্রতিশোধ, ঘৃণা, ঈর্ষা আর টাকার জন্য…সবই যৌক্তিক ও নিরেট কারণ।

কে ঘৃণা করত এলগারকে? কেউ না। এলগারের কাছে এমন কিছু ছিল না যা অন্যের লোভ বা ঈর্ষার কারণ হতে পারে, সেটা দখল বা পাওয়ার জন্য পরবর্তীতে খুন করতে পারে। প্রতিশোধ নিতে খুন? বেশ কয়েক বছর এলাকায় কাজ করেছে টিপ এলগার, প্রতিশোধই যদি নিত খুনি তা হলে এত বছর সবুর করল কেন?

নিতান্ত আগন্তুক ছিল জো ওসমান, উইল সিটির কারও তাকে খুন করার কথা নয়।

যদি না অতীত অর্থাৎ মোরার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে…

ডীন আবারও সিদ্ধান্তে পৌঁছল এ-পর্যন্ত যতজন খুন হয়েছে, প্রত্যেকে একটা কিছু জানত…অন্তত জানত বলে ধরে নিয়েছে খুনি…

টাকার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে।

চিন্তা বাদ দিয়ে টিপ এলগারকে নিয়ে ভাবতে শুরু করল ও। খুনির প্রথম শিকার ছিল সে, এবং মোরা থেকে এখানে ফিরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুন হয়েছিল।

ভাবনাটা আচমকা এল মাথায়। বিশ্বাস করতে পারছে না ডীন, মাথা নেড়ে বাতিল করে দিতে চাইল। স্রেফ অসম্ভব!

ধীর পায়ে ফুটপাত ধরে *বন-টনের* দিকে পা বাড়াল ও।

বাঙ্কে ঠায় শুয়ে আছে গ্যারি টরেল, দৃষ্টি সিলিঙে স্থির। সকালের সেই লম্বা আন্ডারঅয়্যার তার পরনে। ক্ষোভ বা রাগ কমে গেছে ওর, বরং এখন সুমতি হয়েছে। বুনো প্রাণীর মত ধূর্ত সে, নিজের লাভ-লোকসান সম্পর্কে ষোলোআনা সচেতন। বিপজ্জনক এক পৃথিবীতে বসবাস করে বটে, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি সর্বক্ষণ সতর্ক রাখে ওকে, বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়।

ওর সঙ্গে অন্যায্য আচরণ করেনি ডীন ফস্টার, তিক্ত মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে টরেল। পুঙ্খানুপুঙ্খ পুরো ঘটনা ভেবে দেখেছে, কিন্তু কোনবারই মনে হয়নি বেপরোয়া হয়ে গুলি করার মত পরিস্থিতি ছিল।

সেক্ষেত্রে এতক্ষণে বুটহিলের লাশ হয়ে যেত।

প্রশ্ন হচ্ছে: পাল্টা গুলি করত ফস্টার? প্রশ্নটা করার সময় ডীন ফস্টারের চোখের চাহনি মনে করল টরেল…হ্যাঁ, নির্দ্বিধায় করত। পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে এভাবে কারও মুখোমুখি দাঁড়াতে বুকের পাটা

লাগে, ইস্পাতদৃঢ় নার্ভ হতে হয়। দুটোই আছে মার্শালের।

এত কাছ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করা ভিন্ন ব্যাপার। এ পর্যন্ত গোটা দশেক ডুয়েল লড়েছে সে, পিস্তলে গড়পড়তার চেয়ে ঢের ক্ষিপ্র, এবং তারচেয়েও নিপুণ ওর লক্ষ্যভেদ। তাই বলা যায় ওর সম্ভাবনা বেশি ছিল। কারও দিকে যখন পিস্তল উঁচিয়ে ধরে গ্যারি টরেল, সাধারণত লোকটার সঙ্গে আযরাইলের দেখা হয়ে যায়।

কখনও কখনও আশঙ্কায় ভোগে ওর চেয়ে ক্ষিপ্রতর কারও মুখোমুখি বুঝি হয়ে পড়ল! তবে আদপে এমন কেউ আছে বলে মনে হয় না। ধারণাটা ইদানীং বিশ্বাসে রূপ পাচ্ছে। কিংবা কেউ হয়তো ক্ষিপ্রতর, কিন্তু একইসঙ্গে নিপুণ লক্ষ্যভেদী নয়। দুটোর সমন্বয় খুব কম ঘটে।

শিগ্‌গিরই, কোন একদিন রাস্তায় ডীন ফস্টারের মুখোমুখি হবে ও।

হাতের কাজের কথা মনে পড়ল। ডীন ফস্টারকে খুন করতে এসেছে উইল সিটিতে। কাজ সম্পন্ন হলে পাঁচশো ডলার পাবে।

সচরাচর যেভাবে লেনদেনের ব্যবস্থা হয়, এই কেসেও তাই হয়েছে। মেসা ডি মায়ার নির্দিষ্ট এক জায়গায় পাথুরে গর্ত ওর পোস্ট অফিস, যার কথা খুব কম মানুষ জানে। গ্যারি টরেলকে দরকার হলে সেই গর্তে চিঠি বা চিরকুট রেখে দিলে খবরটা একসময় ওর কাছে পৌঁছে যায়। সেদিন গিয়ে একজন মানুষের নাম, ঠিকানা আর পাঁচশো ডলারের সঙ্গে একটা নোট পেয়েছিল। নোটে লেখা ছিল কাজ শেষে আরও পাঁচশো ডলার দেওয়া হবে। এটা অবশ্য বলার প্রয়োজন পড়ে না, কারণ টরেলের যে-কোন কাজে অর্ধেক অগ্রিম দিতে হয়।

ব্যাপারটা খুবই সহজ। কাজ শেষে নির্দিষ্ট একটা সেলুনে গেলে খাম পেয়ে যায়।

এক হাজার ডলার বিস্তর টাকা। সারা মাস হাড়ভাঙা খাটুনির

পর ত্রিশ ডলার পায় পাঞ্চাররা। চার বছর কাজ করলে এই টাকা রোজগার করা সম্ভব।

ডীন ফস্টারের কথা ভাবল আবার। শুনেছে সে র‍্যাঞ্চার ছিল, অস্থায়ীভাবে মার্শালগিরি করছে। কথাটা বোধহয় সত্যি, তবে ফস্টারকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সকালে যে অপমান ওকে করেছে, ইজ্জত একেবারে ধুলোয় মিশে গেছে। মান-সম্মান উদ্ধারের একটাই উপায়: খোলা রাস্তায় মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। শহরের লোকের সামনে দেখাতে হবে ওর কাছে তাদের মার্শালের অসহায় আত্মসমর্পণ। গুলি খেয়ে নেড়ি কুকুরের মত রাস্তায় পড়ে থাকবে ফস্টার...

তবে অন্তস্তলে ভিন্ন অনুভূতি হচ্ছে ওর, সহজাত প্রবৃত্তি ওকে বলছে মার্শালের সঙ্গে শোডাউন করতে গেলে পরিণাম ভাল নাও হতে পারে। ঝুঁকি আছে জেনেও চ্যালেঞ্জ করা বোকামি হবে।

জেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সমস্ত ক্ষোভ আর প্রতিহিংসা বিস্মৃত হওয়ার ভান করবে সে, মার্শালকে বলবে: 'নো হার্ড ফিলিংস।' তারপর শহর ছেড়ে চলে যাবে।

দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে শহর ঘিরে চক্কর দেবে প্রথমে। পাঁচ মাইল দূরে আরও একটা ঘোড়া থাকবে, ওটায় চড়ে উল্টো দিক থেকে শহরে ঢুকবে। রাইফেলের এক শটে ফেলে দেবে ডীন ফস্টারকে। তারপর কেউ কিছু বোঝার আগেই তুমুল বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে কাউন্টির বাইরে চলে যাবে।

এক হাজার ডলার বিস্তর টাকা, তবে সেটা খরচ করার জন্য বেঁচে থাকতে হবে।

ক্ষীণ কৌতূহল বোধ করল গ্যারি টরেল। কে ওকে ভাড়া করেছে, কে মৃত দেখতে চায় ফস্টারকে?

টরেলের খুনের তালিকায় নানা পেশার মানুষ রয়েছে। ধুরন্ধর রাসলার যাকে ধরা সম্ভব হচ্ছে না, অবাধ্য নেস্টর, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত শত্রু...সাধারণত এরাই থাকে। তবে এখানকার ঘটনা

একটু ব্যতিক্রম বলে মনে হচ্ছে।

ঢোকার পরপরই পুরো শহর খুঁটিয়ে দেখেছে, নিজের সম্ভাবনা বিচার করেছে, পালানোর সহজ পথটা বাছাই করেছে, গুলি করার জন্য মোক্ষম জায়গা খুঁজেছে। প্রাথমিক কাজ শেষ। পরিকল্পনাও চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এখন কেবল বাস্তবায়নের বাকি। সকালে ডীন ফস্টার আচমকা বাগড়া না-দিলে হয়তো কাজ সেরে ফেলত।

শুভ কাজে দেরি করে না টরেল।

করিডরে ঢুকল টিম চেকো, একটা চেয়ার নিয়ে এসেছে। দেয়ালের সঙ্গে চেয়ার ঠেকিয়ে আয়েশ করে বসল সে। গারদের দিকে মুখ। 'মহা ধুরন্ধর লোক হয়ে গেছ তুমি,' মন্তব্য করল।

'তাই? আর তুমি সেই মামুলি চোট্টা রয়ে গেছ।'

'হ্যাঁ, ধরা পড়ে গিয়েছিলাম।'

এক কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো টরেল। 'তা হলে বেরিয়ে গেলে কী করে? এখানেই বা কী করছ?'

ব্যাখ্যা করল টিম চেকো। 'কেন বেরোব না, বলতে পারবে? অফার দিতে মানা করিনি। গারদের ভিতরে আটকা থাকার চেয়ে এই ঢের ভাল আছি। তা ছাড়া, আসামীর সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করে ফস্টার। চাইলে সুবিধা নিতে পারত ও, কিন্তু নেয়নি। মনে হচ্ছে ঝামেলাটা শেষ হলে আমাকে বিনা শর্তে ছেড়ে দেবে।'

'*ঝামেলাটা* কী?'

'বেশ কয়েকটা খুন হয়েছে, একটার পর একটা। মার্শাল খুব কাছে চলে গেছে, কারণ কার যেন তাতে পাগল হয়ে যাওয়ার দশা হয়েছে। এজন্যই বোধহয় তোমাকে আনিয়েছে···আসল খুনিকে ধরার আগেই ফস্টারকে ফেলে দিতে চায়।'

'কে বা কারা?'

'আমি তো মনে করেছি তুমি জানো।'

'কিচ্ছু জানি না। তবে জানলেও তোমাকে বলতাম না।'

'দেখো, মিস্টার, আর দশজন লোকের মত নয় ফস্টার। তুমি

ওকে যতটা চেনো আমিও তাই, কিন্তু ওকে সৎ মনে হয়েছে। যেমন ধরো, চাইলে তোমাকে সব খুনের সঙ্গে জড়িয়ে দিতে পারে সে, সব ঝামেলা তাতে চুকে যাবে। কেউ কোন প্রশ্ন করবে না। কিন্তু তা করবে না। খুনের নিষ্পত্তি করা পর্যন্ত তোমাকে এখানে আটকে রাখবে যাতে ওর কাজে বাধা দিতে না-পারো, তারপর ছেড়ে দেবে।'

'তখন আমার হাতে খুন হয়ে যাবে সে।'

ভুরু কোঁচকাল চেকো। 'লোকে তোমাকে ঘাঘু লোক বলে, কিন্তু আমার কাছে তো মনে হচ্ছে না! বোকার হদ্দ নাকি? পেশা দিয়ে মানুষ বিচার করা যায়, নাকি করা উচিত? পশ্চিমে সাধারণ বহু মানুষ আছে অস্ত্রে যাদের দক্ষতা চালু পিস্তলবাজদের চেয়ে কম নয়। র‍্যাঞ্চার, ফ্রেইটার, কাউবয় বা ব্যবসায়ী। পার্থক্য হচ্ছে এরা কখনও নিজের ঢোল পেটায় না।

'আমার কথাই ধরো। তোমার চেয়ে কোন অংশে কম নই, ড্র একই সঙ্গে করতে পারব, কিন্তু আমি হচ্ছি কুখ্যাত ঘোড়াচোর। তাও আবার যেনতেন ঘোড়া হলে চলে না···সেরা জাতের হতে হয়, যেমন ধরো তোমার গেল্ডিংটা।'

'ওটার দিকে দৃষ্টি দিয়ো না, চেকো। ওটার দিকে হাত বাড়ালে···'

'কী করবে? তোমাকে একটুও ভয় পাচ্ছি না, টরেল, একটুও না। ডীন ফস্টারও ভয় পায়নি তোমাকে। তোমার ঘোড়াটা চুরি করব না শুধু একটা কারণে, ওটা চুরি করলে শহরের লোকজনের নেকটাই পার্টির আনন্দ মাটি হয়ে যাবে তা হলে। তোমার গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলিয়ে বসাবে কোথায়, ঘোড়া লাগবে না? এসব ক্ষেত্রে, জানোই তো, অপরাধীর ঘোড়া ব্যবহার করার রীতি। আবার যদি পালাতে পারো, তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ভাগতে হবে তোমার। বুঝতেই পারছ, দ্রুতগামী ঘোড়া না-হলে ঠিক ফেঁসে যাবে।

'মিথ্যে বলছি না, শহরে ইতোমধ্যে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেছে তোমাকে নিয়ে,' অবলীলায় মিথ্যে বলে যাচ্ছে চেকো। 'কে জানে, কখন ওদের মধ্যে তোমাকে লিঞ্চ করার চিন্তা ঢুকে যায়!' আদপে এমন কোন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। মার্শালের উপর অগাধ আস্থা আছে লোকজনের, এমনকী চেকোর নিজেরও আছে। তবে গ্যারি টরেলকে সামান্য দুশ্চিন্তায় ফেলার লোভ সামলাতে পারছে না। পায়ের নীচে উইল সিটির মাটি তার জন্য গরম হয়ে উঠছে এটা যদি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় ভাড়াটে বন্দুকবাজ, হয়তো ডীন ফস্টারকে খুন করার খায়েশ ত্যাগ করে নিজের প্রাণ বাঁচাতে তৎপর হবে।

ব্যক্তিজীবনে ডীন ফস্টার যেমনই হোক, টরেলের মত ঘৃণ্য খুনির হাতে তার মৃত্যু কাম্য হতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা, এমন ঘটনার পর শহরের পরিস্থিতি উত্তপ্ত ও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়বে, উন্মত্ত মব টরেলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার সন্দেহে অপেক্ষাকৃত নিরপরাধ লোককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে পারে। হুজুগ যেমন সহজে শুরু হয় না, তেমনি শুরু হলে ইন্ধনও দেওয়া লাগে না। চট করে ছড়িয়ে পড়ে।

নিজের উদ্বেগ চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করল টরেল, কিন্তু তাকে দেখে ফাঁদে পড়া জন্তুর মত মনে হচ্ছে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে চারপাশ একবার দেখে নিল। 'যেভাবে হোক এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

'উঁহুঁ, সেই চেষ্টা কোরো না, টরেল। যতক্ষণ এখানে আছ ঠিক ততক্ষণ নিরাপদ তুমি। গরাদের বাইরে গেলেই মার্শাল আর তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না, উন্মত্ত লোকজন কিছু জিজ্ঞেস করার আগে গলায় ফাঁসির দড়ি পরাবে। তাই যেমন আছ বাঙ্কে শুয়ে-বসে সময় কাটিয়ে দাও। আরেকটা কথা, মার্শাল তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার পর দেরি না-করে শহর ছেড়ে চলে যেয়ো। বদ কোন মতলব থাকলে এখনই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো।'

পরের এক ঘণ্টা ঘোড়া, গরু, খুনোখুনি, যোগাযোগের উপায় সম্পর্কে আলাপ চালিয়ে গেল চেকো। আসলে সময় কাটাচ্ছে। এতক্ষণ পর গ্যারি টরেলকে কিছুটা নির্ভার মনে হলো। কোথায় বা কীভাবে কাজ যোগাড় করে সে তা বলেনি চেকোকে, তবে এটা জানিয়েছে যে চাইলে নতুন কাজ পাওয়া তার জন্য সমস্যা নয়।

'তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার পদ্ধতি জানে এমন লোকের সংখ্যা ক'জন হবে? এদের একজন যে হুট করে মুখ খুলবে না তার নিশ্চয়তা কী?'

'উঁহুঁ, তেমন সম্ভাবনা নেই! মাত্র চারজন লোক জানে কাজ নিয়ে কীভাবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। আর যে কাজ দেবে তার ওই চারজনের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা লাগে। ওরাই খবরটা আমার কাছে পৌঁছে দেয়।'

কিছুক্ষণ পর টরেলকে একা রেখে অফিসে চলে এল চেকো। একটা চেয়ারে বসে পা তুলে দিল ডেস্কের উপর, ভাবখানা যেন সে ডেপুটি। তেমন হলে মন্দ হয় না, আনমনে ভাবল সে।

অ্যাশলি হ্যাগার্ড যখন দরজা দিয়ে উঁকি দিল ল-অফিসে, চেকো তখন চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়েছে। 'ডীন আছে?' জানতে চাইল সে।

'*বন-টনে* গেছে। কফি না-হলে মাথাটা চলে না ওর।'

'শুনলাম গ্যারি টরেলকে ধরে নাকি জেলে ঢুকিয়েছে?'

'হ্যাঁ। টরেলের উপর নজর রাখতে বলেছে আমাকে। আমি অবশ্য ব্যাটাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ঝামেলা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছি, মি. হ্যাগার্ড, নইলে খুনের কেসের তদন্ত শেষ করতে পারবে না ডীন।'

'এমনিতেও সমাধান করে ফেলবে ডীন,' মন্তব্য করল সে। 'একবার কোন কিছু ধরলে শেষ না-করে ছাড়ে না ও।'

'বোধহয় ঠিকই বলেছ। আমি খুনি হলে হাল ছেড়ে দিতাম, কারণ লক্ষ্য যাই থাক আজীবন জেলে কাটাতে হলে বা ফাঁসিতে

ঝুলতে হলে ওই লক্ষ্যের কোন মূল্য নেই।

'কী জানো, মি. হ্যাগার্ড, এই শহরের মানুষ জানেই না ডীন ফস্টার আসলে কেমন মানুষ। ওর মত করিৎকর্মা লম্যান খুব কম দেখেছি। নিখুঁত ওর কাজ। ভুল করে না। ধীর-স্থির, অথচ লক্ষ্যে অবিচল।

'আমাকে ধরল কীভাবে জানো? একটা আঙুলও নাড়তে হয়নি। না গোলাগুলি, না মারপিট। এক ফোঁটা ঘাম ঝরেনি ওর। খোলা জায়গায় টার্কি যেমন মার্কসম্যানের রাইফেলের মুখে আটকা পড়ে, ঠিক তেমন। কিচ্ছু করার ছিল না। ঠিক একইভাবে সামাল দিল টরেলকে। দশজনের মধ্যে নয়জন মানুষ এই দুটো ক্ষেত্রে গোলাগুলিতে চলে যেত, কিন্তু ডীন ফস্টারের প্রয়োজন পড়েনি। লোকজন ওকে যতটা মনে করে তারচেয়ে ঢের বুদ্ধিমান লোক সে।'

'ঠিকই বলেছ, চেকো,' দরজার চৌকাঠের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়াল অ্যাশলি। 'শুনেছি পিস্তলে বেশ চালু তুমি।'

'কী জানি, হতেও পারে। তবে আমি সেটা প্রচার করি না। অস্ত্র ব্যবহার করার দরকার পড়লে নির্দ্বিধায় করি, অবশ্য তার আগে চেষ্টা করি কোনভাবে এড়ানো যায় কি-না। কারণ মৃত মানুষের কারণে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয়।'

সামান্য নড করে নিজের পথে চলে গেল অ্যাশলি হ্যাগার্ড। *বন-টন* কয়েক গজ দূরে, তবে সেখানে না-গিয়ে পোস্ট অফিসে ঢুকে চিঠির খোঁজ করল। সেন্ট লুইস থেকে পত্রিকা এসেছে, যেমন আসে প্রতিদিন, কিন্তু মেরি প্রাইনের কাছ থেকে কোন খবর নেই।

একবার মেরির সঙ্গে দেখা করা উচিত, ভাবল সে।

বেরিয়ে আসার আগে পোস্ট অফিসের জানালার কাচে পলকের জন্য নিজের চেহারা দেখে নিল। রুগ্ন নয় বটে, কিন্তু শুকনো লাগছে। ভড়কে গেছে? শহরের বেশিরভাগ মানুষ এখন

আর রাতে রাস্তায় বেরোয় না। অ্যাশলি জানে এদের **মনের** অবস্থা।

বন-টনে ঢুকল ও।

জানালার কাছে এক টেবিলে একা বসে আছে ডীন। পদশব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকাল। 'হাউডি, অ্যাশ। চেয়ার নিয়ে এসো।'

'তোমার অফিসে গিয়েছিলাম। চেকো বলল এখানে এসেছ।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুকে দেখল অ্যাশলি। 'তুমি সত্যি বিশ্বাস করো ঘোড়াচোরটাকে?'

'হ্যাঁ। আমাকে কথা দিয়েছে ও। অ্যাশ, নিজের জবানের মর্যাদা দেয় এমন বহু ঘোড়াচোরকে চিনি আমি। এখানে হয়তো নয়, তবে অন্য জায়গায়। টিম চেকোর অহঙ্কার হচ্ছে ওর জবান।'

'লোকজন কিন্তু ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে পড়ছে।'

'তাই হওয়ার কথা। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে শেষ লড়াইয়েও তো এত লোক মারা যায়নি। একের পর এক খুন হচ্ছে অথচ কাউকে ধরতে পারিনি আমি, মানুষ তো অস্থির হবেই। তবে বেশি দেরি হবে না আর, শিগ্গিরই অপরাধীকে পাকড়াও করে ফেলব।'

'তুমি না মহিলাদের সন্দেহ করছ? তাই বলেছ না সেদিন?'

'অসম্ভব নয়। জর্জ হুইটসেটের স্যাডল হাতে নিয়ে দৌড়াতে সক্ষম এমন মহিলার সংখ্যা এই শহরে দু'একজনের বেশি নেই। অন্তত তাই মনে করি আমি। জানো তো, খুনি স্যাডল নিয়ে চম্পট দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, ভেবেছিলাম তোমাকে এ-ব্যাপারে জিজ্ঞেস করব, কিন্তু করা হয়নি। কী মনে করে তোমাকে স্যাডল দিয়ে গেছে জর্জ? কত লোকই তো আছে শহরে, বিশেষ করে ওর বন্ধু-বান্ধব আছে যেখানে? তা ছাড়া, একাধিক স্যাডল এমনিতেও আছে তোমার।'

'হয়তো আবেগ! ছেলের মতই আমাকে স্নেহ করত জর্জ।'

'ভাল মানুষ ছিল। বেচারা, দুর্ঘটনায় মৃত্যু পাওনা ছিল না

ওর, কিন্তু কখনও কখনও সবচেয়ে ভাল মানুষেরও দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু হয়।'

'উঁহুঁ, দুর্ঘটনা ছিল না ওটা। বেশ পরে হলেও ঘটনাস্থলে গিয়ে আমি নিজে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেছি, অ্যাশ, এবং এর স্বপক্ষে আলামতও পেয়েছি। বোল্ডার মাথায় পড়ে মৃত্যু হয়েছে ওর। কিন্তু লেভার দিয়ে বোল্ডারটাকে উপর থেকে পড়ার ব্যবস্থা করেছিল কেউ। তবে তাতেও মরে যায়নি জর্জ, শুধু ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল। খুনি এরপর ওর কাছে গিয়ে পাথর দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে কাজ শেষ করেছে।'

'কী বলছ! আমরা তো এসবের কিছুই জানি না! কিন্তু তুমি এত খবর বের করলে কীভাবে?'

'ঘটনাস্থল দেখে আসার পর ডাক্তারের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করেছি। মাটিতে যেখানে জর্জ পড়ে গিয়েছিল জায়গাটা তো দেখেইছি। ডাক্তার বলল দু'বার মাথায় আঘাত পেয়েছিল জর্জ। দ্বিতীয়বার, মাটিতে শুয়ে থাকা অবস্থায় মাথার একপাশে পাথর পড়েছিল। এ-অবস্থায় উপর থেকে পড়া পাথরের আঘাতে জর্জের মৃত্যু হওয়ার কথা নয়। প্রায় অসম্ভব ছিল।'

'টিম চেকো ঠিকই বলেছে। তোমাকে যতটা চালাক মনে করি আমরা তুমি তারচেয়ে ঢের চালু।'

মাথা নাড়ল ডীন। 'উঁহুঁ, অ্যাশ, মোটেই তা নই। খুনি নিজেই আসলে নিজের শত্রু। প্রতিবার একটা খুন করে সে আর নিজের গলার কাছে নিয়ে আসে ফাঁসির দড়ি, যেমন অন্যকে নিজের জন্য বিপজ্জনক ভেবে খুন করে। দেরি নেই, শিগ্‌গিরই ফাঁসির মঞ্চে নিজেকে আবিষ্কার করবে সে।'

মাথা নেড়ে দ্বিমত প্রকাশ করল অ্যাশলি হ্যাগার্ড। 'আমার তা মনে হয় না। সব খুনি কি ধরা পড়ে? যারা ধরে পড়ে তাদের কথা শুনেছ তুমি, কিন্তু অন্যরা, যারা অপরাধ করেও পার পেয়ে যায়? যাদের অপরাধ কখনোই জানা হয় না?'

'এক পাঞ্চারের গল্প বলি, অ্যাশ, আমার হয়ে কাজ করত। গুজব ছিল ও নাকি সবচেয়ে জঘন্য ঘোড়া আর গরুচোর। ব্যাঙ্ক ডাকাতিও করেছে। পুব থেকে আসা এক ফুলবাবু ওকে নিয়ে একটা গান লিখল। সত্যি কথা কী জানো, অ্যাশ, ওই লোক আমার র‍্যাঞ্চে কাজ করেছে স্রেফ দু'মুঠো খাবার আর আশ্রয়ের জন্য। সারাদিন বেগার খাটত। কোন কাজে গাফিলতি ছিল না। গানটা নিয়ে খুবই গর্ব বোধ করত সে, অন্যরা ওকে নিয়ে যত সমালোচনা করত ততই আনন্দ পেত। একবার ওর সঙ্গে আলাপ হলো, কথায় কথায় জানলাম প্রায় ষাট ছুঁইছুঁই করছে ওর বয়স, কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, কেউ তাকে চায়ও না।'

'এমন হতে পারে।'

'হ্যাঁ। এবার মন্দটা শোনো। যাকে নিয়ে ওই গান, ষাট বছর বয়সী ওই লোকটার জীবনের চল্লিশটা বছর কেটেছে জেলে।'

আঠারো

অ্যাশলি হ্যাগার্ড স্টোরে ফিরে যেতে পকেট থেকে মার্শাল জর্জ হুইটসেটের টালিবুকটা বের করল ডীন। বেশি কিছু লেখা হয়নি, তবে যথেষ্ট।

অনেকক্ষণ ধরে দেখল ডীন, পড়ল, শেষে আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। কফিতে কাপ ভরে নিল। খেয়াল করল ব্যাট গ্র্যান্ডি এসে দাঁড়িয়েছে টেবিলের সামনে।

'কফি ঠিক আছে, মার্শাল?' উল্টোদিকে বসল রেস্তোরাঁ মালিক। 'পাই আছে। আজকের স্বাদ ভাল হবে।'

'ধন্যবাদ। শুধু কফি হলেই চলবে।'

'টিম চেকো এসেছিল…দারুণ ছেলে মনে হলো ওকে।'

'ছেলে মন্দ নয়। সমস্যা একটাই: সাধ্যের বাইরের ঘোড়া ওর পছন্দ হয়ে যায়।' কফিতে চুমুক দিল ডীন। 'ক্রেমার এসেছিল?'

'না। মেরি প্রাইন ছাড়া আর কেউ আসেনি। দেখে মনে হলো মেজাজ খারাপ। বুঝলাম না! কয়েকদিন পর যার বিয়ে, তার তো খুশিতে থাকার কথা।'

'অ্যাশের কথা বলছ তো?'

'ওদের সম্পর্কের কথা প্রায় সবাই জানে। ওরাও লুকানোর চেষ্টা করছে না। মেরি ভাল মেয়ে। র‍্যাঞ্চটা মনের মত করে গড়ে তুলেছে, ওর মৃত স্বামীও অতটা উন্নতি করতে পারেনি। এর মূলে আছে মেরির ব্যবসায়িক বুদ্ধি আর প্রজ্ঞা। র‍্যাঞ্চার হিসাবে প্রথম শ্রেণীর ছিল ওর স্বামী, কিন্তু যা দিনকাল পড়েছে এখন, র‍্যাঞ্চ চালাতে গেলে খাঁটি ব্যবসায়ী হতে হয়। ব্যবসায়িক বিচক্ষণতা বা র‍্যাঞ্চারের দক্ষতা–দুটোই আছে মেরির। ওর বুদ্ধি বহু পুরুষের চেয়েও বেশি। বিল ম্যাককেনার ক্লেইমটা হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলে…'

বিস্মিত হওয়ার পালা ডীনের। 'বিলের ক্লেইম? ওটা আবার কী করে পাবে মেরি?'

'তুমি জানো না? শহরের বেশিরভাগ লোকই তো জানে! অন্তত তিনবার নগদ টাকার সঙ্কটে পড়েছিল বিল ম্যাককেনা। ওকে ধার দিয়ে উপকার করেছিল মেরি। শেষবার ক্লেইম মর্টগেজ রেখে টাকা নিয়েছে বিল। বিল যেহেতু বেঁচে নেই, এখন ক্লেইমের দখল নিতে পারবে মেরি।

'ক্লেইমে ঝর্না আছে। চাইলে ওখানে নতুন করে ঘাস ফলানো সম্ভব। আদর্শ রেঞ্জ হতে পারে জায়গাটা। ওটা পেলে তৃণভূমির গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশের মালিক বনে যাবে মেরি, ওর সব চাওয়া পূর্ণ হবে। আর অ্যাশলি হ্যাগার্ডের সঙ্গে বিয়ে হলে ওই জায়গারও

মালিক হবে মেরি…মানে ওরা দু'জন। সব মিলিয়ে…মেরি প্রাইন হয়ে যাবে এই রাজ্যের সবচেয়ে ধনী মহিলা!'

একেবারে বেকুব বনে গেছে ডীন। ঠিকই তো। ব্যাপারটা ওর মাথায় আসেনি। মেরি প্রাইন শুধু সুন্দরীই নয়, বুদ্ধিতেও পাকা। প্রয়োজনে পুরুষদের মত কঠোর হতে জানে। একবার গরু সহ এক রাসলারকে ধরে ফেলেছিল। লোকটা পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে মেরি আচ্ছামত ধোলাই দিয়েছে তাকে, তারপর বেঁধে শহরে এনে জর্জ হুইটসেটের হাতে সোপর্দ করেছে। অস্ত্রেও দারুণ মেরির হাত–অব্যর্থ নিশানায় গুলি করতে সক্ষম।

মেরির বাবা মোষ শিকারী ছিল। তৎকালীন বহু মোষ শিকারী পয়েন্ট ফাইভ-টু ক্যালিবারের রাইফেল ব্যবহার করত, হার্ভে প্রাইনেরও একটা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে, উত্তরাধিকার সূত্রে ওটার মালিক বনে গেছে মেরি।

উত্তেজিত হয়ে পড়ল ডীন। বুক ধুকপুক শুরু হয়ে গেছে…

হয়তো জট খুলতে সক্ষম হয়েছে।

তবে এখনও কয়েকটা জিনিস জানতে বাকি আছে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে জেল হাউসে চলে এল ডীন। পোর্চে একটা চেয়ারে বসে আছে বিগ ইনজুন, নিতান্ত আলসেমি নিয়ে রাস্তার লোকজন দেখছে।

'জো ওসমানের ঘোড়াটাকে যে-লোকটা মেরেছিল, তার ট্র্যাক দেখেছিলে?' জানতে চাইল ও।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আধা-ইন্ডিয়ান, মুখে ভাবান্তর নেই।

'বিগ ইনজুন, এলাকার প্রতিটি ঘোড়ার ট্র্যাক চেনো তুমি। দোকানের সাইনবোর্ড যেমন পড়তে পারি আমি, তুমি তেমন পারো ট্র্যাক পড়তে। ওই ঘোড়াটা কার ছিল?'

'তোমার। বিশাল ধূসর ঘোড়াটা, অ্যাপালুসা নয়। তোমার করালে থাকে যেটা।'

খুনির ট্র্যাক ডীনও দেখেছে কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি যে ওগুলো ওর নিজের একটা ঘোড়ার ছাপ। আদপে ঠিক দেখেনি বোধহয়, তাই বলে নিজেকে বুঝানোর চেষ্টা করেছে। তা ছাড়া, ঘোড়াটা ঠিক ওর নিজেরও নয়, ক্লারার। ক্লারা ছাড়া ওটায় কেউ চড়ে না।

বিগ ইনজুনের মনে কী ভাবনা জানা নেই ডীনের। বেশিরভাগ ইন্ডিয়ানের কাছে সাদাদের চিন্তা-ভাবনা বা কাজকর্ম দুর্বোধ্য লাগে, এ-ব্যাপারটাও হয়তো তাই। যদিও সাদা মানুষকে নিয়ে ভাবার বিলাসিতা নিজেকে খুব কমই দেয় বিগ ইনজুন।

একসময় ইন্ডিয়ান ও সাদাদের মধ্যে লড়াই চলত, সেই দিন আর নেই, নিজেকে যতটা সম্ভব মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে সে। সাদাদের দাপটে টিকে থাকা দায় হয়ে পড়ায় ওর জাতভাই বা স্বজনরা এখান থেকে বহু দূরে সরে গেছে, এবং তারও আগে, অন্য গোত্রের ধাওয়া খেয়েও সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। ক্ষমতার উৎস কোথায় জানতে দেরি হয়নি ওদের, আর ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টার ত্রুটি করছে না বিগ ইনজুন।

অস্থায়ী ভিত্তিতে ল-অফিসে কাজ পেয়েছে ও। পাহারা দেওয়া ছাড়াও কখনও কখনও ট্র্যাকার হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ-ব্যাপারটা খুবই উপভোগ করে বিগ ইনজুন। জীবনটা মন্দ কাটছে না। ভাল খাচ্ছে, আরামদায়ক বিছানায় ঘুমাচ্ছে, নিরবিচ্ছিন্ন না-হলেও মোটামুটি বিলাসিতার মধ্যে কাটিয়ে দিচ্ছে জীবন। আর এটা সম্ভব হয়েছে ডীন ফস্টারের জন্য। সে-ই অস্থায়ী চাকুরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তারও আগে নিজের র‍্যাঞ্চে আশ্রয় দিয়েছিল বিগ ইনজুনকে। কিন্তু শীতের প্রকোপে সব গরু মারা পড়ায় নিজেরা সরে আসার সময় বিগ ইনজুনকেও শহরে নিয়ে এসেছিল ডীন ফস্টার।

উদাস দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ডীন। চমক হজম করতে কষ্ট হচ্ছে। ওর নিজেরই একটা ঘোড়ায়

চড়েছে খুনি! ধূসর বে ঘোড়াটায়।

করালে থাকে ওটা। চাইলে অন্য কেউ ওটার পিঠে চড়তে পারবে, তবে তেমন লোকের সংখ্যা হাতে গোণা কয়েকজন। ক্লারাকে খুবই পছন্দ করে ঘোড়াটা, অথচ অন্য যে-কারও প্রতি রীতিমত বিদ্বেষ বোধ করে। অপরিচিত কেউ পিঠে চাপলে সত্যি বুনো ঘোড়া হয়ে যায় ওটা।

এটা শহরের প্রায় সব লোক জানে। এমন মেজাজী ঘোড়ার পিঠে চড়ে কিলিং মিশনে যাওয়া সত্যি অস্বাভাবিক, অথচ তাই করেছে খুনি।

নিজ থেকে প্রায় কখনোই কিছু বলে না বিগ ইনজুন। তবে এবার ব্যতিক্রম হলো। 'একটা লোক ওর পিঠে চড়েছিল,' জানাল সে।

পাশ ফিরে ইন্ডিয়ানের দিকে তাকাল ডীন। 'একটা লোক?'

'হ্যাঁ, বড়সড় কেউ।'

ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখে আঁচ করা সম্ভব সওয়ার হালকা, দেহের নাকি ওজনদার। বিগ ইনজুনের জন্য এসব ডাল-ভাত।

'আমার মত বড়সড়?'

'তোমার চেয়েও ভারী হতে পারে।'

উঠে দাঁড়াল ডীন। সিক্সশ্যূটার বের করে সিলিন্ডার ঘুরাল। শেষে হোলস্টারে ভরে রাখল পিস্তল, তবে ফিতা খোলা থাকল।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর *করাল* সেলুনের দিকে এগোল, টম হেরিকের জেনারেল স্টোর পেরিয়ে মেক্সিকান রেস্তোরাঁয় ঢুঁ মারল। মিনিট কয়েক পর, শেষে *বন-টনে* ঢুকল।

'কাল আমি চলে যাওয়ার পর কেউ আমার খোঁজ করেছিল?' জানতে চাইল ও।

'না তো...' মাথা নাড়ল ব্যাট গ্র্যান্ডি। 'ম্যাগি কার্মেন ছাড়া কেউ ছিল না এখানে। সারাদিন তেমন খদ্দের আসেনি। উঁহুঁ, তুমি

চলে যাওয়ার পর কেউ খোঁজ করেনি। অ্যাশ এলে হয়তো খোঁজ করত, তবে সেও আসেনি।'

ধন্যবাদ জানিয়ে জানালার কাছাকাছি এক টেবিলে বসে পড়ল ডীন, ফ্রেড কালভারকে নিয়ে ভাবছে। অবশ্য শুধু তাকে নয়, সম্ভাব্য প্রতিটি মানুষকে নিয়ে ভাবছে, খুঁটিনাটি কোন কিছু বাদ দিচ্ছে না। কে কখন কোথায় ছিল সবই বিবেচনা করছে।

'মার্শাল? ভুলে গিয়েছিলাম,' রেস্তোরাঁ মালিকের ডাকে সংবিৎ ফিরল ডীনের। 'মেরি প্রাইন এসেছিল। তোমার খোঁজ করেছিল। জানতে চাইল তুমি কোথায় গেছ, কখন ফিরতে পারবে।'

মেরি প্রাইন...এই শহরে জন্ম ওর, জীবনের বেশিরভাগ সময় র‍্যাঞ্চে কেটেছে। জেফ ক্রেমার অনেকদিন মেরিকে পটানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু...

'মার্শাল? আরে, ওদিকে দেখো!'

গ্র্যান্ডির উত্তেজিত স্বরে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল ডীনের, ঝট করে ফিরে তাকাল।

ধীর পায়ে *বন-টনের* দিকে এগিয়ে আসছে একটা ঘোড়া। প্রায় হাঁটছে। বাকস্কিন ঘোড়া, খুবই তেজী। হিচিং রেইলের সামনে থামার পর অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে স্যাডল ছাড়ল সওয়ারী। ছিপছিপে দেহ তার, বেশ লম্বা, বুক টানটান করে হাঁটে। কালো ফ্ল্যাট-ব্রিমের হ্যাটের নীচে রোদপোড়া সুদর্শন মুখ। বাকস্কিনের খাটো জ্যাকেট গায়ে, তবে স্প্যানিশ-ধাঁচে তৈরি। দুই উরুতে জোড়া পিস্তল।

'ব্যাট?' অনুত্তেজিত স্বরে বলল ডীন। 'ভদ্রলোককে ডেকে আনবে? আমার সঙ্গে এক কাপ কফি খাবে।'

বেরিয়ে গিয়ে লোকটার সঙ্গে কথা বলল *বন-টন* মালিক। চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল আগন্তুক, মাথা ঝাঁকিয়ে ঘোড়ার লাগাম বাঁধল।

ঘোড়াটা টিম চেকোর চোখে না-পড়লেই হয়, আনমনে ভাবল

ডীন। এটা দেখলে ওসমানদের ঘোড়া চুরি না করার শপথ বেমালুম ভুলে যেতে পারে।

ভিতরে এসে ক্ষণিকের জন্য থামল লোকটা, অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ চোখে পুরো রেস্তোরাঁ পলকের মধ্যে দেখে নিল, শেষে এগিয়ে এল। 'তুমি মার্শাল? আমি ওরিন ওসমান।'

'বসো। সমস্যার কথা হচ্ছে তোমাদের দেওয়ার জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে আমার কাছে।'

সংক্ষেপে যা যা জানে, সব বলল ডীন। শহরে জো ওসমানের আগমন, লিলি উশারের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ব্যাঙ্ক হয়ে হোটেল, এবং সন্ধ্যায় আবার লিলির বাসায় গমন। হার্কলে আর চ্যাকনের সঙ্গে টক্কর লাগার কথাও জানাল।

'তারমানে আমার ভাইয়ের খুনি এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে?'

'হ্যাঁ...তবে শিগ্‌গিরই ধরা পড়বে।'

'লোকটার পরিচয় জানো?'

'জানি।'

'সেক্ষেত্রে এখনও তাকে জেলে ঢোকাওনি কেন?'

'নিরেট প্রমাণ নেই আমার হাতে। আলগা কয়েকটা সুতো জোড়া লাগানোর জন্য কিছু তথ্য দরকার। তুমি হয়তো সাহায্য করতে পারবে। খুব সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছি বলে কাউকে গ্রেফতার করিনি। আমি চাই একবারে আসল খুনিকে ধরব, অযথা ভুল লোককে ধরে খুনিকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে চাই না। খুনির সঙ্গে আরও লোক আছে।'

'তুমি নিশ্চিত যে খুনই হয়েছে ও?'

'কোন সন্দেহ নেই। আর যার হাতে খুন হয়েছে, এ-মুহূর্তে শহরে আছে লোকটা। অন্তত কিছুক্ষণ আগেও ছিল। ...ওসমান, মোরা থেকে এসেছ তুমি। অনেকদিন ধরে ওদিকে আছ তোমরা?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের এলাকায় দাগী বা কুখ্যাত কোন ফেরারী আসামীর

কথা জানো, যাকে খুন বা গুরুতর অপরাধের দায়ে খোঁজা হচ্ছে?'

'ইদানীং ওখানে তেমন কোন অপরাধ ঘটেনি। গ্র্যান্ড ল্যান্ড লড়াইয়ের সময় বেশ গণ্ডগোল হয়েছিল। আর নিত্যদিন গরু বা তাস নিয়ে দু'একটা গোলাগুলির ঘটনা ঘটে, যা সব শহরে দেখা যায়।'

'ধরো চার বছর আগের কথা...কিছু কম-বেশিও হতে পারে। শুনেছি কিছুদিন ওখানে মার্শালও ছিলে তুমি.

জানালা দিয়ে তাকিয়ে কী যেন ভাবল ওসমান, শেষে মাথা নাড়ল। 'উঁহুঁ, ওসমানরা জড়িয়েছে এমন কোন ঘটনা মনে পড়ছে না।'

'টিপ এলগার নামে কোন কাউবয়কে চিনতে?'

'হ্যাঁ। ভাল লোক। আমার র‍্যাঞ্চে কাজ করেছে।'

'ও যখন তোমার র‍্যাঞ্চে ছিল, তখন রহস্যজনক খুন, ডাকাতি বা ওরকম কোন অপরাধ ঘটেছিল, যার মীমাংসা হয়নি?'

'না তো...উঁহুঁ, মনে করতে পারছি না। হতেও পারে। তবে ডিলনের কেসটা বোধহয় ওই সময়ের, কিন্তু কিনারা হয়নি।'

'খুলে বলবে?'

'লাস ভেগাসের এক মেয়ে, খুবই সুন্দরী। নামটা মনে নেই। আমাদের এলাকায় একটা র‍্যাঞ্চ ছিল ওর বাবার। কয়েক হাজার গরু। সেন্ট লুইস থেকে র‍্যাঞ্চে আসার পথে স্টেজে পিটার ডিলন নামে এক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় মেয়েটার। সুদর্শন মানুষ। একসময় সেনাবাহিনীতে অফিসার ছিল, তবে ইদানীং ব্যবসায়ী বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল সে।

'ঘোড়ার ব্যাপারে জাদু জানত লোকটা। সবচেয়ে রগচটা ঘোড়াকেও কীভাবে যেন বশ মানিয়ে ফেলত। শহরে টুকটাক ব্যবসা করল সে, মেয়েটার সঙ্গেও খাতির জমিয়ে ফেলল।

'স্টেজ ডাকাতিতে ব্যাঙ্ক থেকে শিপমেন্টের টাকা লুট হলো। ওই টাকার একটা অংশ ছিল মেয়েটার বাবার, ব্যাঙ্কের দেনা

পরিশোধ করেছিল সে। এর কয়েকদিন পর মেয়েটার বাবার জন্য ড্রিঙ্ক কিনছিল ডিলন...হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ভদ্রলোকের নাম ছিল ম্যাকনীল...ড্রিঙ্কের জন্য ডিলনের পরিশোধ করা সোনার ঈগল চিনতে ভুল করেনি ম্যাকনীল, কারণ নিজ হাতে ওই টাকা ব্যাঙ্কে জমা করেছিল সে।

'চিনতে পারার আরও কারণ ছিল। তারিখের উপর-নীচে ক্ষুদ্র দুটো দাগ কেটে রেখেছিল ম্যাকনীল। ব্যাপারটা দেখেও চেপে গেল সে, কিন্তু মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেনি, বরং ভাবতে শুরু করল। ওঅর ডিপার্টমেন্টে এক বন্ধুর কাছে চিঠি লিখল সে।

'পিটার ডিলন নামে কোন অফিসারের খোঁজ জানাতে পারল না ওরা, তবে বর্ণনা শুনে সন্দেহ করল লোকটা সেনাবাহিনী থেকে পলাতক অ্যাশটন অ্যালেন হতে পারে। ব্যাঙ্ক ডাকাতির অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে।'

'তথ্য-প্রমাণ পেয়ে সরাসরি ডিলনকে চেপে ধরল ম্যাকনীল। ফলশ্রুতিতে ডুয়েল হলো। গুরুতর আহত হলো সে, আর ওর মেয়ে বাহুতে গুলি খেল। ব্যাপারটা অবশ্য দুর্ঘটনাবশত ঘটেছে। যাই হোক, পিটার ডিলনকে এরপর আর দেখা যায়নি, সঙ্গে সঙ্গে তল্লাট ছেড়ে ভেগেছে। এদিকে মেয়ের অনুরোধে ডিলনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয় ম্যাকনীল।'

নীরবে শুনে গেল ডীন। একেবারে অচেনা নয় গল্পটা। পশ্চিমে এমন হামেশা ঘটছে। দীর্ঘ যাত্রায় যে-কেউ সহযাত্রী হতে পারে–হয়তো একজন রাজকুমার, চোর বা দুর্ধর্ষ ব্যাঙ্ক ডাকাত। কে কী বলা মুশকিল। আর এখানে কাউকে সেই প্রশ্ন করা হয় না। নিজেকে যে যা বলে তাই মেনে নেয় অন্যরা, যদি না সে নিজেই ব্যতিক্রম ঘটায়।

'থাকবে নাকি, ওসমান?'

'আমার ভাইকে কবর দেওয়া হয়েছে বলেছ না? মার্কার বসানো হয়েছে?'

'এখনও বসানো হয়নি,' অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল ডীন। 'ইয়ে, ওকে গোর দেওয়ার সময় পরিচয় জানতাম না আমরা, তবে কবরটা চিহ্ন দিয়ে রাখা হয়েছে।'

'ধন্যবাদ,' উঠে দাঁড়াল ওরিন ওসমান। 'ওই ব্যাপারটা আমি দেখব। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। অফিসার ছিলাম বলে তোমার সমস্যা বুঝতে পারছি। আমাদের কিছু করার থাকলে নির্দ্বিধায় বোলো।'

ক্ষণিকের জন্য থামল সে। 'কী জানো, আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষ, আইনে বিশ্বাসী। আমরা চাই অপরাধী যেই হোক, সে যেন আইনের ঊর্ধ্বে যেতে না পারে। অপরাধের সাজা পাবে সে। প্রচলিত নিয়মে বিচার হবে। তবে পুরো পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখব আমরা। যদি দেখি তুমি কুলিয়ে উঠতে পারছ না বা ব্যর্থ হচ্ছ, আমরা দায়িত্ব নেব।

'এ বছর গরু রপ্তানি করছি না আমি, তাই পুরো কয়েক মাস সময় আছে হাতে। আর আমার সময় ফুরিয়ে গেলে বব, ওনীল কিংবা অ্যানজেল চলে আসবে।

'সারা দেশে আমাদের আত্মীয় আছে, নিজেদের মূল্যবান সময় থেকে কিছুটা হলেও জো ওসমানের জন্য ব্যয় করতে দ্বিধা করবে না কেউ। হয়তো এক, দুই বা তিন বছর লাগবে। লাগুক। অসুবিধা নেই। পালাক্রমে লেগে থাকব আমরা। যদি পাঁচ, দশ...এমনকী বিশ বছরও লাগে, জো-র খুনের কিনারা না করে শান্তি পাব না। প্রতি বছর কেউ না কেউ আসবে, জো-র কবরে ফুল দিয়ে যাবে।'

'লাশটা নিয়ে যাবে?'

'না। আমার দাদা বলত: *যে যেখানে পড়ে, তার সেখানেই কবর হওয়া উচিত।* আমরাও তাই মনে করি। সারা দেশে বহু ওসমানের কবর দেখতে পাবে, এবং যে যেখানে মারা গেছে ঠিক সেখানে কবর দেওয়া হয়েছে। তো, তোমরা যেখানে কবর দিয়েছ

সেখানেই থাকবে জো-র কবর, তবে আমরা একটা মার্কার বসিয়ে দেব, তা হলে চলার পথে কোন ওসমান এলে সম্মান দেখাতে পারবে।'

দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে গেল ওরিন ওসমান। পিছনে একা বসে রইল ডীন, হাতের কাপে কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে খেয়াল করেনি।

এবার জানা হয়ে গেছে কে খুনি। সুতরাং পরবর্তী কর্তব্যও পালন করতে হবে। দেরি করা যাবে না।

বাড়ি ফিরে এল ডীন। কোণ ঘুরে ফটক মেলে ভিতরে পা রাখল। মুহূর্ত খানেকের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে সাদা ছোট্ট বাড়ির দিকে তাকাল। ভাড়া বাড়ি, কিন্তু এটাই ওর ঘর। র‍্যাঞ্চের কথা হয়তো ভুলে গেছে মর্নি, তবে এই বাড়ির কথা নিশ্চয়ই মনে থাকবে ওর...আর ঝর্নার কাছে আবিষ্কৃত গুহার কথাও ভুলবে না।

বাড়িতে ঢুকে বাড়তি পিস্তল বের করে পরখ করল ডীন, তারপর বেল্টের পিছনে গুঁজে রাখল। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে ওকে দেখছে ক্লারা, চোখ বড়বড় হয়ে গেছে। 'কোন সমস্যা হয়েছে, ডীন?'

'এখনও হয়নি, আশা করছি হবেও না। তবে একজনকে গ্রেফতার করতে যাচ্ছি।'

'সাবধান, ডীন!'

'নিশ্চয়ই। তবে ব্যাটা আসলে মহা বোকা। অতীতের একটা অপরাধ ঢাকতে পাঁচজন মানুষকে খুন করেছে, অথচ ওই পাপের জন্য ওকে খুঁজছে না কেউ। আমার মনে হয় না ওর বুদ্ধি খুলেছে এখনও।'

'লোকটা কে?'

একটা হাত তুলে ক্লারার আগ্রহে পানি ঢেলে দিল ডীন। 'উঁহুঁ, নেহাত ঠেকায় না পড়লে নাম বলতে চাই না। সাপার গরম করে রেখো, ফিরে এসে যাতে আয়েশ করে খেতে পারি।'

বেরিয়ে এসে সতর্কতার সঙ্গে পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল ও। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে রাস্তার দিকে এগোল।

উনিশ

আধ ঘণ্টা আগের কথা।

হাতের ম্যাগাজিনটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল টিম চেকো। হালকা পদশব্দ কানে এসেছে, তবে নিশ্চিত হতে পারল না। চারপাশে একবার সতর্ক দৃষ্টি চালাল সে, শেষে দরজার কাছে একটা ছায়া দেখতে পেল। চট করে সরে গেল লোকটা।

ফাঁপরে পড়ে গেল সে। বুঝতে পারছে না দোরগোড়ায় কারও ছায়া দেখার সঙ্গে বিপদের সম্ভাবনা আছে কি-না। আদপে হয়তো নেই, তবে নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল। সন্তর্পণে পা বাড়াল দরজার উদ্দেশে, কান খাড়া।

দোরগোড়ায় পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে পেটে পিস্তলের খোঁচা টের পেল চেকো। বিস্ময় হজম করে মানুষটাকে দেখল। তামাশা করছে না তো? পিস্তলের ব্যাপারে অবশ্য সংশয়ের অবকাশ নেই। কোল্ট পয়েন্ট ফোর-ফোর যার হাতে থাকে কর্তৃত্ব তারই হওয়ার কথা।

পিছিয়ে অফিসে ঢুকে পড়ল চেকো। 'কী ব্যাপার?'

'সেলের ভিতরে ঢুকে পড়ো,' শান্ত স্বরে বলল লোকটা। 'তা হলে গল্পটা শুনতে পাবে। কিন্তু সামান্য বেতাল বা চিৎকার করেছ তো দুনিয়া থেকে নেই হয়ে যাবে।'

'উপযুক্ত গল্প হতে হবে,' বিরস মুখে বলল চেকো। 'তবে

অনুমান করতে পারছি শেষটা কে লিখবে।'

'সেলে গিয়ে ঢোকো! আর চিৎকার করলে দরজা দিয়ে প্রথম যে লোকটা ছুটে আসবে সে হচ্ছে ডীন ফস্টার, তুমি ওকে কিছু বলার আগেই খুন হয়ে যাবে সে।'

ড্রয়ার থেকে চাবি নিয়ে নিজেই শূন্য এক সেলের তালা খুলল লোকটা, চেকোকে ভিতরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে আটকে দিল। তারপর গ্যারি টরেলের সেলের দরজা খুলল।

'অফিসের ক্লজিটে তোমার কাপড়চোপড় পাবে,' জরুরি কণ্ঠে বলল ভাড়াটে বন্দুকবাজকে। 'সঙ্গে গানবেল্টও আছে। তবে অত ঝামেলায় যেতে না চাইলে এটা নিতে পারো।'

ভয়ালদর্শন শটগান নিয়ে এসেছে লোকটা, ডাবল-ব্যারেল। লোডেড যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সোনার কয়েনের ছোট্ট একটা থলে ডেস্কের উপর রাখল সে। 'তিনশো আছে এখানে। বাকিটা আমাদের বন্ধুর কাছে পাবে, অমন নির্দেশ দেওয়া আছে ওকে। এবার ঝটপট তোমার অসমাপ্ত কাজ শেষ করে ফেলো।'

প্রথমে টাকা দেখল গ্যারি টরেল, তারপর লোকটার দিকে তাকাল। 'কখন সারতে হবে?' জানতে চাইল সে।

'এখন...একটুও দেরি করা যাবে না,' অধৈর্য শোনাল কণ্ঠ। 'এখনই আসবে ও। এটাই মোক্ষম সময়। ওর লাশ দেখতে চাই! বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি,' ফের টাকার দিকে তাকাল টরেল। অদ্ভুত হলেও একজন মানুষের প্রাণের বিনিময়ে বড্ড সামান্য মনে হচ্ছে এই টাকা। যদিও ফস্টার ওকে গ্রেফতার করেছে, প্রায় ন্যাংটো অবস্থায় শহরের খোলা রাস্তায় প্যারেড করাতে করাতে লঅফিসে এনে জেলে ঢুকিয়েছে; শুধু এজন্যই মার্শালকে খুন করা উচিত, নইলে দুনিয়ার অন্য প্রান্তে চলে যাওয়া উচিত, যেখানে কেউ চিনতে পারবে না ওকে, এই খবর কখনোই পৌঁছবে না।

'বেশ,' শেষে বলল টরেল। পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখল নেই হয়ে গেছে লোকটা। কখন চলে গেছে টের পায়নি।

দ্রুত কাপড় পরল ও। কোমরে গানবেল্ট জড়িয়ে পিস্তলের সিলিন্ডার ঘুরিয়ে পরখ করল। ডেস্কে রাখা শটগানটা দেখল, দ্বিধা কাটাতে পারছে না।

'টরেল,' জেল হাউস থেকে ডাকল চেকো। 'দরজা খুলে দাও তো!'

'গোল্লায় যাও!'

'ওর সঙ্গে লাগতে গেলে ভুল করবে, টরেল। দুনিয়ায় এমন কোন লোক নেই পাল্টা গুলি না খেয়ে ঘায়েল করবে ফস্টারকে। এমনিতে যত নরম বা শান্ত দেখাক, আসলে খুবই টাফ লোক ও। এতটুকু দ্বিধা করবে না, বরং পাল্টা তোমার দফা রফা করে দেবে। ডীন ফস্টার জানে ন্যায়ের পক্ষে আছে ও, এবং সঠিক কাজটাই করছে। তাই ওর আত্মবিশ্বাসও আকাশচুম্বী।'

'ব্যাটাকে খুন করে শহর ছেড়ে চলে যাব।'

'কত দূরে যাবে? এক মাইল? দশ মাইল? শত মাইল? জানো শহরে আজ কে এসেছে? ওরিন ওসমান। নামটা শুনেছ কখনও? জানো ওর হাতে কে কে খুন হয়েছে? ক্রুজ, টম সানডের মত ঘাঘু বন্দুকবাজ অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছে ওরিনের কাছে। টরেল, ফস্টারকে খুন করার পর দেখবে উল্টোদিকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে ওরিন ওসমান। অন্যায় দেখলে রুখে দাঁড়ায় ওরা। আর আজ যদি ওরিন ওসমানকে টপকে চলে যেতে পারো, নিকট ভবিষ্যতে দেখবে একে একে ওনীল, অ্যানজেল সহ বাকি ওসমানরা তোমার পিছু লেগে গেছে।

'আমার কথা শোনো। একটা ঘোড়া নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব শহর ছেড়ে চলে যাও। ফস্টার তোমাকে আটকাবে না, তোমার প্রতি কোন রোষ বা অভিযোগ নেই ওর। তা ছাড়া, ঝামেলার এমনিতে কমতি নেই ওর, তুমি চলে গেলে স্বস্তিই বোধ করবে

সে। চলে যাও, টরেল, সময় থাকতে চলে যাও!'

'উঁহুঁ, টাকা নিয়ে এখন চলে যেতে পারি না আমি। আমার একটা সুনাম আছে। আজ পর্যন্ত কোন কাজে হাত দিয়ে বিফল হইনি, ফিরিয়েও দিইনি কাউকে।'

'যার টাকা নিয়েছ, সাতদিনের মধ্যে মারা যাবে সে, নয়তো ফাঁসিতে ঝুলবে। সেক্ষেত্রে কী যায়-আসে?'

সেলের দিকে ফিরল গ্যারি টরেল, খেপে গেছে। 'আমাকে কী মনে করো তুমি, চোর না বেঈমান? শুনে রাখো, কারও টাকা পেলে জান দিয়ে হলেও কাজ শেষ করার চেষ্টা করি আমি।'

'তোমার জান তো একটাই। চেষ্টা করার পরিণামে যদি ওটা খুইয়ে বসো, আমার কী করার আছে!'

শটগানের দিকে আবার তাকাল গ্যারি টরেল। সহজাত প্রবৃত্তি বলছে ওটা তুলে নেওয়া উচিত, কিন্তু নিজস্ব অহঙ্কার বিদ্রোহ করছে। পিস্তলে ওর চেয়ে ক্ষিপ্র কেউ বেঁচে নেই, ওর চেয়ে লক্ষ্যভেদে নিখুঁতও নয় কেউ। দুনিয়ার বুকে কাউকে ডরায় না ও, সে মার্শাল আর শেরিফই হোক। কে কতটা টাফ তাতে কিছু যায়-আসে না ওর। ডীন ফস্টারের নিজস্ব রীতিতে, নিজের জায়গায় মুখোমুখি হবে।

বুনো হিংস্রতার মধ্যেও প্রচ্ছন্ন বিচক্ষণতা উঁকি দিতে চাইছে, স্বীকার না করলেও ঠিকই টের পাচ্ছে টরেল। ডুয়েলে কাউকে খুন করা এক কথা, কিন্তু একই লোককে শটগান দিয়ে গুলি করা ভিন্ন জিনিস—প্রায় খুন! আর খুনের শাস্তি ফাঁসি।

রাস্তায় পা রাখল গ্যারি টরেল।

কয়েক গজ দূরে হিচিং রেইলে বাকবোর্ডের দুটো মাসট্যাঙ ঘোড়া বাঁধা। রোদে ঝিমাচ্ছে ওরা। দূরে, লেন্স আর্থারের *করাল* সেলুন আর টম হেরিকের স্টোরের সামনে আরও কয়েকটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে।

স্টোরের এক জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে কী যেন দেখছে অ্যানি

মার্টিন।

পুরো শহর খুঁটিয়ে দেখছে টরেল, একটা একটা করে দরজা, জানালা দেখল···কোনটাই বাদ দিচ্ছে না। কিন্তু কোথাও দেখতে পাচ্ছে না ডীন ফস্টারকে।

জেল হাউসে থাকার সময় টিম চেকোর সঙ্গে আলাপ থেকে জানতে পেরেছে বেশিরভাগ সময় *বন-টনে* কাটায় মার্শাল। পোস্ট অফিস পেরিয়ে গেলে রেস্তোরাঁ। পুরো রাস্তায় আবার দৃষ্টি চালাল টরেল, কিন্তু মার্শালের উপস্থিতির কোন নমুনা নেই।

ফুটপাত ধরে পা বাড়াল সে। পোস্ট অফিস পেরিয়ে যাওয়ার সময় গতি কমাল, ঘাড় ফেরাতে দেখল ওর দিকে তাকিয়ে আছে পোস্টমিস্ট্রেস, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে মুখ।

হ্যাঁ, বিস্তর লোকের বিস্ময়ের খোরাক বনে গেছি আমি, গম্ভীর মনে ভাবল গ্যারি টরেল, আর এদের জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছে। বিশেষ করে মার্শাল নামের জোকার ব্যাটা খুব চমকে যাবে···'

'আমাকে খুঁজছ নাকি, টরেল?'

সবে পোস্ট অফিস ছাড়িয়ে এসেছে, দু'হাত দূরে *বন-টনের* দালান। মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় টরেলের অবস্থান। চিন্তা আর পা দুটোই একসঙ্গে থেমে গেল। ডান-হাতি মানুষের পক্ষে ডান দিকের চেয়ে বরং বামের টার্গেটে গুলি করা সহজ, জানে টরেল। কণ্ঠ শুনেই বুঝেছে ওর ডান দিকে ফাঁকা জায়গায় কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল।

গ্যারি টরেল পুরোপুরি পেশাদার, তাই বিস্ময় আর স্থবিরতা কাটাতে দেরি হলো না। ডীন ফস্টারের মুখোমুখি হতে খানিক পাশ ফিরল সে, ডান পা শূন্যে উঠে গেল, ওটা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল বন্দুকবাজ।

ভাড়াটে হিসাবে কাজ শুরু করার পর থেকে আজ পর্যন্ত গুলি মিস্ করেনি টরেল, কিন্তু এখন করল। ডীন ফস্টারের উপহার

দেওয়া চমকের রেশ, ওর আচমকা ঘুরে দাঁড়ানো, মার্শালের ইস্পাতদৃঢ় স্নায়ুর জোর, স্থৈর্য এবং টরেলের মনের কোণে লুকিয়ে থাকা সামান্য সংশয় আর দ্বিধা···সবই এর কারণ। একটু উপরের দিকে উঠে গেল গুলিটা, মার্শালের কানের উপরের অংশে তপ্ত আঁচ বুলিয়ে হারিয়ে গেল শূন্যে। টরেল তাকিয়ে দেখল সামান্য বিকার নেই মানুষটার মধ্যে–নিস্পৃহ মুখ, চাহনিতে ইস্পাতের কাঠিন্য, নিশ্চল দাঁড়ানো। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। পরপরই আগুন ওগরাল তার পিস্তল।

যেখানে লাগলে এসপার-ওসপার হয়ে যায়, সেখানেই লাগল গুলিটা।

একটু নীচে লেগেছে, তবে বুলেটের ধাক্কায় টলে উঠল গ্যারি টরেল। একই মুহূর্তে দ্বিতীয় গুলি করছিল বলে এটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

আর তৃতীয় গুলি করার সুযোগ সে পেল না।

টরেল আবিষ্কার করল হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। পতন ঠেকাতে চেষ্টা করল সে, রেগে কাঁই হয়ে গেছে। উঠতে যেতে টের পেল পায়ে জোর পাচ্ছে না, কী যেন হয়েছে! অবশ হয়ে গেল নাকি?

আবার চেষ্টা চালাল, কিন্তু পায়ে ভর দিতে পারছে না। হুড়মুড় করে ধুলোর উপর মুখ থুবড়ে পড়ল বন্দুকবাজ। মাটিতে দু'হাত ঠেকিয়ে ওঠার প্রয়াস পেল।

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল এখনও আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল। হাতের পিস্তল একটু নীচের দিকে তাক করা, অপেক্ষমাণ।

কীসের জন্য অপেক্ষা করছে?

চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে টের পেল টরেল। খিস্তি করল সে। চোখের আবার কী হয়েছে? ওখানে তো গুলি লাগেনি! এমন অসময়ে চোখ দুটো বেরসিক হয় কী করে? প্রাণপণ চেষ্টায় হাঁটু গেড়ে বসল সে, তারপর এক পায়ে ভর দিতে সক্ষম হলো।

'জেলে থাকলেই ভাল করতে, টরেল,' মৃদু স্বরে বলল ডীন।

বেশ কয়েকজন দর্শক জুটে গেছে, তাদের পায়ের ভর বদল করার শব্দ, কাপড়ের খসখস আওয়াজ আর বোর্ডওঅকের কর্কশ আর্তনাদ স্পষ্ট শুনতে পেল গ্যারি টরেল।

'নিয়তি তুমি নিজেই বেছে নিয়েছ,' আবার বলল ডীন। 'অথচ আমি তোমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখেছিলাম।'

'টাকা নিয়ে কাজ করেনি এমন অপবাদ আমাকে কেউ দিতে পারবে না,' মার্শালকে বোঝানোর তাগিদ অনুভব করছে টরেল, অথচ নিজেও জানে এটা অনর্থক। তবে আর যাই হোক, ওর সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করেছে সে। 'টাকা নিয়েছি, তাই কাজটা করতে বাধ্য ছিলাম। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ।'

গুলি করার জন্য হাত তুলল গ্যারি টরেল...হাতে পিস্তল নেই!

বেকুবের মত হাতের দিকে তাকিয়ে থাকল সে, শেষে মাটির দিকে তাকাল। দু'হাত দূরে পড়ে আছে। পিস্তল তুলে নিতে হাত বাড়াল, কিন্তু আবার মুখ থুবড়ে পড়ল। কী যেন উঠে এল গলায়, কেশে উঠল সে। রক্ত...ওর নিজের রক্ত!

মারা যাচ্ছে সে?

না! হতে পারে না!

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল টরেল, কিন্তু আসলে কোন শব্দই বেরোল না, অন্তত কেউ শুনতে পেল না। আর্তনাদ ভিতরে থেকে গেল। সারা দেহের মাংসপেশিতে ঝাঁকি দিয়ে সিধে হলো টরেল।

আমি মরে যাব? গ্যারি টরেল? অসম্ভব! এক পা বাড়াতে গেল সে, এবং পরপরই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। এবার আর নড়ল না।

করাল সেলুনের ভিতরে পিয়ানো বেজে উঠল, সম্ভবত ভিড়কে আবার সেলুনে টেনে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে। পিয়ানোর সুর শুনতে শুনতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল গ্যারি টরেল, টিন-প্যানের সুর তুলেছে বাদক, একজন মৃত্যুপথযাত্রীর জন্য মানানসই!

খালি শেল ফেলে পিস্তলের চেম্বারে নতুন কার্তুজ ভরল ডীন ফস্টার, তারপর চারপাশে একবার চকিত দৃষ্টি চালিয়ে হোলস্টারে ফেরত পাঠাল পিস্তল।

পঁচিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে বিগ ইনজুন।

'লাশের সৎকারের ব্যবস্থা করো তো। আর লাশ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর আমার ঘোড়াটা নিয়ে এসো। ক্লারাকে বোলো খাবার সহ কয়েকদিনের জন্য টুকিটাকি জিনিস যেন দিয়ে দেয়। ফিরতে দেরি হবে আমার।'

ল-অফিসে এসে তালা খুলে টিম চেকোকে জেল থেকে বের করল ডীন।

'মরে গেছে ব্যাটা?' উত্তেজিত স্বরে জানতে চাইল চেকো, তবে উত্তরটা যেন আগেই অনুমান করেছিল। 'জানতাম এমন কিছু হবে! ওকে বলেছিলাম, বুঝিয়েছি, কিন্তু কে শোনে কার কথা! বলল কাজটা করা ছাড়া উপায় নেই ওর। এ-ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ?'

'প্রতিটি মানুষের নিজস্ব মর্যাদাবোধ থাকে, যা বিসর্জন দেওয়া কঠিন। প্রায় কেউই পারে না। টরেলও পারেনি।'

'হ্যাগার্ডই ভাড়া করেছিল টরেলকে? নইলে হারামীটাকে বের করে দিল কেন? অমন কিছু হতে পারে ঘুণাক্ষরেও আশা করিনি, মার্শাল, কোন সুযোগই পাইনি।'

'ভাগ্য ভাল যে শহরের লোকজনকে সতর্ক করে দিতে চায়নি সে, নইলে তোমাকে খুন করে ফেলত। যাক্‌গে, ওর বাড়িতে হানা দিতে যাচ্ছি, তবে মনে হয় না পাব ওকে।'

'ভাবছ ও পালাবে?'

'পালাতে পালাতে এখানে এসেছিল ও, টিম, এবং এভাবে পালাতেই থাকবে। জো ওসমান ওর খোঁজে এসেছে এ-সন্দেহের কারণে পাঁচজন মানুষকে খুন করেছে, অথচ আদপে কেউ ওর খোঁজ করছিল না। কী জানো, একবার আইন পিছনে লেগে গেলে

সারা জীবনেও কোথাও শান্তি পাওয়া যায় না, থিতু হতে পারে না কেউ।'

বন-টনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেরি প্রাইন। বিষণ্ন, রুগ্ন ও বয়স্ক দেখাচ্ছে।

'ও কি চলে গেছে, ডীন?'

'সম্ভবত। তোমার স্বামী হওয়ার যোগ্যতা আসলে নেই ওর।'

'হয়তো...কিন্তু নির্ভর করার মত একজন লোক দরকার ছিল আমার, যে পাশে থাকবে, পরামর্শ দেবে, সুখ-দুঃখের ভাগীদার হবে। একা সবকিছু সামলাতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি! জর্জ ওর ব্যাপারে জানত, আমাকে সাবধান করার চেষ্টাও করেছে; সব খুলে বলার জন্য আমার র‍্যাঞ্চে আসছিল বেচারা, তখনই খুন হয়ে গেল।

'ওর ব্যাপারে যে একেবারে সন্দেহ করিনি তা নয়, কিন্তু আবেগের কাছে পরাস্ত হয়েছি। জানোই তো কেমন চটপটে আর পটাতে ওস্তাদ ও, আমার মনের কথাগুলো বলত, যা শুনতে চাইতাম। মেয়েদের তো এসব ভাল লাগবেই। উঁহুঁ, ডীন, মানুষটা আমাকে উতলা করতে পারেনি, যতটা পেরেছে ওর কথাগুলো! ব্যক্তি অ্যাশলি হ্যাগার্ডকে কখনোই আকর্ষণীয় মনে হয়নি আমার, অথচ ওর মুখের কথা শুনে বরাবরই গলে যেতাম। আমি একজন নিঃসঙ্গ মহিলা, চারপাশে যতই লোকজন থাকুক, এরা তো আমার কাছের কেউ নয়। রেঞ্জে ছোটাছুটি আর কাউহ্যান্ডদের বস্‌গিরি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সংসার চাইছিলাম, একটা পরিবার...

'বাচ্চার মা হতে চাই আমি। সকাল দশটায় ঘুম থেকে উঠব, পত্রিকা বা অন্য কিছু পড়ে সকালের আলসেমি কাটাব। বাবাকে র‍্যাঞ্চের কাজে সাহায্য করতাম, তারপর এরচেয়েও বড় একটা র‍্যাঞ্চ চালাতে স্বামীকে সাহায্য করেছি...'

'মেরি, তুমি বরং আমার বাড়ি চলে যাও,' বাধা দিল ডীন।

'আগামী কয়েকদিন একা থাকবে ক্লারা। ওর সঙ্গে গল্প করলে হয়তো মনটা হালকা লাগবে। আমি অ্যাশের বাড়ি যাচ্ছি, দেখি ওকে পাওয়া যায় কি-না।'

'তোমাকে দেখা দেওয়ার জন্য কি সে বসে আছে? জানতাম ভুঁইফোঁড়ের মত এলাকায় এসেছে ও, একদিন হঠাৎ চলে যাবে, ওর মধ্যে থাকার কোন প্রবণতা বা ইচ্ছে নেই। বাবা, জর্জ বা তোমার মত ধৈর্য, সহনশীলতা কিংবা থিতু হওয়ার ইচ্ছে ওর ছিল না। মুখ আর চেহারাই ওর সম্বল, ভিতরটা ফাঁপা। বাইরে সুন্দর চেহারার আড়ালে একটা সস্তা চালবাজ। মনের গভীর থেকে টের পেতাম মানুষটা বিষাক্ত, কিন্তু মিষ্টি কথায় সব ভুলে যেতাম! আমি কি...'

'ক্লারার কাছে চলে যাও, মেরি। তোমার জন্য অপেক্ষা করছে ও।'

'বেশ, যাচ্ছি,' ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও নিবৃত্ত হলো মেরি। 'সাবধানে থেকো, ডীন! অস্ত্রে হাত খুবই ভাল ওর, রীতিমত ঈর্ষা করার মত। আর...পয়েন্ট ফাইভ-টু রাইফেলটা বাবার ছিল। ওটার কথা গতকালের আগেও আমার মনে পড়েনি। চিলেকোঠায় খোঁজ নিতে দেখি ওটা নেই। নিশ্চয়ই কোন এক ফাঁকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল অ্যাশ। ওর কাছে উইনচেস্টার আছে, ডীন, আর অন্তত দু'শো রাউন্ড গুলি। সাবধানে থেকো।'

স্টোরের দিকে এগোল ডীন। দোতলায় অ্যাশের ভাড়া বাসা ছিল। এখন হয়তো নেই। বাইরে ঝুলন্ত সিঁড়ি ধরে উঠতে হয়। ডীন একরকম নিশ্চিত অ্যাশলিকে বাড়িতে পাবে না, তবে নিয়ম রক্ষার খাতিরে হলেও খুঁজে দেখতে হবে।

খুব পরিচ্ছন্ন বা গোছানো নয় কামরাটা, তবে হালকা ও সস্তা জিনিসপত্র অ্যাশলি হ্যাগার্ডের রুচির সঙ্গে মিলে যায়। টেবিলের উপর একটা নোট পড়ে আছে:

প্রিয় ডীন,
আমাকে অনুসরণ করতে যেয়ো না। চিরদিনের জন্য এই এলাকা ছেড়ে চলে গেলাম, আর কখনও আমাকে দেখতে পাবে না। সুতরাং ব্যাপারটাকে এভাবে রেখে দেওয়াই মঙ্গলজনক হবে সবার জন্য। ভেবেছিলাম তল্লাটে আমিই বোধহয় সবচেয়ে প্রিয়, ভদ্র ও আকর্ষণীয় পুরুষ, সংসারী হয়ে সুখী জীবন কাটাব। কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছে কি পূরণ হয়? ভাল হতে গিয়ে ঝামেলা আর বিপত্তি ছাড়া আর কিছু পাইনি। পুবে ফিরে গিয়ে যেখান থেকে ছেড়ে এসেছিলাম সেখান থেকে শুরু করব আবার।
আমাকে ধাওয়া করতে এসো না। তোমাকে খুন করার ইচ্ছে নেই আমার। আগেও ছিল না। দুনিয়াতে কোন বন্ধু নেই আমার, তবে তুমি এর অনেকটা কাছাকাছি চলে গিয়েছিলে।
ভাল থেকো।

—অ্যাশ

'কিন্তু নিষ্ঠুরভাবে পাঁচ পাঁচজন মানুষ খুন করেছ তুমি, বন্ধু,' স্বগতোক্তি করল ডীন, চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে; নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে আপসহীন। 'খুব ভালমানুষ ছিল এরা। এদের অভাবে যার যার পরিবার বিপাকে পড়ে গেছে। পাঁচটা প্রাণের সঙ্গে পাঁচটা পরিবারকে পথে বসিয়ে দিয়েছ, অ্যাশ। বার্ট জেপসন অনাথ হয়ে গেছে, বাকি জীবন একা কাটিয়ে দিতে হবে ইভলিন হুইটসেটের। না জানি কী কষ্ট পেয়েছে এলগারের প্রেমিকা, পছন্দের মানুষের দেখা আর পেল না বেচারী।'

বিড়বিড় করে কথাগুলো বলল ডীন, শূন্য কামরায় গমগম করে উঠল কণ্ঠ। ধীর পায়ে বেরিয়ে এল, দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল।

পোর্চে বেরিয়ে এল ফ্রেড কালভার। 'অ্যাশকে দেখলাম শহর থেকে বেরিয়ে গেল। পুব দিকে গেছে।'

'ধন্যবাদ, ফ্রেড,' পিস্তলটা উরুর উপর টেনে আনল ডীন। 'কী জানো, ফ্রেড, পুবে যেখানে থাকত অ্যাশ, সেখানেই থাকা উচিত ছিল ওর। পশ্চিমে আট-দশটা বছর অযথা নষ্ট করেছে, কিচ্ছু শিখতে পারেনি।'

'হয়তো,' বলল স্টোর মালিক। 'সাবধানে থেকো, ডীন। শ্যুটিং-এ অর্ধেকের বেশি প্রতিযোগিতায় জিতেছে ও, রাইফেলে ওর হাত অব্যর্থ। এখান থেকে কার্সন সিটি পর্যন্ত ট্রেইলে খোলা জায়গার অভাব নেই, সাবধানে যেয়ো।'

'কার্সন সিটিতে যাবে না ও। পশ্চিমে যাবে। ডেনভার কিংবা লীডভিলে যাবে প্রথমে, পরে হয়তো সানফ্রান্সিসকোয়।'

ল-অফিসে এল ডীন। অ্যাপালুসাটাকে নিয়ে এসেছে বিগ ইনজুন, স্যাডলব্যাগ আর ক্যান্টিন ভরা। অফিসে ঢুকে বেশ কিছু কার্তুজ পকেটে ভরল ও। গানবেল্টের সব লুপই ভরা।

'মার্শাল?' দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল টিম চেকো। 'আমি সঙ্গে গেলে ভাল হত না? জানোই তো, ট্র্যাক পড়ায় ওস্তাদ আমি...'

'উঁহুঁ, তোমাকে বরং এখানে বেশি দরকার হবে। চারপাশে নজর রেখো। কোন ব্যাপারে বুঝতে না-পারলে বিগ ইনজুনকে জিজ্ঞেস কোরো। কাজের ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি জানে ও।'

ডেস্কের ড্রয়ার থেকে বাড়তি একটা ব্যাজ বের করে বাড়িয়ে দিল ডীন। 'আমার ফিরে আসা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবে তুমি। যাই উচিত মনে হবে, করতে দ্বিধা কোরো না।'

মুখ লাল হয়ে গেল চেকোর। 'ইয়ে, মার্শাল...আমি...'

'যা বলছি করো!'

বেরিয়ে এসে স্যাডলে চাপল ডীন, অ্যাপালুসাকে হাঁটিয়ে নিজের বাড়িতে এল। পোর্চে এসে দাঁড়িয়েছে ক্লারা, সঙ্গে ছেলে দুটো আছে।

'ছেলেরা, মায়ের যত্ন নিয়ো, কেমন?'

'নিশ্চয়ই, কিন্তু আমরা তো...'

'ডীন? তোমাকে কি যেতেই হবে?'

'হ্যাঁ।'

'ভালয় ভালয় ফিরে এসো তা হলে। মেরিকে রেখে দেব। ওর সঙ্গ ভালই লাগবে। দরকারও আছে।'

নীচে নেমে এগিয়ে গেল ডীন। মৃদু চুমো খেল ক্লারার গালে, তারপর স্যাডলে চড়ে ট্রেইলমুখী করল অ্যাপালুসাকে।

ভাল গুণাবলীও ছিল অ্যাশলি হ্যাগার্ডের, কিন্তু আদপে সে একজন চোর। চিরদিনের জন্য উইল সিটি ছেড়ে যাওয়ার পর কোথায় যেতে পারে সে? সঙ্গে যদি বেশ কিছু টাকা থাকে?

পকেট আরও ভারী করার চেষ্টা চালাবে। টাকা কোথায় পাওয়া যাবে তার খোঁজ অ্যাশের জানার কথা।

বন্ধু বলে বোধহয়, ডীনের মনের একটা অংশে দুর্বলতা কাজ করছে। ভেবেছিল অ্যাশলি হ্যাগার্ডের ট্র্যাক খুঁজে পাবে না, ভুল করে হয়তো অন্য দিকে চলে যাবে। কিন্তু ঠিকই ট্রেইল খুঁজে পেল।

বিশ

মাথার উপর রক্তলাল আকাশ আর নীচে গোলাপি বালির সমন্বয়ে মরণ-ট্রেইল ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ডীন ফস্টার। মৃত্যু এখানে যে-কোন সময়ে হানা দিতে পারে।

স্যাডলের শুকনো চামড়ার সঙ্গে ওর গালের ত্বকের পার্থক্য

নেই এখন। *ব্রেনান অন দ্য মুর*-এর সুর তুলে এগিয়ে চলেছে ডীন। গানের উপজীব্য: ডাকাতের ট্রেইল ধরে সম্পূর্ণ ভিনদেশে অভিযানে বেরিয়েছে পাহাড়ী এক আইরিশ...

স্কাউটিং করতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করেনি ডীন। পুব দিকে বা অন্য কোথাও গেছে কি-না ভাবার ঝামেলায় যায়নি, যেহেতু অ্যাশলি হ্যাগার্ডের গন্তব্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত ছিল। গ্যারি টরেলের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করতে হবে যার জানা থাকে, বিপদে হুজুগে পড়া লোকের মত দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটবে না সে; বরং ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাবে।

নির্বিঘ্নে পালিয়ে যাওয়ার জন্য পশ্চিমে যাবে সে, যেখানে রয়েছে বন্ধুর ও দুর্গম এলাকা। সিমারন, মেসা ডি মায়া, সিয়েরা গ্র্যান্ড, কুখ্যাত রবার্স' রুস্ট বা এমনকী মেডিসন শহরে যেতে পারে, যেখানে রাজ্যের সব আউটলদের স্বর্গ গড়ে উঠেছে।

এবড়োখেবড়ো দুর্গম এলাকা। গভীর ক্যানিয়ন, সুউচ্চ মেসা, গ্র্যানিটের পাহাড় এবং লাভায় ভরা। তবে সবুজের সমারোহও আছে; লাভা ও পাহাড়ের আনাচে-কানাচে গড়ে উঠেছে পাইন, জুনিপার আর অ্যাসপেনের বন। পানির গোপন উৎসও আছে, কিন্তু অবস্থান জানা না-থাকলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

অ্যাপালুসা ঘোড়ার রঙ হালকা নীল, পাছার কাছে সাদা ছোপ বা বুটি। বুনো প্রান্তর পাড়ি দিতে পছন্দ করে ঘোড়াটা। প্রতিটি রীজ বা পাহাড় পেরোনোর সময় কান খাড়া হয়ে যাচ্ছে ওটার।

ঝোপের ভিতর সুর তুলেছে সিক্যাডার দল। বাতাস গরম ও গুমট। আকাশে অলসভাবে চক্কর কাটছে দুটো শকুন। কোন ভাবে হয়তো বুঝে গেছে শিগ্গিরই খাবার মিলবে। নীচে মানুষ চলাচল করছে, দুর্গম ও বুনো এলাকা বলে মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক এখানে। অসীম ধৈর্য ওদের।

মাটির যাবতীয় দ্বন্দ্ব ওদের স্পর্শ করে না, অন্য প্রাণীর জীবন

নিয়ে টানাহেঁচড়া, বেঁচে থাকার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, বুলেটের তীক্ষ্ণ শিস বা ধনুকের টঙ্কার, ঘোড়ার খুরের দাপট, উঁচু জায়গা থেকে আচমকা পতন, তীব্র ক্ষুৎপিপাসা বা দাবদাহ···কিছুতেই ওদের আসে-যায় না। আকাশের নীচে মেঘেরা যেখানে ভাসতে থাকে, ঠিক তার নীচে দুই পাখা মেলে উড়তে থাকে ওরা, অবিশ্যম্ভাবী সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করে।

বুনো এলাকা বটে, তবে অনভিজ্ঞ নয় ডীন। বরং ছেলেবেলা থেকে এতে অভ্যস্ত ও। দুই পায়ের ফাঁকে ঘোড়ার অস্তিত্ব প্রেরণা যোগায় ওকে, গতি উপভোগ করে, এমনকী গাল বেয়ে নেমে যাওয়া ঘামের ফোঁটার অস্তিত্বও ভাল লাগে। তীব্র রোদের আঁচ এড়িয়ে চোখ কুঁচকে তাকানো, স্যাডলের চামড়ার মৃদু খসখস শব্দ আর রাতের বেলায় চাঁদের উদ্দেশে নিঃসঙ্গ নেকড়ের ফরিয়াদ শুনতে ভাল লাগে ওর।

অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকা ধরে এগোচ্ছে ডীন। সময় নিয়ে ভাবছে না। ট্রেইলে চড়ার জন্য যোগ্য ঘোড়া অ্যাপালুসা, দম আর নিষ্ঠার ব্যাপারে ওটার তুলনা নেই। একটানা ছুটতেও পারে বেশ।

প্রায় বুনো ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে ও। মোষের ট্রেইল এটা, কদাচিৎ মাসট্যাঙরা চলাফেরা করে। অ্যাশলি হ্যাগার্ডের ট্রেইল অনুসরণ করার কোন চেষ্টাই করেনি ডীন, যেহেতু পশ্চিমে যে-কোন অভিযাত্রীর গন্তব্য বা চলাচলের রীতি নিত্যদিনের চাহিদার উপর নির্ভর করে। পানি, খাবার আর একই প্রজাতির সঙ্গ—এই তিন কারণে একত্রিত হয় ট্রেইল।

ব্যাপারটা এমনকী পশু-পাখীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

অ্যাশলি হ্যাগার্ড পুরোদস্তুর পশ্চিমের মানুষ নয়, তবে ধাওয়া খাওয়া মানুষ। ধাওয়া খাওয়া পশু বা জন্তুর সঙ্গে মানুষের আদপে কোন পার্থক্য নেই। উদ্বিগ্ন থাকবে সে, এবং খুন করার জন্য তৈরি থাকবে সর্বক্ষণ। এর আগে যতগুলো খুন করেছে, কখনোই সীসা অপচয় করেনি অ্যাশলি। নিপুণ দক্ষতা আর পেশাদারিত্বের সঙ্গে

কাজ সেরেছে; সঙ্গে ছিল ভয়ঙ্কর নৃশংসতা। ডীন যদ্দূর জানে এখন পর্যন্ত অ্যাশলির একটা গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।

সামনে কোথাও, বোধহয় বেশিদূরে নয়, অপেক্ষায় রয়েছে সে। হয়তো ভাববে ডীনকে খুন করতে সক্ষম হয়েছে গ্যারি টরেল, কিন্তু এরপরও বিকল্প ব্যবস্থা করে রাখতে পারে। অ্যাশলি সম্পর্কে যেমন জানে ডীন, তেমনি ওর সম্পর্কেও বিস্তর জানে সে। দু'জনে বন্ধু ছিল, অন্তত ডীনের দিক থেকে আন্তরিকতার ঘাটতি ছিল না। অন্যদের কাছে লুকানোর মত বহু ব্যাপার ছিল অ্যাশলির যা ডীনের নেই, বরং উদার ও অকপট হিসাবে সুনাম আছে ওর।

আচমকা দক্ষিণে এগোল ডীন, গতি বাড়িয়ে ক্যারিযো ক্রীক পেরিয়ে ওটার সমান্তরালে পুবদিকে প্রায় আধ-মাইল যাওয়ার পর পাথর আর ঝোপঝাড়ে ছাওয়া এক জায়গায় পৌঁছল। খুঁটিয়ে পুরো এলাকা জরিপ করে নিশ্চিন্ত মনে এগোল আবার। প্রাচীন ইন্ডিয়ান ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে এখন, বহুল ব্যবহৃত, তবে ইদানীং ব্যবহার করা হয়নি বললে চলে। ডানে-বামে বেশ কয়েকবার ঢুঁ মারল, কিন্তু কোন ট্র্যাক দেখতে পেল না।

দক্ষিণে প্রাচীন সান্তা ফে ট্রেইল, এক বা দু'দিনের পথ···ঠিক কত দূরে জানা নেই ডীনের, তবে ট্রেইলের অস্তিত্ব ও অবস্থানের কথা জানে। বহুদিন হলো ওই পথে যাতায়াত করে না কেউ, ভূতুড়ে ট্রেইল বলা চলে, কারণ শত মাইল পাড়ি দিলেও কারও সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেহাত কম। এবড়োখেবড়ো মাটির বুকে চাকার অসংখ্য গভীর দাগ পড়ে আছে শুধু। বছরে ছয় হাজার ওয়্যাগন আর ষাট হাজার মিউল যে-ট্রেইলে যাতায়াত করে, তার তো অমন জীর্ণ দশা হবেই। ডীনের ইচ্ছে ছিল সুযোগ হলে ট্রেইলটা স্বচক্ষে দেখবে, কিন্তু ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি। কাজের ব্যস্ততায় ফুরসত মেলেনি।

কয়েকবার মূল ট্রেইল ছেড়ে ডানে-বামে খোঁজ নিল, কিন্তু

ট্র্যাক চোখে পড়েনি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে বিরান এই প্রান্তরে শুধু ও-ই একমাত্র অভিযাত্রী।

পাথুরে বাড়িটা দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলো ডীন।

শূন্য, বহুদিন ধরে পরিত্যক্ত। কলের হাতল চেপে পানি তুলল ও। কয়েক বালতি তোলার পর ঘোড়াকে পান করার সুযোগ দিল, শেষে আরও এক বালতি তুলে নিজে পান করল।

খিড়কি সরিয়ে দরজা খুলে ফেলল ও। ইঁদুরের আড্ডা ছিল ক'দিন আগে, কিন্তু এরাও বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। ইঁদুরের বাসায় পাওয়া শুকনো কাঠ আর লতাপাতা দিয়ে চিমনিতে আগুন ধরাল, কফি তৈরি করে বেকন ভাজল। প্যাকেটে নাস্তা দিয়েছে ক্লারা, অর্ধেকটা পেটে চালান করে বাইরে এসে তারাজ্বলা খোলা আকাশের নীচে বিছানা করল।

সকালের আলো যখন ভাল করে ফুটল, ততক্ষণে স্যাডলে দুই ঘণ্টা কেটে গেছে ডীনের। মেসা ডি মায়ার গভীর ক্যানিয়নসারিতে ঢুকে পড়েছে এখন, আর মাঝ-দুপুরে ব্ল্যাক মেসার পশ্চিম প্রান্তে সিমারন নদীতে ঘোড়াকে পানি খাওয়ার সুযোগ দিল।

নদী পেরিয়ে ওপাড়ে উঠতে ট্র্যাক চোখে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল ডীন। অ্যাশলি হ্যাগার্ডের প্রকাণ্ড কালো ঘোড়ার ছাপ না হয়ে যায় না! বড়জোর এক ঘণ্টা আগের ট্র্যাক।

আচমকা অ্যাপালুসার গতিমুখ বদলাল ও, দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে পুবে এগোল কিছুদূর, তারপর একটা বহুল ব্যবহৃত ট্রেইল ধরে ঝর্নার কাছে উঠে এল। ঝর্নাকে পাশ কাটিয়ে ওপাশের বুনো, এবড়োখেবড়ো এলাকায় ঢুকে পড়ল। কোন ট্র্যাক নেই এদিকে।

সিমারনের তীর ধরে পশ্চিমে গেছে অ্যাশলি হ্যাগার্ড, অনুমান করল ডীন।

পুবে রবার্স' রুস্ট, আর পশ্চিমে মেডিসন। অ্যাশলি বোধহয় মেডিসনে গেছে, তেমন সম্ভাবনাই বেশি। রবার্স' রুস্টে যাওয়ার

কোন ইচ্ছে নেই ওর। এক আউটলর পিছু নিয়ে সেখানে গিয়ে গণ্ডায় গণ্ডায় আউটলর মুখোমুখি হতে হবে, বেরিয়ে আসতে হলে অস্ত্রে অতি মানবীয় দক্ষতা দেখাতে হবে।

ক্যানিয়ন আর মেসা ধরে এগিয়ে চলল ডীন। ট্র্যাক চোখে পড়ছে না, তবে এ-নিয়ে চিন্তিত নয়। মাঝে মধ্যে দূর থেকে সরু ফিতার মত এঁকেবেঁকে বয়ে চলা সিমারন নদী চোখে পড়ছে। সন্ধ্যা নাগাদ, ডীনের অনুমান, মেডিসনের পুবে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে পৌঁছে গেল।

কাত হয়ে পড়া এক জুনিপারের আড়ালে শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করে আগুন জ্বালাল ও। সামান্য ধোঁয়া উঠছে, তবে তাও জুনিপারের শাখা-প্রশাখা পেরিয়ে যেতে যেতে মিলিয়ে যাবে। ক্লারার দেওয়া শেষ স্যান্ডউইচ পেটে চালান করল, কফি গিলে মালপত্র গুছিয়ে মাইল খানেক এগোনোর পর কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা দেখতে পেল। পাহাড়ের আড়ালে দারুণ সুরক্ষিত একটা জায়গা, ট্রেইল থেকে সহজে চোখে পড়ে না। কাছাকাছি ঘাসও আছে। ঘাসে অ্যাপালুসাকে ছেড়ে দিয়ে বেডরোল বিছাল ডীন।

সম্ভব হলে রক্তারক্তি বা সংঘর্ষ ছাড়াই আসামীকে গ্রেফতার করতে চায় ও। দুনিয়ার বুকে কাউকেই খুন করার ইচ্ছে নেই ওর, আর অ্যাশলি হ্যাগার্ড গতকালও ওর বন্ধু ছিল।

তবে কাজটা কীভাবে করবে, জানে না ডীন। গোলাগুলি ছাড়া আদৌ সম্ভব হবে কি-না কে জানে!

পরদিন সূর্যাস্তের সময় দক্ষিণ দিক থেকে মেডিসনে প্রবেশ করল ডীন। সিমারন নদী থেকে ক্রমে সিয়েরা গ্র্যান্ডের আকাশচুম্বী শৃঙ্গের উত্তরে সরে গেছে ও, প্রথম ট্রেইল পেয়ে সেটা ধরে শহরে ঢুকেছে।

শহর না বলে বসতি বলা উচিত। রাস্তার দু'ধারে গুটিকয়েক দালান আর ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো কিছু বাড়ি বা কেবিন। যার যার পছন্দ অনুযায়ী খাড়া করেছে। দৃষ্টিসীমায় তিনটা করাল

চোখে পড়ছে, তবে কোনটায় কালো ঘোড়া নেই। এক পাশে স্টেবল রয়েছে, প্রায় সব স্টল খালি। আর বড়সড় এক বাড়ির সামনের হিচিং রেইলে প্রায় ডজনখানেক ঘোড়া বাঁধা। ওটা নিশ্চয়ই সেলুন, অনুমান করল ডীন।

সূর্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ হলো, তবে মেডিসন এমেরি পর্বতমালার উচ্চতম শৃঙ্গের চূড়ায় উজ্জ্বল আভা লেগে আছে। শৃঙ্গটার নাম এমেরি পীক। একই মানুষের নামে এই শহরের নাম রাখা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে সেলুনের হিচিং রেইলে বাঁধা বেশিরভাগ ঘোড়ার মালিক রবার্স' রুস্ট থেকে আসা আউটল এবং এদের মধ্যে কেউ ওর বন্ধু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আদপে পুরো শহর খুঁজলেও শুধু হেরাথ সাটক্লিফ ছাড়া আর কাউকে পাবে না। সাটক্লিফের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় নেই ওর, তবে শুনেছে লোকটা মন্দ নয়।

বন্ধু বা শত্রু যাই হোক, ডীন মনে করে না এখানে কোন সাহায্য মিলবে; বরং ওর পরিচয় জানলে প্রত্যেকে রুখে দাঁড়াবে। আইন মাত্র আউটলদের শত্রু, অন্তত এখানে। সবচেয়ে বড় কথা, এটা ওর দায়িত্ব। কারও কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করে না ডীন।

বহু মানুষ খুন হয়েছে, প্রায় বিনা কারণে। এমনকী ওকেও খুন করার চেষ্টা করেছে অ্যাশলি হ্যাগার্ড।

ক্ষমার প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

স্যাডল ছেড়ে অন্ধকারে ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল ডীন, ইতিকর্তব্য ভাবছে। দীর্ঘ যাত্রায় ক্লান্ত ও, বিরক্ত, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর; কিন্তু তাড়া বোধ করছে না, কারণ সেলুনে ঢোকার সময় আচমকা গুলি খেয়ে পটল তুলতে পারে।

একটা আউটল শহরে আইনের কোন প্রতিনিধির এমন নিষ্ঠুর অভ্যর্থনা আশা করা উচিত।

মুহূর্ত খানেক দাঁড়িয়ে থাকল ডীন, শেষে পা বাড়াতে গিয়েও

নিরস্ত হলো। সেলুন থেকে এক লোক বেরিয়ে এসেছে। পোর্চের কিনারে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল সে। আচমকা ডীনকে দেখতে পেল সে–আবছা অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাঢ় একটা কাঠামো। সন্তর্পণে, খুব ধীরে ধীরে হাতটা নামিয়ে ফেলল লোকটা।

'অস্থির হয়ো না,' মৃদু স্বরে বলল ডীন। 'আমি তোমার খোঁজে আসিনি।'

'শুনে স্বস্তি পেলাম,' আমুদে স্বরে বলল লোকটা। 'কয়েক পেগ পেটে পড়ে যা অবস্থা, এখন গোলাগুলি করতে হলে ঠিকই মিস্ হত সব গুলি।'

'ঘোড়া কোথায় রাখা যায়, বন্ধু? এখানে খাবার পাওয়া যাবে?'

'ভিতরে খাবার পাবে। আর ঘোড়ার জন্য স্টেবলে যেতে হবে, যদি না শহরের করাল ব্যবহার করো। জানিয়ে দিই, জরুরি মুহূর্তে পালানোর সময় সবাই আগে করালের দিকে ছুটে যায়, সামনে যেটা পায় সেটায় চড়ে পালিয়ে যায়, কে কার ঘোড়ায় চড়ল কেয়ার করে না। আসলে অত সময়ও থাকে না।'

সশব্দে হাসল ডীন। 'উঁহুঁ, নিজেরটা ছাড়া আমার চলবে না,' বলল ও। 'বহুদূর থেকে আমাকে নিয়ে এসেছে ওটা।'

'সেক্ষেত্রে ওটা খোয়া যাওয়ার ভয় থাকলে স্টেবলে চলে যাও। পঞ্চাশ সেন্ট খরচা হলেও পয়সা উসুল হয়ে যাবে। এখানে আসা রাইডারদের যে-কোন মুহূর্তে হয়তো ছুটতে হতে পারে বলে হসল্যার ঘোড়াকে তৈরি রাখে সবসময়।'

উসখুস ভাব দেখে মনে হলো ডীনকে দেখার চেষ্টা করছে লোকটা। 'তোমাকে কি চিনি?' হঠাৎ জানতে চাইল সে।

'মনে হয় না। এই জায়গার কথা শুনেছি শুধু, আগে কখনও আসিনি।'

'এখানকার বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রে কথাটা খাটে। আইনের স্থান নেই এখানে, তাই বেশ আয়েশ করে সময় কাটিয়ে

দিই আমরা। যার যেমন খুশি, কোনরকম ঝামেলা নেই।

'হুইস্কির অভ্যাস থাকলে এখানে সময়টা ভাল কাটবে। ভাল মানের হুইস্কি আছে। আমার অভ্যাস নেই তেমন, কিন্তু একটা লোক খাওয়াতে চাইল বলে দুই পেগ গিলেছি। এমন উদার লোক কালেভদ্রে দেখা যায়, বিশেষ করে এখানে।'

'সুদর্শন বড়সড় মানুষ? এই মাত্র এখানে এসেছে, না?'

'বর্ণনা মিলে যায়। কথাবার্তায় খুবই চালু, হাসি-খুশি। আসর মাতিয়ে রাখার মত লোক। হাতের কাছে রাইফেল আর সিক্স-গান দুটোই রেখেছে। আমার কাছে মনে হলো ঝামেলা আশা করছে। তুমিই কি সেই ঝামেলা?'

'হয়তো, তবে আশা করছি ঝামেলা হবে না।' মুহূর্ত খানেক নীরব থাকার পর কথাটা বলেই ফেলল ডীন। 'জানি কথাটা শুনে তুমি অস্বস্তিতে পড়ে যাবে, কিন্তু না বলেও পারছি না, আমি ডীন ফস্টার। উইল সিটির মার্শাল।'

'ভুল জায়গায় চলে এসেছ, মি. আইন। তোমার জায়গায় আমি থাকলে অ্যাপটাকে দুই হাঁটুর মাঝে ঢুকিয়ে পিছনে ধুলোর ঝড় তুলতাম।'

'ভাল পরামর্শ দিয়েছ, সম্ভব হলে সেটা করতাম। কিন্তু আমি নাচার। একটা কথা ছড়িয়ে দিতে পারো, শুধু একজনের খোঁজে এখানে এসেছি, অন্যদের কারও প্রতি আমার আগ্রহ নেই।

'শুধু আইনের ব্যাপার হলে কথা ছিল না,' ব্যাখ্যা করল ও। 'লোকটা বেশ কয়েকবার আমার উদ্দেশে গুলি ছুঁড়েছে। বুঝতেই পারছ, আড়াল থেকে কেউ গুলি করলে কেমন নার্ভাস লাগে। মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল! ভেবে দেখলাম এর বিহিত করতে হলে ব্যাটাকে রাউন্ড আপ করা উচিত, নইলে ওই অস্বস্তি থেকে আমার মুক্তি মিলবে না।

'কী জানো, এক ওসমানকে খুন করেছে সে। এদিকে উইল সিটিতে এখন বসে আছে ওরিন ওসমান, অপেক্ষায় আছে দোষী

লোকটাকে গ্রেফতার করে ফিরে যাই কি-না। আমি ব্যর্থ হলে ভাই-বেরাদারদের নিয়ে হয়তো এখান পর্যন্ত চলে আসবে সে। সবাই মিলে শহরটা পুড়িয়ে দেবে, ক'জন ওদের ঠেকাতে যায় এটাও নিশ্চয়ই খুব আগ্রহ ভরে দেখবে ওরা। ওসমানদের কথা শুনেছ তো?'

'দেখো, মিস্টার ফস্টার, অত সহজে ভড়কে যাওয়ার বান্দা নই আমরা। তবে এও ঠিক এ-মুহূর্তে গোলাগুলি করার মুড নেই কারও। তা ছাড়া, কিছুক্ষণ আগেও লোগান ওসমান ক্যাম্পে ছিল। খুবই বেপরোয়া ও খতরনাক মানুষ। এ-ধরনের লোককে নিজের মত থাকতে দেওয়াই নিরাপদ মনে হয়েছে আমার কাছে। মেজাজও খুব খিটখিটে মনে হলো। অল্পতেই তেতে উঠবে। তুমি কার খোঁজে এসেছ? কালো ঘোড়ার মালিক তাগড়া যুবককে চাও তো?'

'হ্যাঁ, বর্ণনা মিলে যায়। আমি ওকে অ্যাশলি হ্যাগার্ড নামে চিনি, তবে নামটা ভুয়া। আসলে পশ্চিমের লোক নয় ও, পুবের, জোচ্চুরি করে বেশ নাম কিনেছিল...ওখানে অবশ্য অ্যাশটন অ্যালেন বা হ্যাগার্ড নামে পরিচয় দিত।'

'বেশ, আমি অন্তত ওর পক্ষ নেব না। আউটল এখানে কম নেই, প্রায় সবাই মার খাওয়া, এর মধ্যে কোন জোচ্চোরের ঠাঁই হবে না, যে মওকা পেলে আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে।

'লোকটা ভিতরে আছে। ঠিক সেলুনে নয়, বারের পিছনে একটা রুমে খাবার খাচ্ছে এখন। দরজার দিকে মুখ করে বসেছে সে, টেবিলের উপর রাইফেল রেখেছে আর হোলস্টারে পিস্তল তো আছেই।'

'ধন্যবাদ,' ক্ষণিকের জন্য থামল ডীন। 'বন্ধু, ঘোড়াটাকে স্টেবলে ছেড়ে আসতে যাচ্ছি। কষ্ট করে আমার হয়ে সাপারের ফরমাশ দেবে? তৈরি হয়ে গেলে পিছনের রুমে ওর টেবিলে নিয়ে

রেখো। একই টেবিলে বসে কে খাবে সেটা ওকে বলার দরকার নেই, আমি তার আগেই পৌঁছে যাব।'

স্টেবলে এসে শূন্য এক স্টলে অ্যাপালুসাকে রাখল ডীন, যথেষ্ট খড় ম্যাঙ্গারে রাখল যাতে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ব্যস্ত থাকে ঘোড়াটা। হস্‌ল্যারকে ওটার যত্ন-আত্তির করার নির্দেশ দিয়ে ফিরে এল সেলুনের সামনে। ভিতরে ঢোকার আগে পিস্তলের বাঁটের সঙ্গে বাঁধা নিরাপত্তামূলক সুতো সরিয়ে দিল, বাম হাতে আলতো ভাবে ধরে রেখেছে উইনচেস্টারটা।

ডীন ভিতরে ঢুকতে সবক'টা চোখ স্থির হলো ওর উপর। বারের পিছন দিক থেকে ট্রে হাতে এগিয়ে আসছে সাদা অ্যাপ্রন পরা এক লোক। ট্রেতে মাংসের টুকরো ও বীন, থালায় কিছু রুটি এবং মগে ধূমায়িত কফি। দ্রুত পায়ে পিছনে খাওয়ার-ঘরে চলে গেল সে, ট্রে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল।

'আরে, হচ্ছেটা কী?' খেঁকিয়ে উঠল অ্যাশলি হ্যাগার্ড, খেপে গেছে। 'বলেছি না আমি একা থাকতে চাই? সরিয়ে নিয়ে যাও এসব! নইলে কিন্তু...'

দরজায় এসে দাঁড়াল ডীন। 'উঁহুঁ, এটা ঠিক হচ্ছে না, অ্যাশ,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'কারও সঙ্গে এমন রূঢ় আচরণ তো তুমি কখনও করো না।'

'আচ্ছা, তুমি! নিকুচি করি তোমার, ডীন! বলেছি না আমাকে অনুসরণ কোরো না?'

'উপায় নেই, অ্যাশ, এটা আমার দায়িত্ব। এজন্যই লোকে আমাকে বেতন দেয়। নিজেকে আমার কাজটার জন্য উপযুক্ত বা দক্ষ মনে হয়নি, কিন্তু বুঝতেই পারছ...এতে আমার পেট চলে।'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল ও, দুই হাঁটুর উপর আড়াআড়ি রাখল রাইফেলটা, বাম হাত মুক্ত থাকল।

'বেশ দ্রুত চলে এসেছ, অ্যাশ,' মন্তব্যের সুরে বলল ও।

'ভাবিইনি এতদূর চলে আসবে। আমি তো ভেবেছিলাম ট্রেইলের ধারে-কাছে কোথাও তোমার দেখা পাব, আমার অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে থাকবে।'

রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ, চোখে আগুন নিয়ে ডীনের দিকে তাকিয়ে থাকল সে, তবে ভিতরে ভিতরে সতর্ক। চঞ্চল চাহনি দেখে ডীন বুঝল মওকা খুঁজছে সে।

'আমরা বন্ধু ছিলাম, ডীন। এখনও আছি। কিছু মানুষের বোকামির জন্য কেন আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হবে? উইল সিটির প্রতি কীসের দায় তোমার? যারা মারা পড়েছে, স্রেফ অযোগ্যতা আর বোকামির জন্য মরেছে। তোমার তাতে কিছু আসে-যায় না। যেভাবে ওদের পেয়েছ, ঠিক সেভাবে সাধারণ মৃত্যুর ঘোষণা দিয়ে গোর দিলে ল্যাঠা চুকে যেত, তা হলে এত কিছু ঘটত না। আগেও বলেছি, কাজটাকে খুব সিরিয়াসলি নিয়েছ তুমি।'

'এটা হয়তো আমার দোষ। যাকগে, লোকজনের টাকায় আমার রুটি-রুজি চলে, তাই কাজটা শেষ করতে আমি বাধ্য। ঠিক যেমন নিজের কাজের প্রতি সিরিয়াস ছিল গ্যারি টরেল।'

'টরেল? কী হয়েছে ওর?'

'অযথা টাকা নষ্ট করেছ, অ্যাশ। কাজটার জন্য যোগ্য ছিল না সে।'

'অথচ আমাকে বলা হয়েছিল ওর চেয়ে ক্ষিপ্র বা সেরা কেউ নেই...'

'ক্ষিপ্রতা হচ্ছে আপেক্ষিক ব্যাপার, যে যেভাবে দেখে! হয়তো যেখানে জন্মেছিল সেখানে সত্যি সেরা ছিল টরেল, কিন্তু এই দেশ বিরাট এলাকা।'

ডান হাতে কফির মগ তুলে নিল ডীন। 'তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব, অ্যাশ, ট্রায়ালের ব্যবস্থা করব। কথাবার্তায় এমনিতে চালু তুমি, বুদ্ধিও পাকা, আর ঝানু একজন উকিল পেলে হয়তো

পার পেয়ে যেতেও পারো।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল অ্যাশলি হ্যাগার্ড। 'ডীন, মাঝে মধ্যে আমি সত্যি দ্বিধায় পড়ে যাই তুমি আসলে আস্ত বোকা নাকি মহা ধড়িবাজ?'

'বোকাই বোধহয়। দেখেছ তো, কোনভাবেই ভাগ্য ফেরাতে পারিনি। র‍্যাঞ্চার ছিলাম, সব হারিয়ে হলাম অযোগ্য মার্শাল। আমার অদক্ষতার জন্য কয়েকটা খুন হয়ে গেল। হয়তো মুরোদই কম আমার। যাক্‌গে, আপাতত চাকুরিটাই একমাত্র অবলম্বন। মার্শালগিরি না-করলে আমার বাচ্চা আর বউ না-খেয়ে থাকবে, আর এখন বার্ট থাকায় চাহিদাও বেড়ে গেছে। যাই খাব, বাতাস ছাড়া অন্য সব কিনতে টাকা লাগে।'

জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল হ্যাগার্ড। ডান হাত টেবিলের কিনারা ছুঁইছুঁই করছে। 'ভাল কথা মনে করেছ। টাকা! হ্যাঁ, ওটাই বোধহয় সবকিছুর নিয়ামক। একটা রফা করলে কেমন হয়? খুব বেশি নেই আমার কাছে, তবে কিছুটা তোমাকে দেওয়া যেতে পারে। র‍্যাঞ্চটা বিক্রি করতে পারলে অবশ্য আরও টাকা আসবে। তুমি এখানে এসেছ কেউ না জানলেই হলো।'

'তোমার কাছ থেকে টাকা নিলে গ্যারি টরেলেরও অধম হয়ে যাব আমি। ভাড়াটে খুনি, কিন্তু তারও আত্মমর্যাদা ছিল, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওয়াদা রক্ষা করার চেষ্টা করেছে, কারণ তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল সে। নিজের দায়িত্বের প্রতি অবিচল থাকাই মর্যাদাসম্পন্ন মানুষের লক্ষণ।'

'হয়েছিল কী? খুলে বলো তো।'

অনীহার একটা ভঙ্গি করল ডীন। 'একটু আগে যা বললাম, পিস্তলে ক্ষিপ্রতা আসলে আপেক্ষিক ব্যাপার। ওর ছয়ের বিপরীতে আমি টেক্কা শো করলাম। শো-ডাউনের সময় দেখা গেল আর কোন তাস নেই ওর কাছে।'

ফের জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল অ্যাশলি হ্যাগার্ড। তলে

তলে উদ্বেগে ফেটে যাচ্ছে। চোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, কিন্তু ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি। টেবিলের উপর সামান্য ঝুঁকে এল সে।

'ওসমানের ব্যাপারটা কীভাবে ঘটল, অ্যাশ?'

শ্রাগ করল হ্যাগার্ড। 'কফি পরিবেশন করার আগে এক ফাঁকে বুদ্ধি করে রান্নাঘরে গিয়েছিলাম। ওসমানের মগে ঔষধ মেশাতে সমস্যা হয়নি। কফি খেয়ে বেরিয়ে গেল সে, আমিও পিছু নিলাম। লুসি হর্নার অবশ্য ওকে রেখে দিতে চেয়েছিল, ওর আগ্রহ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু হোটেলে ফিরে যেতে চেয়েছিল জো ওসমান।

'*করাল* সেলুন পেরিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম পড়ে যায় যায় অবস্থা। ঠিক পিছনে চলে গেলাম। তখনই মেক্সিকান রেস্তোরাঁর সামনে মাতাল এক মাইনার অহেতুক গুলি শুরু করল, বোধহয় পিস্তল খালি করার সাধ হয়েছিল ওর। যাই হোক, সুযোগটা নিয়ে ওসমানকে ফেলে দিলাম এক গুলিতে।

'বাকস্কিন কোটটা কাঁধে রেখে হাঁটছিল সে। কোট তুলে নিয়ে ওকে কাঁধে তুলে ফার্লোর বার্নে চলে গেলাম। ওর গা থেকে শার্ট খুলে আমারটা পরিয়ে দিয়েছি মাত্র, তখন দেখি ব্যাটা খাড়া হতে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে আবার গুলি করলাম। তো, লাশের গায়ে কোট পরিয়ে ওর শার্ট আমার গায়ে চাপালাম...সাইজে বেশ ছোট বলে আঁটসাঁট লাগছিল...লাশের ব্যবস্থা করে নিরাপদে বাড়ি ফিরে যেতে সমস্যা হয়নি আমার।'

'কেন খুন করলে ওকে?'

'কেন? মাথা আমার নাকি তোমারটা খারাপ হয়েছে? আরে, আমাকে খুঁজতে এসেছিল ও। বহুদিন আগে, মোরায় থাকার সময় বুড়ো ম্যাকনীলকে খুন করে ফেলেছিলাম...ওই খুনের বদলা নিতে এসেছিল ওসমান, কিংবা হয়তো ম্যাকনীলরা ভাড়া করেছিল ওকে...'

কর্তব্য পালনে আর কোন দ্বিধা থাকল না ডীনের, সংশয়ের শেষ চিহ্নটুকুও বিলীন হয়ে গেল। 'উঁহুঁ, অ্যাশ, ভুল করেছ তুমি। ওসমান তোমার খোঁজে উইল সিটিতে আসেনি। কেউই আসেনি। তা ছাড়া, ম্যাকনীল মারা যায়নি। বাপকে বুঝিয়ে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিয়েছিল ম্যাকনীল মেয়েটা।

'অ্যাশ, তুমি আসলে মহা বেকুব! কোন কারণ ছাড়া এতগুলো খুন করেছ। ছায়া দেখে আঁতকে উঠেছ, অথচ কেউ তোমাকে তাড়া করেনি।'

'মিথ্যে বলছ!'

'মিথ্যে বলছি না। একই সত্য আবিষ্কার করেছিল বলে মরতে হয়েছে জর্জ হুইটসেটকে। সবকিছু জেনে ফেলার পর মেরিকে সতর্ক করতে যাচ্ছিল ও যাতে তোমার কাছ থেকে দূরে থাকে, কিন্তু বেচারাকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছ।

'প্রতিটি জায়গায় ভুলে করেছ তুমি। আনাড়ির মত সোরেলের পাছা থেকে ব্র্যান্ডসহ চামড়া কেটে নিয়েছ, অথচ এতে ঠিকই বোঝা যায় ওটার বিশেষ গুরুত্ব আছে, অর্থাৎ ব্র্যান্ডটা কাউকে দেখতে দিতে চাওনি তুমি। তুমি ভুলে গেছ পশ্চিমের মানুষ মাত্রই প্রথম দেখায় ঘোড়ার ব্র্যান্ড দেখে, তাই কারও না কারও ওটা মনে থাকার কথা। তো, কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করার পর ঠিকই একজনকে পেয়ে গেলাম যে ব্র্যান্ডটা মনে করতে পেরেছে।'

অ্যাশলি হ্যাগার্ডের দুই হাত এখন টেবিলের কিনারার কাছে। তার মুখে ভুবন ভুলানো হাসি–নিষ্পাপ, উজ্জ্বল, বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি, যার কারণে সবাই তাকে পছন্দ না করে পারে না। অ্যাশলি নিজেও এ-ব্যাপারে শতভাগ সচেতন।

'তো, ডীন, এবার বিদায় বলতে হয়! তোমার জন্য দুঃখই হচ্ছে, কষ্ট করে এতদূর এসেছ, অথচ খালি হাতে ফিরে যেতে হবে।'

হঠাৎ নিচু হয়ে গেল অ্যাশলে হ্যাগার্ডের বাম হাত, ঝটিতি খামচে ধরল ডীনের ডান হাতের কব্জি। একইসঙ্গে ডান হাতে ড্র করেছে, চোখের পলকে পিস্তল উঠে এল হাতে।

হাতটা মুক্ত করার কোন চেষ্টা চালাল না ডীন। বন্ধুর চোখে চোখ রাখল, তারপর টেবিলের কিনারা ছাড়িয়ে অ্যাশলি হ্যাগার্ডের হাতের পিস্তলের নল ওর দিকে উঁকি দিতে রাইফেলের ট্রিগার টেনে দিল।

ছোট্ট ঘরে কামান দাগার মত হলো আওয়াজটা।

নিজেকে বড্ড সেয়ানা ভেবেছিল অ্যাশলি। নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে ডীনের তৎপরতা চোখে পড়েনি বা দেখার গরজ অনুভব করেনি। সম্ভবত অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ছিল সে।

নীচ, ঠগ! জীবনের শেষ মুহূর্তেও জোচ্চুরি করল বন্ধুর সঙ্গে!

তেমন কিছু করতে হয়নি, বাম হাতে কোলে রাখা রাইফেলের নল স্রেফ সিধে করেছে ডীন, তাতেই অ্যাশলি হ্যাগার্ডের পেট প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছিল ওটার মাযল। ট্রিগার টেপার সঙ্গে সঙ্গে ঝটিতি লাফ দিয়েছে ডীন, টেবিলটা ঠেলে ফেলেছে অ্যাশলির গায়ে। হুড়মুড় করে মেঝেয় আছড়ে পড়ল সে, গায়ের উপর পড়ল টেবিল। এই সুযোগে লেভার টেনে চেম্বারে নতুন কার্তুজ পাঠিয়ে দিল ডীন। আবার গুলি করার জন্য তৈরি।

ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে বন্ধুর দিকে তাকাল ও। তারপর বুটের খোঁচায় অ্যাশলির হাত থেকে খসিয়ে পিস্তলটা দূরে পাঠিয়ে দিল।

দৌড়ে দরজায় চলে এসেছে কৌতূহলী কয়েকজন।

'ধ্যেৎ! ডীন, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না! সবকিছুতে বাড়াবাড়ি। এমন বোকামি করে কেউ?' কথার খই ফুটছে অ্যাশের মুখে, ডীনের চোখে চোখ। 'চালাক-চতুর হলে আখেরে লাভ হয়, এটা তোমাকে বোধহয় কখনোই বোঝাতে পারব না। চাইলেই পকেট ভারী করতে পারতে...বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য তোমাকে

পাঁচশো ডলার দিতাম! গাধা কোথাকার...!'

কোমরের বেল্টে চলে গেল তার হাত। 'দেখো, বেকুব, কী আছে আমার কাছে...'

বন্ধুর প্রতি শুধু করুণাই বোধ করল ডীন। 'কিছু নেই তোমার কাছে, অ্যাশ। কিচ্ছু না। এমনকী সময়ও নেই তোমার।'

বাস্তবতা যেন উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো সে, নীরব কয়েক মুহূর্ত পর করুণ হয়ে উঠল চাহনি। 'ডীন!' ফুঁপিয়ে মিনতি করল সে। 'দয়া করে...'

কয়েক পা পিছিয়ে এসে দরজার দিকে ফিরল ডীন। 'দুঃখিত, বন্ধুরা। ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার ফয়সালা করে নিয়েছি আমরা।'

অ্যাশলি হ্যাগার্ডের চেয়ারের ব্যাকরেস্টের উপর স্যাডলব্যাগ ঝুলছিল, চেয়ার সহ উল্টে পড়ায় এখন ওটা মেঝেয় পড়ে আছে। ঝুঁকে তুলে নিল ডীন। ব্যাগের চামড়ার উপর ব্র্যান্ডিং-আয়রন দিয়ে খোদাই করা: *এইচপি–হার্ভে প্রাইন।*

অ্যাশলির শেষ চুরির মাল...বাড়িতে রাখা মেরি প্রাইনের টাকা লোপাট করে দিয়েছে।

ব্যাগের ভিতরে হাতড়াল ডীন। উল্লেখযোগ্য জিনিস একটাই: ছোট্ট কাপড়ের থলেয় বেশ কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা। নিঃসন্দেহে জো ওসমানের।

'ওর নামে রিওয়ার্ড আছে,' বিষণ্ন স্বরে বলল ডীন। কাজটা যত দৃঢ়তার সঙ্গে করুক না কেন, একজন মানুষ, এক বন্ধুকে খুন করেছে; তিক্ত অনুভূতিই হওয়ার কথা ওর। 'যথেষ্ট টাকা। টাকাটা দাবি করতে পারো তোমরা, নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ো, বিনিময়ে যদি ওকে ভদ্রভাবে দাফন করো কৃতজ্ঞ থাকব।'

'মার্কারে কী নাম লিখব?' গাট্টাগোট্টা আউটল জানতে চাইল, একটু আগে পোর্চে তার সঙ্গে কথা হয়েছিল ডীনের।

'অ্যাশটন অ্যালেন...অ্যাশলি হ্যাগার্ড...পিটার ডিলন যা ইচ্ছে লিখে দিয়ো। বেঁচে থাকতে নামের কোন গুরুত্ব ছিল না ওর কাছে, আর এখন নিশ্চয়ই মোটেও নেই?'

মেডিসন থেকে পাঁচ মাইল দূরে আসার পর ডীন উপলব্ধি করল ক্লান্তিতে পর্যুদস্ত ও, ঘোড়াটার বিশ্রাম জরুরি হয়ে পড়েছে আর খাবারের ফরমাশ দিলেও খাওয়া হয়নি ওর।

***

সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল। বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না। তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলবাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই অনলাইনে নিয়ে আসা। মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত। তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম। আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। অনেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না। আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না। বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন। পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন। তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন। আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য। কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে। আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন। www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900